INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES

ACT : 1963.

1st April, 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 1st April, 1966.

PRESENT

Shri Upendra Kr. Roy, Speaker, in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Speaker, three Deputy Ministers, and 21 Members.

MR. SPEAKER :— I take up the first item. First item is questions-Starred Questions. Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 616

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 616.

Question	Reply
1) Whether it is a fact that the strength of Ministerial staff in the Office of the C. F. O. is not adequate ?	Yes.
2) If so, whether the Govt. proposes to increase the number ?	It is under consideration.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— বর্ত্তমানে সি, এফ, ও অফিসে মিনিষ্টারিয়েল ষ্টাফ কত জানাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— আপনি কি করে জানলেন যে ষ্টাফ ইনএডিকোয়েট ?

শ্রী বি, দাস ঃ— নাম্বারটা আমার জানা নাই, কিন্তু ষ্টাফ এডিকোয়েট ছিলনা বলেই আমরা জানি ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কি করে বুঝলেন যে ষ্টাফ ইনএডিকোয়েট ?

শ্রী বি, দাস ঃ— সেটা জেনেই আমি বলেছিলাম, তবে এক্জাকট নাম্বারটা আমার কাছে না থাকায় আমি হাউসের কাছে বলতে পারছি না ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এই নাম্বারটা কত বাড়ান হবে তার কোন প্রপোজাল কি গভর্ণমেন্ট প্রিপেয়ার করেছেন ?

শ্রী বি, দাস :— আমাদের প্যাটার্ণ অনুযায়ী, আমাদের ষ্টাফের যতটুকু প্রয়োজন, আমরা ততটুকুই কন্‌সিডার করেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্যাটার্ণ-টা কি জানতে পারি কি ?

শ্রী বি, দাস :— যত ষ্টাফের সেখানে দরকার।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— কত ষ্টাফের দরকার ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ইট ডিপেণ্ডস অন দি লোডস অব ওয়ার্কস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আই ওয়াণ্ট এ কন্‌ক্রীট আনসার।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা বলেছেন যে নাম্বারটা ইনএডিকোয়েট। কাজেই সেটাকে এডিকোয়েট করা হবে। এডিকোয়েট যদি গভর্ণমেন্ট করতে চান, তার জন্য তারা প্রপোজাল পাঠিয়েছেন কিনা, স্কীম পাঠিয়েছেন কিনা, থ্যাট স্ট্যাণ্ড বি আনসার্ড। ষ্টাফ বাড়াবার জন্য গভর্ণমেন্ট কি করেছেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ইজ আণ্ডার কন্সিডারেশান।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—গভর্ণমেণ্ট যদি মনে করে থাকেন যে ষ্টাফ বাড়াবে, তাহলে তারা একটা স্ট্রাকচার তৈরী করিয়েছেন নিশ্চয়, সেই ষ্ট্রাকচারটা কি, এখন কত আছে এবং তারা কত করতে চান, তার একটা আইডিয়া হাউসকে তারা দেবেন।

শ্রীএস, এল সিংহ :—নাম্বার অব ষ্টাফ সম্বন্ধে বলা হলে, সেটার উত্তরে বলা হয়েছে যে সেটা আমরা এক্ষনে বলতে পারবনা, আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এটা কি সত্য নয় যে এটার জন্য গভর্ণমেণ্ট বা ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন প্রপোজাল আজ পর্য্যন্ত পাঠান হয়নি ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একথাটা সত্য যে প্রপোজাল পাঠান হয়েছে।

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—ডিপার্টমেন্ট পাঠিয়েছে গভর্ণমেন্টের কাছে, না গভর্ণমেন্ট পাঠিয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে ?

শ্রীবি, দাস :—গভর্ণমেন্ট পাঠিয়েছে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে।

MR. SPEAKER :—It is better if the exact number could be given.

শ্রী আতিকুল ইসলাম :—আমরা যখন প্রশ্ন করব তখন আমরা আশা করব যে মন্ত্রী মহোদয় একটা কনক্রীট আনসার দেবেন। কিন্তু মিনিষ্টাররা ডেফিনিট আনসার কখনও দেন না।

MR. SPEAKER :—Definite answer should be given. Evasive reply should not

be given. I would draw the attention of the Hon'ble Ministers to Rule No. 89, sub-rule 1 and 2.

SHRI AGHORE DEB BARMA.

SHRI AGHORE DEB BARMA :—767.

SHRI M.L.BHOWMIK :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 767'

Question	Answer.
1) Whether Shri Sukhendu Das, a Forester Grade I, has submitted a written complain to the Tripura Government against the C.F.O.,	Yes.
2) if so, what are these complaints ;	In the complain of the complainant, Shri Sukhendu Das, there is a lot of complaints in his representation. Hon'ble Speaker, Sir, am I required to read out all these complaints ?
3) whether, the complaints have been inquired into ?	The matter is being looked into.

MR. SPEAKER :— It may be laid on the table of the HOUSE. (Appendix 'B)

মিঃ স্পীকার :—নো সাপ্লেমেন্টারী ?

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন কি কি অভিযোগ করা হয়েছিল ?

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ লঙ্ লিষ্ট ।

শ্রী এম এল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা উত্তরেই বলেছি ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কত মাস আগে এই অভিযোগ করা হয়েছিল, তারিখটা বলতে পারেন কি ?

শ্রী এম এল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, থ্রী মান্থস ব্যাক। আই কেন নট সে দি একজাক্ট ডেট টু দি হাউস জাস্ট নাউ, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই অভিযোগগুলি এনকোয়েরী করতে আর কতদিন লাগবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—Hon'ble Speaker, Sir, as soon as possible the enquiry will be completed.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, এই অভিযোগের এনকোয়েরী কে করছেন এবং কাকে দিয়ে করান হচ্ছে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সি, এফ, ও'র উপরে যিনি আছেন, তিনি করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা কনক্রীট উত্তর চাই সি, এফ, ও'র উপরে মানে কি, তিনি কে ? হু ইজ হি ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক :—সেক্রেটারী অব দি ডিপার্টমেন্ট।

MR. SPEAKER :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

SHRI PROMODE RANJAN DAS GUPTA :—775

SHRI B. DAS :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 775.

Question.	Reply.
1) Number of Jumia and landless workers rehabilitated during the years from 1964 to Jan. 1966 ;	1,834 Jumia and 1,049 landless Sch. Tribe and Sch. Caste families rehabilitated.
2) Whether any survey has been made to ascertain the number of Jumia and landless person in Tripura ;	Departmental survey to ascertain the number of Jumia families completed and survey for landless persons undertaken.
3) Number of applications received from Jumia and landless persons for rehabilitation from April, 1964 to Feb. 1966 ?	4,069 from Jumias and 4,249 from the landless persons receaved.

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ডিভিশন ওয়াইজ কত জনকে দেওয়া হয়েছে তার ব্রেক আপটা জানাবেন কি ?

শ্রীবি, দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সার্ভে করার পর জুমিয়া কত জন এবং ল্যাণ্ডলেস কত জন অ্যাসাটেণ্ড হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস :—জুমিয়া আমি বলেছি সব সুদ্ধ ২৭ হাজার। তার মধ্যে ১৮,২১৬টি জুমিয়া ফ্যামিলিজ হ্যাভ সো ফার বীন সেটেলড এবং ল্যাণ্ডলেস এবং আদারস যেমন, সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস, তাদেরটা এখনো কম্পলিট হয় নাই।

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জুমিয়াদের গ্যাণ্ট বাড়ানো হয়েছে কি না ?

শ্রী বি, দাস :— সেটা বাড়ানো হয় নাই। তবে সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— এই জুমিয়া এবং ল্যাণ্ডলেসদের গ্র্যাণ্টস্ কি ফুল্লী পেড আপ করা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :— যারা সেটেলড হয়েছে তাদের ফুল্লী পেড আপ করা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সিমনা তহশীলের ব্রজেন্দ্র নগর কলোনীর জুমিয়াদের যারা রিহেবিলিটেটেড হয়েছে, প্রায় ৭ বৎসর আগে যাদের রিহেবিলিটেশান গ্রাণ্ট দেওয়া হয়েছে তাদের সবটা গ্র্যাণ্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :— পাটিকুলার একটা কেস। সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত :— এই যে জুমিয়া রিহেবিলিটেশন হয়েছে তাদের কত কানি করে জমি দেওয়া হয়েছে এবং সবাইকে জমি দেওয়া হয়েছে কিনা ? যে নিয়ম অনুসারে দেওয়ার কথা সেই নিয়ম অনুসারে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— টু স্ট্যাণ্ডার্ড একর দেওয়া হয়, যদি নাল জমি হয়। আর যদি নাল জমি না হয় তবে ১৫ কানি দেওয়া হয় টিলা।

শ্রীপ্রমোদ দাস গুপ্ত :— কত পরিবার টু স্ট্যাণ্ডার্ড একর নাল জমি পেয়েছে।

শ্রী বি, দাস :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীল দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জুমিয়া গ্র্যানটের টাকাটা কয় কিস্তিতে দেওয়া হয় ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— টু ইনসটলমেন্টে দেওয়া হয়। একটা হল রিক্লেমেশন পিরিয়ডে, আর একটা আফটার রিক্লেমেশান।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই দুইটা ইনসটলমেন্টের জন্য মহকুমা অফিস থেকে দুবার গ্র্যান্টের জন্য আগরতলা লিখতে হয় কিনা ? দুইটা ইনসটলমেন্টের জন্য সেপারেট গ্র্যাণ্ট চাইতে হয় কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এখন কথা হল, স্যাংশন হলে ৫০০ টাকা গ্র্যান্ট দেওয়া হয়। সেটা দুইটা ইনস্টলমেন্টে দেওয়া হয়। এখন যে প্রসেস চলছে, সেটা হল সাড়ে বার টাকা করে সপ্তাহে, তারা যদি পরিস্কার করে তা হলে, দিয়ে দেওয়া হয়, আর বাকীটা পরে দেওয়া হয়, আফটার রিক্লেমেশান।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন প্রথম কিস্তি পাওয়ার পর, রিক্লে-মেশন হওয়ার পর দীর্ঘদিন সময় লাগে তাদের দ্বিতীয় কিস্তি পেতে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :-- সেটা স্বীকার করি। অনেক ক্ষেত্রে এনকোয়ারী করতে হয় যে বাস্তবিকই তারা রিক্লেম করল কিনা। সমস্তটা এনকোয়ারী করার সাপক্ষে দেরী হয় বৈকি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পেতে দেরী হলে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজ ব্যাহত হয় এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজ ব্যাহত হয় তার কারণ হল এই, প্রিভিয়াসলী দেখা গেছে যে তাদের নিজেদের উপর নির্ভর করলে হয়ত রিক্লেমই করা হয় না অনেক ক্ষেত্রে। অতএব সুষ্ঠুভাবে সেটাকে পুনর্ব্বাসন করাতে গেলে যাতে তারা রিক্লম করে টাকাটা পেতে পারে এবং তারা টাকাটা কাজে লাগাতে পারে সেজন্য এইভাবে দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল যে রিক্লেম করার পর শুধুমাত্র সেকেণ্ড ইনস্টলমেন্টের টাকাটা আগরতলা অফিস থেকে মঞ্জুরীর জন্য দীর্ঘদীন লাগে।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— একটা অর্ডারে স্যাংশন থাকে। আমি আগেই বলেছি যে, এনকোয়ারী করা হয় এবং এনকোয়ারী করতে যে টুকু দেরী হয় সেটাই দেরী হয়। তা ছাড়া অন্য কোনরকম দেরী হয় না।

শ্রীসুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জুমিয়া গ্র্যান্ট বর্তমানে যে টাকাটা দেওয়া হয় তা যথোপযুক্ত কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে, আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে সেটা ইনক্রীজ করার জন্য বলেছি।

শ্রীসুড়া আং মগ :— এটা কবে পর্যন্ত আশা করতে পারি।

SARI S.L. SINGH :— As soon as the Govt. of India will sanction it then we will have it.

আং মগ :— বর্তমানে যে রেটটা চলছে তাতে বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের দিনে ঠিকভাবে পুনর্ব্বাসন হয় না এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এটা পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যে, আমরা এটা ইনক্রীজ করার জন্য গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে লিখেছি।

শ্রীলুড়া আং মগ :—পূর্বে যে সমস্ত জুমিয়াদের জমি এবং সাহায্য দেওয়া হয়েছে তাদের তাতে ঠিকভাবে পুনর্বাসন হয় নাই। সে জন্য কোন কমিশন নিযুক্ত করে তদন্ত করার কোন ব্যবস্থা সরকার করেছেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ঠিক ঠিকভাবে পুনর্বাসন হয়েছে। অতএব সেখানে এনকোয়ারীর কোন প্রয়োজন পড়ে না।

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে, যে সমস্ত জুমিয়াদের জমি এবং টাকা দেওয়া হয়েছে তারা সেই অ্যালটেড জমিতে গিয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমাদের তথ্য হল যে, তারা যে সমস্ত জায়গাতে গেছে সে সমস্ত জায়গাতে আছে।

শ্রীহেমন্ত দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি যে, যে সমস্ত জমি তাদের দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জমিতে তারা গিয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমরা জানি যে তারা সেই সমস্ত জায়গায় আছে। সুতরাং তদন্ত করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীলুড়া আং মগ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত জুমিয়াদের জমি অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জমি জোতদার এবং নন্‌ট্রাইবেলরা অধিকার করে রয়েছে, এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ইহা সরকার অবগত নহেন।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, জুমিয়াদের যে কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে বর্তমানে যে, কলোনীতে কিছু অংশ ফরেষ্ট থেকে জুমিয়াদের দিতে বাধা দিচ্ছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— যতটুকু আমি জানি ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যেও যারা জুম কেটেছে তাদেরকেও এলাও করা হয়েছে। অতএব এইরকম যদি কোন পার্টিকুলার কেস হয় তাহলে জানালে পরে সরকার সেই দিক দিয়ে অবহিত হতে পারেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত :— কত সংখ্যক জুমিয়া কলোনী ডেজার্ট করে চলে গেছে তার কোন রেকর্ড আছে কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— ডেজার্ট যদি করে থাকে তাহলে রেকর্ড নিশ্চয়ই থাকবে। তবে এখন সেটা বলা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীপ্রমোদ দাশ গুপ্ত :— ইহা কি সত্যি নয় যে, যেসমস্ত জুমিয়া ডেজার্ট করে চলে গিয়েছে

তার একমাত্র কারন হচ্ছে যে টিলা ভূমিতে জলসেচের অভাব ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— ইহা একমাত্র কারণ নয়। একমাত্র কারণ হতে পারে আমি বলেছি যে মাণসিক প্রস্তুতি যদি না থাকে তাহলে পরেই মানুষ চলে যায়। কারণ আমরা দেখেছি টিলার ক্ষেত্রে মানসিক প্রস্তুতি যাদের আছে তারা টিলাকে আঁকড়িয়ে চাষাবাদ করে তাদের অর্থনীতি পরিচালিত করেছে।

শ্রী পি, আর, দাশ গুপ্ত ঃ— সেসব টিলা ভূমিতে জলসেচের প্রয়োজন আছে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ ঃ— টীলা ভূমিতে জলসেচের প্রয়েজন কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হতে পারে সেটা আমাদের দেখা দরকার। যদি আমরা কমলার চাষ করি, হরটিকালচার করি তাহলে সেখানে জলসেচের দরকার পড়েনা সাধারণতঃ। ম্যাংগো করি বা কীচেন গার্ডেন করি যদি তাহলে দরকার পড়তে পারে ইন দি উইন্টার সীজন, কিন্তু রেইনি সীজনে আমাদের কোন দরকার পড়েনা। সেই জায়গাতে দরকার হলে রেইনি সীজনে যে জলটা আসে, সেটাকে ড্রেনেজ ওয়েতে ধরে রাখা যায় কিনা তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যে জায়গাতে হাই-য়েষ্ট টীলা হবে, সেই সমস্ত জায়গাতে হরটিকালচার প্রভৃতি করার জন্য বলা হচ্ছে। যেষ্টা পাট জাতীয় যেটা ক্যাস ক্রপস সেটা টীলা ল্যাণ্ডে হয় বা সুগার কেইন টীলা ল্যাণ্ডে হয়ে থাকে। অতএব সবক্ষেত্রে ইরিগেশান'এর দরকার আছে বলে মনে করিনা। ইট ডিপেণ্ডস আপন দি প্ল্যান্টেশান অব ডিফারেন্ট ক্রপস।

Mr Speaker :— I am afraid supplementaries are going far away from the main question, so I can not allow any more suqplementary on this. I would call on Shri Ramcharan Deb Barma.

SRI RAMCHARAN DEBBARMA: 816

Shri B, Das :— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 816.

Question	Answer.
(ক) সদর বিভাগে রাধাকিশোর নগরে কেটল ফডার প্রডাক্‌মান সেন্টার ও ডায়েরী ফার্ম্মের জন্য কত পরিমান জায়গা লওয়ার জন্য সরকার স্থির করিয়াছেন ?	(ক) গো-খামার স্থাপন করিবার জন্য প্রায় ৫০০ একর ভূমি প্রয়োজন হইতে পারে এবং যতটুকু সম্ভব অত্র বিভাগ খাস ভূমি দখল লইবার জন্য চেষ্টা করিবে।
(খ) কাহাকেও উচ্ছেদ করার সরকারের প্রয়োজন হইবে কিনা ?	(খ) খাস ভূমি দখল লওয়ার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা অবলম্বন করা হইবে। কিন্তু যেহেতু অদ্যাবধি স্থান

নির্বাচন কার্য্য চূড়ান্তরূপে সম্পন্ন হয় হয় নাই, তদহেতু কাহাকেও ভূমি হইতে উচ্ছেদ করা হইবে কিনা বর্ত্তমানে নিরূপিত করাও সম্ভবপর নহে।

শ্রীহেমন্ত দেবঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে এখানে অনেক জায়গায় সরকার অনেক কৃষককে উঠিয়ে দিয়ে দখল করে নিয়েছেন?

শ্রী এম, এল, ভৌমিকঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখনও কোন জায়গা ফাইন্যালি সিলেক্টেড হয় নাই।

শ্রীহেমন্ত দেবঃ— ফাইন্যালি সিলেক্টেড না হলে পরে কি করে, যে সমস্ত লোক সেখানে ছিল, তাদের উচ্ছেদ করা হল?

শ্রী এম, এল, ভৌমিকঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের যতটুকু ইনফরমেশন, তারা খাস ল্যাণ্ডের উপর বে-আইনিভাবে দখল করে বসে আছে, সেইজন্য তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে।

শ্রীহেমন্ত দেবঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই জায়গার কোন এক কৃষকের দীর্ঘ ৫০/৬০ বছরের দখলিকৃত ভূমি এবং ধানি জমি, সার্ভে সেটেলমেন্ট থেকে খাস বলে নিয়ে নেওয়া হয়েছে?

শ্রী বি, দাসঃ— সরকার খাস ভূমি নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন তা সরকার অবগত নন।

শ্রীহেমন্ত দেবঃ— সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট স্বীকার করেছেন যে, এই জায়গা সার্ভে করতে গিয়ে ভুলে খাস দেখান হয়েছে, এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী বি, দাশঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ধরণের ঘটনা সরকার অবগত নন।

শ্রীহেমন্ত দেবঃ— যদি ভুল সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে সরকার এই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

Mr Speaker :— Hypothetical question will not be allowed.

Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb :— 817

Shri M L Bhowmik :— Hon'ble Speaker Sir, Starred question No. 817

Question	Reply
ইহা কি সত্য যে গত জানুয়ারী মাসে	হ্যা, রিজার্ভ বনে।

কৈলাসহর বিভাগে ছামনু বাজারে স্থানীয়
ফরেষ্ট অফিস তরফ হইতে ঢোল সহবত করিয়া
জুম কাটা সম্পূর্ণ ভাবে নিষেধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ?

শ্রী লুড়া আংমগ ঃ— রিজার্ভ ফরেষ্ট ছাড়া, অন্য জায়গার মধ্যে জুম কাটা নিষেধ করা হই-য়াছে কিনা ?

শ্রী এম এল ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজার্ভ ছাড়া, অন্য জায়গায় নিষেধ করা যায়না।

শ্রীআঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এ' এলাকায় যে সমস্ত জুমিয়া আছে, তাদের পার্ল্টা কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ? জুম কাটতে নিষেধ করে দিলেন, তারা কি করে বাঁচবে সেই সম্পর্কে চিন্তা করেছেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— সরকার সেই দিকে বিশেষ চিন্তা করছেন। যারা জুম কাটে, তাদের জুম কাটার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

শ্রী অঘোর দেববর্ম্মা ঃ— এটা কি ঠিক যে এই ফরেষ্ট বিভাগ থেকে জুম কাটা নিষেধ করার ফলে, পাঁচ শত পরিবার জুমিয়া অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ— সরকার অবগত আছেন, যারা জুম কাটতে চেয়েছেন তাদের জুম করতে দেওয়া হচ্ছে, অতএব যাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ— এই রিজার্ভ ফরেষ্টের ভিতর কত পরিবার জুমিয়া আছে তা বলতে পারেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ ঃ — আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী লুড়া আং মগ ঃ—এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী এস এল সিংহ ঃ— এটা তদন্ত'এর দরকার পরেনা।

Mr. Speaker :— Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Datta : — 845

Shri M L Bhuwmik :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 845

Question	Answer.
a) Whether all the Tripura Govt. employees of all the Departments are given the benefit of transfer in the interest of public service when they are posted from one place to another ;	Yes.
b) If not, which are the Departmants that	

deprive its employees such benefits and reasons thereof ; — Does not arise.

c) Whether postings of officers of those Departments from one place to another are ordered as transfer in the interest of public service ; — Does not arise.

d) If so, why such discrimination is made between employees and officers ? — Does not rise.

Mr: Speaker :— No supplementary ?

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে যে ট্রান্সফার এবং পোষ্টিং , গত এক বছরে যে ট্রান্সফার এবং পোষ্টিং হয়েছে, তার লিষ্ট দিতে পারেন কি ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা এখন দেওয়া সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী সুনীল চন্দ্র দত্ত :— সার্ভে সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্টের ট্রান্সফার এবং পোষ্টিং, তার লিষ্ট গত এক বছরের দিতে পারেন কিনা ?

শ্রী এম, এল, ভৌমিক :— গত এক বছরের ট্রান্সফার এবং পোষ্টিং এর লিষ্ট দেওয়া এখন সম্ভব নয়, সো আই ডিমাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker :—Shri Sunil Kr. Choudhury.

Shri Sunil Kr. Choudhury :— Question No. 850.

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 850.

Question	Answer.
১। ত্রিপুরাতে কত জুমিয়া পরিবার আছে.	২৭.০০০ পরিবার
২। এখন পর্যান্ত কত পরিবারকে পুণর্বাসন দেওয়া হইয়াছে,	১৮,২১১ পরিবার।
৩। অবশিষ্ট পরিবারকে কবে পর্যাপ্ত পুণর্বাসন দেওয়া হইবে ?	চতুর্থ পরিকল্পনাকালে দেওয়ার প্রস্তাব আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কবে থেকে এই পুণর্বাসন আরম্ভ হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস :— ১৯৫২—৫৩ থেকে। সেকেণ্ড ইয়ার অব দি ফাষ্ট প্ল্যান।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এত দেরী হওয়ার কারন কি ?

শ্রী বি, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দেরী হচ্ছে না, আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সেটা করে যাচ্ছি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে রিজার্ভ ফরেষ্টে যে জুম কাটার সুযোগ সুবিধা নাই, বলে ঢোল সহরত দেওয়ায় অনেক মানুষ জুম কাটতে পারে নাই ?

শ্রী এম ,এ ল, ভৌমিক :— রিজার্ভ ফরেষ্টে অন টঙিয়া সিষ্টেম জুম করা চলে।

অঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আজ পর্যন্ত যে সমস্ত জুমিয়াদের গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত জুমিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত জায়গা পাচ্ছে না। এই রকম কোন ঘটনা আছে কিনা এবং কোন ডিভিশনে কত ঘটনা আছে ?

শ্রীমনীন্দ্র লাল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার এই বিষয়ে অবগত নন।

শ্রীলুড়া আং মগ :— ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত জুমিয়াদের অবিলম্বে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

MR. SPEAKER :— I have not allowed this question.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে সব জমিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার ফলে অনেক নন-ট্রাইবেল এবং ট্রাইবেল এর মধ্যে অনেক বিরোধ হচ্ছে। সেটা সম্পর্কে সরকার কিরকম দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছেন তা জানাবেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এই রকমের কোন বিরোধ হয় নি?

শ্রী অঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি কৈলাসহরের ধুনাছড়া এলাকার মধ্যে মরাছড়া আদর্শ কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়ার পরেও জুমিয়ারা তাদের ভূমি দখল করতে পারে নাই ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এই ঘটনা সরকার অবগত নহেন।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কাঠালছড়া এবং লুধুয়াতে যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তারা সেই জায়গাতে আছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— আমরা জানি আছে।

MR. SPEAKER :—SHRI ATIQUL ISLAM.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 648.

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Question No. 648.

1). Names of the tribal colonies where tanks are excavated and lakes are formed by	The names of the Tribal Colonies where tanks have been excavatad and lakes have been formed by construc-

construction of bunds for pisciculture

tion of bunds are given below :—

(A) Colonies where tanks have been excavated:

1. Pravapur (in Sadar Sub-Division)
2. Bisramganj (")
3. Ranikilla (in Udaipur Sub-division)
4. Manu (in Belonia Sub-division)
5. Muhuripur (")
6. Sonaichari (")
7. Chakma Sutoomagpara (")
8. Silachari (in Sabroom Sub-division)
9. Raipara (in Kamalpur Sub-division)
10. Mainarma (in Kailashahar Sub-dvn).
11. Devshaipara. (")
12. Dharanya Ruajapara (")
13. Nalkata (")
14. Dephacherra (")
15. Jamircherra (")
16. Ultacherra (")
17. Deoracherra (")
18. Betcherra (")
19. Chailengta (")
20. Dhumacherra (")
21. Maimaipara (")
22. Karamcherra (")
23. Uricherra (in Dharmanagar Sub-dvn).
24. Tuisama (")
25. Kanchanpur (")
26. Nabincherra (")

QUESTION	ANSWER
	(B) Colonies where lakes have been formed by construction of bunds :
	1. Bisramganj (in Sadar Sub-division)
	2. Ranikilla (in Udaipur Sub-dvn)
	3. Manur (in Belonia Sub-division)
	4. Nalini Chakmabari (in Sabroom Sub-division)
	5. Gandacherra (in Kamalpur Sub-dvn.)
	6. Karamcherra (in Kailashahar Sub-dvn)
	7. Mainarma (")
	8. Chailengta (")
	9. Dhumacherra (")
	10. Darchai (")
	11. Betcherra (")
	12. Nabincherra (in Dharmanagar Sub-dvn)
	13. Tuisama (")
	14. Uricherra (
2). Whether pisciculture has been started at the said tanks and Lakes ;	Yes.
3). If so, what is the present position of the said tanks and lakes ?	Steps have been taken to lease out all these tanks and lakes to the private pisciculturists.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এ' সমস্ত কলোনীগুলিতে যেখানে লেক এবং বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে এখন পিসিকালচার না করে গরুস্নান করানো হয় কেন ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এইরকম কোন তথ্য সরকারের কাছে নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, বিশ্রামগঞ্জ যে লেকের কথা বললেন সেটার অস্তিত্ব এখন আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— সরকারের ইনফরমেশন হল সেখানে আছে।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই পুকুর এবং লেক করার বাবদে কোন কোন্ কলোনীতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এ'সমস্ত কলোনীগুলিতে পিসিকালচার করে কত টাকার মাছ পাওয়া গিয়েছে?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে কেন এখন সেগুলি প্রাইভেট পার্টিকে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে?

Shri M. L, Bhowmik :— Peoples are interested in pisciculture.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্যি নয় যে গভর্ণমেন্ট পিসিকালচার করতে পারছেন না বলে সেগুলি এখন তাড়াতাড়ী অন্যকে দিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— যারা পিসিকালচারিষ্ট তাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট সেগুলি দিয়ে দিচ্ছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— এটা কি সত্যি নয় যে সেখানে লেক্ এবং বাঁধ দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্ত কোন মাছের চাষ হয় নি?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— এটা সত্যি নয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে আজ পর্য্যন্ত অধিকাংশ পুকুরগুলিতে কোন পিসিকালচারই করা হয় নি এ কথা সত্য কিনা?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— সেই কাজ ফুল সুয়িং এ চলছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কাঠালীয়াতে যে জুমিয়া কলোনী সেইখানে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেই বাঁধ আছে কিনা?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— বাঁধ দিয়ে থাকলে নিশ্চয় সেখানে বাঁধ আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে অধিকাংশ কলোনীর অধিকাংশ লোকেই শুকিয়ে গিয়েছে এবং সেখানে কোন জল নাই বা বাঁধ নাই?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— চৈত্রমাসে জল সব জায়গাতে কমে যায়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি বলবেন যে কাঠালিয়া ছড়াতে যে লেকটার কথা বল লেন সেই লেকটার অস্তিত্ব আছে কিনা এখন?

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— সেই লেকটা আছে।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিশ্রামগঞ্জ কলোনীতে যে লেকটা ছিল সেই লেকে প্রথম প্রথম কিছু ফিসারী হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ সেটা পরিত্যক্ত অবস্থায়

আছে। কি করে যে উনারা বললেন যে বর্ত্তমানে প্রাইভেট পার্টি সেখানে পিসিকালচার করেছে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : – সরকারের কোন জায়গা পরিত্যক্ত নয়। পিসিকালচারিস্টদের সেগুলি দেওয়া হচ্ছে। অতএব সেই জায়গাতে তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Birhendra Deb Barma.

Shri Birchauda Deb Barma :— 771

Shri M. L. Bhowmik :— Hon'ble Speaker. Sir, Starred Question No. 771

Question QUESMION.	Answer. REPLY.
1). Whether it is a fact that the boundary line of the reserved forest has encroached into the following villages via Sardu Karkari, Rangamura, Tuikaibart, Ronkel para, Sirtakbari, Koithakwn. Kerlong and Tukeirupini para, under Teliamura P.S.	No.
2). Whether the above mentinened villages are mostly inhabitated by tribal people.	Yes.
3). If so, what steps have been taken on the basis of the representation ?	Does not arise.

শ্রীবীর চন্দ্র দেব বর্ম্ম :—এই সমস্ত ভিলেজের মধ্যে রিজার্ভ ফরেষ্ট করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীএস এল সিংহ :— The villages indicated in questions no. 1, namely Sardu. Rangamura are lying in Teliamura and remaining villages are lying in Baramura area. Baramura and Batamura Reserve Forest were constituted under section 20 of India Forest Act vide Notification in Tripura Gazette dated 2/9/61 and the boundary line of the said R.F. was demarcated after survey as per notification by fixing R.C.C. Post in 1262.

শ্রীবীর চন্দ্র দেব বর্ম্মা : — যে সমস্ত বাড়ীগুলির মধ্য দিয়ে রিজার্ভ ফরেষ্টের বাউণ্ডারী লাইন গিয়েছে, সেইগুলিতে ভিলেজার্স যারা এফেক্টেড হয়েছে, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা সরকার করেছেন ?

শ্রী এস, এল সিংহ :— The villagers indicated above were excluded from the Reseorve Forest at the time of demarcation. There has been some encroachment there after in regards to whieh, necessary action has been taken.

শ্রীবীর চন্দ্র দেব বর্ম্মা :— নেসাসারী এ্যাকশানগুলি কি জানতে পারি কি, যে সমস্ত এনকোচমেন্টের কথা বলেছেন, তার বিরুদ্ধে কি এ্যাকশান নিয়েছেন ?

শ্রী এস, এল সিংহ :— নেসেসারী এ্যাকশান মানে সেখানে এনকোয়েরী করে দেখা হবে তাদেরকে অন্য জায়গা দেওয়া যায় কিনা, বা সেটা খাস ল্যাণ্ড না সেই জায়গা বন্দোবস্ত নিয়েছিল, না জোত জমিতে ছিল, সেইগুলি দেখে তারপর আরও আছে যে সেখানে টাঙ্গিয়া হিসাবে তারা থাকতে চান কিনা, যদি স্থায়ী হিসাবে থাকতে চান তাহলে তাদের স্থায়ী হিসাবে রাখা হবে।

শ্রীবীর চন্দ্র দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি মনে করেন না যে সাম পোস'ান অব ভিলেজ যদি রিজার্ভ ফরেষ্ট এনক্রোচ করে থাকে তাহলে সেটা রিজার্ভ ফরেষ্টের প্রথা অনুসারে সেই ভিলেজগুলি সম্পূর্ণভাবে এক্সকলুড করা দরকার ?

শ্রী এম এল ভৌমিক :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, these villages were excluded from the Reserve Forest area এবং তারপর final demarcation করা হয়েছে এবং পোষ্ট বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এনক্রোচমেন্ট পরবর্তীকালে এসেছে।

Encroachment by the Villagers, not by the Government.

MR. SPEACAR :— Shri Hemata Deb.

SHRI HEMANTA DEB :— 818

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker. Sir, Starred Question No. 818.

TRIPURA LEGILSATIVE ASSEMBLY

Question	Reply
(ক) ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কোন বিভাগে আদিবাসী— অভ্যর্থনা কেন্দ্র সংস্থাপন কাজ সুরু করা হইয়াছে ;	১০ (দশ) টি উপ-বিভাগেই স্থাপন করা হইয়াছে।
(খ) ইহার জন্য কত পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ?	কোন টাকা মঞ্জুর করা হয় নাই। আপাতত পরীক্ষা-

মূলকভাবে বর্ত্তমান
কর্ম্মচারী দ্বারাই
কেন্দ্রগুলির কার্য্য
পরিচালিত হইতেছে।

শ্রীহেমন্ত দেল :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে সমস্ত জায়গায় রেষ্ট হাউস হয়েছে, সেখানে লোক থাকার কোন সুবিধা আছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ — এটা বলা হয়েছে যে বর্ত্তমান মাসে এটা সংস্থাপন করা হয়েছে আপাততঃ পরীক্ষামূলক ভাবে, এই সম্পর্কে একটা সার্কুলার দেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় সেই সার্কুলার'এর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে সেখানে লেখা আছে, opening of cell for reception of tribale people. তাদের রিসিপশানের অন্য একটা সেল করা হয়েছে, দ্যাটস অল।

শ্রীলুড়া আং মগ :— এই ঘরগুলি কোন সালে করা হয়েছিল ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— বলাই হয়েছে এটা গত মার্চ মাসে সংস্থাপন করা হয়েছে. সেখানে কর্মচারী থাকে, তাদের রিসিপশান করে, পরীক্ষামূলকভাবে সেটা করা হয়েছে, অতএব ঘর তোলার প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ :— এই যে উপজাতি টাউনে আসলে পরে থাকার জন্য রেষ্ট হাউস করা হয়েছে এটা নগরি মোহন পটটনায়ক, চীফ কমিশনার থাকতে করা হয়েছে, সাত বছর আগের কথা। আজ পর্য্যন্ত সেই ঘরে উপজাতি থাকতে পারে না সেটা সত্য কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে আমরা এটা এই মাসে সংস্থাপন করেছি। অতএব নগরি মোহন পটনায়ক করেছেন কিনা আমরা জানিনা।

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— আগরতলায় এই যে অভ্যর্থনা কেন্দ্র, তার লোকেশান কেন্দ্র কোথায় বলতে পারেন, টাউনের কোন জায়গায় এটা অবস্থিত ?

শ্রীএস এল সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে এখানে সেল একটা করা হয়েছে, অফিসাররা তাদের রিসিপশান করেন এবং সেটা পরীক্ষামূলক ভাবে করা হয়েছে, তারা আসলে তাদের রিসিপশান করা হবে। সদর ট্রাইবেল অফিসে সেটা করা হয়েছে।

শ্রীলুড়া আং মগ :— এই সমস্ত ঘর অন্যদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন সরকার, এটা সত্য কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— আগেই বলা হয়েছে যে কোন ঘর এখন পর্যন্ত করা হয়নি। আমরা কেবল মাত্র বর্তমান মাসে এই কাজটা আরম্ভ করেছি, অতএব ঘর অন্যদের ব্যবহার করতে দেওয়ার প্রশ্ন এখানে আসেনা।

শ্রীলুড়া আং মগ :— নগরি মোহন পটনায়ক, চীফ কমিশনার থাকতে, ছয় বছর আগে এই ঘর করা হয়েছে, এটা সত্য কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ :— আমরা বলছি যে বর্তমান মাসে আমরা এটা চালু করেছি।

MR. SPEAKER :— This is not related to the Question. So this sort of question will not be allowed. I would call on Shri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— 647

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 647

QUESTION	REPLY
1. How much seeds have been distributed for growing vegetables in the house compound at Agartala and to how many persons ;	756. 908 Kg. of seeds were distributed to 369 persons during the last Summer & winter Seasons for growing vegetables in the house compound at Agartala.
2. Whether any competition was organised among these growers ?	A Kitchen Garden Competition was organised at Agartala in the month of February, 1966. It was open for participation by all growers including the growers of Agartala.

শ্রী আতিকুল ইসলাম ঃ— শুধু আগরতলায় যারা ফসল উৎপাদন করেছেন, তাদের জন্য কি আলাদা কমপিটিশান স্কীম ছিলনা ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিকঃ— না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— এই যে স্কীমটা, যে স্কীমের against এ এটা করা হয়েছে সেখানে কি একথা বলা হয়নি যে আগরতলা সহরের হাউস কম্পাউণ্ডে যারা নাকি ভেজিট্যাবল করবে, তাদের জন্য আলাদা কমপিটিশান এর ব্যবস্থা করা হবে ?

শ্রীএম, এল, ভৌমিক ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উত্তরে না বলেছি।

Mr. SPEAKER :— The starred questions of all the members present are over. There are few more starred questions given notice of by Shri Nripen-

dra Chakraborty. I would call on Sri Sudhanwa Deb Barma.

Sri Sudhanwa Deb Barma :— Hon'ble Speaker Sir, starred question No. 671

Shri B. Das :— Hon'ble Speaker Sir, starred question No. 671.

	Question	Answer
1.	Whether the C. I. Sheets of the deserted hut, of the Jhumias who were rahabilitated at Adharsha Jhumia Colony, Bishramganj, Sadar were notified to be auctioned on 14. 2. 1966 ;	Yes
2.	if so, the unmber of such huts deserted ;	24 huts.
3.	what are the causes of these desertions ;	Traditional habit of shiftin from one place to another
4.	whether the Govt. will hold on enquiry into the causes of desertions of such Jhumias ?	Not contemplated.

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— এটা কি বর্তমানে অকশন হয়ে গেছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রী বি, দাস :— অক্‌শন হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— কত টাকা পাওয়া গিয়েছে।

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :— ৫,০২১—টাকা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, যে সমস্ত জুমিয়া সেখানে পুনর্ব্বাসন পেয়েছিল তাদের ফসল উৎপাদনযোগ্য কোন জমি দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— তাদের ফসলের উপযুক্ত জমি দিয়েই বসানো হয়। তাদের শিফটিং অ্যাগ্রিকালচারের যে সাইকোলজি, that very psychology preventing them to settle permanently.

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— তাহলে এই যে ফসল উৎপাদনের উপযোগী জমিগুলি দেওয়া হয়েছে এখন সেগুলি কি ভ্যাক্যান্ট পড়ে আছে না কেউ ফসল উৎপাদন করছে সেখানে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— কোন জমি পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়ে নাই। সেগুলিকে সেখানে চাষাবাদ করা হচ্ছে।

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, কারা এই চাষাবাদ করছেন ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— কিছুটা অংশ গভর্ণমেন্টের তত্বাবধানে, আর কিছুটা এখানে যারা আছে তারা করছেন।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এ' আদর্শ কলোনীর জুমিয়ারাও তাদের পাওয়া জায়গা বিক্রি করে অন্যত্র চলে গিয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— এটা সরকার অবগত নহেন।

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি জুমিয়াদের জায়গা দখল করে সেরিকালচারের চাষ করা হচ্ছে, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ ঃ— জুমিয়ার জমি দখল করে সরকার কোন দিনই কোন কাজ করেন নি

MR. SPEAKER :— Next question.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA :— 785.

SHRI M. L. BHOWMIK :— Hon'ble Speaker Sir, starred question No. 785.

Question	Answer
1. Number of vigilance cases that had been— (a) disposed or that	(a) 118 vigilance cases had been disposed of by different departments during 1964-65 and 104 cases have been disposed of during 1965-66.
(b) remain pending durnig 1964-65 and 1965-66.	(b) At the end of 1964-65, 150 cases remained pending and at the end of 1965-66, 178 cases remained pending.
2. Names of the Gazetted officers and non-gazetted employees involved in such cases.	Names of Gazetted officers and non-gazetted employees involved in such cases have been shown in the enclosed statements.

Hon'ble Speaker Sir, should I read it out ?

MK. SPEAKER :— No. That may be laid on the table of the House. Next question.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA :— 225.

SHRI B. DAS :— Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 225.

Question	Answer
1. Whether certain posts in the Education and Medical and Engineering Deptt. under the Tripura Territorial Council has been included in a number of grades and pay-scales have been fixed with effect from 1st July, 1963 ;	Yes
2. if so, whether this has been done in supersession of the Govt. order of 31-8-64 ;	Yes.
3. if so, what are the implications of this supersession ;	On the introduction of the Govt. of Union Territories Act, 1963, an order was issud integrating the posts under the Tripura Territorial Council with those in the respective Departments and employing the incumbents of these posts under the Govt. with effect from the 1st July; 1963. At that time there were a good number of vacant posts under the Council owing to non-availability of suitable candidates. These vacant posts were not included in the order mentioned above. Subsequently on the necessity of filling up the vacant posts a fresh order was issued on the 31st August 1964, in supersession of the earlier order, in wihch both the categories of posts were included. Thereafter the order of the 31st August 1964, had also to be superseded

	as it was pointed out that there should be two sets of orders-one for integrating the posts of the Territorial Council with the corresponding posts of the Govt. under Rule 3 of the Integration of Territorial Council Employees Rules, 1963 and the other for such posts as had no corresponding posts under the Govt- by redesignating them under Section 58(2) (a) of the Govt. of Union Territories Act, 1963. These two sets of orders were issued on the 28th April, 1965 The affect of these orders took effect from the 1st July. 1963.
4. whether conditions of service of the employees of Tripura Territorial Council have in any way been adversely affected after their absorption in the service of the Tripura Govt ?	No

Mr. Speaker :— The question hour is over. So I would now pass on to the next item, Government Business—Financial. Voting on Demands for Grants for 1966—67.

To-day on the list of business 3 demands viz, Demand No. 19-Co-operation, 20-Industries and 39-Capital Outlay on Industrial and Economic Development are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut motions to be mobed by the Members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when called a particular demand by me

and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Miniter to move the Demand Nos. 20-Industries and 39-Capital Outlay on Industrial and Economic Development together and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 19-Co-operation.

SHRI S. L. SINGH :— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6, 18, 000/— [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demend No. 19—Co-operation.

সমবায় প্রথাতে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। আশা করি হাউস এই সমবায় প্রথাকে শক্তিশালী করার জন্য এই ডিমাণ্ডকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :— Against this Demand, there are three cut motions—One by Shri Atiqul Islam and two others by Shri Ram Charan Deb Barma.

I would call on Shri Atiqul Islam to discuss on his Cut Motion. The Cut Motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on Mismanagement in the Co-operative Department.

I would say the Hon'ble Member to concentrate his attention to discuss only on the mismanagement in the Copoerative Department.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কো-অপারেটিভ খুব ভাল জিনিষ যদি সেই কো-অপারেটিভকে আমি ভাল এ্যাটিচুড নিয়ে, ভাল মনোভাব নিয়ে করি। কিন্তু যে ভাবে আমরা আমাদের রাজ্যে কো-অপারেটিভগুলি গড়ে তুলছি, সেই ভাবে কো-অপারেটিভ গড়ে, কো-অপারেটিভকে আশ্রয় করে কিছু গোষ্ঠির সৃষ্টি করাই মূল লক্ষ্য

হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাকা আমরা দেই কো-অপারেটিভকে। কিন্তু সেই টাকা নেওয়ার পর কো-অপারেটিভ কি করল না করল তার কোন খবর সরকার রাখেননা এবং কো-অপারেটিভ যখন করেন তারা, তখন মনে হয় এই উদ্দেশ্য নিয়েই করেন যে কি করে টাকাটা পাওয়া যায়, টাকাটা পেতে হলে যাদের সামনে রাখলে টাকাটা পাওয়া যাবে, তাদের মুখপাতে রেখে কো-অপারেটিভগুলি গঠন করা হয়। তাদের ধারণা যদি কংগ্রেস নেতাদের নেতৃত্বে কো-অপারেটিভ করা হয়, তাহলে কো-অপারেটিভ'এর টাকা পেতে সুবিধা হবে। ঠিক সেইভাবে কো-অপারেটিভ করে টাকাটা নিয়ে নেন, তারপর যে টাকাটা কোথায় যায় তার খবর আর কেউ রাখেন না। অনেক কো-অপারেটিভ ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়েছে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। টাকাটাও গেছে, কো-অপারেটিভও গেছে, আমাদের সব গেছে। কো-অপারেটিভ করার উদ্দেশ্য হল বেসরকারী উদ্যোগে কো-অপারেটিভ গুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমরা দেখি যে বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য না করে সরকারী কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করার দিকেই ঝোঁক বেশী। সরকারী কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হলে পরে যে কো-অপারেটিভগুলি খুব ভাল হয়ে যাচ্ছে তা নয়। একই রকম দুর্নীতি, একই রকম অপচয় বা টাকা নিয়ে খেলা, সেখানে চলছে। ইদানিং কালের একটা ঘটনার কথা আমি বলব, গভর্নমেন্টের কতখানি কনট্রোল আছে না আছে। তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু সেখানে অল দি পার্সন আর নমিনেটেড বাই দি গভর্নমেন্ট। এক্জিকিউটিভ অফিসার গভর্নমেন্টের লোক। আমি তার একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করব।

এপেক্স'এর কথাটা বলছি। এই এপেক্স কিছুকাল আগে জানুয়ারী মাসে ১৯৬৬ সালের প্রায় সাড়ে সাত হাজার মণ পাট জেট মল নামে এক কোম্পানীর কাছে বিক্রী করেছে। যখন বিক্রী করেন তখন বাজারে পাটের যে দর ছিল তার চেয়ে অনেক কম দরে বিক্রী করে দিল। বাজারে যখন ছিল ৪৫ টাকা তারা তখন বিক্রী করল ৪০ টাকা করে। ৪৫ টাকা দরে অফার করেছিল মজুমদার ব্রাদার্স, কিন্তু তাকে দেওয়া হয়নি। দেওয়া হল সেই জেট মল কোম্পানিকে। আমি যদি বুঝতাম যে সেই এপেক্স কো—অপারেটিভ এর টাকা ইমিডিয়েটলি দরকার এখানে বিক্রী করে দিয়ে টাকাটা পেয়ে অন্যটাতে খাটাবে, তাহলেও সার্থকতা খুঁজে পেতাম। কিন্তু তাও করা হয়নি। ফুল ডেলিভারী তারা নিয়েছে, কিন্তু টাকা পেমেন্ট করেনি। এই যে বিক্রী করা হল তাতে লস কি পরিমাণ হল? প্রথমতঃ এই মাল বিক্রী করার সময় কোটেশান ইনভাইট করা হলনা। কোটেশান ইনভাইট না করে পার্টিকুলার কোম্পানির নিকট বাজার দর থেকে অনেক কম দরে পাট বিক্রী করে দিল। ফুল পেমেন্ট রিসিভ না করে সবটা বিক্রী করে দিল এবং সেই কোম্পানি ডেলিভারী নিতে সুরু করল এবং

এখনও ডেলিভারী নিচ্ছে। বর্ত্তমানে বাজার দর ৫০ টাকায় পৌচেছে। এখন বিক্রী করলে ৫০ টাকা দরে বিক্রী করা যেত। কাজেই এত বড় লস সেখানে হয়ে গেল, তার কে কৈফিয়ত দেবে বা সেই ক্ষতি কে পূরণ করবে? আমি জানি সেখানে একজিকিউটিভ অফিসার, হলেন অমরেশ নন্দি মজুমদার। তার সম্পর্কে অভিযোগ অনেক কাল আগে থেকেই চলে আসছে। তিনি যখন কো—অপারেটিভে ছিলেন তখনই তার বিরুদ্ধে বহু কমপ্লেন ছিল। এখানে আসার পরও তার বিরুদ্ধে অনেক কপ্লেন আছে। এই সমস্ত কারণে তিনি সাস্‌পেণ্ডও হয়েছিলেন। তবুও একটা রেসপন্সিবল পোষ্টে তাকে ডিপুট করা হল কেন, তার কোন যৌক্তিকতা আমি খুঁজে পাইনা। মজা হচ্ছে এই যে, এই জেটমল এবং এপেক্সের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন একটা সম্পর্ক আছে। সব কিছু কেনা বেচা করতে তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে থাকেন। জেটমল এপেক্সের মাল কেনে, এপেক্স জেটমল থেকে সময়েতে কেনে। এই সম্পর্ক তাদের মধ্যে বরাবরই আছে। সম্পর্ক থাকাটা খারাপ নয়। কিন্তু খারাপ হয় কখন, যখন দেখা যায় পাবলিক মানি নষ্ট হচ্ছে, পাবলিক প্রপার্টি সাফার করছে। এই একটা কেনা বেচার ফলে আমরা দেখলাম যে একটা সোসাইটির প্রায় ৫১ হাজার টাকা বা তার থেকে ও বেশী লোকসান হয়ে গেল। বর্তমান বাজার দর হিসাব যদি করি তাহলে আমি দেখব এক লক্ষের বেশী টাকা লোকসান দিয়ে মালটা সেখানে বিক্রী করা হয়েছে। কাজেই এটা একটা সিরীয়াস ঘটনা। আমি আশা করব যে এই ঘটনা এনকোয়েরী করে দেখা হবে। আমি আরও শুনেছি যে ত্রিপুরা ষ্টেট কনজুমার্স যে সোসাইটি, এটা হচ্ছে কম্পল টলি গভর্ণমেন্ট কন্ট্রোলড্‌ একটা সোসাইটি এবং গভর্ণমেন্ট সব সময় সেটাকে অনুগ্রহ দেখাবার চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ বাফার ষ্টকের জন্য যে সমস্ত মাল কিনা হয়, সেগুলি মার্কেটিং সোসাইটি কেনে এবং তারপর বিভিন্ন কো-অপারেটিভগুলিকে ডিষ্ট্রিবিউট করে। আমি জানি পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে এই ত্রিপুরা কনজিউমার্স সোসাইটিকে বাফার ষ্টক করার জন্য। টাকাটা কেন দেওয়া হল? হিসাব মত মার্কেটিং সোসাইটি টাকাটা পাবে? কারণ মার্কেটিং সোসাইটীর এটা বিজনেস, মার্কেটিং সোসাইটি এটা কিনবে এবং কেনার পর কনজিউমার্স সোসাইটি মাল নিয়ে এসে স্থানীয় কনজিউমার্সকে ডিষ্ট্রিবিউট করবে। দিস সুড বি দি প্রসিডিউর। কিন্তু তা না করে কনজিউমার্স সোসাইটিকে এতগুলি টাকা দেওয়া হল কেন? যেহেতু সেটা গভর্ণমেন্ট কনট্রোলে চলে, কাজেই গভর্ণমেন্ট সোসাইটিকে ফেভার করার জন্য এই টাকাটা দেওয়া হয়েছে। কিছুকাল আগে আমি দেখেছি ত্রিপুরা সমবায় বার্ত্তা বলে যে পত্রিকা আছে, তাতে লেখা হয়েছে যে কো-অপারেটিভের ভিতরে আর একটি কো-অপারেটিভ আছে, প্রকৃতপক্ষে সেটা হচ্ছে আসল কো-অপারেটিভ, এবং তারাই কো-অপারেটিভ চালায়, আর বাকীরা সব দর্শক থাকে এবং সেই

যে কো-অপারেটিভের ভিতর কো-অপারেটিভ এটা এত শক্ত যে তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারে না। মায় রেজিষ্ট্রার পর্য্যন্ত হিমশিম খেয়ে থাকেন। তাকে সেখানে সমীহ করে চলতে হয়। তারা সেখানে খুব ভাল কতকগুলি ঘটনা তুলে ধরেছেন এবং দেখিয়েছেন যে কো-অপারেটিভের ভিতর কো-অপারেটিভ, এটা একটা চক্র, এই চক্র সমস্ত অফিসকে কন্ট্রোল করে। কাজেই যারা তাদের ফেভারে, তাদেরই তারা আগরতলা অফিসে বসিয়ে রাখেন। আর অন্যদের বিভিন্ন খানে বদলি দিয়ে হয়রানি বা নাজেহাল করেন। তাদের যারা প্রিয় পাত্র তারা বছরের পর বছর আগরতলায় আছে, এক ডিপার্টমেন্ট থেকে আরেক ডিপার্টমেন্ট আগরতলা সহরের মধ্যেই বদলি হচ্ছে এবং তাদেরকে যারা অনুকূলে নয় তাদের বিভিন্ন জায়গায়-বদলি করছে। আমি কতগুলি ঘটনার কথা এখানে বলি যে মার্কেটিং কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার আমরা কিছু নিয়েছি। মার্কেটিং কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টার যখন আমরা নেই তখন একথা বলা হয়েছিল যে সোসাইটিতে তারা কাজ করবে সেই জন্য তাদের এ্যাপয়েন্ট করা হবে। কিন্তু এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর দেখা গেল যে তাদের সকলকে সোসাইটিতে না দিয়ে, পোষ্টিং না করে আগরতলা বসিয়ে রাখা হয়েছে। আগরতলা অফিসে বসিয়ে রেখে তাদের দিয়ে ক্লার্কের কাজ করানো হচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন রহস্য আছে যার জন্য আমি তাদের দিয়ে আগরতলা অফিসে বসিয়ে রেখে ক্লার্কের কাজ করাচ্ছি। আমি এমন খবর ও পেয়েছি যে মার্কেটিং ইন্সপেক্টরের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন হচ্ছে গ্র্যাজুয়েট। কিন্তু নন্‌মেট্রিক পার্সনকেও এই পোষ্টে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি যে অডিট করার জন্য আমাদের এখানে ডিস্‌ট্রিকট অডিটার আছে এবং বিভিন্ন জোনে ডিসট্রিক্ট অডিটার আছে। তারা প্রত্যেক জোন ঘুরে ঘুরে অডিট করে থাকেন। কিন্তু আমরা পার্টিকুলার একজন অডিটার দিয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে অডিট করে বেড়াচ্ছি যেহেতু সেই ব্যক্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা ঘনিষ্ঠ ভ্রাতা। উদয়পুর তার জোন। তাকে উদয়পুরে না রেখে আগরতলা নিয়ে আসা হয়েছে। আগরতলা এনে দিয়ে আমরা উত্তরে অডিট করাচ্ছি, দক্ষিণে অডিট করাচ্ছি, সদরে করাচ্ছি এবং তাকে আমরা খুব টি, এ, পাইয়ে দিচ্ছি এবং তার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলবার সাহস কারো নেই। আমরা জানি যে আমাদের একটা ফার্মিং সোসাইটি, একজন কো—অপারেটিভ অফিসার আছেন যিনি ফার্ম দেখবেন। থার্ড প্ল্যানেতে আমাদের ১০টা কো—অপারেটিভ ফার্মিং করার কথা ছিল। কিন্তু ১০টার জায়গায় আমরা এখন পর্যন্ত মাত্র একটা ফার্মিং করেছি এবং সেই একটা ফার্মিং করার জন্য একটা অফিসারকে বসিয়ে রেখেছি। যে একটা ফার্মিং আছে সেটাও সেই অফিসার রেগুলারলী গিয়ে দেখেননা। তিনি আগরতলা বসে থাকেন এবং তাঁর যে কি কাজ সেটা তিনি নিজেই বলতে পারেন না।

জিরানিয়াতে সেই ফার্মটা করার পর তিনি আজ পর্যন্ত সেটাকে গিয়ে দেখেছেন কিনা সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই একটা অফিসারকে আমরা এ্যাপয়েন্ট করলাম ১০টা ফার্ম করব বলে, আর এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাত্র একটা ফার্ম করলাম আর সেটাও ঠিকমত চলছে কি চলছে না সেটা দেখবার জন্য আমাদের কেউ নাই তাহলে এটার দ্বারাই কি বুঝা যায় না যে আমাদের কো—অপারেটিভ কিরকম চলছে কি চলছে না ?

কো—অপারেটিভের মূল কথা হল যে কোন একটা পার্টিকুলার কন্ট্রাকটরকে দিয়ে আমরা কাজ করাবনা। যখনি গোদাম তৈরী করতে হবে তখনি সেটা আমরা কো-অপারেটিভকে দিয়ে করাব বা গভর্ণমেন্টের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে গভর্ণমেন্ট সাহায্য দিবেন। ইঞ্জিনীয়ার বা ওভারসীয়ার দিয়ে সাহায্য করবেন। তাঁরাই কো-অপারেটিভ গো-ডাউন ইত্যাদি তৈরী করবেন। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই সমস্ত কাজ একজন পার্টিকুলার কন্ট্রাকটরকে দিয়ে সব সময় করানো হচ্ছে। সেই গোপাল চৌধুরীর সংগে কি সম্পর্ক আছে জানিনা যে তাকে দিয়ে এই সমস্ত কাজ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে একটা কন্ট্রাকটরকে দিয়ে কেন আমি এই সমস্ত গোদামের কাজ করাব ? এই কথা কো-অপারেটিভের কোন ধারায় লিখা আছে? এর দ্বারা কি একটা পার্টিকুলার পার্সনকে ফেভার করা হচ্ছে না? এর দ্বারা আমরা কো-অপারেটিভের প্রিন্সিপালকে ডিনাই করছি না ? কাজেই এইভাবে যদি আমরা কো-অপারেটিভকে পার্সন্যাল ইন্টারেষ্টের জন্য ব্যবহার করি তাহলে কো-অপারেটিভ তো কোন দিনও হবে না এবং হতেও পারেনা। কাজেই যদি আমরা কো-অপারেটিভ মুভমেন্টকে ডেভেলাপড্ করতে চাই তাহলে এইসব ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি খুব তাড়াতড়ি দুর করতে হবে।

আমি বলেছিলাম যে কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ইন্সপেক্টর নিয়েছি তাদের আমরা আগরতলা অফিসে বসিয়ে রেখেছি। অথচ এইসমস্ত ইন্সপেক্টর আগরতলার অফিসে দেওয়ার আগে মাত্র একজন ক্লার্ক দিয়ে সব কাজ করানো যেত। এখন সেই ক্লার্কের বদলে আমরা ইন্সপেক্টর এপয়েন্টমেন্ট করে সেই ইন্সপেক্টরকে অফিসে বসিয়ে রেখে তাদের দিয়ে আমরা কলারিক্যাল কাজ করাচ্ছি। কাজেই এই প্যাটার্ণের ওয়ার্ক চলছে। কারণ এখানে ফেভারিটিজম, নেপোটিজম এইসব কিছু চলছে। একটা চক্র আছে যে চক্র সবকিছুকে কনট্রোল করছে এবং যার এগেন্সটে কেউ কিছু করতে পারছে না এবং ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হউক, অজ্ঞানে হোক, সজ্ঞানে হোক তাকে অনেকে প্রটেকশান দিচ্ছেন। কাজেই যদি আমরা কো-অপারেটিভকে সত্যি সত্যি রিয়েল কো-অপারেটিভ মুভমেন্টে দাঁড় করাতে চাই তাহলে এইগুলি আমাদের দুর করতে হবে। আর যদি আমরা কো-অপারেটিভের উপর পাব্লিক লীডারশিপ এষ্টাব্লিশ করতে চাই তাহলে কো-অপারেটিভের উপর গভর্ণমেন্টের যে চক্র সেটাকে সরিয়ে আস্তে

হবে। তা না হলে আমরা কো-অপারেটিভের ডেভেলাপমেন্ট করতে পারব না।

MR. SPEAKER :— I would call on SHRI RAMCHARAN DEB BARMA to discuss his cut motions. No. 1. that the demand be reduced by Rs. 100/— to discuss on "Inadequacy of provision for grant-in-aid to co-operative societies, and the second one is that the demand be reduced by Rs. 100/-to discuss on 'Inadequacy of provision for grant-in-aid to village societies.

শ্রীরামচরন দেব বর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমার কাটমোশনের সমর্থনে বলব যে এইখানে কো-অপারেশনে আমরা দেখেছি বাজেটে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা এবং তার মধ্যে দেখেছি তার এস্টাব্লিশমেন্ট এবং সুপারিনটেনডেন্সের ব্যাপারে ৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা চলে যাচ্ছে এবং মাত্র গ্র্যানটস্-ইন-এইড এ আমরা পাচ্ছি ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা মাত্র। কাজেই আজকে যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কো-অপারেটিভগুলিকে সাহায্য করতে যাই তাহলে পরে এই যে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, এটা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। কারণ আমরা দেখেছি. এখানে নাম্বার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিস্ ৬৫৭ টি। এই ৬৫৭ টি কো-অপারেটিভকে যদি আমরা সাহায্য করতে যাই এবং তা যদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে চাই তাহলে এই ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকায় আমরা কিছুই করতে পারব না এবং তার উন্নতির জন্য প্রথম পদ-ক্ষেপেও যেতে পারব না। কারণ এখানে ১ লক্ষ ৫ হাজারের মধ্যে আমরা কতগুলি আইটেমকে সাহায্য দিচ্ছি যেমন--Village Societies, Appex Co-operative Bank, Central Land Mortgage Bank, Marketing Societies, Appex (Central) Marketing Societies, Grading staff & Equipment, Go-down construction, Farming Societies, Labour Coop. Society, publicity & propaganda, Strengthening of Co-operative Unions, Co-operative Education, Managerial Subsidy to Primary Stores, Price fluctuation & other funds, procoessing Units. Then in Centrally sponsored there are :- Whole-sale store (Managerial subsidy), Managerial subsidy to Primary Stores, Managerial subsidy to Farming Society, Managerial subsidy to Rickshow Pullers' Co-operative Society, Subsidy for distribution of consumers articles in rural areas.

কাজেই ২০ টা আইটেমকে আমরা গ্র্যানটস্ ইন এইড দিচ্ছি। কাজেই এই ক্ষেত্রে কতগুলি সোসাইটিকে যদি আমরা পরিচালিত করতে যাই তাহলে এই যে ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা এটা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত। কারণ আমাদের প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেই বাজেটের মধ্যে শুধু এস্টাব্লিশমেন্ট এবং সুপারিনটেনডেনসের ব্যাপারে আমরা সব কিছু খরচ

করে ফেলছি। কাজেই যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে কোন জিনিষকে গড়ে তুলতে চাই এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে যদি আমাদের কৃষকদের এবং অন্যান্য সম্প্রদায়কে আমাদের ভারতের অর্থনীতিকে গড়ে তোলার জন্য আমাদের সাথী করে নিতে চাই। তাহলে সেই কো-অপারেটিভকে আমাদের মূল্য দিতে হবে এবং সেই কো-অপারেটিভকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে। কাজেই সেই চিন্তা ধারা যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে না পারি, তাহলে পরে কাগজে পত্রে আমরা যত বাজেটই করিনা কেন, তাতে আমাদের যে ৬৫৭ টি কো-অপারেটিভ আছে বলে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ভাষণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, সেগুলির কোন উপকার হবে না। তাঁর ভাষণে তিনি উল্লেখ করেছেন যে তাদের সর্ট টার্ম, মিডিয়াম টার্ম লোন দেওয়া হচ্ছে, যারা কো-অপারেটিভ সোসাইটির মেম্বার, এ্যাগ্রিকালচারিষ্ট যারা তাদের লোন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার দ্বারা শতকরা ৩৫ ভাগ লোকও সুবিধা পাচ্ছে কিনা সন্দেহ। ১৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত লোন এ্যাগ্রিকালচারিষ্টদের দেওয়া হয়, কিন্তু সেটা দেখছি তারা সময় মত, ঠিক ঠিক মত পায় না। সেটাও যদি কৃষক সময়মত পেত, তাহলে পরেও কৃষিকার্যে অন্ততঃ কিছুটা তাদের সাহায্য হত, কিন্তু এটাও সময়মত না পাওয়ার ফলে, তার দ্বারা সাহায্য পাওয়ার আশা তারা মোটেই করতে পারে না। কাজেই আজকে কো-অপারেটিভগুলি যদি আমাদের সুষ্টভাবে পরিচালনা করতে হয়, এবং যেটা ৬৫৭টি কো-অপারেটিভ সমবায় ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে যে গো-ডাউন করে দেওয়ার কথা, যার মারফতে তারা কিছুটা শস্য, কিছু পণ্য সংগ্রহ করে রেখে কৃষকদের সুবিধার্থে বিক্রী করে কিছুটা উপার্জন করতে পারবে, তাদের আয় বাড়াতে পারবে, সেই সুবিধা তাদের যে করে দেওয়া, সেটা কোনখানেই আজ দেখতে পাইনা। ৬৫৭টি যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে তার কয়টা সোসাইটি এখন টিকে আছে? তার ৭০টা সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠুভাবে টিকে আছে কিনা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে, আমার সন্দেহ আছে। তা ছাড়া যে প্রভিশান রাখা হয়েছে—২০টি আইটেমসে আমরা ১,০৫,০০০৲ টাকা সাহায্য দিচ্ছি, তার ফলে ভিলেজ সোসাইটির ভাগ্যে ১০ হাজার টাকা পড়ছে এবং ভিলেজ সোসাইটিগুলি সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠুভাবে আমরা গড়ে তুলতে চাই, তার মেম্বার্সদের যদি উৎসাহিত করতে চাই, সমবায় ভিত্তিতে যে চাষের প্রথা যেটা থাকার কথা, চলার কথা, তাদের সেভাবে শিক্ষা দিতে চাই, তাহলে তাদের ঠিক ঠিক ভাবে গ্র্যান্ট-ইন-এইড দিয়ে তাদেরকে সমবায়ের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে, এই তার জন্য আমাদের বাজেটে পর্যাপ্ত টাকা রাখা দরকার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার বক্তব্য হল, এই যে ১,০৫,০০০ টাকা এখানে রাখা হয়েছে সেটা অন্তত অপর্যাপ্ত এবং

সেটাকে বাড়িয়ে দেওয়া দরকার এবং যদি সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে আমাদের কো-অপারেটিভ-গুলিকে পরিচালনা করতে চাই তাহলে পরে এই যে এষ্টাব্লিশমেন্ট ইত্যাদি এই সমস্ত খাতে অতিরিক্ত না রেখে, কৃষকদের সাহায্যের দিকে যাতে নাকি অর্থ বরাদ্দ বেশী থাকে, তার জন্য আমার এই মোশনটা আমি এখানে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— আই উড কল অন শ্রীকমলজিৎ সিংহ :—

শ্রীকমলজিৎ সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কো-অপারেশেন হেডে যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্য যে কাটমোশান রেখেছেন তার উপর, আমি তা সমর্থন করতে পারি না। কারণ আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরামচরণ দেববর্মা ইন এডিকোয়েসী অব গ্র্যান্ট-ইন-এইড'এর জন্য যে কাটমোশান রেখেছেন সেটা ঠিক নয়। কারণ আমাদের এই বছরের যে বাজেট, এটা হচ্ছে আমাদের চতুর্থ প্ল্যানের প্রথম বছর'এর। এখানে যে বাজেট প্রভিশান আছে, ভারত-বর্ষ এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে প্ল্যানগুলির কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথম বছরের ফেজ, যে বছরের ফেজ যে রকম আছে, সেই হারে পরিকল্পনার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং টাকার প্রভিশন নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। মাননীয় সদস্য বলেছেন ৬৫৭ টী ভিলেজ সোসাইটি আছে, তাদেরকে গ্রাণ্ট ইন এইড দিতে গেলে অনেক টাকা লাগে এবং তার জন্য এই টাকা অপ-র্যাপ্ত। গ্রান্ট-ইন-এইড দেওয়ার পলিসি কি? কি উদ্দেশ্যে গ্র্যাণ্ড ইন এইড দেওয়া হচ্ছে এবং পারপাস কি? আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব জনসাধারণ সমবায় সমিতি গড়ার জন্য এগিয়ে আসছে, অনেক ক্ষেত্রে তাদের নিজেদের অনভিজ্ঞতার দরুণ কাজে এগুতে পারছে না, অথচ প্রত্যেকে সমবায় সমিতি করতে চায়। তাই এই চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে এরকম কতকগুলি যে সোসাইটি আছে, যে সোসাইটিগুলির অতি দ্রুত উন্নতি করা যাবে, এইগুলিকে নিয়ে প্রথম বছরে আমরা কতকগুলি সিলেকশান করে তাদেরকে এনকারেজ করার উদ্দেশ্যে এই গ্র্যাণ্ড ইন এইড দেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে এবং তার জন্য প্রথম বছরে ১০ টি সোসাইটিকে এইভাবে গ্র্যাণ্ড ইন এইড দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যদি আমরা এই ১০ টি সাক্সেসফুল করাতে পারি, আমরা ধীরে ধীরে সমস্ত সোসাইটিগুলিকে সাহায্য করার জন্য প্রভিশান রাখব। গ্র্যাণ্ড ইন এইডের আরেকটা মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সোসাইটিগুলি কাজে এগুবার জন্য, তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য দুই পাঁচ বছরের একটা স্কীম করে তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে দুই তিন বছরের মধ্যে তারা সেল্ফ সাফিশ্যান্ট হয়ে যাবে, তার কাজকর্ম, তাদের যে ম্যানেজারিয়েল হেড, তাদের যে এস্টাব্লিষ্টমেন্ট খরচ হবে সেটা মেনেজ করতে পারবে। এই ধারণা নিয়ে গ্রাণ্ট ইন এইড দেওয়া হচ্ছে। তাই যে টাকা এখানে রাখা হয়েছে সেটা আমি সাফিশান্ট বলে মনে করি,

কাজেই আমি মাননীয় সদস্যের কাটমোশানের বিরোধিতা করছি। কো-অপারেটীভগুলি মেনেজমেন্ট সম্বন্ধে মাননীয় শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন, আমাদের ডিপার্টমেণ্টে ইন্সপেক্টার যারা, তাদেরকে ডিপার্টমেন্টাল সুপারভিশানের জন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে কিনা? এখানে ভিলেজার'রা নিজেরা যে স্পন্সর্ড করে যে কো-অপারেটিভ সোসাইটি করা হয়েছে সেটা তাদের একটা সোসাইটি। আরেকটা হচ্ছে ডিপার্টমেণ্টালী যারা অডিটার, ডিপার্টমেন্ট ইন্সপেক্টার তারা যারা সোসাইটির কাজ চালাচ্ছে তাদের ইন্সপায়ীরেশান এবং এ্যাডভাইস দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে রাখা হয়েছে। অতএব এটা ঠিক নয় কো-অপারেটিভ ইনেসপেক্টার নিযুক্ত করে প্রত্যেকটা কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে তাদের ডিপুট না করে অফিসে রাখা হয়েছে। অতএব আমি এই কো-অপারেটিভ মুভমেন্টের উপর যে কাটমোশনগুলি আনা হয়েছে তার বিরোধীতা করে মুল ডিমাণ্ড যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

MR. SPEAKER :— I would call on Dr. B. Das.

DR. B. DAS :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ১৯—কো-অপারেশন এনেছেন তার সমর্থনে এবং বিরোধীপক্ষ থেকে যে ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। কাটমোশন সম্বন্ধে শ্রীইসলাম সাহেব যা বলেছেন তার জবাবে আমি বলতে চাই যে সমবায় আন্দোলনের নীতিটা কি? সেগুলি হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সংস্থা। মিসম্যানেজমেণ্টের কথা বলতে গিয়ে তিনি এমন কতগুলি কথা তুলে ধরেছেন যার জন্য আমার মনে হচ্ছে যে এইগুলি বলার পেছনে কোন মোটিভ আছে ঃ কারণ মাননীয় সদস্য সমবায়ের নীতিগুলি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ওয়াকিবহাল। কাজেই মিসম্যানেজমেন্ট সম্বন্ধে বলতে গিয়ে উনি শুধু খানিকটা গালাগালি, আর এই কথা সেই কথা রাখলেন। প্রথম তিনি বলেছিলেন যে লোন পেতে গেলে বা টাকা নিতে গেলে কোন কংগ্রেস কর্ম্মীকে না ধরলে পরে এইগুলি পাওয়া যায় না। জনসাধারণ কংগ্রেসকে চাইবে না সেটা কোন কথা নয়। জনসাধায়ণ এগিয়ে এসে সোসাইটি করেছেন। সেখানে ইলেক-টেড মেম্বার যারা রয়েছেন, বা অফিস বিয়ারার যারা রয়েছেন তারাই সেখানে এগিয়ে আস-ছেন। কাজেই সেই ইলেকটেড মেম্বাররা যদি কংগ্রেসের লোক হয় সেখানে দোষ কোথায়? সেটা তো সুখের কথা। কাজেই সেখানে জনসাধারণ যাকে বেছে নিয়েছে সেক্রেটারী হিসাবে, তিনিই এগিয়ে আসছেন। কাজেই মাননীয় সদস্যকে আমি অনুরোধ করব, তিনি যেন সেই নীতির দিকে ফিরে তাকান। কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলি নাকি ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠছে। এ্যাসেমব্লীর ফ্লোরে দাঁড়িয়ে কি করে যে 'ব্যাঙের ছাতা', এই উক্তি করতে পারেন তা আমি বুঝতে পারিনা। যা হোক আমি মাননীয় সদস্যের এই উক্তির উপর নিন্দা

রাখছি।

এ্যাপেক্স কো অপারেটিভ সোসাইটি ৭ হাজার ৫ শত মণ পাট এনে একটা কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে বিক্রী করে দিয়েছে বাজার দরের চেয়ে কম মূল্যে। এখন অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি মাল কিনেছে, কোন একটা কোম্পানীর কাছে বিক্রী করেছে এবং তাদের যদি সেখানে লাভ হয়ে থাকে তাহলে এমন কি অপরাধটা তারা করলেন সেটা আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই প্রথম কথটা মনে রাখতে হবে যে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতি-ষ্ঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থনৈতিক সংস্থা। কাজেই সেখানে গভর্ণমেন্ট কন্ট্রোল যেটুকু থাকবার কথা সেটুকু আছে।

ত্রিপুরা কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতে ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে জিনিষপত্র কিনার জন্য, কিন্তু মার্কেটিং সোসাইটিকে কোন টাকা দেওয়া হয় নি, এটা তার অভিযোগ। সেখানে দেখতে হবে কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি কিভাবে জিনিষটা এনেছে। তারা প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটির মারফৎ জিনিষটা এসেছে এবং সেইভাবে টাকাটা ডিষ্ট্রিবিউট হয়ে গেছে। কাজেই সেখানে এই প্রশ্ন কি করে যে এল এটা আমি বুঝতে পারছি না আর একটা অভিযোগ তিনি করেছেন যে একজন অফিসারকে বসিয়ে রাখা হয়েছে আগর-তলাতে। তিনি মার্কেটিং ফার্মে যাচ্ছেন না। এখন তিনি মার্কেটেও যাবেন, অফিসে যে কাজগুলো আছে, যে রিপোর্টগুলি দেয় সেগুলি কি তাকে দেখতে হবে না? সেগুলি করার জন্য তিনি যদি আগরতলা অফিসে বসে থাকেন তাহলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আর একটা অভিযোগ হল যে আমরা একজন অডিটার দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কাজ করিয়ে নিচ্ছি। তাকে ডি, এ, টি, এ, পাইয়ে দেওয়ার জন্য। কারণ তিনি একজন বিশিষ্ট লোকের ভ্রাতা। এখন একজন যদি সেখানে ভাল অডিট করতে পারেন তাঁকে দিয়ে যদি কাজ করানো হয় তহলে যে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল সেটা বুঝতে পারছি না। কাজেই এই কথাগুলি বলার পেছনে একটা মোটিভ আছে যা বলেছি সেটাই ঠিক।

কো-অপারেটিভের একজন ফার্মি অফিসার করে তাঁকে আগরতলা অফিসে বসিয়ে রাখা হয়েছে এবং বলা হয়েছে একটী মাত্র ফার্মিং হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি বাজেট একটুখানি আলোচনা করতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে আমরা আরও দুটো ফার্মিং করছি। সেগুলি চতুর্থ প্ল্যানে হচ্ছে। একটা ফার্মিং সোসাইটি করতে গেলে পরে তার প্রিলিমিনারী ওয়ার্ক আছে। সেগুলি করার জন্য একজন অফিসার দরকার এবং সেই অফিসার সেগুলি করছেন। জিরানিয়াতে তিনি একদিনও যাননি বলে অভিযোগ করেছেন। তবে আমরা জানি যে তিনি জিরানিয়ার খবরাখবর রাখেন। মাননীয় সদস্য কোথা থেকে যে এই খবর পেলেন সেটা আমি জানি না।

শ্রীবি দাস :— পার্টিকুলার কন্ট্রাকটরকে সবসময়ে গুদাম তৈরী করতে দেওয়া হয়। সেটা আর একটা অভিযোগ। এখন কো-অপারেটিভ সোসাইটি কন্ট্রাক্টর ঠিক করছেন, উনারা টাকা নিচ্ছেন। যে কন্ট্রাক্টার লোয়েষ্ট রেটে কাজ করবে তাকেই দেওয়া হয়। এখন যদি পার্টিকুলার এই কন্ট্রাকটরটি লোয়েষ্ট টেণ্ডারার হয় তা হলে তাকে দিতেই হবে।

মাননীয় সদস্য রামচরণ দেববর্ম্মা বলেছেন যে ৬ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা থাকা সত্বেও গ্র্যাণ্ট ইন এইডের জন্য মাত্র ১ লক্ষ ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এখন গ্র্যাণ্ট ইন্ এইড্ আমরা দিচ্ছি ম্যানেজারিয়্যাল গ্র্যাণ্ট হিসাবে। সেখানে অনেকগুলি আইটেম আছে-যেমন ভিলেজ সোসাইটিজ, অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ল্যাণ্ড মরগেজ ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। এর জন্য যতটুকু টাকা রাখা দরকার ততটুকুই রেখেছি। সেখানে বেশী রাখা হয় নি। কাজেই সেটা সেখানে কম হয় নি। কতগুলি সোসাইটি আছে-যেমন ভিলেজ সোসাইটি, সেগুলিকে আমরা প্রথম বছর দিচ্ছি ৬০০ টাকা করে। তার পরে ইয়ারে সেটা দেওয়া হচ্ছে ২০০ টাকা করে। সেখানে সোসাইটিগুলা পটেনসিয়ালী ভায়াবল করার জন্য ভিলেজ সোসাইটিগুলিকে এক সাথে আমরা অ্যামালগেমেট করে দিচ্ছি। অথবা যে গুলি ডিফাংকট হয়ে গেছে সেগুলি যাতে এ্যাগ্রিকালচারাল প্রডাকশন বাড়াতে পারে সেই দিকে আমাদের চেষ্টা চলছে এবং সেজন্যই ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আমরা ফোর্থ প্লেনে ২৫ টা সোসাইটি নেব এবং সেইগুলি নিতে আমরা চেষ্টা করব। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কাটমোশনগুলি এসেছে সেগুলির কোন রকম যৌক্তিকতা নেই। সেইজন্য আমি তার বিরোধীতা করছি।

MR. SPEAKER :— I would call on Hon'ble Chief Minister. Only 12 to 13 minutes time.

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীদলের সদস্যরা যে কাটমোশান রেখেছেন, আমি সেই কাটমোশানের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য, তাদের একটা করুন আর্তনাদ শোনা গেল তাদের বক্তৃতার মধ্যে। করুন আর্তনাদ তাদের হবে, কারণ জনসাধারণের মধ্যে সমবায় পদ্ধতি প্রচলিত হচ্ছে। তার ফলে তারা সমবায় আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেছে। সেজন্যই তাদের একটা করুন আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে তাদের বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে। কারণ যারা সমবায় প্রথাকে উন্নতির মূল বলে মনে করেছেন, তারাই অগ্রসর হয়ে আসছেন। যাহারা সমবায় প্রথার বিরুদ্ধে ছিলেন তারাই তা গ্রহণ করতে পারেন নাই এবং যারা তার বিরোধীতা করছেন, তাদের হাতে সমবায় যেতে পারেনা এবং যায়নি। সেইজন্যই তাদের একটা দুঃখ আছে। আমরা দেখছি এই যে, সমবায় আন্দোলন বৃদ্ধি হচ্ছে, তার মেম্বার সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার একটা

হিসাব আমি হাউসের সামনে দেব। নাম্বার অব সোসাইটি ফার্স্ট প্ল্যানে ছিল ১৫০, এ্যাট দি এণ্ড অব সেকেণ্ড প্ল্যান ৫৭০, থার্ড প্ল্যানে—৬৬৫। মেম্বার ছিল—৯৩৯৮, ৬৬, ০৮২, ৭৮, ৯১৭। দিনের পর দিন এটা বৃদ্ধি হচ্ছে এবং তাদের বিলাপ আরম্ভ হচ্ছে। শেয়ার ক্যাপিটেল ছিল ফার্ষ্ট প্ল্যানে ৪,০৪,০০০, তারপর সেকেণ্ড প্ল্যানে হয়েছে ১৮,৯৭,০০০, থার্ড প্ল্যানে হয়েছে—২২,৮৫,০০০। আর গভর্ণমেন্ট কণ্ট্রিবিউশান ফার্ষ্ট প্ল্যানে ছিলনা, সেকেণ্ড প্ল্যানে ৮,০০,০০০, আর থার্ড প্ল্যানে ১৫, ৪০,০০০। ওয়র্কিং ক্যাপিটেল ৭,১১,০০০ ছিল ফার্ষ্ট প্ল্যানে, সেকেণ্ড প্ল্যানে ১,২১, ৯৭,০০০, থার্ড প্ল্যানে ১,৬৮,৫১,০০০। অতএব তারা তাকে গ্রহণ করেনি, দলগত ভিত্তিতে এই আন্দোলন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। সেইজন্যই তাদের একটা করুন আর্তনাদ শুনা যাচ্ছে। তবে আর্তনাদের সাথে সাথে তারা যদি মনোভাবের পরিবর্তন করে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য সকলে সমবেত প্রচেষ্টা করেন, তাহলে এই যে আর্তনাদ করছেন, গুনাগারী যে হয়েছিল সেটা কিছুটা সংশোধন করতে পারেন এবং সমবায় প্রথায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেটাকে তাহলে শক্তিশালী করতে পারেন। এখানে বলা হয়েছে যে ঘরেব ভিতর ঘর। আমার মনে হচ্ছে, সমবায় প্রথায় গড়ে উঠেছে যে ঘর, তার জন্যই তাদের করুন আর্তনাদ উঠেছে ঘরের ভিতর ঘর কেমনে দেব লড়। লড় দিতে পারছেন না বলেই করুন আর্তনাদ ধ্বনিত হচ্ছে। অতএব ঘর তৈরী হয়েছে সমবায় প্রথায় বিল্ডিং তৈরী হয়েছে, সেই বিল্ডিং'এর ভিতরে যেতে পারছেন না, সেই জন্যই বলছেন, চীৎকার করছেন, ঘরের ভিতর ঘর কেমনে দেব লড়। বন্ধুগণ, অপনারা যদি আগের থেকে চেষ্টা করে যেতেন তাহলে সেই মন্দিরে প্রবেশের সম্পূর্ণ অধিকার আপনাদের ছিল, আপনারা তা করেন নি। সেইজন্য, এথনও যদি লড় দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে চেষ্টা করুণ, সেই মন্দিরে পবিত্র মন নিয়ে ঢোকার জন্য, তাহলে পরেই তার থেকে জনসাধারণের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে, সেটাকে আমরা জয়যুক্ত করে কৃষকের, শ্রমিকের অর্থসংস্থান করে দিয়ে আমরা দেশকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারব। তারপর বলা হয়েছে, গোপাল চৌধরী নামে এক কন্ট্রাক্টার সমবায় আন্দোলনের যত গৃহ তৈরী হচ্ছে, গোডাউন তৈরী হচ্ছে, তা উনি তৈরী করছেন। এথন কথা হল যে, কো-অপারেটিভের যারা গোডাউন তৈরী করেন, হয়ত মাননীয় সদস্য সেটা জানেন না, সেইজন্যই বলেছেন, তার স্কীম, প্ল্যান স্যাংশান করা হয় গভর্ণমেন্ট থেকে। তারা যথন অর্থ নেয়, তাদের সেই ল্যাণ্ড দেখতে হয়, টাকা পয়সা দেখতে হয়, তাদের সম্পত্তি মর্টগেজ রাখতে হয়, তারপর তারা সেই ঘর তৈরী করে এবং ইউটিলাইজেশান সার্টিফিকেট দেন। অতএব কো-অপারেটিভ এমন কোন দাসথৎ লিথে দেন নাই যে তারা কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করতে গেলে গভর্ণমেন্টর পার্মিশান নিতে হবে। অতএব মাননীয়

সদস্যরা তা হয়ত জানেন না, অবগত নন, সেইজন্যই একথা বলছেন। অতএব কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলির এই গোডাউনগুলি তৈরী করার সম্পূর্ণ অধিকার নিজেদের হাতে। আছে তারা নিজেরা কন্ট্রাক্টর নির্বাচন করেন। হয়ত তাদের সিড্যুল থাকতে পারে। হায়ার দেন দি সিড্যুল তারা কাজ করাতে পারেন, সেটা তাদের নিজের উপর নির্ভর করে। অতএব এই জায়গাতে এখন দেখতে হবে যে কন্ট্রাক্টর কোন রকম খারাপ কাজ করছেন কিনা। যদি সেই কাজ খারাপ হয়, তাহলে কো-অপারেটিভ সোসাইটি সেই অনুসারে তার যে সিকিউরিটি মানি, সেটা আটক করতে পারেন, সেটা কো-অপারেটিভ সোসাইটির উপর নির্ভর করে এবং তাদের সোসাইটি থেকে রিজুলেশান পাশ করে সেটা কারাতে পারেন, সেই স্বাধীনতা তাদের আছে। অতএব সেটাকে বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নাই। এখন যদি সেখানে কোনরকম খারাপ কাজ হয়ে থাকে, তাহলে মাননীয় সদস্য একজন মেম্বার হিসাবে, নাগরিক হিসাবে, সেখানে কম্পলেইন করতে পারেন। এই এনকোয়েরী করাবার অধিকার তার আছে, সেটা তিনি করতে পারেন। যদি কোন জায়গায় কোন খারাপ কাজ হয়ে থাকে, তাহলে পরে সেটাকে প্রুভ্ করার জন্য আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যের সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল। তারপর বলা হয়েছে যে এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি পাট জুটমিলের কাছে বিক্রী করেছে। বাজারে পাটের যে দর ছিল, তার থেকে কম দরে বিক্রী করা হয়েছে। অতএব মাননীয় সদস্যকে আমি একটু চিন্তা করতে বলব কো-অপারেটিভ এপেক্স সোসাইটি যেটা আছে, তারা হচ্ছে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। অতএব বাজার যখন মন্দা, তখন তারা কলিকাতা এবং এখানকার দরের সংগে তুলনা করে তারা দেখবে, এবং পাটের দর অনবরত উঠা নামা করছে। তাদের একটা বিজনেস কালকুলেশন আছে, তারা দেখবে যে দরে কিনেছে, তার চেয়ে যাতে কম দর না হয়, সেইভাবে তারা সেটা বিক্রী করতে পারে সেই অধিকার তাদের আছে। অতএব মাননীয় সদস্যকে সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি দিতে বলব। আর এমন যদি কোন তথ্য মাননীয় সদস্যের হাতে থাকে, যেটা এনকোয়েরী ষ্টেজে আসতে পারে, তাহলে মাননীয় সদস্য সেটাকে যদি এখানে প্রমাণ সহ উপস্থিত করতে পারেন, তাহলে আমি তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। তবে তারা এখানে বলেছেন বটে, কিন্তু তারপর আর কিছু করবেন কিনা সেটা আমি জানিনা। তাঁরা কথা হাওয়ায় মিশিয়ে দেওয়ার জন্যই বলে থাকেন।

INTERRUPTION

Mr. SPEAKER :— I would request the Hon'ble members to let the Hon'ble Chief Minister go undisturbed.

SHRI S. L. SINGH :— তারপর প্রাইমারী মার্কেটিং সোসাইটি এবং কঞ্জিউমার্স সোসাইটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কঞ্জিউমার্স সোসাইটি এই সমস্ত গুড্স তারা পারচেজ করবেন,

বেচবেন, তার জন্য তাদিগকে অর্থ দেওয়ার বিধান আছে এবং সেই অনুসারে সেটা দেওয়া হয়েছে। অতএব সেটা অন্যায় কোন কিছু হয় নি। তারপর বলা হয়েছে যে ফার্মিং সোসাইটি একটা আছে। তার যে ম্যানেজার আছেন তিনি ঠিকভাবে কাজ করছেন না। আমরা যতটুকু জানি তারা সেখানে ভালভাবেই কাজ পরিচালনা করছেন, সেটাতে কোন গলদ নাই। অতএব সেই মার্কেট ফার্মিং সোসাইটিতে গলদ আছে কিনা মাননীয় সদস্য যদি সেই গলদটা দেখিয়ে দিতে পারেন তাহলে আমরা সেই ক্রটিবিচ্যুতিকে সংশোধন সব সময়েই করব। অতএব আমি আবেদন করব যে যাতে মাননীয় সদস্য, সেখানে কি ক্রটি আছে এবং আমরা যে সেখানে লোন দিচ্ছি, সেই লোন দেওয়ার কাজে কোন ক্রটি আছে কিনা সেগুলি যদি দেখিয়ে দিতে পারেন টু ষ্ট্রেংদেন দি ফার্মিং সোসাইটি, উই শুড অ্যাডপ্ট ইট।

তারপর বলা হয়েছে ইন-এডিকোয়েসী অব প্রভিশান ফর গ্র্যাণ্ট ইন এড্ টু কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ। কো-অপারেটিভ সোসাইটি গুলিতে আমাদের গভর্ণমেণ্টের গ্র্যাণ্ট দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। যেখানে ছিল ৭ লক্ষ টাকার মত ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল, সেটা বর্ত্তমানে ১,৬৮,৫১,০০০ টাকায় দাঁড়িয়েছে। তাহলে দেখা যায় যে এই গ্র্যাণ্ট ইন এড ভালভাবেই চলছে। আর যে এক লক্ষের কথা বলেছেন সেটা ম্যানেজারিয়াল গ্র্যাণ্টের জন্য ধরা হয়েছে। অতএব আমি আমার যে ডিমাণ্ড সেই ডিমাণ্ডটি হাউসের সামনে রাখছি। আশা করি হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে। আর আমি কাটমোশনের বিরোধীতা করছি।

MR. SPEAKER :— The discussion is closed. I would now put the motions to vote. First I would put to vote the cut motions. I would put the cut motion of Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/—to discuss on Mismanagement in the Co-operative Department.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

(Voice :— 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(Voice :— 'NOES')

'NOES' have it, 'NOES' have it. The motion is lost.

I would now put the cut motion of Shri Ramcharan Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/—to discuss on 'Inadequacy of provision for grant-in-aid to Co-operative Societies.'

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice :— 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(Voice :— 'NOES')

'NOES' have it, 'NOES' have it. I would now put the second motion. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/—to discuss on 'Inadequacy of provision for grant-in-aid to Village Societies.'

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice :— 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(Voice :— 'NOES')

'NOES' have it, 'NOES' have it. The motions are lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 6, 18,000/—, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 19-Co-operation.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

(Voice :— 'AYES')

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

(No Voice)

'AYES' have it, 'AYES' have it. The motion is carried.

The House stands adjcurned till 2 P. M.

MR. SPEAKER :— The discussion on the Demands for grant is to continue. I would call on Sri Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his Demands for grant No. 20 and 39 together.

SRi. S. L. SINGH :— মাননীয় স্পীকার স্যার, on the recomendation of the Administator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24. 69,000/—, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1967 in respect of Demand No. 20—Industries

DEMAND NO. 39— Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 5, 76,000/—, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1967 in respect of Demand No 39— Capital ontlay on Industrial and Economic Development. আমি এই দুইটি Demand House এর সামনে রাখছি, ত্রিপুরার যে Industries আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের যে আশা আকাঙ্খা তাকে প্রতি ফলিত করার জন্যই এই Demand দুইটি House এর সামনে রাখছি। আশা করি এই দুইটি Demand House সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবে।

MR. SPEAKER :— Against the Demand for Grant No. 20 there are 4 Cut Motions. One by Shri Sunil Kumar Chowdhury. two by Shri Aghore Deb Barma and one by Shri Ram Charan Deb Barma.

Against the Demand for GRANT No. 39 there is One Cut Motion by Shri Sudhanwa Deb Barma. I would call on Shri Sunil Kumar Choudhury to discuss on his Cut Motion that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss "Absence of Provision for starting match factory"

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি যে কাটমোশনটা এনেছি এটা অতি বাস্তব। এটার বাস্তবতা সম্পর্কে আমি দু-চারটি কথা বলতে চাই। এই ত্রিপুরা রাজ্য এক সময়ে কৃষির উপরই ভিত্তি করে ছিল। কিন্তু আজকে বিভিন্ন কারণে পাকিস্থান থেকে শরনার্থীরা আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের সেই কৃষি ভিত্তিক যে অর্থনীতি সেটা অনেকটা বিপদ-

গ্রস্থ। কাজেই আজ ত্রিপুরাকে অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে কিভাবে তাকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়া যায়। তার জন্য এখানে ইণ্ডাসট্রিজ করা দরকার। Industries না করলে ত্রিপুরার যে মানুষ এবং তার যে সমৃদ্ধি, তার যে অবস্থা, তার কোন পরিবর্ত্তন হবেনা। দেখা যাচ্ছে যে ১ম যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাতে কিছু করা হল না। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তাতেও কিছু করা হলনা। এখন ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও শেষ হয়ে গেল, এখনো ত্রিপুরা রাজ্যে Industry Grow করে নি। এখন ৪র্থ পরিকল্পনার ১ম বৎসরের জন্যই এই টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটা যে কি সেটাই আমরা জানিনা সেটা যে আমাদিগকে জানান দরকার তা এখানকার সরকার মনে করেননা।

তারপর কথা হচ্ছে যে আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী ছিল। সেটা ছিল মহারাজের আমলে যখন নাকি এখানে মাত্র সাড়ে পাঁচলক্ষ লোক ছিল। তা তখন বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে চলছিল। পরবর্ত্তী কালে কিছুটা গোলমাল সৃষ্টি হওয়ায় সেটা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আমরা আবার দেখতে পাই যে এখানে আর একটা ম্যাচ ফ্যাক্টরী হয়েছে এবং সেটার ম্যাচ অনেকদিন বাজারে বিক্রি ও হয়েছিল এবং চলছিল। কিন্তু আজকে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি মনে করি private ownership এর মাধ্যমে বা cooperative এর মাধ্যমে যে match factory করা হয়েছিল সেটা যেহেতু এখন নেই কাজেই আমি বলছি সরকারের নিজের উচিত publicly industry grow করা। সেটা সরকার করলে ত্রিপুরার যে মানুষ তার কিছুটা অংশকে কাজ দেওয়া যাবে। যেহেতু ত্রিপুরাতে আগে match factory ছিল, সেজন্য এখানে technical stalf আছে, এখানে প্রচুর কাঠ আছে। কাজেই এই গুলোর দিক দিয়ে কোন অসুবিধা নেই। কাজেই Match factory করার দিক দিয়ে কোন অন্তরায় নেই। আর একটা কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন ১৪ লক্ষ লোকের উপর বাস করছেন, সাধারণ ম্যাচের জন্য তারা অন্য province এর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অন্য province থেকে ম্যাচ আনার ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেমন Horse ম্যাচের মধ্যে দেখতে পাই, ৬ নঃ পঃ তা'র দাম। কিন্তু বাজারে কিনতে গেলে ৮ নঃ পয়সার কমে আমরা পাই না। অথচ ত্রিপুরায় যদি production হত তাহলে এই যে ১৪ লক্ষ লোক যারা ম্যাচ ব্যবহার করছেন, দুই পয়সা কমে পেত। কাজেই ত্রিপুরার যে অর্থ, এই যে দুই পয়সা কম, তা জনসাধারণের উপকারে আসত। এই 'ম্যাচটা 'অন্য province থেকে আনার ফলে ত্রিপুরার অর্থ-টা অন্য province এ চলে যাচ্ছে। হয়ত আপনারা বলতে পারেন এইটা secterian out-look, কিন্তু secterian out-look বলে এটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ত্রিপুরা রাজ্যের যে মানুষ তাদের উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে। এবং ম্যাচ factory করলে তার থেকে যে লাভ হবে সেই অর্থ সরকার ত্রিপুরার উন্নতির

জন্য খরচ করতে পারবেন। কাজেই আমার মনে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে Cut Motion রেখেছি তার যৌক্তিকতা প্রমান করতে পেরেছি। কাজেই এই যে cut motion এটা House গ্রহন করবেন, এটাই আমি আশা করি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Aghore Deb Barma to discuss on his Cut Motion (1) that the Demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on mismanagement of Industrial Estate. (2) To discus on pay scale of the employees of the Khadi & Village Industries.

SRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Industry আমাদের বাজেটের মধ্যে খুব গুরুত্ব পায়নাই, যদিও ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার পক্ষে Industry Deptt বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই Industry বাবতে আমরা ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্ধ রেখেছি। যদি যথাযত utilise করা হত, তাহলে হয়ত অনেকাংশে মানুষের অর্থ-নৈতিক সাহায্য হত। Industry-র মাধ্যমে যে সমস্ত শিল্প ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠেছে তার দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখতে পাই সেগুলো হয়ত liquidation হয়ে যায়, না হয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরকম বহু ঘটনা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আছে। কেন কি কারনে এগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিভাবে এই টাকা গুলো খরচ হয়, সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য করা উচিৎ। ক্ষুদ্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যেমন ইন্দ্রনগরে Industrial training Institute আছে। এটা খোলার উদেশ্য হল ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে Training দিয়ে তাদের অর্থ-নৈতিক মান উন্নয়ন করা। সেখানে traine দের থাকার জন্য একটি boarding আছে। মফঃস্বলের ছেলেমেদের থাকার জন্য এই boarding করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে mismanagement যে কি ধরনের সেই সম্পর্কে একটি petition এর উল্লেখ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। মেয়েটী একটি দরখাস্ত লিখেছে Industry র Director এর কাছে। অভিযোগ হল, আমি এক নম্বর দুই নম্বর করে পড়ে যাচ্ছি

(১) আমাদের হোষ্টেলের সুপারিনটেনডেণ্ড প্রায় সময়ে নানা অজুহাতে আমাদের ঘরে আসেন এবং নানা প্রকার অপ্রীতিকর ভাষা ব্যবহার করেন।

২) মাঝে মাঝে আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা মারেন, এইরূপ অনুমান ১৫ দিন হবে ঐ শব্দ শুনিয়া আমি দরজা খুলিয়া দেখিতে পাই যে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। তখন আমি দরজা বন্ধ করিয়া দিলে তখন তিনি দরজা খোলার জন্য অনেক জোর করেন, কিন্তু পারেন নাই। তখন আমি বলিলাম আর এরকম করবেন না ভবিষ্যতে, তাহলে খুব খারাপ হবে।

৩) কতদিন ধরে আমার শরীরে খাজলীর গোটা হয়, এই সময় হোষ্টেল সুপারিন্টেণ্ডেন্ট

মহাশয় আমাকে পৃথক একটি ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং নানা ভাবে আমার উপর অত্যাচার করিয়াছেন।

৪) নলিনী বাবু আমাকে প্রায়ই সিনেমায় লইয়া যাইতেন এবং মাঝে মাঝে বাহিরেও যাইতে বলেন, উনার কথা না শুনিলে :— ... .

MR. SPEAKER :— I would request the Hon'ble Member to let me or the House know whether he has been authorised to make the statement about a Lady in the open House-

MR. AGHORE DEB BARMA :— আমি শুধু Director কে address করা দরখাস্ত খানা পড়ে যাচ্ছি। ওরা এখনও কোন প্রতিকার পাচ্ছে না। এইরূপ আরও কয়েকটি ঘটনা আছে। যদি permision দেন আমি বলতে পারি।

MR. SPEAKER :— I think, it is concerning a lady. Is it ?

SRI AGHOR DEB BARMA :— হঁ্যা।

MR. SPEAKER :— I think you are doing in-justice to her, than justice. You may simply refer the matter you may not go in to the details.

SRI AGHORE DEB BARMA :— আচ্ছা, আমার কথা হচ্ছে সেখানে Suptd-cum-fore-man যিনি আছেন, উনি শুধু এই মেয়েটিই নয় আরও দুইটী পাহড়ী মেয়ে আছে সেখানে, তাদের উপর ও নানা রকম অত্যাচার উৎপীড়ন চালান। Industry Directorএর নিকট তারা দরখাস্ত করে প্রতিকারের জন্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা কোন প্রতিকার পেলনা। প্রতিকার তো দূরের কথা, যে সমস্ত ছাত্রী ঐখানে থেকে কাজ কর্ম্ম শিখত এই দরখাস্ত পাওয়ার পর তাদের ঐখান থেকে নিয়ে গেল। বোর্ডিং থেকে সব তাড়িয়ে দেওয়া হল, এখন বোর্ডিংএ মেয়েটি নেই। তবে কথা হল বাড়ীতে থেকে ও তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে এবং Stipend দেওয়া হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে আজকে Industryতে যারা সাধারনতঃ কাজ কর্ম্ম শিখে, তারা হাতে কলমে কাজকর্ম্ম শিখে। এটা এমন কোন Universitry পরীক্ষা নয় যে বাড়ীতে বসে বই পড়ে পরীক্ষা দিয়ে দেবে। কাজেই এমন অবস্থায় Boarding থেকে ছাত্রীদের কেন যেতে দেওয়া হল এবং boarding-এ যদি তারা থাকতে না পারে তবে তাদের Stipend দিয়ে একটা গোজামিল দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দিলেও পরীক্ষায় পাশ করা সম্ভব হবেনা। কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে আমরা মফঃস্বলের ছাত্র ছাত্রীদের boardingএ রেখে পড়ার বন্দোবস্ত করেছি, আজকে যদি তাদের থাকবার সুযোগ সুবিধা দেওয়া না হয়, থাকতে গেলেও যদি এইভাবে তাদের উপর অত্যাচার করা হয়, তাহলে সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এইটাই হল প্রশ্ন।

কাজেই যে উদ্দেশ্যে মানুষকে কাজকর্ম শিখাবার জন্য টাকার ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি সেটা ঠিক ঠিকভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারিনা। এখানে আরও একটি ঘটনা হচ্ছে। Industry Driector জানেন দরখাস্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে তারিখ আছে। আমি বলতে পারি ওরা দরখাস্ত করেছে সকলে মিলে ১৯/৩/৬৬ ইংরাজীতে। তারপর আরেকটি খবর হল Director এর সঙ্গে ঐ Suptd-cum-foreman যে ভদ্র লোক আছেন উনার বড় ভাইয়ের সঙ্গে নাকি Director এর পেটে পেটে ভাব আছে। অতএব এই ভদ্রলোককে তিনি কিছুই করছেন না এবং যারা কাজ কর্ম শিখছেন তাদেরকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। কাজেই মূল প্রশ্ন হচ্ছে আজকে যারা কাজ শিখবে তাদেরকে যদি এই অবস্থায় ফেলা হয় তবে আমাদের বাজেটের যে অর্থ ব্যয় বরাদ্দ থাকে তার কি প্রয়োজনীয়তা আমি বুঝতে পারি না। এই রকম অনেক ঘটনা আমি Supplimentry budget discussionএ ও উল্লেখ করেছি। Industry tarining cun Production Centre; Arundhatinagar এর কাজ প্রথম রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরম্ভ করা হয়। তারপর ১৯৫৭ সালে যে সমস্ত Production goods সেখানে ছিল 40% less দরে সেই সমস্ত বিক্রী করে Production Centre কে Co-operative করা হল। ১৯৬১ সালে Production Centre কে Co-operative করার পর প্রতিটি ইউনিটে যেমন এখানে কতকগুলি ইউনিট আছে Handmade Paper, Carpentry, Blacksmithy, Tannery, Leather Goods ইত্যাদি প্রত্যেকটি ইউনিটে Co-oparative এর মধ্যে ১০ হাজার টাকা করে ঋণ মঞ্জুর করে দেওয়া হল। বেশ কিছুদিন পর দেখা গেল এইগুলি আর চলছেনা। তখন আবার ১৯৬৭ সালে Rehabilitation Industrial Corporation এর হাতে transfer করে দেওয়া হল। তারপর ঐ Department এক বৎসর চালানোর পর দেখা গেল সমস্ত ইউনিটের loss হচ্ছে। কাজেই fruit canning industry টাকে হাতে রেখে বাকী সব Industry Department এ hand over করে দেওয়া হল। ফলে কি হল? সেখানে আজকে Industry এর traning cum Production অর্থাৎ traning ও হবে production ও হবে। কিন্তু কার্যতঃ কি হচ্ছে? আমরা দেখছি trained personnel রা আস্তে আস্তে সেখান থেকে চলে যাচ্ছে। তার কারণ তারা সেখানে যে wage পায় তাতে তাদের সংসার চলে না। কাজেই এই সমস্ত unit গুলি আজকে on way of liquidation. কাজেই Industrial center এ যদি কোন mismanagement না থাকে তবে আস্তে আস্তে সেইগুলি উন্নত হওয়ার কথা। এই রকম আরো একটা ঘটনার কথা বলছি। মাস খানেক পূর্ব্বে, উদয়পুরে একটা Industrial Centre আছে, সেখানে যে অফিসারবাবু charge এ ছিলেন তিনি নাকি ধর্ম্মনগরের নাম করে ছুটি নিয়ে গেছেন। তারপর শুনা গেল ধর্মনগর নয় তিনি গৌহাটি চলে গেছেন। যাওয়ার সময় তিনি অফিসের চাবিটি ও নাকি সঙ্গে করে নিয়ে যান। ফলে বেশ কয়েকদিন

যাবৎ ঐ Industrial centre টি বন্ধ ছিল। এই হলো অবস্থা। কাজেই এইভাবে কত রকম mismanagement চলছে যার ফলে আমরা বাজেটে টাকা পয়সা ব্যয় বরাদ্দ রেখেও কার্যতঃ আমরা এগিয়ে যেতে পারি না এবং উন্নতি তো দূরের কথা ত্রিপুরা আস্তে আস্তে অবনতির দিকে যাচ্ছে। এ ভাবে একটা দুইটা case নয়। আমরা যখন রাণীরবাজার যাই তখন দেখি আগে যে পটারী কো-অপারেটিভ বেশ বড় রকমের ছিল তা এখন আর নাই। কেবল ঘরটি আছে আর কিছু ভাঙ্গা মাটির জিনিস পত্র এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। দেখলে মনে হয় যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। রাস্তা থেকে ঘরটি এখনো ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় দেখা যায়। আমার এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের এই Iudustry Deptt খুব একটা important Department. কারণ ত্রিপুরার মানুষের ভূমির চাহিদা খুব বেশী। আজকে যদি এই চাহিদা কমাতে হয় তাহলে মানুষের জীবিকা নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে। এই Industry ব্যতীত ত্রিপুরায় এ রকম কোন জিনিষ নাই বা Deptt. নাই যেখানে মানুষ পরিশ্রম করে তার অর্থের সংস্থান করতে পারে বলে আমি মনে করি। কাজেই এই Deptt এর উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কিন্তু কার্যতঃ তা দেওয়া হচ্ছে না। অতএব আমরা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ রাখলেও তা ঠিক ঠিক মত কাজে লাগানো হচ্ছে না। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

আর একটি কথা হচ্ছে Pay-Scale of the employees of the Khadi & Village Industries। খাদি এবং ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্রিজের unit এর মধ্যে গুর খান্দেশ্বরী যারা তৈরী করে তাদেরকে বলা হয় গাইড। তারা বিভিন্ন গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কি ভাবে গুড় তৈরী করতে হয়, কিভাবে চিনি তৈরী করতে হয় তা জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়। তাদের কাজই হচ্ছে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া। কাজেই তাদের কর্তব্য কাজ করতে গেলে গাড়ী চড়তেই হয়, রিক্সা চড়তে হয়, বিভিন্নভাবে নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে হয়। কিন্তু তাদের কোন T. A. বা other allowance দেওয়া হয় না। শুধু smixed pay আছে Rs. 65/=per month. তাদের কোন increment ও নাই, other allowance ও নাই, T. A ও তারা পায় না। এই হচ্ছে অবস্থা। ঠিক এই ভাবে আর একটি আছে—মৌমাছি পালনের জন্য যে staff আমরা বাজেটে রেখেছি তাদেরকে বলা হয় fieldmen. তাদেরও ঠিক একই অবস্থা। Per month Rs. 65/=fixed pay. অথচ অনেক গ্রামে মৌমাছি ধরতে তাদের যেতে হয়। বাক্সগুলি পৌছে দিতে হয়, মৌমাছি পালন শিক্ষা দিতে যেতে হয়। কিন্তু তাদের বেলায়ও কোন রকম T. A বা allowance দেওয়া হয় না। শুধু মাত্র তাদের ব্যপারে নয়। এই Deptt. এর Class III employees বা Class IV Employeeরা সমান বেতন পায়। তাদের শুধু

fixed Pay Rs. 65/— করে রাখা হয়েছে। সেটা তাদের উপর injustice করা হয় বলে আমি মনে করি। কাজেই তারা তাদের পকেট থেকে খরচ করে নানা জায়গায় যাওয়া-আসা করে। এই দুর্দিনে এই বেতনে সংসার চালনা করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করে তাদের Pay scaleটা যেন revised করা হয়। আমি এখানে আর একটা প্রশ্ন করতে চাই, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর বাড়ীর ভিতর মৌমাছি পালনের জন্য কয়েকটি বাক্স আছে। এটার নিয়ম হচ্ছে এই box যার বাড়ীতেই থাক না কেন মধু collection করে যা বিক্রি হবে সেই টাকাটা Treasuryতে জমা দিতে হবে। কিন্তু এমনই মুশকিল হচ্ছে যে, যার তত্ত্বাবধানে এই box গুলি আছে তার পক্ষে বলা ও মুশকিল কওয়া ও মুশকিল। কাজেই আজকে Deptt. থেকে যদি এগুলি ধরা হয় তাহলে যার তত্ত্বাবধানে এগুলি থাকবে তার উপরই চাপ পড়বে। এখানকার মধুটা কোথায় গেল ? কারণ Account এর ভিতর Adjust হয় নাই। না Treasruy, না কোন কিছু। যিনি কিনে নেন তারও কোন রসিদ নাই। কাজেই কথা হচ্ছে, মাননীয় Chief Minister যে মধু নেন, তার পয়সা তিনি দেন না একথা আমি মনে করিনা। হয়ত যে লোকটার তত্ত্বাবধানে এটা আছে সে ভয়ে কিছু বলতে পারেনা। অর্থাৎ এই সমস্ত ব্যাপারে একটা irregularities চলছে। অর্থাৎ সরকারী খরচে যার বাসাতেই এই box দেওয়া হয়, ঐ মধু যখন সংগ্রহ করা হয় তখন ঐ মধুর যা দাম তা Treasuryতে জমা দিতে হয়। কিন্তু মাননীয় Chief Minister এর বাসায় যে box গুলি আছে তার মধুগুলি যে কে আহার করে, ঐ টাকাগুলি যে কোথায় adjust হয় সে সম্বন্ধে কোন রকম হদিস নাই। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তিনি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে আমি আশা করি।

MR. SPEAKER : I now call on Shri Ram Chandra Deb Barma.

SHRI RAM CHANDRA DEB DARMA M. L, A :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছনে পড়া এবং অর্থনতিক দিক দিয়ে যদি আমরা কিছুটা অগ্রসর হতে চাই তাহলে শিল্পকে বাদ দিয়ে একথা কল্পনাই করা যায় না। কারন শিল্পই হচ্ছে অর্থনীতির মূল কথা। কাজেই শিল্পকে যদি আমরা গঠন করতে না পারি, সে প্রচেষ্টা যদি আমাদের না থাকে তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত করতে পারব না। আমরা দেখছি তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলে গেছে। আজকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে আমরা পা দিচ্ছি। তিনটি পরিকল্পনা চলে যাওয়ার পরেও ত্রিপুরা রাজ্যে একটা শিল্প গড়ে উঠেছে এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে খুব উন্নতি হয়েছে এরকম নজীর আমাদের কাছে নেই। এখন কথা হলো আমাদের এখানে বাঁশ পাওয়া

যায়, ছন পাওয়া যায়, সেগুলিকে collection করে যদি আমরা paper mill চালু করি তাহলে পরে শুধুমাত্র কাগজই পাব না, তাতে আমাদের এখানে যারা অর্থ-নৈতিক দিক থেকে সঙ্কটের কবলে পড়ে দরিদ্রতায় দিনপাত করছে তাদেরকেও সেখানে আমরা দু'পয়সা রোজগারের পথ করে দিতে পারব। এছাড়াও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পাটের ফসল—আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব প্রায় ২ লক্ষ গাইট পাট এখানে উৎপাদন হয় এবং যদি আমরা একটা Jute mill করতে পারি তাহলে পরেও আমাদের অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে যারা দরিদ্র, যারা আজকে বেকার তাদের সংস্থান করে দিতে পারি। সেই শিল্পের দ্বারা ত্রিপুরা রাজ্যেরও অনেকটা উপকার হবে। আর এখানে একটা Sugar Mill এর নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা দেখেছি ইক্ষুর চাষ প্রত্যেক ডিভিসানেই কম বেশী কিছু হচ্ছে। যদি এই ইক্ষু আমরা Collection করতে পারি এবং সেটাকে যদি আমরা একটা Sugar Mill এর ভিতর দিয়ে আর একটু উন্নত ধরণের অর্থ উপায়ের যে পথ সে পথ যদি আমরা করতে পারি Sugar Mill করে, তাতে আমাদের অর্থ উপায়ের দিকদিয়ে ও সুবিধা হবে এবং যারা দারিদ্রে নিপীড়িত হচ্ছে তাদের ও একটা সংস্থান হতে পারে। কাজেই ত্রিপুরাকে যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর করে নিতে হয় তাহলে পরে শিল্প আমাদের গড়ে তোলা দরকার এবং সেইদিকে আমাদের সুনজর থাকা দরকার। কাজেই এটাই হল আমার এই Cut Motion রাখার উদ্দেশ্য।

MR. SPEAKER :— Now I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma to discuss his cut motion that the demand be reducd by Rs. 100/— to dicuss on "Inadequacy of Provision for Share Capital Contributing to Co-operative FarmingSocieties".

SHRI SUDHANWA DEB BARMA, M. L. A :—Hon'ble Speaker, Sir, আমার এই cutmotion হলো যুগের দাবী। বর্তমান যুগ হচ্ছে Co-operative এর যুগ। কাজেই এই সময় এই জিনিষটাতে আরো গুরুত্ব দেওয়া বা এই বাজেটে আরো অর্থ বরাদ্দ রাখা, যাতে এটা আরো অগ্রসর হতে পারে এটাই আমার দাবী। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা সরকার অনেক Demonstration Farm করেছেন অনেক টাকা খরচ করে। কিন্তু শুধু demonostration করলেই চলবেনা। বাস্তবে যাতে উৎপাদন বাড়ে সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেই পথ আমাদের আছে, সেই সুযোগ আমাদের ত্রিপুরাতে আছে বলেই আমি মনে করি। এখানে অনেক Farm করার স্কোপ রয়ে গেছে, যে কোন Far nই হউক, Poryltry Farmই হউক, Duckery Far.nই হউক, যে কোন Farmই হউক

এইখানে এরকম একটা কিছু করার field রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা সেটাকে কাজে লাগাচ্ছি না। আমরা শুধু demonstration farm করে জনতাকে দেখাবার জন্যই এসব করে থাকি। কিন্তু কি করে প্রকৃত ভাবে উৎপাদন বাড়বে এবং দেশের উন্নতি হবে সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে আমরা অগ্রসর হচ্ছি না। আমরা এই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রেখেছি তাতেই প্রমাণ হয় তার উপরে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছি। এই দিক দিয়ে চিন্তা করেই এই Cut Motion এর গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি এবং আশা করি House এটাতে গুরুত্ব দিবে।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

SRI GOPESH RANJAN DEB : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. Demand No. 20 and Demand No. 39 এর বিরুদ্ধে যে Cut Motation আনা হয়েছে সে Cut Motion এর বিরোধীতা করে আমি কিছু বলতে চাই প্রথম Cut Motion টি এনেছেন শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়।

MR. SPEAKER :— I would request the Hon'ble Member to be brief.

SHRI GOPESH RANJAN DEB :— আমরা জানি অরুন্ধতীনগর Industrial Estate এ কতকগুলি unit আছে তার মধ্যে half of the unit চলছে Public Sector এ আর বাকীটা চলছে Private Sector এ, সেই' Private Sector এর under এ শীগ্গিই একটি match factory start হচ্ছে। সেই match factory start হলে আপনারা যে প্রস্তাব রেখেছেন এবং ত্রিপুরার লোক চাকুরী পাবে বলে যে আশা প্রকাশ করেছেন তা অনেকটা ফলবতী হবে। মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু mismanagement of industrial estate সম্বন্ধে বলতে গিয়ে Industry Deptt এর বিষয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন, এটা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয় এ জাতীয় কোন ঘটনা যদি হয়ে থাকে তার তদন্ত হওয়া উচিত। Assembly সম্মত হোক এটা আমরা চাই, আশা করি এ বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে নজর দেবেন এবং ইহার একটি তদন্ত হবে। কিন্তু Industry Deptt এর acivities এর বিরুদ্ধে তিনি যা বলেছেন আমরা স্বীকার করতে পারি না। কারণ সেই institution এর মেয়ে যদি ও বাড়ীতে চলে গেছে তথাপি তাদের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ যখন দেওয়া হয়েছে তখন মনে হয় এ ব্যাপারে একটা বিবেচনা করা হয়েছে এবং তজ্জন্য Director এর প্রশংসা না করে পারি না। আরো বলা হয়েছে poterty'র কাজ সেখানে হয় না, pottery র ঘর সেখানে নাই। আমার মনে হয় pottery সম্বন্ধে Govt এর কোন Scheme সেখানে ছিল না। Private Sector বা cooperative থেকে হয়ত pottery র কোন কাজ সেখানে করা হয়েছিল, কিন্তু তারা যদি সেখানে pottery Section

না রাখে তবে কিছু বলার নাই। সরকারের প্রতি বৎসর মোটা মোটা টাকা দিয়ে Co-operative কে সাহায্য করতে হবে এমন নয়, তারা নিজেরাই তাদের পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে তাদের সংস্থাকে গড়ে তুলবে। মাননীয় রামচরণ বাবু বলেছেন Paper mill এর কথা। যদিও উনার cut motion এ ছিল Jute Mill এর কথা, Sugar Mill এর কথা, Spinning mill এর কথা এবংPaper mill এর কথা, তবু উনি শুধু Paper mill এর কথাই বলেছেন। আমি আমাদের ত্রিপুরাতে অরুন্ধতীনগর Industrial Development Esta'e এ একটা Jute Mill Start করার জন্য একটা কোম্পানী Licence চেয়েছিলেন। সেখানে ১৫০ টা তাঁত চলে এবং তাদের Licence পাওয়ার পক্ষে ত্রিপুরা সরকার recommend করেছেন এবং তা Central Govt. এর কাছে পাঠানো হয়েছে। সেইটা আসলেই তারা Jute Mill Start করার ব্যবস্থা করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। কাজেই Private Sectorএ আর একটা Jute mill করার জন্য Budget Provision রাখার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। Paper Mill এর কথা বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরাতে বাঁশ আছে, ছন আছে। বাস্তবিকই তা আছে; কাজেই ত্রিপুরাতে একটা Paper Mill এর জন্য Notinal Industrial Corporation Ltd, New Delhi সেটা Survey Corporation তাকে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং তাঁরা সমস্ত ত্রিপুরা ঘুরে ঘুরে Survey করেছেন, এবং Survey report তারা দাখিল করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে ৫০ টন কাগজ Daily উৎপন্ন হয় এমন mill করতে গেলে প্রায় পৌনে ছয় কোটী টাকার মত প্রথম কাজে খরচ হবে এবং সেটা India Govt এর আদেশের অপেক্ষায় রয়েছে, সেখান থেকে যদি আদেশ বা অনুমোদন আসে তাহলে ত্রিপুরাতে Paper Mill করার জন্য Far Eastern Agency LTD. Calcutta নামে একটা Firm করার জন্য চেয়েছেন। ত্রিপুরাতে একটা Spining Mill করতে ও চেয়েছেন এবং তারা প্রায় ১৫০০০ টাকু করার মত একটা mill স্থাপন করবে বলে জানিয়েছে। তাদের Land দেওয়ার জন্য recommend করা হয়েছে এবং তারা ইদানীং ধর্মনগরের নানা জায়গা রেখেছেন। সেখানে তারা Spining Mill start করতে চায় এবং তাদের Share Capital এ invest করার জন্য আমাদের budget এ টাকাও রাখা হয়েছে। আমরা যদি budget এর ৩৮৪ পাতা দেখি তাহলে সেখানে দেখা যাবে Spining mill এর Share এর জন্য ৩,২১,০০০ টাকা budjet এ provision রাখা হয়েছে। কাজেই তিনি Paper mill, Spining mill এবং Jute mill এর কথা বলেছেন। সেই Spining mill, Jute mill এর জন্য Share Capital বাবদ টাকা ধরা হয়েছে। অতএব মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য যে cut motion এনেছেন। আমি তার বিরোধীতা করছি।

MR SPEAKER :— I would call on hon'ble Chief Minister to reply.

Chief Minister— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিরুদ্ধে এখানে একটা অভিযোগ করা হয়েছে। সেই মধুর চাক আমি খরিদ করে এনেছি এবং আমার তত্ত্বাবধানে সেটা রাখছি। অতএব তারা যে অভিযোগ এখানে করেছেন সেটা যদি লোক দেখানোর জন্য করা হয়ে থাকে তবে ভাল। প্রত্যেকেই চেষ্টা করলে পরে মৌচাকের চর্চ্চা প্রত্যেকের বাড়ীতেই করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এটা করা হয়েছে, মাননীয় সদস্যরা যদি চান তবে তাঁরাও কিনে মধুর চাকের চর্চ্চা করতে পারেন, নিজেও মধু খেতে পারেন এবং অন্যকে ও মধু দিতে পারেন। অবসর সময় মত মাননীয় সদস্যরা ইচ্ছা করলে তা করতে পারেন। (Interuption) আমি মধু খাইনা, কারণ আমার একটু blood pressure আছে, তবে এটা কমলে পরে আমি চেষ্টা করব মধু গ্রহণ করতে। This is helpful to the stomach also & stimulatory one. If any member wants & go to my house I can give some to them.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়, absence of provision for starting Match factory র জন্য যে Cut motion এনেছেন. ঐ সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে Industrial Unit এ Match Factory start করার জন্য চেষ্টা করছি under private sector. কাজেই সেই অনুসারে কাজ চলছে। অতএব এখানে বলা হয়েছে যে সেটা করা হচ্ছেনা, কিন্তু সেটা প্রমাণি হচ্ছেনা। Mismanagement of Industrial Estate সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেক কথাই বলা হয়েছে যে চৌদ্দ তালিম দিয়ে আমরা পরিচালনা করছি। তবে সেই চৌদ্দ তালিম দিয়ে কাজ যা চলছে, তা ভাল ভাবেই চলছে বলে আমরা জানি এবং সেটা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হচ্ছে। আশা করা যায় অল্প দিনের মধ্যে এটা একটা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯৬২ সনে যে সমস্ত ইউনিটগুলি ঐখানে private sector এ স্থাপিত হয়েছে, আমি মাননীয় সদস্যদের তা দেখতে বলব। Spray Printing House. Log Book binding works, Sri Lakshminarayan Bank এবং প্রাক্তন ছাত্র। তীর্থময়ী এলোমুনিয়াম প্রডাক্সন ঐ সব Unit চলছে। ঐ সব যদি মাননীয় সদস্যরা দেখতেন তাহলে আমার মনে হয় কোথাও Mismanagement আছে বলে তারা বলতে পারতেন না। তবে আমি মাননীয় সদস্যগণকে বলব তাঁরা যেন গিয়ে একটু দেখে আসেন। আর একটা কথা বলা হয়েছে যে আমরা যাতে ত্রিপুরাকে একটা Industrial Estate এ দাঁড় করাই। দাঁড় করানো সত্যিই খুব ভাল কথা, তবে কোন কোন Industry হতে পারে সেই দিকে চিন্তা করে আমাদের এখানে Jute Produce করছি, সেই জায়গায় ঐটাকে Mill করতে পারি কিনা সেই জন্য Jute Mill এর পরিকল্পনা Private sector এ করছি। Paper Mill এর পরিকল্পনা যেটা সেটা আমরা জানি যে আমাদের যদি

Industry Grow করাতে হয় এবং সেইটা আমরা public sector এ করার আশা রাখি এবং এই বিষয়ে লিখা পড়া চলছে। Spinning Mill সেইটা private sector এ করা হচ্ছে এবং চেষ্টা চলছে। অতএব আমরা চুপচাপ বসে থাকি নাই। Sugar Mill সম্বন্ধে এখানে Sugar cane যা হয় তা দিয়ে Sugar mill করার মত অবস্থা আমাদের আছে কিনা? Sugar mill করব বল্লেই Sugar mill হয়ে যায় না। কারন Sugar mill এর যোগান যদি আমরা না দিতে পারি, অর্থাৎ কাচা মাল সংগ্রহ করতে না পারি, তাহলে mill বসে থাকবে, Raw material এর অভাবে সেটা বন্ধ হতে পারে। এই জন্যই এখানে যে প্রচেষ্টা করা হচ্ছে Khan dsari proun এবং তার মাধ্যমে আমরা ইক্ষুর চাষ বাড়াতে পারি এবং তার সাথে ২ ইক্ষু যারা উৎপন্ন করবে তাদিগকে দিয়ে আমরা যাতে ঐ Industrial bias এ আসতে পারি, সেটা public sector হউক আর private sector এই হউক তা করার চেষ্টা চলছে। Khadi ও Village Industries সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে সেখানে যে সমস্ত কর্ম্মচারী রাখা হয়েছে তারা ৬৫ টাকা Fixed pay পান। এখানে Khadi ও Village industry-র যে pattern আছে, তাকেই আমরা follow করছি। অন্য কোন pattern আমরা follow করতে পারি না। khadi ও village industry Scheme এর pattern যদি change হয় তা হলে নিশ্চয়ই এখানেও change করা হবে। আমি আগেই বলেছি যে এখানকার Khadi Board যেটা আছে সেটা All India Khadi Board এর Scheme এর মত পরিচালিত হয় এবং তাদের Scale of pay যেটা হয় সেই অনুসারেই আমরা করে থাকি। Absence of provision for starting jute mill ইত্যাদি সম্বন্ধে আমি আগেই বলেছি, তবে এই দিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে আগে এখানে কি কি Industry ছিল এবং এখন আমরা কি করছি। দেখা যাচ্ছে এই যে first plan এর আগে আমাদের Basketry, Carpentry, Hand loom, Blacksmithy, Brick kiln, Saw mill ইত্যাদি ছিল, তার production ছিল ২০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকার মত আর এখানে তা হয়েছে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। আমরাও সেই দিকে পিছিয়ে নেই। আমি একথা বলছি না যে এখানে industry একেবারে পাকা পোক্ত করে দাঁড় করিয়েছি। আগেই বলেছি যে ত্রিপুরার ৮০ ভাগ লোক কৃষক এখন সেই Agriculture কে বাদ দিয়ে forest কে basis করে Industry grow করার পরিকল্পনা আমাদের আছে, তবে যতদিন পর্য্যন্ত তা করতে না পারছি ততদিন আমরা বসে থাকব না এবং যে যে Industry এখানে পরিচালনাধীন ছিল, সেইগুলি যাতে বাড়তে পারে সেই জন্য ঐ শিল্প আমরা চালু করেছি এবং বর্দ্ধিত করছি। সেই দিক দিয়ে Cottege Industry-র যে scheme

সেইগুলি পরিচালনার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা বসে নেই এবং সেইটা mismanaged নয়, well-managed ই হচ্ছে। তবে হয়ত দু এক জায়গায় যদি ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে এবং তা মাননীয় সদস্য যদি স্কীম অনুযায়ী দেখিয়ে দিতে পারেন, তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হব। যেমন Sericulture করা হচ্ছে, Sericulture এর চাষ এখানে সম্ভব হচ্ছে বলেই সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তা সুরু হচ্ছে। Co-operative farming সম্পর্কে যেটা বলা হয়েছে সেটা Industry তে নাই। আমার মনে হয়, এই বাজেট দেখলে পরেই দেখতে পাবেন যে এটা Industryতে included নয়। এটা রয়েছে Co-operativeএ। অতএব তালেগোলে সব পাকিয়ে গিয়েছে। I. T. I. সম্বন্ধে একটি কথা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব I. T. I. র যে item সেটা under Demand No 22. ঐখানে যে Complain আনা হয়েছে সেই রকম কিছু নয়। যে Complaint আনা হয়েছে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তা প্রমান করা খুবই শক্ত। অতএব হাউসের মধ্যে একটি মহিলা সম্বন্ধে যখন বলতে যাব তখন চিন্তা করা দরকার যে, সেটা যদি আমরা প্রমাণ করতে না পারি তাহলে ব্যাপারটা লজ্জাকর হবে। আমাদের এখানে Industry তে যে সব মেয়েরা কাজ করছেন তাদের জন্য আলাদা কোন রকম ব্যবস্থা নাই, তাদের Matron রাখতে হয়, থাকার জায়গা দিতে হয়, এই সমস্ত কোন ব্যবস্থা নাই। তারা বাইরে আছেন, কেহ কেহ নিজ বাড়ীতে আছেন। সেখান থেকে গিয়ে কাজ করেন। কাজেই এই সব না বলে তারা যে কাজ করছেন তার জন্য উৎসাহ দেই, তা না হলে তাদের উৎসাহ কমে যাবে। এই বলেই যে সব ছাঁটাই প্রস্তাব এখানে রেখেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং আশা করি এই Demand গুলি হাউস সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER : – The discussion is closed. I would now put the motion to vote. First I would put to vote the Cut motion by Sri Sunil Kumar Choudhury that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for starting Match factory.

As many as are of that opinion will please say Ayes'

Voice— 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—Noes

MR. SPEAKER :— Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the cut motion by Sri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs 100/ to discuss on Mismanagment of Industrial Estate.

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voice—"Ayes"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes."

VOICE—"Noes"

Noes have it, Noes have it

I would now put to vote the second cut motion of Sri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/ to discuss on payscale of the employees of the Khadi & Village Industries.

As many as are of that opinion will please say' "Ayes"

Voice— "Ayes"

As many as are of Contrary opinion will please pay "Noes"

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it

I would now put to vote the Cut motion of Shri Ram Charan Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Abseance of Provision for Starting Jute Mill, Paper Mill, Spinning mill, Sugar Mill etc.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice —"Ayes"

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

The motions are lost. I would now put to vote the main motions. The question is that a sum not exceeding Rs. 24, 69,000/- [inclusive of the sums specified in Column. 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the Charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 20-Industries.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice - 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

Ayes have it, Ayes have it. The motion is carried.

I would take up the Demand for Grant No 39. I would now put to vote the cut motion by Shri Sudhanwa Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on in a dequacy of Provision of share capital Contrition to Co-opetative farming Societies.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Voice—'Ayes'

As many as are of contrary of opinion will please say 'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The motion is lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 5,76,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respeet of Demand No. 39—capital out lay on Industrial and Economic Development.

As many as are of that opinion will please say "Ayes" (Voice—"Ayes")

As many as are of contrary opinion will please say "Noes" (No Voice) Ayes have it. Ayes have it The motion is carried.

We pass on to the next item Private Members' Business. (Legislation) Introduction of Bill.

Next Business of the House—the Bengal shops and Establishment Act, 1940 as extended in the Union Territory of Tripura (Repeal) Bill, 1966 is to be introduced in the house. I shall request Sri Atiqul Islam. M.L.A to move his motion for leave to introduce the Bill.

SRI ATIQUL ISLAM :— I seek leave of the House, to proceed to introduce the Bengal Shops and Establishment Act. 1940 as extended in the Union Torritory of Tripura (Repeal) Bill. 1966.

MR. SPEAKER :— Is there any one to oppose ?

SHRI M. L. BHOWMIK :— (Dy Miniter) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I oppose leave for introduction of the Bill in the House.

MR. SPEAKER :— I would request the mover of the resolution to make a brief statement.

SHRI ATIQUL ISLAM :— Sir, আমাদের এখানে বর্তমানে যে Bengal Shops and Establishment Act টা চালু আছে সেটা অনেক দিন আগেকার। সেই আইনটা west Bengal এ এখন আর নাই। সেটাকে west Bengal এ amendment করে করে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়াছে যে সেটা সেখানে সম্পূর্ণ একটা নূতন আইনে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। সেই আইনটা আছে, কিন্তু তার ধারাগুলি সম্পূর্ণ amcneded হয়ে গেছে। কাজেই আমরা চাচ্ছি .... (Noises)

আমার প্রথম কথা হল আমাদের এটা একটা রাজ্য এবং এখানে একটা বিধান সভা আছে, আমরা আর এক রাজ্য থেকে আইন ধার করে আনব কেন, আমরা পশ্চিম বঙ্গের, বোম্বের এবং ইউ, পির আইন আনব কেন ? ধার করে যদি আমরা আইন আনি তবে আমাদের মর্য্যাদা কিছু থাকে না। আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে আমাদের এখানে যারা মন্ত্রিত্ব করেন তাদের মগজে কি এমন বুদ্ধি নাই যে তারা একটা আইন তৈরী করতে পারেন। সেই জন্যে ইউ, পি, আসাম প্রভৃতি জায়গা হতে ধার করতে হয়। কেবল ধারের উপরই তারা আছেন, টাকাত কর্জ্জ হচ্ছেই হচ্ছে। এখন আইন ও কর্জ্জ হচ্ছে। এই পদ্ধতিটা থাকা উচিত নয়। একটা রাজ্যের পক্ষে, যেখানে নাকি বিধান সভা আছে, তার পক্ষে এটা মর্য্যাদা হানিকর, অবশ্য

যাদের মর্য্যাদাবোধ আছে আর যাদের মর্য্যাদা বোধ নাই তাদের কথা স্বতন্ত্র। যাদের মর্য্যাদা বোধ আছে তাদের পক্ষে ধার করা আইন নিয়ে রাজ্য চালনা উচিত নয়। কাজেই আমি মনে করি পশ্চিম বঙ্গের আইন নিয়ে আমাদের চলা উচিত নয়। আমাদের আইন আমাদের নিজেদের করা প্রয়োজন। কাজেই সে দিকে আমাদের নজর রাখা প্রয়োজন। আর একটা কথা হচ্ছে আমাদের পুরাতন আইনে যে ধারা ছিল, আর আজকে পশ্চিম বঙ্গে আইনটা যে ভাবে পরিবর্ত্তন হয়েছে তাতে কি সুযোগ সুবিধা তারা পাচ্ছে? আমরা জানি যে আগে West Bengal Shops and Establishment Act এ একটা employee কে পাঁচ দিনে দশ ঘণ্টা করে, একদিন ছয় ঘণ্টা করে মোট ছাপ্পান্ন ঘণ্টা কাজ করাত। আর নূতন আইনের ফলে এখন পাঁচ দিন সাড়ে রাট ঘণ্টা করে এবং একদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা করে মোট আটচল্লিশ ঘণ্টা তাদেরকে কাজ করানো হয়।

MR. SPEAKER :— Brief statment, no elaboration.

SRI ATIQUL ISLAM :— বর্তমান আইনে appointment দিতে হলে যে appointment letter দিতে হবে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই। West Bengal এ যে amendment করা হয়েছে তাতে appointment letter দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। আগে সেখানে যারা কাজ করতেন তারা কোন leave পেতেন না। এখন তারা leave পান। আমাদের এখানে আইনে আছে Inspector গিয়ে খাতা দেখেন। খাতাতে তারা সই সরতে পারেন না বা সীজ করতে পারেন না। খাতাটা দেখেন মাত্র। কিন্তু নূতন যে amendment হয়েছে তাতে তারা খাতায় সই করতে ও সীজ করতে পারেন। পুরাতন আইনে মালিকের খাতা ১ বৎসর হলেই destroy করতে পারত। এখন যে amendment হয়েছে তাতে খাতা অন্ততঃ ৪ বৎসর রাখতে হয়, তাতে একটা record দেখা যেতে পারে। আগে যদি কেউ এই আইন না মানত তাহ'লে জরিমানা হত কিন্তু জেল হত না। কিন্তু নূতন আইনে জরিমানা বা জেল দুটাই হতে পারে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের যে আইনটাকে নিয়ে আমরা আছি সেই আইনটা এখন আমুল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। কাজেই সেটা নিয়ে থাকার কোন সার্থকতা নাই। এই আইনের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরা রাজ্যের পরি প্রেক্ষিতে একটা সম্পূর্ণ নূতন আইন তৈরী করা উচিত। তা না হলে পরে দোকান কর্ম্মচারীদের safe guard দেওয়া যাবে না।

MR. SPEAKER :— I would now call on Sri M. L. Bhowmik, Deputy Minister.

SRI M. L. BHOWMIK :— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে এখানে যে Bill আনার প্রস্তাব করেছেন সেটা যদি আমরা গ্রহণ করি তাহ'লে আমরা মনে করি যে আমাদের কাজটা হবে .... যে আইন বলে আমরা এখানকার

Shops Establishment এর কাজ দেখছি সেটা হচ্ছে in exercise of the powers conferred by section 2 of the part III State Law Act, 1950. The central Govt. extended in the State of Tripura, the Bengal Shops and Eitablishment Act, 1940

MR. SPEAKER :— The history of introduction is not necessary. You are to make a brief statement only.

SRI M, L. BHOWMIK :— (Dy Minister) এখন এই যে Bengal Shops and Establisoment Act. 1940 আমাদের এখানে extended হয়েছে এবং তা কার্য্যকরী হচ্ছে মাত্র আগরতলা Municipality arreaর মধ্যে। Recently West Bengalএ তাদের সেই পুরানো আইন বাতিল করে 1965 এ তারা একটা নূতন আইন গ্রহন করেছেন, এটা enforce হয়েছে 1964 থেকে। কিন্তু আমাদের এখানে West Bengal এর যে আইনটা চালু হয়েছিল with some modifications, এখন এই State এ যদি আমরা তাঁর প্রস্তাবিত বিল গ্রহন করি, তাহলে পরে West Bengal এ যে নূতন আইনটা চালু করেছে সে আইনের যে provision তা আমাদের এখানে কার্যকরী করতে পারব না।

ফলে আমাদের এখানে shop assistant যারা আছেন তাদের ক্ষতিই আমরা করব। অসুবিধার সৃষ্টিই আমরা করব। West Bengal নূতন আইন এবং আসামের যদি কোন আইন থাকে তবে তা আমরা পর্য্যালোচনা করে দেখব যে এই দুই প্রদেশের আইন আমাদের এখানে কার্য্যকরী করা যায় কিনা এবং আমাদের সঙ্গে তাদের আইনের provision খাপ খায় কিনা। অর্থাৎ আমাদের এখানকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের যে সমস্ত আইন আছে সে সকল আইনের পর্য্যালোচনা করে আমরা পরবর্ত্তীকালে আমাদের বিধান সভাতে বিল আনতে পারি। কাজেই এই অবস্থাতে মাননীয় সদস্য যে বিল এনেছেন আমি সেই বিলের সমর্থন করতে পারি না। আমি তার বিরোধীতা করছি।

MR. SPEAKER :— I would now put the motion to vote. The question before the House is that the motion moved by Shri Atiqul Islam for leave to introduce the Bengal Shops and Establishment Act, 1940 as extended in the Union Terrstory of Tripura (Repeal) Bill, 1966

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

(Voice :— 'AYES')

As many as are of Contrary opinion will please say 'Noes'

(Voice :— 'NOES')

Noes have it, Nocs have it. The motion is lost.

The leave to introduce the Bengal shops and Establishment Act 1940 as extended in the Union Territory of Tripura Bill 1966 is lost.

Next we pass on the next item, private Members Resolution. I would call on Sri Sunil Ch. Dutta M, L. A. to move his Resolution that this Assembly is of opinion that all the Panchayats formed uptil now be vested with powers and function provided for in the panchayat Act at the earliest time possible and that the Panchayats yet to be formed be done as early as possible and similarly empowered within the least possible time of thier formation. I would now call on Sri Sunil Chandra Dutta.

SRI SUNIL CH. DUTTA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, House এর সামনে যে Resolution টা রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে This Assembly is of opinion that all the Panchayats formed uptil now be vested with powers and functions provided for in the Panchayats Act at the earliest time possible and that the Panchayats yet to be formed be done as early as possible and similarly empowered within the least possible time of their formation. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা আমাদের রাজ্যে U. P. Panchayat Act গ্রহণ করেছি কয়েক বৎসর পূর্বে। অনেক গুলি Panchayat এর election সম্পূর্ন হয়েছে এবং কয়েকটী পঞ্চায়েতের election এর পর প্রায় ৪ বৎসর অতিক্রম হতে চলেছে। এখন পর্য্যন্ত এই সব পঞ্চায়েতে যে আইন আমরা গ্রহণ করেছি সেই আইনের অনুবলে কোন ক্ষমতা দিতে পারিনি। আমাদের দেশের গ্রাম গুলি আমাদের রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। গ্রাম গুলিকে শক্তিশালী করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই সম্পর্কে সরকারী ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরন করে পঞ্চায়েত গুলির হাতে ক্ষমতা দিয়ে গ্রামগুলিকে শক্তিশালী করার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা জাতীয় কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার অনেক পূর্বেই গান্ধীজীর নির্দ্দেশে গ্রহন করেছিলেন। গান্ধীজীর লক্ষ ছিল ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিকে শক্তিশালী করে আমাদের যে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাকে শক্তিশালী করা। যদিও আমরা Election করেছি ত্রিপুরাতে, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্য্যন্ত পঞ্চায়েত কে কোন ক্ষমতা দিতে পারিনি। পঞ্চায়েত গুলিকে যেন যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ত্রিপুরাতে অন্য যে সমস্ত পঞ্চায়েত election বাকী আছে সেখানে election অতি সত্বর শেষ করে যাতে তাদের হাতে election শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমতা দেওয়া হয় তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব House এর সামনে উত্থাপন করেছি। আমরা ইতিহাস পর্যা-

লোচনা করে দেখতে পাই যে আমাদের দেশে পূর্বেও পঞ্চায়েত প্রথা বিদ্যমান ছিল এবং সেই সব পঞ্চায়েত অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাংলাদেশে মহারাজ শশাঙ্ক দেবের মৃত্যুর পর যখন মাৎস্য ন্যায় প্রচলিত হয় প্রায় এক শতাব্দী বাংলাদেশে মাৎস্য ন্যায় বিরাজ করেছিল। তার পর গ্রামের পঞ্চায়েত গুলি মিলিত ভাবে বাংলাদেশের রাজা নির্বাচন করেন। পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই যে পঞ্চায়েত প্রথা প্রাচীন ভারত বর্ষে ছিল, পঞ্চায়েত গুলিকে যাতে আমরা শক্তিশালী করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে পারি তার জন্যই আমি এই House এর সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। হয়ত আমাদের অনেক বাধা বিঘ্ন আছে, হয়ত আমাদের অর্থের অপ্রাচুর্য্য আছে, এই সব বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হবে, অতিক্রম করে পঞ্চায়েত গুলিকে যাতে আমরা সত্বর ক্ষমতা দিতে পারি তার জন্য আমি House এর সামনে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। আশাকরি House এই প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :— Here is an amendment given Notice of by Sri Monaranjan Nath, I would now call on Sri Monornjan Nath to move his amendment.

SRI MANORANJAN NATH :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুনীলবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন তার একটি সংশোধনী প্রস্তাব আমি House এর সামনে রাখছি। আমার সংশোধনী প্রস্তাব হবে After the word "be" occuring in the second line of the restolution insert the following—"authorised early to function and discharge duties according to the provisions of the panchayats Act in force in Tripura" and delete the following "Vested with powers and functions provided for in the Panchayats Act. at the earliest time possible" and also please substitute the word "done" occuring in the fourth line of the original Resolotion by the word "Constituted".

The Resolution thus amended will read as follows—

"All the gaon panchayats formed uptil now be authorised early to function and discharge duties according to the provisions of the panchayats Act inforce in Tripura and that the panchayats yet to be formed be constituted as early as possible and similarly empowered within the least possible time of their formation".

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে আমার বক্তব্য রাখছি যে U. P Panchayat Raj Act 1947 ত্রিপুরাতে 1959 এ extend করা হয় এবং 1961 এ

তার rules frame করা হয়। আমাদের constitution এ যে direct principles of state policy আছে; তার মধ্যেই organisation of village panchayat আছে। সেই অনুযায়ী সারা ভারতবর্ষে এবং ত্রিপুরায়ও panchayat গঠিত হয়। 1962 তে জিরানীয়া এবং পানিসাগর block এ panchayat election হয়েছে। তারপর ত্রিপুরায় বিভিন্ন অঞ্চলেও panchayat election হয়। আমাদের যে panchayat Raj Act আছে তার 15 & 16 তে গাঁও সভা বা, Panchayat এর power সম্পর্কে, duty সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এখানে বক্তব্য হল যে যখন Panchayat এর formation এবং election হল তখনই power vest করা হয়ে যায়। সুতরাং নূতন ভাবে আবার power vest করার কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায যে panchayat Raj rules আছে তাতে restriction আছে, যার জন্য function টা তারা করতে পারছে না। 57(b) তে আছে a goan panchayat & Naya panchayat shall after their establishment start functioning or and from the date which the chief Commissioner may by the general or special order in this behalf-সুতরাং আমাদের Chief Commissioner তারপর সেই notification না দেওয়ার দরুণ গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি তাদের function করতে পারছে না। অতএব আমরা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব, যাতে notification করে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে তাদের function & duties করার অধিকার দেন। এই বলে আমি আমার সংশোধনী প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রাখছি।

Mr SPEAKER :— I would call on Sri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, এই প্রস্তাবটা মূলত: আমাদেরই ছিল, প্রস্তবটা আমরাই এই হাউসে এনেছিলাম। তারপর যে কোন কারনেই হউক, কতগুলি technical ground এর জন্য আমাদের সেই প্রস্তাবটি হাউসে আসতে পারিনি। আর সেই ফাঁকে ওনারা একটা বাহবা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কাজেই আমি বুঝতে পারছি না যে এই প্রস্তাব পাশ করে কাকে কে অনুরোধ করছে। ১৯৬২ইং থেকে পঞ্চায়েত ইলেকশান শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু আজকে ১৯৬৬ ইং শুরু হয়েছে। ৪ বছর শেষ হয়ে গেল Panchayat election এর পর। আজও তাদের হাতে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যারা ক্ষমতা দেননি তারা যারা আর যারা, প্রস্তাব আনছেন তারাও তারা। কাজেই প্রস্তাব এনে কার বিরুদ্ধে কে কথা বলছে—এটা অভিনয় না আন্তরিকতা, বুঝতে কষ্ট

হচ্ছে। না-কি election টা সামনে রেখে একটা politics করলেন তাও ঠিক বুঝতে পারলাম না। যেন বাইরে গিয়ে বলা চলে-আমরা তো প্রস্তাবটা এনেছিলাম তোমা-দিগকে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য, কিন্তু সরকার মানলেন না। যেন সরকার থেকে তিনি আলাদা কিছু। কাজেই ঐসমস্ত কথায় আমি যাচ্ছি না। তবু যে ওনারা একট প্রস্তাব আনতে পেরেছেন সেজন্য আমরা সুখী হয়েছি এবং প্রস্তাবটীকে নিশ্চয় আমরা সমর্থন করব। আর আমরা চাই যেসব পঞ্চায়েতে নির্ব্বাচন হয়ে গেছে, সেগুলিকে অতি সত্বর ক্ষমতা দেওয়া হউক। আমরা একটা পঞ্চায়েত করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী appoiant করে দিলাম, তারা মাসের পর মাস বেতন নিচ্ছে। তারপর তাদেরকে দিয়ে আমরা পঞ্চায়েতে কাজ না করিয়ে, অন্যান্য কাজ করালাম, party এর কাজ কিম্বা grow more food এর কাজ। পঞ্চায়েত fund থেকে এভাবে টাকা খরচ করার কোন সার্থকতা নেই। আর এমন কথা আমরা কোথাও শুনিনি যে সমস্ত গাঁও পঞ্চায়েত গুলিতে ইলেকশান না হলে পরে ক্ষমতা দেওয়া যায় না। দিলে পরে আইন অশুদ্ধ হয়ে যায় তাও আমরা কখনও শুনিনি। সাধারণ ইলেকশানটা সারা ভারতে একদিনেই শেষ হতে পারে, আর ৭ দিনের মধ্যেই তার ফলাফল ও বেরুতে পারে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের পঞ্চায়েত ইলেকশানটা ৪ বছরে ও শেষ হতে পারে না। এমন তাজ্জব কাণ্ড আমরা গণতান্ত্রিক রাজ্যে খুব কমই শুনেছি। ত্রিপুরা রাজ্যের কথাতো আলাদা কথা। পঞ্চায়েত ইলেকশানটা এমন কি একটা কঠিন ব্যাপার যে ৪ বছরের মধ্যে ও সেটা শেষ করা গেল না। আজ ত মাত্র ১৯৬৬ সন, এখনও অনেকগুলি পঞ্চায়েত election বাকী রয়ে গেছে। কাজেই এটা ক্ষমতা না দেওয়ারই যুক্তি, ক্ষমতা দেওয়ার যুক্তি নয়। সরকার যদি চান যে ক্ষমতা অর্পণ করা দরকার তাহলে এই মনোভাবকে ত্যাগ করা উচিত। এই মনোভাব ত্যাগ না করলে পরে আজকে যে প্রস্তাব টা পাশ হল সেটা file এ গিয়ে ঘুমিয়েই থাকবে। এই প্রস্তাব আর কোনদিন কথা বলবেনা। কারণ আমরা House থেকে এ রকম অনেক প্রস্তাব পাশ করেছি, শুধু প্রস্তাবই নয়, আইন ও পাশ করেছি। কিন্তু সেই আইন ও কথা বলেনি। আমরা বাংলাভাষা আইন পাশ করেছি, কিন্তু সেই আইন আজ কথা বলছেনা। আমরা আগরতলা থেকে সাব্রুম রেল লাইন সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব পাশ করেছি আজও তা কথা বলছেনা। সেই প্রস্তাবটীর যে কি হয়েছে আজও আমরা কিছু জানিনা। সে দিন আমরা একটা প্রস্তাব পাশ করলাম যে Reserve forest পুনর্গঠন করার জন্য Cominittee একটা গঠন করা হোক। আমরা এই প্রস্তাব পাশ করলাম সর্বসম্মতিক্রমে। যদি আমরা মনে করে থাকি যে House এর একটা মূল্য আছে তাহলে Houseএ যে প্রস্তাব পাশ হয় সেটাকে implement করার দায়িত্ব সরকারের। সেই প্রস্তাবগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তা না হলে আমরা যে প্রস্তাব পাশ করলাম তার কোন সার্থকতা থাকেনা। কাজেই আমি শুধু

এইটুকু বলব যে আজ সকলে মিলে যে প্রস্তাব পাশ করলাম তার মধ্যে যদি সত্যিই আন্তরিকতা থাকে তাহলে, আমি এইটুকু আশা করব যে. প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত পঞ্চায়েতে নির্বাচন হয়ে গেছে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি আমি দেখি যে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি তাহলে আমি মনে করব যে এটা একটা political stunt ; কোন আন্তরিকতা নাই, প্রস্তাব একটা আনতে হবে বাজি মাত করার জন্য, তাই তারা এনেছেন।

MR. SPEAKER :— I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

SHRI BIRCHANDRA DEB BARMA :— মাননীয় Speaker Sir, যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, সেটা খুব ভাল প্রস্তাব। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিনা যে কার উদ্দেশ্য করে তা আনা হয়েছে। কেননা পঞ্চায়েতকে function করবার ক্ষমতা দেওয়ার দায়িত্ব State Govt. এর। State Govt. represent the Assembly, Assembly-র head এ যারা আছেন, যেমন Governor, Governor is only the ornamental head of the functionary body of State Govt. Assembly তে সেটা Conduct করা হয়। কাজেই Assembly is of opinion that Gaon Panchayat formed uptil now be authorised. Assembly যদি opinion form করে তাহলে authorised হবে দেওয়ার কোন প্রশ্নই থাকে না। That must be authorised এর বারে অনুরোধ করছে, তা বুঝা যায়না। তথাপি in some form of other যখন একথা এসেছে তখন আমরা এটাকে সমর্থন করব। কেন না আমরা চাই যে, পঞ্চায়েতগুলিকে খুব শীঘ্রই ক্ষমতা দেওয়া হউক। ১৫ বৎসর ধরে আমরা Electoral College, Territorial Council ও Assembly র মেম্বার হিসাবে আছি। প্রথম ৫ বৎসর আমরা Electoral College এর Member ছিলাম। আমাদের হাতে তখন কোন ক্ষমতা ছিলনা, একটা পিয়নের ক্ষমতা যা। আমাদের member দের ক্ষমতা তার থেকে একটু উঁচু ছিল। একমাত্র House of State Council এর একজনকে elect করেই আমাদের function শেষ হয়েছে for 5 years. তার পরের যে ইতিহাস সেটা হচ্ছে Territorial Council. আমরা দেখছি Territorial Council এর ইতিহাসে কি করে ক্ষমতাটিকে ধীরে ধীরে আমাদের আদায় করতে হয়েছে by instalments, আজকে একটা কথা আছে যে, যায় লঙ্কা সে হয় রাবণ। আজকে আমাদের এখানে যারা ট্রেজারী বেঞ্চে বসেছেন তারা আজকে বলেন দেওয়া হবে, দিতে হচ্ছে দিব, এই ধরনের কথা আমরা শুনছি। যদি আজকে আমরা এই প্রস্তাব নিয়ে আসি যে তাদের খুব তাড়াতাড়ি ক্ষমতা দেওয়া দরকার এবং অন্যান্য যে সব পঞ্চায়েত election এর বাকী রয়েছে সেইগুলির election ও খুব তাড়াতাড়ি শেষ

করে দেওয়া দরকার। এই প্রস্তাব আমরা সর্বান্তকরণে সমর্থন করব। আমরা চাই জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা আসুক, আমরা চাই এখানকার bureaucratic machinrey র হাত থেকে জনসাধারণ প্রকৃত ক্ষমতা লাভ করুক সেটাই আমরা চাই। আমরা চাই না ত্রিপুরার যে অর্থ আছে সেইগুলি bureaucratic machinery র ভিতরে পড়ে সমস্ত ব্যর্থ হয়ে যাক্। ত্রিপুরায় পরিকল্পনার যে অর্থ আছে সেই অর্থ, আমি বলেছি কতগুলি কৃষ্ণ হস্তী পোষার জন্য ব্যয়িত হচ্ছে। আমরা চাই যে আজকে জনসাধারণের কাছে ক্ষমতা আসুক, সেই ক্ষমতা তারা তাদের nation building works এ ব্যয় করুক, কেননা গণতন্ত্রের lower foundation হচ্ছে পঞ্চায়েত। কাজেই পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার মানেই হল জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া। পঞ্চায়েত যদি হয় শক্ত তাহলে আমরা তার মাধ্যমে কাজ করতে পারি। Panchayet এর মধ্যে দুইটি form আছে, একটা হল ন্যায় পঞ্চায়েত আর একটা হল গাঁও সভা। এই দুইটি যদি একত্রে কাজ করে, তাহলে জনসাধারণের যে সব dedication works থাকে, সেগুলির অনেকটা সুরাহা হবে বলে আমরা মনে করি। অন্যান্য যে সমস্ত development works আছে, জনসাধারণের যারা প্রতিনিধি তাদের হাতে যে lower foundation অর্থাৎ পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি তাদের হাতে যদি সেই সমস্ত dev. works যায় আমরা মনে করব যে co-operation of the people will be more active through these neans.

কাজেই আজকে এখানে যে প্রস্তাবটা এসেছে " what ever it may be" তার মধ্যে হয়তো নানা রকম motive থাকতে পারে, তথাপি আমরা এটাকে সমর্থন করছি in order to show যে অমরা চাই জনসাধারনের হাতে ক্ষমতা যাক। আমরা চাই যে bureaucratic machinery ভেঙ্গে যাক্ যে bureaucratic machinery ত্রিপুরার সমস্ত উন্নয়ন মূলক কাজকে ব্যাহত করছে, যার জন্য ত্রিপুরার পরিকল্পনার বরাদ্দকৃত অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে আমরা ব্যয়িত করতে পারিনি। কাজেই আজকের দিনে জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া অতি শীঘ্রই দরকার এবং আমি মনে করি এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার সংগে সংগে বা immediately যে সমস্ত গাঁও সভায় executive body form হয়েছে, তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হউক। কেননা এখন যে Resolution টা এসেছে তা হল all the panchayats formed uptil now be authoiised, অতএব অন্যান্য অনির্ব্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত গুলিতে নির্ব্বাচন ত্বরান্বিত করা হউক। পূর্বেও এই হাউসে আমরা শুনেছিলাম যে সবগুলি পঞ্চায়েতে নির্বাচন হওয়ার পর আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দেব। কাজেই এই প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর যদি ঐ গ্রাম পঞ্চয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা না যায়, তাহলে আমার মনে করতে হবে যে এই Assembly এর কোন ক্ষমতা নাই। আমি Territorial Counil এর

সময়ে ও দেখেছি যে সেই Division of power, যেমন Council এর power এবং Govtএর power। এখন Assembly তে ও আমরা কি বুঝতে পারছি না যে Complete power has been transferred to the Assembly? কেননা তা না হলে পরে Assembly কাকে অনুরোধ করবে, কাকে request করবে? Assembly itself is a permanent power. Assembly থেকে যদি প্রস্তাব পাশ হয় it is ultimatly the final say of the state Government cnncernd. কাজেই আমি মনে করি—

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি না পঞ্চায়েতের ব্যাপারে এমন কোন একটা discretionery power আছে Administator এর যে Administator in his own discretion will do it. আমি মনে করি পঞ্চায়েতের ব্যাপারে it is the cabinet who is wholey responsible for the execution of the work কাজেই এই resolution পাশ হওয়ার পর যদি আমরা দেখি যে পঞ্চায়েতের হাতে এখন ক্ষমতা যায়নি তাহলে আমি বলব যে এই Assembly যে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে সেটা ব্যর্থ হয়েছে। যে এই Assembly কে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সে ক্ষমতা আমরা কোন কিছুতেই লাগাতে পারিনি। কাজেই আমার মনে হয় আজকে যে সম্পর্কে আমি একটা doubt নিয়ে এসেছিলাম, সেটা doubt নয়, আমরা জানি যে Govt of Union Territories Act এ Administrator কে special ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, it only on border question, অন্য কোন ব্যাপারে নয়। কাজেই পঞ্চায়েতের ব্যাপারে Cabinet is wholely responsible for the execution of work entrusted to the Administrator সেখানে Administrator এর উপর কোন দোষ দিলে চলবে না, বা Administrator এর উপর কোন দায়িত্ব দিলে চলবেনা। Cabinet is responsible for the execution of the work entrusted in respect of Panchayat Act. কাজেই আমি বলব immediately পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হউক এবং যে সমস্ত development work আছে, through the Gaon pradhan, through the members of the Goan Sabha সেগুলি execute করার ব্যবস্থা করা হউক এবং যে সমস্ত ন্যায় পঞ্চায়েত আছে তাদের হাতে এই সমস্ত Judicial power, ছোট ছোট Case করবার, দেওয়ানী এবং criminal case করবার যে power, সে সমস্ত power immediately তাদের হাতে দিয়ে দেওয়া হউক। কেননা this is the step, this is the foundation of democrav, সেই foundation কে যদি আমরা শক্ত করতে না পারি তাহলে এই সমস্ত ইমারত একদিন ভেঙ্গে যাবে, চুড়মার হয়ে যাবে, এই ইমারত টিকতে পারবেনা যদি শক্ত foundation এর উপর

তাকে দাঁড় না করাই। আমরা এই resolution কে সমর্থন জানাই। we will support it whole heartedy because we want that power should immediately be transferred to the represntative of the people.

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

SRI AGHORE DEB BARMA, M.L.A.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হয়েছে প্রায় ৪ বৎসর হল। এখন পর্যন্ত তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল না। এই সম্পর্কে হাউসের মধ্যে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তা সমর্থন করি। এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত করতে চাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে last year Bisalgarh Block এর under এ যে পাঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করা হল তার মধ্যে ৩টি গ্রাম পাঞ্চায়েতের নির্ব্বাচন এখনও ঘোষনা করা হল না। এই সম্পর্কে আমরা পূর্ব্বে আরও ২।৪ বার হাউসের মধ্যে আলোচনা করেছি। Minister রা আশ্বাষ ও দিয়েছিলেন যে অতি শীঘ্রই declaration দেওয়া হবে কিন্তু এখন পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। যেমন বড়জলা গাঁ সভা, বিশ্রামগঞ্জ গাঁ সভা এবং রাঙ্গাপানিয়া গাঁ সভা যাদের declaration আজও দেওয়া হয়নি। আজকে দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত ছোটখাট কাজ কর্ম তাদেরকে করতে হয় তাতে গাঁ প্রধানদের অনেক সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন Ration Card পেতে হলে অনেক সময় গাঁ প্রধানদের certify করে দিতে হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা তা পারে না। যেহেতু তাদের কোন seal নেই, তাই তাদের certificate গ্রাহ্য হয়না। এই সমস্ত অসুবিধাগুলি তাদের face করতে হচ্ছে, কাজেই আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে আজকে গ্রাম পাঞ্চায়েত যে উদ্দেশ্য নিয়ে নির্ব্বাচন করেছি এগুলিতে যদি ঠিক ঠিকভাবে ক্ষমতা না দেওয়াহয় তাহলে এই গ্রাম পাঞ্চায়েত প্রহসনে পর্যবসিত হবে। কাজেই আজকে গণতন্ত্রকে যদি শক্ত করতে হয় তাহলে যে সমস্ত গ্রাম পাঞ্চায়েত গুলি already নির্বাচিত হয়ে গেছে সে সমস্ত গুলিকে আইনমতে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়ার কথা আছে তা অতি সত্বর দিয়ে দেওয়া উচিত। সুতরাং আমি এই প্রস্তাবটা সর্বান্তঃ করনে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Sunil Chandra Datta to give his reply.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত এম, এল, এ, :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রস্তাব বিরোধীপক্ষের সদস্যরা সমর্থন করেছেন দেখে আমি অত্যান্ত খুশী হয়েছি। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু 'দু'একটি কথা বলব যে মাননীয় সদস্য শ্রীবীর চন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে প্রস্তাব হাউসের সামনে আনার অর্থ কি যেখানে মন্ত্রী সভা গঠিত হয়েছে, আমাদের Assembly হয়েছে,

সেখানে এই প্রস্তাব আনার যৌক্তিকতা কি? মাননীয় সদস্য একজন advocate. তিনি জানেন, আ নের কথাটা উনার জানা আছে যে এই Assembly গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই আমাদের এখানে এই আইন প্রচলিত হয়। যারজন্য Administrator এর উপর কতগুলি ধারা কার্য্যকরী করার জন্য ক্ষমতা অর্পন করা হয়। কাজেই Administrator র হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সেই ক্ষমতা এখন Assembly কে নিতে হলে একমাত্র পন্থা এই আইনের amendment করা। আইনের amendment না করা পর্য্যন্ত আমাদের ঐ যে প্রস্তাব, এ ধরণের প্রস্তাব এনেই গঠিত পঞ্চায়েত গুলির হাতে ক্ষমতা দিতে হবে।

(Interruption)

দেরী হয়েছে তা আমি অবশ্য পূর্ব্বেই আমার বক্তব্যে রেখেছি যে দীর্ঘ ৪ বৎসর পূর্ব্বে election হয়েছে এবং এখন পর্য্যন্ত ক্ষমতা আমরা দিতে পারিনি। না দেওয়ার ও কারন আছে তার মধ্যে একটা কারন হল অর্থের অস্বাচ্ছন্দ। অন্যান্য কারন, যে সমস্ত development scheme বা গ্রামের উন্নয়ন কাজ আস্তে আস্তে দেওয়া হবে, বাজার, রাস্তা ঘাটের সংস্কার, কূপ বা revenue এর একটা অংশ সে সমস্ত, সম্পর্কে ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা করার যে উদ্যোগ পর্ব্ব তা সম্পূর্ণ করতে সময়ের যথেষ্ট দরকার। তার জন্যই দেরী হয়েছে। তবুও আর যাতে দেরী না হয় এবং যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই পঞ্চায়েতগুলি গঠিত হয়েছে সে উদ্দেশ্য যাতে সফল হয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল গ্রাম, সেই গ্রামগুলি যাতে শক্তিশালী হয়, তারজন্যই আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছি, যাতে অতি সত্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়। আশা করি এই হাউস আমার প্রস্তাবটি গ্রহণ করবেন।

MR. SPEAKER :— Now I would put the amended resolution to vote.

The question before the House is that "this Assembly is of opinion that all the panchayats formed uptill now be authorised early to function &discharge duties according to the provisions of the panchayets Act inforce in Tripura and that the panchayets yet to be formed be constituted as early as possible and similarly empowered within the least possible time of their formation.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—Ayes.

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Ayes have it, Ayes have it. The amended resolution is carried.

I would now pass on to the nex item. Next item of Business is private Member's Resolution. I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma to move his resolution that this Assembly is of opinion that in consideration of the Tashkent agreement and in consideration of the fact that normal situation has been almost restored in the Internal Sphere, let the Central Government be requested to declare that Emergency is revoked and Defence of India Acts and rules repealed.

I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

SHRI SUDHANWA DEB BARMA, M.L.A. :-- Hon'ble Speaker Sir, আমি আমার এই resolution টি এখানে রাখছি --This Assembly is of opinion that in consideration of the Tashkhent agreement and in consideration of the fact that normal situation has been almost restored in the internal sphere, let the Central Government be requested to declare that Emergency is revoked and Defence of India Act and Rules repealed.

ভারত ও চীনের সংঘর্ষের ফলে আমাদের রাষ্ট্রপতি যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং ....

MR. SPEAKER :— I would request Shri Umesh Lal Singh, Chairman, to take the chair for some time. (Shri Umesh Lal Singh, Chairman, took the chair).

SHRI SUDHANWA DEB BARMA :— Hon'ble Speaker. Sir, এই যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হল এবং D,I.R. নামক rules আনা হল, আজ ১৯৬২ সন হতে আরম্ভ করে ৩ বৎসর চল্ল এর মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এই Emergency অবস্থা থাকা কালে পাকিস্থান আমাদের ভারতের কাশ্মীর আক্রমণ করেছে, কাশ্মীরে তারা প্রবেশ করেছে এবং যার ফলে সংঘর্ষ হয়েছে। সেই সংঘর্ষ চলা কালেই বিনা সর্ত্তে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাসখন্দে গিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার ভিত্তিতে যুদ্ধ বিরতি হয়েছে। আজ এই যে ৩ বছরের বেশী হতে চল্ল, এখনও এই জরুরী অবস্থা রয়ে গেছে। এই জরুরী অবস্থার এবং এই ভারত রক্ষা আইনে আজকে শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত সমস্ত শ্রেণীর লোকেরা এর বিরুদ্ধে তাদের যে অসন্তোষ তা প্রকাশ করছে। শুধু তাদের মধ্যেই আজ তা সীমাবদ্ধ নয়, আজকে এই যে জরুরী অবস্থাতার বিরুদ্ধে সমাজের উচ্চ পর্যায়ের এবং উচ্চ শ্রেণীর যে বুদ্ধিজীবি এবং বৃত্তিজীবি তাদের মধ্যেও আওয়াজ উঠেছে এবং এ সম্বন্ধে তারা মতামত

প্রকাশ করেছেন। আমাদের ভারতের সর্বোচ্চ আদালতে Supreme Court এর প্রধান বিচারপতি তাঁর মত প্রকাশ করে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা আমি হাউসে পড়ে শুনাচ্ছি। The chief Justice of India Sri Gajendra Gadkar, Supreme court এ রায় দেওয়ার সময় যা point out করেছেন, "Hindusthan Times" এর সেই reportটা আমি হাউসের সামনে দিচ্ছি। "The Chief Justice said that if the citizens are deprived of their fundamental rights & liberty without trial on the ground that the emergency proclaimed by the President still continues and the power under D.I.R justify the prevention of such liberty".

মহামান্য বিচারপতির এই যে উক্তি তা থেকে আমরা বুঝি, D.I. Rule এ আটকে রাখা এবং তাদের কোন বিচার না করা গণতন্ত্র বিরোধী। মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার মারনাস্ত্র হচ্ছে, এই D.I.R. কাজেই D.I.R যতদিন থাকবে, ততদিন গণতন্ত্রের কণ্ঠশ্বাসরুদ্ধ থাকবে।

এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরেও তারা জরুরী অবস্থাকে জিয়ে রাখছে। এখনও বলছেন যে জরুরী অবস্থা বর্ত্তমানে থাকবে। তাদের বক্তব্য হল এখনও ভারতের উত্তর সীমান্তে বিপদ রয়েছে, এখনও চীন হুমকি দিচ্ছে। কাজেই যে কোন সময় একটা abnormal অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং সেই জন্যই এই জরুরী অবস্থা বাতিল করা চলে না। এবং এই D. I. Rule চালু থাকবে। এই একমাত্র যুক্তি ছাড়া আর অন্য কোন যুক্তি আমি দেখিনা। সেটা শুধু আমার কথা নয়, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ ভারতের সকলের মুখেই একই কথা যে Emergency কে বহাল রাখার মানে গণতন্ত্রকে হত্যা করা। এই অবস্থা যদি দেশে দীর্ঘ দিন চলে তবে দেশ কোথায় যে নেমে যাবে, একথা তারা বুঝতে পেরেছেন। এই জন্য ভারতের যে সমস্ত Prominent লোক, তারা তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। ভারতের বিশিষ্ট নাগরিক, যারা প্রধান মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির নিকট জোরালো ভাষায় আবেদন জানিয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন শ্রীমেহের চাঁদ মহাজন, শ্রী বি, পি, সিংহ, ডাঃ রাধা বিনোদ পাল, শ্রী এন, সি, চাটার্জ্জী, ডাঃ মুদালিয়ার, শ্রী সি, ডি, দেশমুখ, শ্রী এম, সি, শীতলাবাদ। এর পরও সরকার এই জরুরী অবস্থাকে বাতিল না করে যদি তা রাখার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন তাহলে কি অবস্থা যে দাড়ায় তা আমাদের চিন্তা করা উচিৎ। আমরা জানি রাষ্ট্রপতি যখন এই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তিনি assurance দিয়েছিলেন দেশের মানুষকে যে, এই আইন শুধু বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করার জন্যই প্রয়োগ করা হবে, দেশের আভ্যন্তরীন কোন ব্যাপার বা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তা প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু আমরা দেখছি যে ৩ হাজারের ও বেশী লোক আজ জেলে পড়ে রয়েছে। কি কারণে তারা জেলে আছে? কারণ তারা খাদ্য চায়, তারা কেরোসিন চায়, তারা বাঁচার অধিকার চায়। এই আন্দো-

লনের জন্য আজকে হাজার হাজার লোককে জেলে আটক রাখা হয়েছে। বিনাবিচারে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর তাদের আটকে রাখা হয়েছে। কাজেই এই আইন চালু করার সময় যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এই আইন প্রয়োগ করা হবেনা তা ভঙ্গ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই পশ্চিম বঙ্গে, কেরালায়, ত্রিপুরায় এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় অনেক লোক জেলে আটক আছে। এখনও তাদের বিচার হলনা। কি যে তাদের অপরাধ, তাদের বিরুদ্ধে কি যে অভিযোগ, তা আজ পর্য্যন্ত ও তারা জানল না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আজ শাসক পার্টির তরফ থেকে শুনি যে General Election এর আগে তাদের ছাড়া হবেনা। এই ভাবে জননেতাদের আটকে রেখে যদি ১৯৬৭ সনের General Election করা হয়, তাহলে এই রকম election করার কি অর্থ থাকতে পারে। গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে তারা পারবে না। এই সম্পর্কে শীতলবাদ কি বলেছেন? তিনি বলেছেন—

MR. SPEAKER :— Do the hon'ble member want to speak something

SRI SUDHANWA DEB BARMA :— শ্রীশীতলবাদ কি বলেছেন তাই আমি শুনাতে চাচ্ছি—

MR. SPEAKER :— I wish to remind the hon'ble member that if he wants to read something, he should take permision for the chair.

SRI SUDHANWA DEB BARMA :— আমি permission চাচ্ছি। তিনি বলেছেন The general election are scheduld to be held in the early part of 1967. Our Countrymen are feeling that our Government have intended to defer the election. So if that is the atmosphere of holding the election on the basis of democracy, adult franchise, there is no reason why the Country should be Keft bound with the D. I. Rule. The Government has to consider the fact that with thousands of people put behind the prison bars and fundamental rights taken away, it would be a farce to hold the democratic election.

ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল এ কথা বলেছেন যে গনতান্ত্রিক উপায়ে যদি election পরিচালনা করতে হয় তা হলে জনসাধারণের যে Democratic right সেটা যাতে তারা প্রয়োগ করতে পারে, তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে, তার সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন। জরুরী অবস্থায় কি করে election হতে পারে তা আমরা

জানি না। আজকে আমরা দেখলাম যে শাসক পার্টি ঘোষণা করেছে যে election হবে। কাজেই এই অবস্থায় আমরা কিছুতেই মনে করতে পারি না যে election সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে এবং যে সব opposition party এবং অন্যান্য দল আছে তারা জনসাধারণের কাছে তাদের মতামত রাখতে পারবে। জনসাধারণ আজকে বুঝতে পেরেছে যে শাসক পার্টি Dictatorship চালাচ্ছে এবং যেমন করেই হউক তাদের দলের ক্ষমতা কায়েম রাখার জন্য এই emergency বজায় রেখেছে। আমরা জানি ভারতের জনসাধারণ, শ্রমিক, কৃষক এটা কিছুতেই সহ্য করবে না, তাদের অধিকার তারা কায়েম করবেই। শাসক পার্টি যখন দেখছে যে জনসাধারণের সহিত তাদের সম্পর্ক ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং পায়ের তলা থেকে তাদের মাটি সরে যাচ্ছে, তখন দলীয় অবস্থাকে কায়েম রাখবার জন্য এই D. I. Rule প্রয়োগ করে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করছে। এই অবস্থা আর কতদিন থাকবে আমরা জানি না। আমরা জানি আজকে এমন কোন জরুরী অবস্থা নেই। এখনও একথা আমি বলতে পারি না যে বর্ডারে চীনের সাথে কোন মীমাংসা হতে পারেনা। কারণ আমরা দেখেছি যে পাকিস্থানের সাথে যদি যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আলোচনা হতে পারে, তাহলে চীনের সাথে ও আলোচনা চলতে পারে। আমরা জানি গান্ধী পন্থী এবং শান্তি আন্দোলনের একজন যোদ্ধা, পণ্ডিত সুন্দরলাল। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি নিজে চীনে ও গিয়েছিলেন, এবং বলেছেন এমন কোন অবস্থা নেই যে চীনের সাথে আলোচনা করে একটা রফা করা যাবে না। তিনি এমন অনেক আভাস দিয়েছেন যে চীনের তরফ থেকে অনেক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যা গ্রহণ করলে পরে ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্ব, সম্মান, মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হতে পারে না। চীনের তরফ থেকে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তা যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে সুন্দরভাবে একটা মীমাংসা হতে পারে, এই মত তিনি প্রকাশ করেছেন। এই আভাস তিনি দিয়েছিলেন যে তিব্বত সীমান্তের যেখানে যে সমস্ত জায়গা আমাদের অধীনে আছে সেগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য নাকি চীন বলেছিল। যে জায়গা ভারতের অধীনে ও নয় চীনের অধীনে ও নয় এমন সব জায়গা আমাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য চীন প্রস্তাব করেছিল। যেই জায়গা চীনের অধিকারে আছে আকসাই চীন, চীন মনে করে সে জায়গা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অধীনে আছে। শুধু সে জায়গাগুলি ছেড়ে দিলেই চীন সমপরিমাণ জায়গা ভারতকে তার নিজের জায়গা হতে, অকসাই চীনের পরিবর্তে, ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছে। আরও আভাস দিয়েছেন যে এমন কি মানস সরোবর এবং কৈলাসের কিছু জায়গা ও চীন ছেড়ে দেবে। এমন একটা আভাস ও প্রস্তাব চীন দিয়েছে বলে সুন্দরলাল জানিয়েছেন। কাজেই এই প্রস্তাব যদি গ্রহণ করা হত তাহলে ভারতের সার্বভৌমত্ব, সম্মান ও মর্য্যাদা

হানি হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কাজেই এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যে আমরা চীনের সঙ্গে মিমাংসা করতে পারতাম। ভারতবর্ষ শান্তিকামী দেশ, আমরা সব-সময় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে বন্ধুভাবে বস বাস করতে চাই। একথা আমাদের নেতারা ও বলেছেন এবং আমরা ও বলি যে আমরা যুদ্ধ চাই না। এইভাবে একটা দেশের সাথে দীর্ঘদিন পর্যান্ত মিমাংসা হবে না এবং সেই মিমাংসা না করে নিজে-দের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই যে মনোভাব আমরা গ্রহণ করেছি সেটা আজকে প্রবল। মিমাংসা করা যাবেনা এটা আমরা মনে করতে পারি না, মিমাংসা করা যাবে। সেই মিমাংসা করার জন্য আমাদের ভারত সরকার উদগ্রীব হবেন না। কারণ সেটা যদি হয়, শাসক পার্টি জানে, তাহলে সমূহ বিপদ। কারণ এই ভারত রক্ষা আইন ভারত রক্ষার জন্য নয়, কংগ্রেস রক্ষার আইনে পরিণত হয়েছে। কাজেই কংগ্রেস রক্ষার জন্যই এই আইন, ভারত রক্ষার জন্য নয়, এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

MR. SPEAKER :— I would now call on Shri Bir Chandra Deb Barma.

SRI BIR CHANDRA DEB BARMA :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে resolution এখানে এসেছে সেটা আমি সমর্থন করি। আমরা জানি যে আমাদের যে তাসখন্দ declaration হয়েছে তার ফলে এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা আমরা বুঝি যে পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা এবং শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি আজ শ্রেষ্ট নীতি। আমরা দেখেছি হাজার হাজার, লাখ-লাখ জোয়ান, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে এই un-declared war এর জন্য উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হয়েছে। তা থেকে ইতিহাস যে শিক্ষা দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে দুর্বল জাতি, Undeveloped Nation পৃথিবীর মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে সহ অবস্থান ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। আজকে পৃথিবীর যে সমস্ত undeveloped country আছে তার মধ্যে India এবং পাকিস্থান পড়ে। যে সমস্ত undeveloped country আছে তাদের নিজেদের অর্থ নৈতিক বুনিয়াদকে যদি চিরদিনের জন্য শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হয় তা হলে সহ অবস্থানের নীতি আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। আজকে পাকিস্থানকে আমরা জঙ্গী সরকার বলে মনে করি, কিন্তু এই অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আজকে তারা তাসখন্দ declaration এ signature করতে বাধ্য হয়েছে। কেননা তারা বুঝতে পেরেছে যে পরস্পরের মধ্যে আজকে কোন রকম সমঝোতা না থাকলে, সহ অবস্থানের নীতি স্বীকৃত না হলে যুদ্ধ অবধারিত। কাজেই এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমরা মনে করি প্রত্যেকটি জাতি মনে প্রাণে একথা মেনে নেবে পরস্পরের মধ্যে যা কিছু বিবাদ থাকুক, সে বিবাদ সমঝোতার মাধ্যমে, আলাপ আলোচনার

মাধ্যমে, সহ অবস্থানের নীতির মাধ্যমে পরিস্কার করে নিতে হবে, মীমাংসা করে নিতে হবে। এ ছাড়া বাঁচবার কোন পথ নেই। যুদ্ধ তা declared ই হউক বা un-declared ই হউক, আমরা তার বিভীষিকা দেখেছি। আমরা দেখেছি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এত বড় শক্তি যে World কে challange করেছিল সেই হিটলারের ফ্যাসীবাদও ধ্বংসে পরিণত হয়েছে। কাজেই আজকের দিনে শান্তির পথ, যুদ্ধ পরিহারের নীতির পথ। আজকের দিনে No war declaration এর পথ যেটা বারবার ভারত পাকিস্থানের নিকট বলে এসেছে বা সহ অবস্থানের নীতি ছাড়া বাঁচবার পথ নেই ঠিক এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকে যদি আমরা চিন্তা করি তা হলে এ কথাই আমরা বলব যে, ভারতের মধ্যে যদি এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা শিক্ষা পেয়ে থাকি যে পরস্পর যে সমস্ত undeveloped country আছে তাদের বাঁচবার জন্য আজকে সহ অবস্থানের নীতিটিকে স্বীকার করে নিতেই হবে। সমঝোতার মাধ্যমে, পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করে নিতে হবে। তা হলে আমাদের ভেতরে internal যে posture রয়েছে তার মধ্যে ও একটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে। আমরা জানি ১৯৬২ সনে চৈনিক আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে emergency declare হয়েছিল। চৈনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা আমাদের নীতি পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছি যে আমদের ভারতের ভূমিকে যারা আক্রমণ করবে তাদের বিরুদ্ধে এই ভারতবর্ষ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে সে আক্রমণের সম্মুখীন হবে। এই কথা ভারতবর্ষের সকলেই স্বীকার করে নিয়েছে। স্বর্গত প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু সহ অবস্থানের নীতির ধারক ও বাহক। তিনি এ কথা কোন দিন বলেন নি যে আমরা মীমাংসার দ্বার বন্ধ করব। কাজেই মীমাংসা আপোষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দরকার। সেটা ভারতের বহু পুরানো নীতি। আশা করি কোন-দিন এ নীতি ব্যাহত হবে না। কাজেই আজকে যদি আমরা মনে করি বর্তমান যে অবস্থা সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের মধ্যে ১৯৬২ ইংরাজীতে যে emergancy বা জরুরী অবস্থা জারী করেছি আজকেও তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, একথা যদি আমরা মনে করি তা হলে আমরা আত্ম প্রবঞ্চনা করব, আমরা নিজের সঙ্গে নিজকে প্রবঞ্চনা করব। একথা শুধু আমার কথা নয় ভারতের বিশিষ্ট যাঁরা পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, যারা জননায়ক, যারা ভারতের প্রধান বিচাপতি ছিলেন Chief Justic মহাজন, তারা সকলেই আজকে বলেছেন যে ভারতের গণতন্ত্রকে যদি তোমরা রক্ষা করতে চাও ভারতকে যদি constitutional autocrcy এর দিকে ঠেলে দিতে না চাও তাহলে আজকে ভারতের আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আস। স্বাভাবিক

অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার অর্থ জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক ক্ষমতা সে গনতান্ত্রিক অবস্থার স্বাভাবিক স্ফুরণ। স্বাভাবিক স্ফুরণ তখনই হতে পারে যখন জরুরী অবস্থার অবসান ঘটান হবে। আমরা জানি এই জরুরী অবস্থার মধ্যে সব কিছু চলছে, election চলছে, সব কিছু চলছে। জরুরী অবস্থা যদি হয় তাহলে election বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি election হয়েছে। কেননা election হওয়ার পর জরুরী অবস্থার মুখোস খুলেছে। election এর মধ্যে এই ইতিহাস আমরা চোখের সামনে দেখেছি যে যাদের ভারতরক্ষা আইনে সরকার কারার অন্তরালে রেখেছে, জনসাধারণ তাদের নির্ব্বাচিত করেছে। তারপর সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন সেখানে চালু করলেন। তাতে ভারতের সুনাম বাড়ল না দুর্নাম বাড়ল? যাদের জনসাধারণ নির্ব্বাচিত করেছে, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে তাদের যদি কারাগারের অন্তরালে রেখে দেওয়া হয় তাহলে আমি বলব কেন তাদের election এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হয় তুমি বল যে election বাতিল, জরুরী অবস্থা রয়েছে, সমস্ত কিছু স্বাভাবিকভাবে চলবে, তাদের নির্ব্বাচিত করা হবে. নির্ব্বাচনের পর যখন জনসাধারণ বলবে তাদের হাতে ক্ষমতা দাও তখন সরকার বলবে যে আমরা রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করব। কাজেই আজকের দিনে এই যে ব্যাপার তা দেখে ভারতের চিন্তানায়ক যারা, রাষ্ট্র নায়ক যারা তাঁরা বলছেন যে আজকে ভারতের সামনে একটা বিপদের কালমেঘ এগিয়ে আসছে। সে কালমেঘ হচ্ছে Constitional monarchism এক নায়কত্বের কালছায়া ভারতের আকাশে দেখা দিচ্ছে। তার ফলে যদি ভারতের মধ্যে সামরিক শাসন এসে পড়ে তাহলেও বিচিত্র হবে না। কেন না জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা, স্বাভাবিক গণতন্ত্রকে যদি ব্যাহত করা হয় তাহলে জনসাধারণের মনের অসন্তোষকে চাপা দেওয়ার জন্য মিলিটারী শাসনকে ডেকে নিয়ে আসবে; এ ছাড়া পথ নাই। কাজেই এই গণতন্ত্রকে ব্যহত করার অর্থ হচ্ছে একনায়কতন্ত্রকে ডেকে নিয়ে আসা, তার অর্থ হচ্ছে সামরিক শাসনকে ডেকে নিয়ে আসা। কাজেই আমি মনে করি ভারতবর্ষ গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক বলে যদি নিজকে স্বীকার করে, দাবী করে যে আমরা গণতন্ত্রকে বজায় রাখতে চাই তাহলে ভারতের বুক থেকে এখন জরুরী অবস্থার অবসান ঘটানো প্রয়োজন এবং মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে রক্ষা করা, গণতন্ত্রের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিকে পরিচালনা করা, একান্ত আবশ্যক কাজেই আমি মনে করি বর্ত্তমান অবস্থায় গণতন্ত্রের নামে আমরা যদি এই স্বৈরতন্ত্র পোষন করি, আমরা যদি ভারত রক্ষা আইনকে একটা স্বাভাবিক feature বলে ধরে নেই যে, এটা চিরকাল চলতে থাকবে তাহলে শুধু অভ্যন্তরে নয়, বাইরেও ভারতের সুনাম ব্যাহত হবে এবং এর যা প্রতিফল, এর যা প্রতিক্রিয়া, সেটা হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক দাবীকে যদি ব্যাহত করা হয় সে অন্তরমুখী হয়ে যায়, স্বাভাবিক ভাবে যে দাবী প্রকাশ করলে মানুষের মনের ক্ষোভ প্রকাশ

হয়ে যায় সেটাকে যদি ব্যহত করা হয়, সে ভিন্নভাবে পিছনের দিক দিয়ে সেই ক্ষোভ প্রকাশের জন্য চেষ্টা করে। তার ফলেই আসে অন্তর বিপ্লব।
এক নায়কত্ব বা সামরিক শাসন তন্ত্রই স্বাভাবিক হয়ে এসে পড়েছে। কাজেই আমাদের পক্ষে ভারতের মঙ্গলের জন্য বিশ্বের দরবারে ভারতের সুনাম বজায় রাখবার জন্য, দেশের স্বাভাবিক জীবন ধারাকে ঠিকভাবে চালিত করবার জন্য, গণতন্ত্রের গতিকে স্বাভাবিক করে দেওয়ার জন্য ভারত রক্ষা আইনের অবসান এবং জরুরী অবস্থার অবসান একান্ত ভাবে কাম্য। তাছাড়া ভারত বাঁচতে পারবেনা, ভারতের বাঁচার কোন উপায় নেই। কাজেই এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

MR. SPEAKER :— I would call on Shri Monoranjan Nath.

শ্রীমনো রঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য সুধণ্ব বাবু যে প্রস্তাব আলোচনার জন্য রেখেছেন সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করতে পারছিনা। তিনি প্রস্তাবে বলেছেন যে তাসখন্দ চুক্তি হয়েছে। আরেকটি গ্রাউণ্ড দিয়েছেন যে normal situation has been almost restored. সুতরাং emergency উঠাইয়া দেওয়া এবং D.I.R. উঠাইয়া দেওয়া হউক। সেই কথা তিনি রেখেছেন আমি বলব প্রথমত: তিনি যে argument দিয়েছেন, সে argnment এ বলেছেন যে ভারতের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের কারনেই emergency হয়। কিন্তু তিনি আবার বলেছেন যে তাসখন্দ চুক্তি হয়েছে। আমি বলব যে তাসখন্দ চুক্তি কি চীন এবং ভারতের মধ্যে হয়েছে? সুতরাং তাসখন্দ চুক্তির প্রশ্ন এখানে আসেনা। তারপর তিনি বলেছেন যে normal situation almost restored. তাহলে তার যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে তিনি একথা বলতে পারছেন না যে normal situation এসে পড়েছে, তিনি বলেছেন যে almost restored. সুতরাং তিনিই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—তিনি একথা বলতে পারছেন না যে এখন সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে। সুতরাং তাঁর প্রস্তাব আমি সমর্থন করার যুক্তি পাচ্ছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬২ ইং সনে যখন চীন আমাদের ভারতের উত্তর সীমান্তে আক্রমণ করে, তখন দেশে জরুরী অবস্থা হয়। যখন প্রেসিডেন্ট বুঝলেন যে দেশে external aggression বা interal disturbance হতে পারে তখন তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে D.I Rule হয়। আজকে ও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দেশের উত্তর সীমান্ত এখনও নিরুপদ্রব নয়। আজো চীন আমাদের বিরাট অঞ্চল দখল করে রাখছে, আমাদিগকে সময় সময় হুমকি দিচ্ছে, সৈন্য মোতায়েন করছে উত্তর সীমান্তে সুতরাং আজকে আমরা বলতে পারি না যে আমাদের দেশ সম্পূর্ণ নিরাপদ। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গেও তারা যোগসাজস করছে। এই অবস্থায় চীনের মতিগতি

আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারছি তার উদ্দেশ্য ভাল নয়। সেই অবস্থায় emergency এখনই উঠিয়ে দাও একথা আমরা বলতে পারি না সে সম্পর্কে parliament এ ও যথেষ্ট discussion হয়েছে, আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে emergency এখন উঠান যাবে না। তবে বিশেষ সর্তকতার সহিত D.I.R ব্যবহার করা হবে। অযথা কোন লোকের উপর D. I. R. প্রয়োগ করা হবে না। সুতরাং বিরোধী পক্ষের সদস্যগণের এই D.I.R থাকায় বা জরুরী অবস্থা থাকায় সংশয় প্রকাশ করার কোন কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি দেশর মধ্যে অশান্তি না ঘটান, দেশের মধ্যে যদি তারা অরাজকতা সৃষ্টি না করেন তবে তাদের D.I.R বা জরুরী অবস্থায় কোন ভয় থাকার কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় সদস্য সুধন্ব বাবু বলেছেন যে আমাদের সেনানায়ক J. N. Chowdhury normal situation না আসতেই কি প্রকারে অবসর গ্রহণ করেন। আমি বলব যে military Deptt এ যখন age bar হয়, তখন retire করতে হয়, সুতরাং তাহার age bar হয়েছে এবং তিনি retire করতে চলছেন। কাজেই তার retirement এর পরে দেশে জরুরী অবস্থা এখন নাই, একথা বুঝা যায়না, একথা বলার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে আরেকটি কথা বলছেন যে election নিকটবর্ত্তী। জরুরী অবস্থা উঠিয়ে দেওয়া হোক। সেই প্রশ্নের উত্তর মাননীয় সদস্য বীরচন্দ্র বাবু দিয়ে গেছেন যে জরুরী অবস্থায়ও কেরালার election হয়েছে। সুতরাং election নিকটবর্ত্তী যদি হয়, জরুরী অবস্থায় election হতে পারে না, কোন আইনে এমন বাধা নিষেধ নাই। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে চীনের সঙ্গে আপোষ আলোচনা করা হোক। আমি বলব যদি চীনের মতিগতি আপোষ আলোচনার মত হত তাহলে আমাদের যে বিরাট অঞ্চল সে দখলে রাখছে, সেই অঞ্চলকে ছেড়ে দিয়ে বলতে পারতো যে আমার সঙ্গে আপোষ আলোচনা কর। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের বিরাট অঞ্চল দখল করে রেখেছে। সুতরাং তার আপোষ আলোচনার মনোবৃত্তি নাই। সেই অবস্থায় আমাদের জরুরী অবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার কথা বলতে পারিনা। এখানে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে চীনের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তিনি সেই কথা যে কি কারণে বললেন, বা কি ভাবে বুঝতে পারলেন আমরা এটা বুঝতে পারছিনা। কারণ কয়েক দিন আগেই আমরা দেখতে পেয়েছি সে হুমকি দিচ্ছে বা আমাদের ইণ্ডিয়াকে নানা রকম প্ররোচনা দিচ্ছে, যাতে সে দাবানলে জ্বলে উঠে, সেই চেষ্টা নিচ্ছে। এই অবস্থায় তিনি কি প্রকারে বললেন যে চীনের পক্ষ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। অতএব আমি বলব যে জরুরী অবস্থা উঠিয়ে দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই সম্পর্কে parliament এ বিতর্ক হযেছে। তাই আমাদের এই Assemlby তে resolution নেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নেই

এবং এই কারণে আমি প্রস্তাবটি সমর্থন করতে পারছি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

MR. SPEAKER :— I would call on Sri Atiqul Islam.

SHRI ATIQUL ISLAM :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জরুরী অবস্থা এবং ভারত রক্ষা আইন যে একটা বিতর্কের বিষয় হতে পারে তা আমি মনে করি না। কারণ ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে বর্তমানে দেশের অবস্থা স্বাভাবিক পর্যায়ে এসে পড়েছে. অতএব জরুরী অবস্থা বা ভারত রক্ষা আইন বজায়ে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। কাজেই যারা মনে করেছেন যে জরুরী অবস্থা বা ভারত রক্ষা আইন এখনও রাখা দরকার, তারা ক্ষমতা লোভী, এবং ক্ষমতার সাধ একবার যারা পেয়েছে, তারা সেই ক্ষমতা ছাড়বে না, তাও আমরা জানি। কেননা জরুরী অবস্থা আছে বলেই ভারতরক্ষা আইন আছে। এবং সেই আইন থাকার ফলে, কোন কারণ না দেখিয়ে যাকে যখন খুশী মাসের পর মাস, বছরের পর বছর আটক করে রাখা চলে। এমন যে চমৎকার আইন, তা আমরা বৃটিশ আমলে দেখেছি দ্বিতীয় war এর সময়. আর এখন দেখছি। ভারত বর্ষে অনেক আইন আছে, P. D. Act, West Bengal Security Act ইত্যাদি। যখন মানুষ খাদ্য আন্দোলন বা অন্য কোন আন্দোলন করবে তখন এই সব আইনের আশ্রয় নেওয়া হয়। অথচ যখন নাকি ভারত রক্ষা আইনটা করা হয়, তখন এই কথাটা বলা হয়নি যে এই সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে এই আইন ব্যবহার করা হবে। তবুও এই আইনটি ব্যবহার করা হয় কেন? হয় এই জন্য যে, এটা এমন একটা সহজ আইন, আটকিয়ে রাখার এমন একটা সহজ পন্থা যে এমন আর দ্বিতীয় নেই। কারণ P. D. Act এ ধরলে পরে কারণ দর্শাতে হয়, সেটি সত্যি হউক, মিথ্যা হউক। কিন্তু ভারত রক্ষা আইনে ধরলে পরে কোন কারণ দর্শাতে হয়না। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর বিনা কারণে আটকিয়ে রাখতে পারে। কাজেই এমন একটা ক্ষমতা পাওয়ার পর সেই ক্ষমতা ছাড়বে কে? আমি এখানে ভারত বর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করছি যারা ভারতরক্ষা আইন তুলে দিতে বলেছেন। তিনজন former Chief Justice, ৭ জন former High Conrt Justce. ৫ জন Vice Chanchellor.

MR. SPEAKER :— Those have been mentioned. Names have been mentioned.

SRI ATIQUL ISLAM :— আমি number বলব, নামগুলি আমি বলবনা Sir. তারা বলেছেন যে ভারত রক্ষা আইন এবং emergency রাখার আর কোন প্রয়োজন নাই। তারা বললেন কেন? তারা কি Communist? না, তারা Communist নয়। তারা কি

সবাই কংগ্রেসী ? না, তারা কংগ্রেসী ও নয়। তারা সবাই opposition গোষ্টিভুক্ত ও নয়। তবু তারা বললেন কেন ? তারা দেখছেন Democracy is in danger, তারা দেখছেন Autocraey ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। স্বৈরতন্ত্র ক্রমশঃ গণতন্ত্রকে গ্রাস করছে। কাজেই তারা ভয় পাচ্ছেন। তারা দেখছেন, Constitution এর মর্য্যাদা তারা রাখছেন না। যারা আজও মনে করেণ যে ভারত রক্ষা আইন রাখা দরকার, Emergency রাখা দরকার তাদের সংবিধানের প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই, তাদের দেশের প্রতি কোন মমতা নেই, নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তারা গায়ের জোরে এটা টিকিয়ে রাখতে চায়। সেজন্য আজকে এই সমস্ত Chief Justice বা Vice Chanchellor বা Emergency র বিরুদ্ধে protest করছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত opinion এর তার প্রতি মর্যাদা দেওয়া উচিৎ এবং Govt কে চিন্তা করা দরকার যে যারা কোন দলভুক্ত বা গোষ্টি ভুক্ত নয়, আজ তারা কেন বলছেন যে জরুরী অবস্থাকে উঠিয়ে দেওয়া উচিত। চীনা আক্রমনের কথা কেউ কেউ বলছেন। with permission of the Chair. এখানে আমি একটি কথা পড়তে চাই, যে তারা কি বলেছেন। চীনের সাথে আমাদের বিরোধ যদি আরও শত বৎসর চলে, তা হলে কি আমাদের দেশে সেই শত বৎসর জরুরী অবস্থা থাকবে ? তাই বলে কি আমাদের নাগরিক অধিকার তত কাল বন্ধ হয়ে থাকবে ? তা কখনো হতে পারে না। তারা বলেছেন, "We are not un-mindful of the ever present and grave threat of aggression by China, but it has been said that intentions of China are unpredictable and that we may have to continue in this situation for a long time. Can we then deny so long as this threat lasts and indefinitely their basic rights to our citizens ? The answer must be in the negative." চীনের সঙ্গে কিছু কাল একটা স্নায়ু যুদ্ধ চলবে, তাই বলে কি আমি আমার দেশের নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করে রাখব ? না, তা হতে পারে না। আবার যদি আক্রমন করে তখন যদি দেখা যায় জরুরী অবস্থা প্রয়োজন তখন আবার সেই কথাটা আসতে পারে। এই রকম অনেক কথা সেখানে লেখা আছে, আমি কাগজটা দিয়ে দেব। আপনারা সেটা পড়ে নেবেন। কাজেই একটা ভয়কে আশ্রয় করে কখন কি হবে না হবে তাকে আশ্রয় করে আমি আমার fundamental right কে curtail করে, রাখতে পারি না। "A grave emergency lasting over three years and resulting in the exercise of powers by the executive over such a long period, has we venture to state, not been known in any democratic country", তারা বলেছেন কোন Democratic Country তে আজ পর্যন্তও এ রকম ঘটনা ঘটেনি।

আর একটা line পড়ে আমি শেষ করছি। এটা Maher Chand Mahajan former Chief Justice of India; S. R. Das, forner chief gustice of India B. P. Sinha former Chief Justice of India; N. H. Bhagwaati, a former Judge of Supreme Court of India and Vice-chancellor of Banaras Hindu University, Dr. Radha Benode Pal, former Judge of Inter-national Tribunal for Trial of War Criminals and National Professors of Saoj Prasad guris prudence, former

Chief Justice of Rajasthan High Court and Assam High Court, S. T. Deshai, Chif Justice of Gujarat High. Court, P.N. Sapre, M. P, former Judge of Allahabad High Court, Dr. C.B. Agarowalla, former Judge of Allahabad High Court. Dr. C.P. Ramashwami Aiyar, Vice Chancellor of Arnnamalai University; Dr. A. Lakshmanaswami Mudaliar, Vice—Chancellor of Madras University ; C D. Deshmukh Vice—Chancellor of Delhi University, R. K. Nehru, Vice—Chancellor of Allahabad University এবং আরও অনেক আছে আমার পড়তে অনেক সময় নেবে। Sir আমি আরও একটা paragraph পড়ছি Emergency provisions in the constitution are meant in our view for use in periods of real danger to the Country. It would, it appears to us, be exposing these provisions to ridicule if we continue to use them after the real danger has passed and merely in apprehension of a danger which may supervene at any time there after. কাজেই তাদের মতে Emergency এবং ভারত রক্ষা আইনকে এক্ষনি তুলে দেওয়া উচিত। এই প্রশ্নটা আসেনা যে এটা একটা দলের মত, একটা particular দল দাবী করছে যে এটা উঠিয়ে দেওয়া হউক। এই কথা আমি আগেও বলেছি যে it is not a struggle between the Ruling party & the opposition, but it is the Struggle between Democracy and Autocracy. গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের লড়াই। এটা কোন দলের লড়াই নয়। তাই আজকে সবাই মনে করছে যে, ভারতবর্ষের একটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে, সেই জন্য ভারতরক্ষা আইন এবং জরুরী অবস্থা উঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

MR. SPEAKER :— I would call on Shri Aghore Deb Barma, avoid repettion please.

SHRI AGHORE DEB BARMA :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬২ সনে চীনা aggre

ssion যখন হয় তখন আমাদের ভারতবর্ষে Emergency declare করা হয়। কিন্তু বর্তমানে তখনকার অবস্থা আছে কি না সেটাই হল আমার প্রশ্ন। চীন কর্তৃক ভারতবর্ষ যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখন emergency র declaration দেওয়া হয়েছিল। আজকে আমরা যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাই যে একমাত্র কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্র কে রক্ষা করার জন্যই ruling party এই ভারত রক্ষা আইনকে ব্যবহার করছে এটাই হল আমার অভিযোগ। আমার এই কথা বলার কারণ হল গত আঠার বৎসরের কংগ্রেস রাজত্বে ব্যর্থতার গ্লানিকে ঢাকবার জন্যই আজকে ভারত রক্ষা আইনের প্রয়োজন। কারণ এই আঠার বৎসরের কংগ্রেস রাজত্বে আমরা কি দেখতে পাই? সারা ভারতে বেকার সমস্যা, খাদ্য সমস্যা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। স্বভাবতই আজকে ভারতের মানুষ এই সরকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। ঐ বিক্ষোভকে দমন করার জন্য তারা আজ এই ভারতরক্ষা আইন ব্যবহার করছে। এই আঠার বৎসরে আমরা কি দেখতে পাই? যারা কৃষক, যারা মজদুর, যারা মধ্যবিত্ত তাদের অবস্থা ক্রমাগত খারাপের দিকে চলছে এবং ধনী সম্প্রদায় দিনের পর দিন আরো ধনী হচ্ছে। যদি ও এই রাজত্বে পরিকল্পনা বা প্রকল্পের কোন অভাব নাই তবু ও সমস্যা কেবল বেড়েই চলছে। একটার পর একটা প্রকল্প চলছে, কিন্তু কোন সমস্যা সমাধানের উপায় আমরা দেখছি না। কাজেই ভারতের জনসাধারণ আজ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জ্জরিত হয়ে এই সরকারের উপর অতিষ্ঠ ও উত্তেজিত হয়ে উঠছে। কাজেই এই বিক্ষোভকে দমন করার জন্যেই, এই বিক্ষোভ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্যেই আজকে এই ভারত রক্ষা আইনের প্রয়োজন। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, আজকে দেশে বিদেশে ভারতবর্ষের জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হতে চলছে, একথা আমরা স্বীকার করি। যেমন কংগ্রেস রাজত্বের এই ১৮ বৎসরের মধ্যে আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান হলনা, বরং বাড়ছে, এই সুযোগ নিয়ে পোপ আহ্বান করল যে ভারতবর্ষের মধ্যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলছে ভারতবর্ষে এবং বিভিন্ন জায়গায় যেমন বেলজিয়াম ইত্যাদি জায়গায় কিছু দিন আগে পেপারে বের হয়েছিল যে সেখানকার খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকরা পথে, ঘাটে যেখানে সেখানে প্রচার করে ছিল যে ভারতবর্ষের মানুষ সন্তানের জন্ম দিতে পারে কিন্তু খাদ্য দিতে পারে, না। এই সব কথা বলে তারা ভিক্ষা করেছিল পথে ঘাটে। অতবড় অপমানজনক কথা বলে তারা আমাদের জন্য ভিক্ষা করবে এবং সেই ভিক্ষাদানকে আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবে। ইহা দ্বারা জাতীয় মর্য্যাদার আর কি ভাবে হানি হতে পারে তা আমি কল্পনা করতে পারি না। এই ভাবেই আজকে ভারতবর্ষের ruling party খেলা করে চলছে। কাজেই জনসাধারণের স্বভাবতই আজকে এই সরকারের প্রতি বিক্ষোভ থাকবেই।

তারপর ruling party র মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে ভারত রক্ষা আইনটা থাকলে আমাদের ভয় বা সংশয়ের কি কারণ থাকতে পারে? এখানে ভয় ও ভীতির ত কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এ হচ্ছে ভারতীয় গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানের অধিকারের প্রশ্ন। আজকে সেই অধিকারের বলে মানুষ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তাদের বক্তব্য আইন সভা বা parliament এ উপস্থিত করার জন্য। ভারত রক্ষা আইনে নেতাদের আটক করে রেখে এই অধিকারকে খর্ব্ব করা হচ্ছে। যেমন বীরেন দত্ত, যেমন দশরথ দেব, যেমন নৃপেন চক্রবর্ত্তী। এভাবে তাদেরে বিনা বিচারে আটক করে রাখার কারণে এই ভারত রক্ষা আইনের আওতায়, ত্রিপুরা রাজ্যে জনসাধারণকে সংবিধান অনুযায়ী যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল সে অধিকার খর্ব্ব করা হয়েছে! এটিই হল প্রশ্ন। কাজেই আজকে গণতান্ত্রিক অধিকার নাগরিকের মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন. এখানে ভয় ভীতির প্রশ্ন উঠতে পারে না। আর একটি কথা হচ্ছে যে আজকে সারা ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের নামে যে স্বৈরতন্ত্র চলছে তার বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রচণ্ড বিক্ষোভ, যেমন ইতিমধ্যে কেরলে ও বাংলায় দেখা দিয়েছে। তাদেরে দমন করার জন্যই আজকের এই ভারত রক্ষা আইন। আজকে যদি তাদের আত্মবিশ্বাস থাকত, জনসাধারণের উপর আস্থা থাকত তাহলে ভারতরক্ষা আইনের দরকার হত না। একথা স্বীকার করি, ভারতের উত্তর সীমান্ত এখনও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আবার emergency declare করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে emergency declare করা যায়। কাজেই পরে কি হবে না হবে তারজন্য অনন্তকাল ধরে emergency ও D. I. Rule কে বজায় রাখতে হবে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলব যে অতি সত্বর যাতে ভারত রক্ষা আইন ও জরুরী অবস্থা তুলে নেওয়া হয়।

MR. SPEAKER :— I would call on the Hon'ble Chief Minister.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ : (মুখ্যমন্ত্রী)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি, তাদের ভাষার দ্বারা, অভিব্যাক্তির দ্বারা প্রকাশ পাচ্ছে যে তারা গণতন্ত্র বিরোধী, পার্লামেন্ট বিরোধী, এবং পার্লামেন্টকে ভাঙ্গার জন্য একটি অগণতান্ত্রিক মতবাদ গড়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা তারা করছে এই গণতন্ত্রকে নষ্ট করার জন্য। এই মনোভাব আমরা দেখেছিলাম সেই মুসোলিনীর দেশে, নাজির দেশে, তারই পুনরাবৃত্তি তারা করেছেন এই ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌম পারলামেণ্টকে আক্রমণ করে। তারপর বলেছেন যে কোন সময়ে জরুরী অবস্থায় election হয়েছে কিনা। পৃথিবীর কোন গণতন্ত্র রাষ্ট্রেও হয়েছে কি না? আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে এত বড় বিরাট গ্রেট ওয়ার যখন চলেছিল, সেই সময় বৃটিশের দেশে Election হয়েছিল; সে কথাটি আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ইতিহাসকে ঢাকার

প্রচেষ্টা যেন না করা হয়। কারণ এইভাবে ইতিহাসকে ঢেকে জনসাধারণকে প্রতারিত করে তাদের সামনে একটি প্রতারণার জাল যদি কেহ ফেলতে চান তবে সেটা উচিৎ হবে না। কাজেই গণতান্ত্রিক দেশে আমরা জানি, শান্তি ও শৃঙ্খলাকে বজায় রেখে আমরা আমাদের election কে চালিয়ে যেতে পারবো, সেই অনুসারে জনসাধারণের উপর বিশ্বাস করে তা আমরা করেছি। অতএব যারা জনসাধারণকে বিশ্বাস করেন না তাদের পক্ষে election এর মুখোমুখি দাঁড়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা আমরা দেখেছি সেই চীনে। সুতরাং সেই কথারই পুনঃ প্রকাশ পাচ্ছে তাদের এই অভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে। তাদের কথার মধ্য দিয়ে। এ কথার অর্থ হলো এই যে ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আমরা একদল লোক আছি, তোমার আত্মা আমরা চেয়েছি, ভারতের উত্তর প্রান্তে তোমার আক্রমনকে, তোমার ভূমিগ্রাসের ক্ষুধাকে, তোমার expansionist মতবাদকে আমরা সমর্থন করি। কারণ তোমরা আক্রমন করে বসে আছ এ জায়গায়। এখনো আমরা বলছি পূর্ণোদ্যমে আক্রমন চালিযে যাচ্ছে, সেই জায়গায় সৈন্য সমাবেশ করছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণ চীনের সেই আক্রমন ব্যাহত করবার জন্য এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য রুখে দাঁড়িয়েছে। সেই ঐক্যবদ্ধ জনতার মধ্যে ফাটল ধরাবার জন্য এই রকম অপপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষের জনসাধারণ ব্যর্থ করবে। কারণ তারা বলেছে যে চীনের সাথে আলাপ আলোচনা আমরা করতে পারি না। আমি মাননীয় সদস্যকে আবার বলব যে Colombo চুক্তির সাথে সাথে তৃতীয় শক্তি Colombo কে মানা হয়েছিল, এবং সেই শক্তির সাথে আমাদের আলাপ আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু তারা কি তার কথা মেনেছিলেন? তাহলে এ কথার অর্থ হল এই যে ভারতবর্ষ অশান্তিবাদী নয়। সেই ভারতবর্ষে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, সেই শান্তির ধারক এবং বাহক, সহাবস্থানের ধারক এবং বাহক। তবে তাঁরই ধারক, বাহকের নীতি প্রত্যাখান করে তাঁকে back এ Stab করা হয়েছে। আমরা তার সাথে সহাবস্থানের চুক্তি করেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে আমরা দুটী দেশ পরস্পর শান্তির উপর ভিত্তি করে অবস্থান করব। সেই শান্তিকে ধ্বংস করে ভারতবর্ষকে আক্র-মন করেছিল। কই, তখন ত তারা তাদিগকে আক্রমনকারী বলে বলেন নি। আজ অনেকদিন পরে তারা এখানে বলেছেন যে আক্রমনকারীকে আক্রমন কারী বলছি। কিন্তু এই বিধান সভায় ত চীনই আক্রমনকারী এই কথা বলা হয়নি। চীন আমাদের প্রান্ত দেশ আক্রমণ করে বসে আছে। চীনের সমর সজ্জা উত্তর প্রান্তে বিপুল উৎসাহে চলছে, চীন expansionist এ কথা ত বলা হচ্ছে না। পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আজ বলছে যে চীন আক্রমণ কারী, চীন সম্রাসবাদী, চীন পর রাষ্ট্র লোভী। অতএব সেই অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে এই চীন কোন সময় ভারতবর্ষের উত্তর প্রান্ত আক্রমণ করেছিল। সে একটা সুযোগ

নিয়েছিল যে Cuba' র সাথে আমেরিকা ও রাশিয়ার সংগ্রাম বেঁধে যাবে এবং সেই প্রস্তুতির মধ্যে তারা ভারতবর্ষকে আক্রমণ করবে, এবং সেটা বিশ্ব সংগ্রামে গড়াবে। সেই বিশ্ব সংগ্রাম যারা চায় তাদের সাথে আপোসের জন্য আমরা হস্ত দিয়েছিলাম আমরা চুক্তি করেছিলাম। Colombo প্রস্তাব আমরা মেনে ছিলাম। কিন্তু তারা প্রত্যাখান করেছে। তারা কি আমাদের সেই সমস্ত জায়গা থেকে সৈন্য অপসারণ করেছে? মাননীয় সদস্যরা ত এ কথা বলেন নি। আমরা যে চুক্তি করতে যাচ্ছি, আপনারার আজকে তা এ প্রস্তাবের মধ্যে দেখেছেন। almost, almost মানে কি? তাহলে এখানে আছে জরুরী অবস্থা। আপনারই ত তা এনেছেন আপনাদের প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে, অথচ বুঝাবার সময় কথা বলছেন অন্যভাবে। তাই আপনাদের মনোভাবের সে অভিব্যক্তি প্রকাশ করছেন গণতন্ত্রের সার্বভৌম parliament কে আক্রমন করে, তাকে বিধ্বস্ত করার জন্য, লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। গণতন্ত্রবাদী মানুষ হয়ে যারা তা করছে, ভারতবর্ষের গণতন্ত্র তাকে সহ্য করবে না। সহ্য করতে দিতে পারে না চীনের আক্রমনকে জোরদার করার জন্য, তাকে আহ্বান জানাবার জন্যে। আমাদের মনে হচ্ছে যেন এই কথাগুলো বলা হচ্ছে যে, আগের অবস্থা থাকা সত্বেও তোমরা সমস্ত ছেড়ে দাও, আমরা অভ্যন্তরে এখানে যা খুশী তাই করব। হে চীন, তোমরা আস আমরা তোমাদের পক্ষে আছি,। চীনের বগলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্য, আক্রমণকে ত্বরান্বিত করার জন্যই এ ভাবে সেই কথাগুলো বলা হচ্ছে। তাছাড়া আর কিছুনা। কই, চীনকে আক্রমনকারী অথবা expansionist এবং বিশ্ব শান্তির নষ্টকারী ও ধ্বংসকারী বলে ত এ জায়গাতে বলা হচ্ছে না। পৃথিবীর সমস্ত জাতি এক সঙ্গে সমস্বরে ইহা ঘোষণা করেছে। কিন্তু একথা ত বলা হচ্ছে না এখানে। তার কারণ হলো এই যে তাসখন্দ প্রীতির সাথে ও আমরা এই চুক্তি রাখতে যাচ্ছি।

MR. S. L SINGHA :— (Chief Minister) তারা জানেন পাকিস্থানের আক্রমণের সাথে সাথে ভারতের উত্তর প্রান্তে অভিযান করেছিলেন এবং infiltration করেছিলেন। সেই জায়গাতে তাদের সন্ধি ছিল, চুক্তি ছিল। এই চুক্তি এই সন্ধি কি তারা মানতে চান? না মানেন, না; একথাও তারা বলেন নি। এসব জানা থাকা স্বত্বেও যখন 3rd party থেকে শান্তির জন্য আহ্বান এসেছে, তখন সেটা আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং সেই অনুসারে ঐখানে চুক্তি করেছি। কই চীনারাত ঐ কলেম্বো চুক্তি মানেনি? তবে তারা বলছেন যে চীনাদের সাথে শান্তি সম্ভব। তার কারণ হল এই যে আমার মনে হয় চীনের সাথে তাদের সংযোগ আছে, তা না হলে চীনের মনোভাব তারা বুঝতে পারলেন যে চীন শান্তি কামী, চীন আপোষ চায়। চীনের সাথে সহ অবস্থানের নীতি বজায় থাকা স্বত্বেও কি ভাবে উত্তর সীমানা তারা লঙ্ঘন করল?

এবং যুদ্ধ declare না করে ভারতকে আক্রমণ করা হল, চুক্তিকে লঙ্ঘন না করে তলে তলে পৃষ্ঠদেশে আক্রমণ করা হল, এই রকম বিশ্বাস ঘাতক এবং বিশ্ব শান্তির অপহারক, তা জেনেও আমরা তার সাথে চুক্তি করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের বলা হচ্ছে যে ইচ্ছা করলেই আমরা চুক্তি করিতে পারি। ইচ্ছার কোন ত্রুটি আমরা কোন দিক দিয়ে রাখিনি। তবে মাননীয় সদস্যের বোধ হয়, চীনের সাথে কোন যোগাযোগ আছে। অতএব সেই গুপ্ত কার্য্যকে ত্বরান্বিত করবার জন্য চীন সীমান্তে গিয়ে মাও সে তুং ও চৌ এন্ লাইকে বলে কয়ে হয়ত তারা এটা করতে পারেন, তাদের সেই শক্তি আছে হয়ত। কিন্তু সেই দিকে আমি বলব যে সেই চেষ্টা যেন তারা করেন। কিন্তু আমরা জানি চীন আক্রমণকারী, সহ অবস্থান নীতি ধ্বংসকারী এবং পৃথিবীর শান্তি অপহরণকারী। আমরা এও দেখছি যে চীন সম্প্রসারণবাদী, চীন পৃথিবীর মধ্যে একটা বিশ্ব সংগ্রাম ঘনায়ে তুলতে চায় এবং সেই অবস্থায় প্রস্তুতিকে জোরদার করবার জন্য ভারতের পার্লামেন্ট তা বিবেচনা করেছেন। সেই অনুসারেই Defence of India Rules রাখা হয়েছে জরুরী অবস্থা রাখা হয়েছে। তবে ভয় পাবার কথা আছে, মহিস বলে শুনছি আমি—লাল কাপড় দেখে মহিষের আতঙ্ক হয়। অতএব তাদের যদি সেই আতঙ্ক হয়ে থাকে তা হলে আমরা নাচার। মহিষের হয়, অন্য কোন প্রাণীর তা হয় না। অতএব ঐ দিক দিয়ে তাদের যদি সেই ভীতি এসে থাকে তাহলে আমরা নাচার। দেশরক্ষার জন্য, জাতি রক্ষার জন্য পার্লামেন্টের সমস্ত অংশ রাখার জন্য, দেশের সমাজ বাদকে রক্ষার জন্য, গনতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সার্ব্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য, it is the responssibility of the Citizens of India. সেই অনুসারে, ঐ সবকে রক্ষা করার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব। ঐ সব অবস্থা বিবেচনা করেই ঐ আইন পাশ করা হয়েছে। ঐ আইন যে পাশ করেছে সার্ব্বভৌম সেই পার্লামেন্টকে নষ্ট করার জন্য 'New age' এর কতকগুলি Propagandiss কতকগুলি কথা তুলেছেন। সেও আবার নাম্বুদ্রিপাদের পরিচালিত এবং Leftiest way তে চলেছে এবং তারই বক্তৃতা এইখানে সংস্থাপন করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা চলছে। তারপর কয়েকজন জজের মন্তব্য করা হয়েছে। তাদের মন্তব্য সম্বন্ধে তাদের যে power সেটা ভারতের সার্ব্বভৌম গণতন্ত্র তাদের সেটা দিয়েছে। অতএব সেই ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেকটি লোকের কি কি মত হবে না হবে তা বলার সম্পূর্ণ অধিকার ভারতের পার্লামেন্ট, ভারতের গণতন্ত্র তাকে দিয়েছে। অতএব কয়েকজন কি মন্তব্য করল তাতে ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট নস্যাৎ হয়ে গেল না। তারপর বলেচেন যে কংগ্রেস রাজত্বে কোন কিছু হয় নাই। কংগ্রেস রাজত্বে ভারতের পার্লামেন্ট গঠন করা হয়েছে, প্রত্যেক রাজ্যে বিধান সভা গঠন করা হয়েছে। আমরা যা বলেছি আমরা তা করেছি। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আমরা রচনা করেছি এবং তা চালু করেছি। আজ ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে

চীন এবং পাকিস্তানের আক্রমণ সত্ত্বেও সেই সব পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করার জন্য আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এটা হল পৃথিবীর ইতিহাসে একটা অনন্য সাধারণ ইতিহাস। যে ভারতবর্ষ পিন তৈরী করতে পারত না, ক্লিপ তৈরী করতে পারতনা, সেই ভারতবর্ষ ১৮ বৎসরের মধ্যে এরোপ্লেন তৈরী করছে। অতএব এর জন্য আমরা গর্বিত যে এই ১৮ বৎসরের মধ্যে আমরা এই সব করতে পেরেছি। কিন্তু যারা এই পার্লামেন্টকে নস্যাৎ করার জন্য যারা নাজীবাদী মত পোষন করেন তারা এই সব করতে পারেন, যারা দেশের শক্তিকে ক্ষুন্ন করতে চায় তারাই একাজ করতে পারেন কিন্তু দেশের গণতন্ত্রবাদী জনসাধরণ এসব করছে না বা চাইছেনা। অতএব ভারতের গণতন্ত্র সেই ক্ষমতা নিয়েই চলছে। এখন এখানে তাদের একমাত্র সম্বল হল পাদ্রী। ভারতবর্ষের পাদ্রী এবং খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাচক যারা আছেন তারাই একমাত্র সম্বল। সেই পাদ্রীকে ভজনা করুন এবং চীনের ভজনায় আত্মনিয়োগ করুন। কিন্তু ভারতবর্ষের গণতন্ত্র তা বরদাস্ত করবেনা এবং চীনের আক্রমনকে যারা ডেকে আনতে চান এবং চীনকে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে চান, কিরকম যেমন উত্তর প্রান্তে তারা কিছু জায়গা দখল করে আছে, তা দ্বারাই যদি ভারতবর্ষ আক্রান্ত হন, আমার জমি, আমার জায়গা দখল করে বসে আছে, তারপরেও তারা খুসী হত সমস্ত ভারতবর্ষটা যদি চীন কুক্ষিগত করত—তাহলেই সেটা আক্রমণ করা হত। এই যদি তাদের মতলব হয়ে থাকে, তবে সেই আশায় তাদের বালি। সেই আশা যারা পোষন করেন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ তার সর্বশক্তি দিয়ে তা রুখবে এবং অভ্যন্তরে যারা পঞ্চমবাহিনীর কাজ করবে তাদের ধ্বংস করবার জন্য ভারতের প্রতিটি মানুষ সেখানে দাঁড়াবে। তারা গণতন্ত্রের কথা বলছেন। চীন দেশের যে গণতন্ত্র তার অবস্থা কেমন একবার চিন্তা করতে বলব—সেখানে সেই গণতন্ত্রের কথা বলার উপায় নেই। টু শব্দ করার উপায় নেই। আসলে ভারতের প্রতিটি মানুষকে দল গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, মতবাদ গঠন করার, বক্তৃতা ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে কিন্তু সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপব্যবহার করে, সেই সার্ব্বভোমত্বকে আঘাত করে তা নষ্ট না করার জন্য আমি সদস্যকে চিন্তা করতে বলব এবং পার্লামেন্টের হাতকে শক্তিশালী করে ভারতের গনতন্ত্রকে রক্ষার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাব। তবে আমার বিশ্বাস আছে যে-হাতী চলে বাজারে, হাতী বাজারে চলবে এবং এক প্রকারের প্রাণী ফুঁকতে থাকবে, তার গতি রুদ্ধ হয়না, অতএব ভারতবর্ষের এই পার্লমেন্ট পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পার্লামেন্ট, সেই পার্লামেন্ট চলবে, কেউ তার সার্ব্বভৌমত্ব নষ্ট করতে পারবে না। সেইটা ঐ প্রাণীর মত খেক্ খেকানীতে পর্য্যবসিত হবে। অতএব যখনই আক্রমন হয়েছে পার্লামেন্ট দেখাইয়াছে যে এই ভারতবর্ষ কত শক্তিশালী, ভারতবর্ষের লোক দেখিয়েছেন যে তারা কত শক্তিশালী, এবং তা দেখে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ স্তম্ভিত হয়েছেন।

এইসব অবস্থা পর্য্যালোচনা করেই ভারতের পার্লামেন্ট জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন এবং ভারতবর্ষের পার্লামেন্ট এখানে Defence of India Act ও চালু করেছেন। মহিষের যেমন লাল কাপড়ের ভয়, ঠিক ঐ রকম যারা আছেন তাদের ও জরুরী অবস্থা দেখে ভয় হবে, ভারত রক্ষা আইন দেখে ভয় হবে। কারণ যারা Fifth Columnist তাদের পক্ষে এটা ভীতিবহ, অতএব আমরা Fifth Colmnist কে ধ্বংস করার জন্য এবং তাদিগকে ঠিক রাখার জন্য—(Interraption)

SHRI ATIQUAL ISLAM :— স্যার তিনি বলছেন fifth Columnist এটা কি parliamentary word ?

MR. SPEAKER :— Fifth Columnist ?

SHRI S.L. SINGHA :— Yes, পঞ্চম বাহিনী।

(Interruption)

MR. SPEAKER :— I have not come across such words as unparliamentary I would now call an Shri Sudhanwa Deb Barma.

শ্রীসুধন্ব দেব বর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে মোসন তার বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে এমন সব অবান্তর কথা এনেছেন যা আমি বলি নাই তাও তারা এনেছেন। কারণ আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে বলবার মত কোন কিছু তারা খুজে পান নাই। এমন সব ঘটনার কথা এনেছেন যা অনেক সময় আমর কাছে প্রলাপের মত মনে হয়েছে। আমি মাননীয় মূখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে তিনি চীনের বিপদ সম্পর্কে যখন বলতে যান, তার মনে রাখা উচিৎ যে গান্ধীজির একজন বিশিষ্ট মতবাদী এবং বিশ্বসারথী সংগ্রামের একজন যোদ্ধা সুন্দর লাল কি বলেছে এবং তিনি কি আভাস দিয়েছেন ঐ সম্পর্কে যদি তিনি মাথা ঘামাতেন তাহলে তিনি ঐ কথা বলতেন না এবং আমি আশ্চর্য্য হয়ে যায় যে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যা বলেছেন সেই সম্পর্কে তিনি কতটুকু জ্ঞান রাখেন এবং কতটুকু সংবাদ রাখেন। সেই সংবাদ রাখার বহরটা দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে তিনি এমন কি যে New age পত্রিকা কে সম্পাদনা করেন তাও তিনি জানেন না। যখন তিনি শুনলেন যে Attorney Genral, Setalvad এটার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন এবং C, D Deshmukh, Dr, Mudaliar Dr, Radhabinode Paul এর মত ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে বলেছেন তখন তিনি আৎকে উঠেছেন। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে কমিউনিষ্ট পার্টির নয়, কংগ্রেসের এমন সব ব্যক্তি যিনি নাকি কিছু দিন পূর্ব্বেও আইন মন্ত্রী ছিলেন তিনিও এই আইনের বিরুদ্ধে বলেছেন। কাজেই জরুরী আইন সম্পর্কে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কে কি বলেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের মুখ্য মন্ত্রী কোন খোঁজই রাখেন না।

The discussion is over. I now put the question. The question before the House is that this Assembly is of opinion that in consideration of the Tashkent Agreement and in consideration of the fact that the Normal situation has been almost restored in internal spheres, let the Central Government be requested to declare that Emergency is revoked and Defence of India Act and Rules repealed.

As many as are of that opinion will please say-Ayes.

Voice --Ayes

As many as are of contrary opinion will please say-'Noes'

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it. The House stands adjorned till 11 A.M on Monday, the 4th April, 1966.

APPENDIX—'A'

UNSTARRED QUESTION NO. 791.

BY : Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

Question.	Reply.
a) Whether all roads constructed under programme of Tribal Welfare have been entered in P.W.D. Book ;	No.
b) if so, whether their repair works have been taken up ;	Does not arise.
c) if they have not been entered in to P.W.D. Book, the reasons therefor ?	The matter is under consideration.

UNSTARRED QUESTION NO. 832. BY SHRI NRIPENDRA CHAKRABORTY M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. What steps have been taken to increase oduction of milk in different Sub-Division of Tripura,	The following steps have been taken to increase production of milk. a). 5 (Five) Key Village Blocks have been established in 5 (Five) Sub-Division at Sadar, Udaipur, Kailashahar, Belonia and Dharmanagar for upgrading the deshi non-descript cattle. b). Implemented Hill Cattle Development Scheme in Sadar Sub-Division for upgrading the deshi hill cattle by cross breed. c). A Fodder Demonstration Farm has been established in Sadar Sub-Division. d), Establishment of Cattle Colony with cross bred cows in Sadar Sub-Division.

2. Total amount of milk produced due to those measures	Assessment of milk production has been made only in the Key Village Block areas and not in the Sub-Divisions as a whole. The amount of increased milk is 10, 17,172 litres.
3. If the measures are considered adequate.,	Adequate for the present but more steps are being taken to increase production of milk in the different Sub-Divisions of Tripura during the 4th Five Year Plan by a), Expanding the area of three Key Village Blocks at Belonia, Dharmanagar and Kailashhar. b). Expanding the area of the Hill Cattle Development Scheme. c). Establishment of 5 (five) Key Village Blocks in the remaining Sub-Divisions. d). Distribution of superior bulls in the Rural areas where there is no facility of Artificial Insemination. e). Establishment of Cattle Breeding Farm.
4. If not, what further schemes are to be taken for augmenting milk production.	For augmenting further milk production in this Union Territory of Tripura more 5 Key Village Bloc ks are going to be established during the 4th Five Year Plan in the Sonamura, Sabroom, Amarpur, Khowai and Kamalpur Sub-Divisions and more number of upgraded Breeding Bulls are going to be distributed in Rural areas for upgrading Local Cattle.

APPENDIX--'B'

COMPLAINF AGAINST C.F. O, relating to Starred Question No. 767

1. Though I had to work as a Range Officer for about 3 years I was allowed pay of a Forester Grade—I and not the pay of Range Officer. I was assured by the then D.F.O. Shri R. C. Dutta, that I would be allowed the pay of Ranger consequently.

2. In 1958, while I was serving as Range Officer-in-charge, Sonamura, (Forester Grade-I being my substitute Post) I was placed under suspension by an order of Shri Bhattacharjee on a false and fictitious allegation and subsequently I was reduced to the post of Forester Grade-II.

3. I had to file a writ pitition in the Tripura Judicial Commissioner's Court which was allowed and the order of my reduction in rank passed by Shri N. C. Bhattacharjee was set aside on the ground that there was no evidence of any charge and also there was glaring irregularities in the enquiry.

4. Though the order of my reduction in rank was found irregular and unjust by the Court. Shri Bhattacharjee continued to remain angry with me and I had to face troubles caused by the order of Shri Bhattacharjee in different manners.

5. In 1960 I was posted to Bhati-Machmara plantation centre where under orders of Shri Bhattacharjee I had to create a plantation at a cost of Rs. 25/-(Twenty-five) per acre per year including maintenance, whereas in other places the rate allowed for similar work was Rs. 100 to 125/-per acre per year. The area covered by the plantation was 1200 acres of land at Bhati-Machmara and I had to manage everything with most inadequate number of staff with great difficulties. And yet my work was highly praised by the authorities as would be evident from an enquiry report submitted by A. C. F.-1.

6. While serving in Hachupara Soil Conservation Range I had, under orders of C. F. O. to make certain expenditure in connection with constru-

ction of buildings and maintenance of plantations, there at the then prevailing rates but subsequently the C. F. O. accorded sanction at a lower rate, causing a heavy financial loss to me, for which I am still heavily indebted.

7. The Hachupara Soil Conservation Range has been under one A. C. F. with H Q. at Teliamura but behind his back and even without intimating him anything virtually an Exparte enquiry was held into the so-called allegations and probably on the basis of that report I was reverted to the post of Forester Grade-I with effect from 16.7.1965 and has now being posted to Atharamura soil conservation centre practically to work under a person most junior to me,

8. Though no reason whatsoever has been shown for my reversion to the post of Forester Grade-I it is virtually a reduction in rank and a prescribed punishment which has been inflicted on me without giving me any opportunity of showing cause.

9. Many of my most junior colleagues have been promoted to higher post who are now serving as such and if the present order of my demotion to lower post is not withdrawn or cancelled I may have to work under such person or persons who happended to serve under me,

10. Under the provision of the Constitution of India, which is supreme there shall be equality of opportunity in respect of appointment and employment, which include the promotion in service in due course. But there is no record to show that such opportunity was ever given to me by the present C. F. O. Shri N. C. Bhattacharjee.

11. Since I feel that justice has been denied to me most violently and arbitrarily I prefer this representation to your honour for imparting justice and for setting things right.

APPENDIX "C"

Statement showing the names of both Gazetted and Non-gazetted employees involved in 118 cases disposed of in different Department during 1964-65, relating to starred question No. 785.

Sl, No,	Name of Departments,	Names of Officers with designation
1.	Rehabilitation Department —	1. Shri B. K. Kushari,
2.	Jail Department — —	2, ,, A. Ali, Warder
3.	D.M'S Office — — —	3. ,, R. Das, Asstt. Tehsildar.
		4. ,, K.K Deb Barma, —do—
		5. ,, H.M Choudhury, —do—
		6. ,, K. Meah, Peon.
		7. ,, H. Chakraborty, Peon.
		8. ,, H. Roy, Supervisor.
		9. ,, S.C Deb Barma, Asstt. Tehsildar
		10. ,, B. K Sarker, Head Clerk.
4.	District Magistrate (Food Section)	11. ,, M. Singh, Store-Guard.
		12. ,, K.G. Paul, Peon.
		13. ,, G.C. Banik, Store-keeper.
		14. ,, S.R. Sarker, —do—
5.	Chief Forset Office	15. , A.C. Dev, Forest-Guard.
		16. ,, L.C. Singh, —do—
		17. ,, H. Bhuiya, —do—
		18. ,, J. Ali, —do—
		19. ,, S. Majumdar, Forester.
		20. ,, G. Acherjee, Forest-Guard.
		21. ,, P. Islam, Forest-Guard.
		22. ,, G.C. Deb Barma, Forest-Guard.
		23. ,, R.N. Singh, Forest-Guard.
		24. ,, M. Ali, —do—
		25. ,, R.N. Hore' Forester.

26. ,, P.C. Dutta, Forest-Guard.
27. ,, A. Ali, —do—
28. ,, S. Meah, —do—
29. ,, H.N. Bhattacherjee, Forest-Guard.
30. ,, G.C. Chakraborty, Forester.
31. ,, M. Ali, Forest-Guard.
32. ,, S.B Acharjee, Forest-Guard.
33. ,, M.K. Bhattacharjee, Forester.
34. ,, A. Azzir, Forest-Guard.
35. ,, V. Meah, —do—
36. ,, N.R. Sengupta, Forester.
37. ,, A. Azam, Forest-Ranger.
38. ,, A.B. Dey, Forest-Guard.
39. ,, A. Kaddus, —do—
40. ,, A.K. Chakraborty, Forester.
41. ,, M.C. Dey, Forest-Guard.
42. ,, B, Deb Barma, Forester,
43, ,, A,C. Deb Barma, Forester,
44, ,, J,L, Dutta, Forest-Ranger,
45. ,, S.C. Chakrabarty- Forest-Guard.
46. ,, S C. Saskar, Forester.
47. ,, S.C. Dey, Forest-Guard.
48. ,, S.K. Chakrabarty, Forester.
49. ,, K. Sutradhar, —do—
50. ,, N. Talapatra, —do—
51. ,, S, Deb Nath, Forest-Guard.
52. ,, M, Hussain, —do—
53. ,, S,C, Dey, —do—
54. ,, B,C, Dey, —do—
55. ,, S. Ali, —do—

Chief Forest Office,

56, Shri N,C, Deb Barma, Hd, Forest-Guard,
57. ,, S. Achatjee, Forest-Guard.
58. ,, A, Ahmed, —do—
59. ,, S,C, Barma, Forester,
60, ,, A, Goala, Forest-Guard.
61, ,, A,K, Chakrabarty, Forester.
62, ,, H, Ali Khadim, Forest-Guard,
63, ,, V. Tika, —do—
64, ,, S, Deb Barma, Driver,
65, ,, C, Roy, Hd, Clerk,
66. ,, G, Biswas, Forester,
67, ,, K, Chakraborty, ,,
68, ,, A,K, Biswas, ,,
69. ,, A,K. Ray, Forester.
70 ,, S,K, Dey, ,,
71, ,, M,K, Chakraborty, Forest-Guard
72, ,, G,C, Dey, ,,
73, ,, B,C, Deb Barma, Forester.
74, ,, S,K, Deb, ,,
75, ,, S. Choudhury ,,
76. ,, B, Deb Barma, ,,
77, ,, H, Deb Barma, ,,
78, ,, S,C, Laskar, ,,
79, ,, M, Ali, Forest-Guard,
80, ,, L, Paul, ,,
81, ,, A, Kuddus, ,,
82, ,, L, Meah, ,,
83, ,, K,R, Bhattacherjee, Forester,
84, ,, D,K, Deb Barma, ,,
85, ,, N,C, Deb Roy, ,,

		86, Shri AK, Chakraborty, Forester,,
		87, ,, K,B, Chakraborty, ,,
		88, ,, G, Acharjee, Forest-Guard,
		89, ,, M,C, Dey, Forester,
		90, ,, S,R, Chakraborty, H/C,
		91, ,, J, Dev Roy, H/C,
		92, ,, A,B, Bhattacharjee, Forester,
		93, ,, S, Dev, Forest-Guard,
6,	Education Depatment — —	94, ,, C,R, Sarker, Asstt, Teacher,
		95, ,, N, Chakraborty, ,,
		96, ,, S,B, Majunder, ,,
		97, ,, K,U, Azzam ,,
		98, ,, A, Razzak, ,,
		99, ,, L,H, Deb Nath, ,,
		100, ,, P,K, Burman, ,,
		101, ,, M,L, Roy, Asstt, Teacher
		102, ,, B,S, Bhattacherjee, Acctt,
		103, ,, S, Lodh Roy, S,E,W.
		104, ,, Md, B,U, Ahamed, Asstt, Teacher.
7,	Directorate of Industries —	105, ,, T,K, Das Gupta,
8,	Medical Department — —	106, ,, S,P, Choudhury,
		107, ,, G,C, Das,
9,	Agriculture Department — —	108, ,, R,C. Deb, V,L, Worker,
		109, ,, J, Chakraborty, F,W, Man,

10, Superintendent of Police's office 110 Shri A, Ali, T/185,

111, ,, S,R, Choudhury, S,I,
112, ,, S, Ali, T/ 151,
113. ,, O, Ali, T/572,
114, ,, A, Malek, C/322,

11, Appointment & Services Department 115, ,; A,K, Bhattacherjee, Addl, S, D, O.

116, ,, S,C, Bhatteherjee, P, Relation Officer,

12, Director of Fire Services, 117, ,, D, Singh,

* * * 118, ,, L, Mean, Forest-Guard,

Starement showing the names of both Gezetted and Non-gazetted employees involved in 104 cases disposed of in different Departments during 1965-66

Sl. No.	Names of Departments		Names of Officers with desigation.
1,	Statistical Deptt,	1,	Smit M, Choudhury, Investigator,
2.	Settlement Deptt,	2,	Shri D,C, Nath, A,S,O,
3,	Dist & Sessions Judge's Office,	3,	Shri J, Goswami, Sheristadar,
		4,	Shri B, Neogi,
4,	Jail Department,	5,	Shri M,K, Roy, Sub-Jailor,
5,	D,M'S Office	6,	Shri B, Deb, Surveyor,
		7,	,, G,C, Saha, Peon,
		8,	,, D, Rakshit, Sub-Treasurer,
		9,	,, D, Bardhan, Asstt, Tahasilder,
		10,	,, S, Meah, Peon,
		11,	,, M, Ahamed, Tahasildar,
		12,	,, S,C, Kar, Clerk,
		13,	,, B, Bhattacherjee, Suopervisor,
		14,	,, B,B, Laskar, Peon,
		15,	,, A,M, Choudhury, Asstt. Tehshilda
		16,	,, S,C, Sen, Tehasildar,
		17,	,, A, Rahaman, Peon
6,	C, F, ,O	18,	,, S,R, Bhattacherjee, Forester,
		19,	,, Alimuddin, Forest-Guard,
		20,	,, B, Sengupta, U,D,C,
		21,	,, K, Chakraborty, Forester,
		22,	,, L, meah, Forest Guard,
		23,	,, B, Deb Barma, Forester,
		24,	,, B,C, Deb Barma, F, Ranger,
		25,	,, R,C, Deb Barma, Forest Guard,

26, ,, S, Bhattacherjee, Supervisor,
27, ,, H,K, Ghosh, Forester,
28, ,, A,H, Bhuiya, Forest Guard,
29, ,, H, Sur, Forest Guard,
30, ,, A,K, Dey, —do
31, ,, B, Bhowmik, Forester,
32, ,. C, Meah, Forest Guard,
33, ,, B,B, Bhattacherjee, Forester
34, ,, B,C, Bhadra, L, D, C,
35, ,, S, Ali, Forest Guard,
36, ,, R, Nandy, H. F, G,
37, ,, K, Meah. Forest Guard,
38. ,, A, Tripura, Forest Guard,
39, ,, S,B, Acherjee, —do –
40, ,, S, Choudhury, Forester,
41, ,, G, Biswas, --do—
42, ,, S, Deb Barma, Driver.
43, ,, S,R, Acharjee, Forest Guard,
44. ,, G,C, Deb, —do—
45, ,, S, R, Bhattacherjee, Forester.
46, ,, A, Tripura, Forest Guard,
47, ,, R,N, Bhattacherjee, Forester,

7. Education Department,

48, ,, R,K, Dhar, Assitant Teacher,
49, ,, K, Basar, —do—
50, ,, G,C, Baul, S, E, W,
51, Md, A, Rahaman, Asst, Teacher,
52, ,, A,N, Meah, —do—
53, ,, A, Mazid, —do—
54, ,, J, Meah, —do—
55. Md, Mahossin Asst. Teacher,

	56, Shri A, Chakraborty, Sub-Inspector of Schools,
	57, Md, A,H, Meah, Asst, Teacher,
	58, ,, A, Mannaf, —do—
	59, ,, S,A, Thakur, —do—
	60, ,, R, Ahmed, —do—
	61, ,, A, Ali, —do—
	62, Shri A,G, Majumder, Asst, Teacher,
	63, ,, K, Bhattacherjee, Librarian,
	64, ,, R, Nag, S, E, O,
	65, ,, M,K, Paul, Asst, Teacher,
	66, ,, Md, S,H, Ali, —do—
	67, Shri S,C, Rudrapaul, Asstt, Teacher,
	68, Md, A, Mazid, Classical Teacher,
8, Medical Department,	69, Shri R,B, Chetri,
	70, Smti N, Sinha,
	71, Shri R,K, Ghosh,
	72, ,, S,C, Dutta,
9, P, W, Department,	73 Shri A,C, Dey,
	74, ,, M,K, Bhowmik,
10, Deptt, of Agriculture,	75, ,, A,R, Majumder, V, L, O,
	76, ,, R, Sinha, A,A,M,
	77, ,, R, Choudury, Compost Inspector,
11, S,P's Office,	78, ,, N, Das, T/68
	79, ,, P,M, Choudhury, C/462
	80, ,, H, Deb, Naik,
	81, ,, B, Deb Barma, C/1640
	82, ,, J, Deb Barma, S,I,
	83, ,, A, Kadir, C/T,393
	84, ,, A, Assam, C/T,119

85, ,, N, Deb, Driver,

86, ,, R, Nag, S,I,

87, ,, K,A, Narayan, A,S,I,

88, ,, B,B, Deb Barma, A,S,I,

89, ,, J, Purkayastha, H/C

90, ,, S, Debnath, C/90,

91, ,, R, Lala, C/343,

92, ,, A,C, Majumder, A,S,I,

93, ,, N,L, Kahar, T/502,

94, ,, C,N, Chatri, C/172,

95, ,, G, Dutta, S,I,

96, ,, M, Singh, R,O,

97, ,, Rabindra Som, Head Clerk,

98, ,, B, Deb, C/165,

99, ,, N, Das, C/169,

100, ,, M, Singh, C/210,

101, ,, B, Mukharjee, R, O,

12, Apptt, & Servicees, Deptt, 102, ,, B,K, Nandy, Asstt, Engineer,

13, Director of Fire Services, 103, ,, M, Deb Barma,

*** 104, ,, Diptimoy Bhardhan, Asstt, Tahasildcr,

Statement showing the names of both Gazetted and Non-gaztted Officers involved in 178 cases that remain pending in different departments at the end of 1965-66.

Sl. No.	Names of Deptt.		Names of Officers with designation.
1,	Rehabilitatiion Deptt,	1,	Shri P, C, Dutta,
		2.	B, S, Basant,
2,	Dist, Registrar's Office	3,	P, B, Biswas, Head Clerk,
		4,	K, K, Thakur, Record keeper,
		5,	M, K, Acherjee, Peon,
		6,	N, Sen, Clerk,
3,	Jail Department	7,	N, Burman, Sub-Jailor,
		8.	J, Laskar, Head Warder,
		9,	S, R, Chakraborty, Warder,
		10,	G, B, Thapa, Warder,
		11,	N, C, Paul, Warder,
		12,	N, G, Bhattacharjee, Warder,
		13,	G, M Singha, Sub-Jailor,
4,	D, M's Office	14,	S, K, Roy, Poddar,
		15,	L, M, Deb Nath, Sub-Treasurer,
		16.	J, C, Majumder, Poddar,
		17.	M, R, Chaudhury. Asst, Tehashildar,
		18,	R C, Deb, Peon,
		19,	M, R, Chakraborty, U,D,C,
		20,	S, C, Bhattacharjee, Tehasildar,
		21,	S, C, Chakraborty, Tehasildar,
		22,	M, Sarkar Asstt, Tehasldar,
		23,	A, Meah, Peon,
		24,	M, R, Roy, Asstt,-Tehasildar,
		25,	H, K, Deb Barma, Clerk,
		26,	S, C, Nag, U, D, Clerk,
5,	D, M's (Food Section)	27,	R, Bhattacharjee, Store-Guard,

Sl. No.	Name of Departments.	Names of officers with designation.
		28, Shri S, Mandac, Store-Guard,
		29, ,, M, M, Das, Store-Guard,
		30, ,, M, K, Bhattacharjee, Jr, Accountant,
		31, ,, K, K, Saha, Peon,
		32, ,, J, Marak, Store-Guard,
		33, ,, M, M, Laskar, Store-Guard,
		34, ,, S, Day, Store-Guard,
		35, ,, H, K, Deb Barma, Clerk,
		36, ,, G, C, Deb Nath, Store-Guard,
		37, ,, G, C, Dey, Store-Guard,
6.	Chief Forest Office	38. ,, N. R. Sen Gupta, Forester,
		39, ,, G, C, Singh, Forester,
		40, ,, B, Deb Barma, Forester,
		41, ,, S, Deb Nath, Forest-Guard,
		42. ,, M. C, Deb Barma, Forest-Guard.
		43. ,, K. C. Chakraborty. Forest-Guard.
		44, ,, S, Deb. Forester,
		45. ,, M. G. Dey, Forester,
		46. ,, B, C, Bhadra, L, D. Clerk,
		47 ,, P M Deb Barma Forest-Guard
		48 ,, M Hussain Forest-Guard
		49' ,, M' K' Ghosh' Forester'
		50' ,, G, C, Dey, Forest-Guard,
		51, ,, D, C, Dey, Forest Guard,
		52, ,, H, Acherjee. Forest Guard,
		53, ,, K, Chakraborty, Forester,
		54, ,, P, Dutta, Forest-Guard,
		55, M, Hussain, Forest-Guard,

Sl. No.	Name of Departments.		Name of officers with designation.
	Chief Forest Office	56,	Shri G, C, Lodh, Head Forest-Guard-
		57,	„ P, N, Ratha, Eorest-Guard
		58,	" P, Bhowmick, Forest-Guard'
		59'	" S' Deb' Forester
		60'	M' L' Chakraborty' Forester
		61.	J L, Dutta, Forest-Ranger,
		62,	B, K, Keang, Forest-Guard,
		63,	A, Rahim, Forest-Guard
		64,	D, C, Acharjee, Forest-Guard.
		65,	" Afsaraddin, Forest-Guard,
		66,	" B, M, Deb. Supervisor.
		67,	" S, Meah, Forest-GuarD.
		68,	" S, K. Banarjee Head Forest-Guard
		69,	" B, C, Chakraborty, Forest-Ranger,
		70,	" A, K, Chakraborty, Forester,
7,	Education Department	71,	" R. P, Dutta Borter,
		72,	S, B, Chakraborty, Head Master,
		73,	" A, C, Majumdar, Asstt, teacher,
		74,	" B, K, Bhattacharjee, Asstt, teacher,
		75,	" R, K, Sarma, Asstt teacher,
		76,	" N, G, Dev, Peon,
		77,	" K, M, Nath, Asstt Teacher,
		78,	" A, Ahamed, Asstt, Teacher,
		79,	" M, Ahamed, Asstt Teacher,
		80,	" A, Kuddus, Asstt teacher,
		81,	" Md, K, Mesh, Asstt teacher,
		82,	" R, Adhikari, Head Master,
		83,	" J, M, Dutta, Asstt teacher,

Sl, No,	Name of Departments,	Names of Officers with designation
		84, Shri D, D, Gupta, Head Master,
		85, " A, L, Sutradhar, Clerk-cum-cashiar
		86, " K, A, Hakim, Asstt Teacher,
8,	Animal Husbandry Department	87, ,, S. Majumdar, Vety, A, S,
		88, " G, C, Roy, U, D, Asstt,
9,	Directorate of Industries	89, " N, C, Sutrachar,
		90, " S, P, Chakraborty
		91, " D, Majumdar,
		92, " D, C, Bhowmik,
		93, " K, C, Deb Nath,
		94, " S, Dutta,
		95, " H, Majumder,
		96, " B, B, Dev,
10,	Medical Department	97, " R, M, Choudhury,
		98, " S, C, Dass,
		99, " A, C Acherjee,
11,	P, W Depertment	100, " B, M, Singh,
		101, " B, L, Chakrabarty,
		102, " K, K, Deb Barma,
		103, " P, Sen Gupta,
		104, " S, N, Ghosh,
		105, " A, B, Chakraborty,
		106, " R, K, Ghosh,
		107, " R, Saha,
		108, " S, K, Singh,
12,	Agriculture Department	109, " S, Deb Barma, Kamdar,
13,	Suerintendent of Police office	110, " N, K Barman, A,S,I,
		111, " M, B, Chetri, Naik,

Sl. No.	Name of Departments.	Names of officers with designation.
		112, Shri S, Banik, T/480,
		113, " G, Sabdakar, C/784,
		114, " J, Deb Barma, S,I,
		115, ,, S, R. Choudhury. S,I,
	Superitendent of Police's Office	116, Shri S,K, Mukherjee, S,I,
		117, ,, —do—
		118, —do—
		119. —do—
		120. —do—
		121, ,, P, Das, T/66
		122, ,, A, Halder, C/628,
		123, ,, J, Das, A.S.I,
		124. ,, N, Sarker, C/509,
		125, ,, B, Malakar, C/T,578.
		126, ,, R,M. Subba, C/47,
		127, . P. Barmma. C/T.88.
		128, ,, B.G. Bardhan. R/M.
		129. ,, K.R. Das gupta, S I.
		130. ,, N. Sarker, T/2.
		131. ,, A. Assam, T/119,
		132. ,, G.C. Das, T/414,
		133. ,, S. Sarker, T/275.
		134. ,, S. Majumder. C/180.
		135. ,, K. Rahman, C/247.
		136. ,, R. Deb Barma, T/275.
		137, ,, M, Deb Barma. C/158.
		138. ,, A,R, Sarker, R,O,
		139, ,, N,K, Singh, A.S,I,

Sl. No.	Names of Departments	Names of Officers with desigation.
		140, Shri B, Lal. T/701.
		141. ,, M,L, Singh, C/240,
		142, ,, B,B, Thapa, T/690,
		143, ,. P, Dutta, T/590,
		144 ,, F, Haque, C/339,
		145, ,, M, Das, C/T,583,
		146, ,, M, Deb, C/65,
		147, ,, B, Dutta, C/28,
		148, ,, A,B, Dey, C/233.
		149, .. A, Roy, C/72,
		150 ,, J, Roy. C/566,
		151, ,. R, Islam, S,I
		152, ,, M,S, Chakraborty, C/315,
		153. ,, P, Burman, C/T,88,
		154, ., Nazimullah, C/213,
		155, ,, A,L, Kar, C/S,I,
		156, ,, K,S,Lama, C/60,
		157, ,, J, Deb Barma, C/T,305.
		158, ,, N,L, Kahar, T/502,
		159' ,, A, Chakraborty, T/126
		160. ,, T, Sarker, L,D,C,
		161, ,, P, Singh, C/181,
		169 ,, R, Lala, C/343.
		163, ;, N,L, Kahar, T/502,
		164, ,, R, Kermakar, H/C,
		165, ,, N, Singh, H/C;
		166, ,, A,K, Debl T/348,
		167, ,; N, Deb, Driver,

Sl. No.	Names of Deptt.	Names of Officers with designation.
		168, Shri A, Assam, T/⊐9,
		169, ,, A, Kadir, T/393,
		170, ,, P,M, Choudhury, C/462,
	Superintendent of Police's offlce	171, Shri N,C, Deb, S,I,
		172, ,, H, Deb, Naik,
		173, ,, M, Sengupta, S,I,
14,	Appointment, & Services Deptt,	174, ,, J,K, Bhattacheriee, S'T'O'
		175, " A,T, Deb, Inspector, of Police.
		176, " S,C. Dec Barma, Sub,Regitrar.
		177, A,P, Roy, B,D,O,
		178, " N,C, Saha, S,T,O,
		179. " A,C, Bishi, Asstt, Ingineer,
		180, " A,G, Goutom, Inspector of Poliscees
15,	Director of Fire Services	181, " G, Singh, Negi,
16,	Secretariat Administration Deptt,	182, " B, Dev Gupta, Assistant,
		183' " R,C, Dutta, Peou'

-:ॐ:—:ॐ:-

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

APRIL 4, 1966.

The Assembly met in the Assembly Chamber, Agartala on Monday the 13th March, 1966 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, the Deputy Speaker, the Chief Minister, three Deputy Ministers and twenty Members.

Mr. Speaker :— I will take up the first item of the Agenda. Starred questons. **Shri Bulu Kuki.**

Shri Bulu Kuki :—Question No. 732

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 732.

Question	Answer
১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় শিক্ষিতের হার কত ?	১। ত্রিপুরায় শিক্ষিতের হার শতকরা ২০·২, ১৯৬১ ইং সনের আদম সুমারী অনুযায়ী।

QUESTION	ANSWER
২। শিক্ষিতের হার কমিতেছে না বাড়িতেছে ? বাড়িয়া থাকিলে বৎসরে কত পারসেণ্ট বাড়িতেছে ? মেয়ে পুরুষ পৃথক পৃথক দেখান।	২। শিক্ষিতের হার বাড়িতেছে। বৎসরে গড়ে শতকরা ·৪৭ হারে বাড়িতেছে। ত্রিপুরার লোক সংখ্যা ১৯৫১—৬১

মেয়ে

১৯৫১—৩, ২৯, ০৩৮

১৯৬১—৩, ০৬, ৬৬৯

৬, ৩৫, ৭০৭

পুরুষ

১৯৫১—৫, ৯১, ২৩৭

১৯৬১—৫, ৫০, ৭৬৮

মোট—১১, ৪২, ০০৫

ত্রিপুরায় শিক্ষিতের সংখ্যা ১৯৫১ ইং আদমসুমারী অনুযায়ী

পুরুষ—৭৬, ৪৫২

মেয়ে—২৩, ৬৩২

মোট—১, ০০, ০৮৪

১৯৬১ আদমসুমারী অনুযায়ী

পুরুষ—১, ৭৫, ০৬০

মেয়ে— ৫৬, ১২৮

মোট—২, ৩১, ১৮৮

QUESTION	ANSWER
৩। উপজাতীয়দের শিক্ষিতের হার কত ? মেয়ে পুরুষ পৃথক পৃথকভাবে দেখান।	৩। উপজাতীয়দের শিক্ষিতের হার শতকরা ১০। ১৯৫১ আদমসুমারী অনুযায়ী পুরুষ ১৭·৪। মেয়ে শিক্ষিতের পৃথক হিসাব পাওয়া যায় নাই।
৪। শতকরা কতজন ছেলে মেয়ে স্কুলে পড়িতেছে ?	৪। সকলের ক্ষেত্রে ৪৪ ৮। উপজাতীয়দের ক্ষেত্রে ২৬·৮।

Mr. Speaker :—Shri Promode Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Dasgupta— 783

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 783.

QUESTION	ANSWER
1. Whether it is a fact that accidents on road in Tripura are on the increase ;	No.
2. if so, the reasons therefore ;	Does not arise.

QUESTION	ANSWER
3. the step taken to prevent them ?	Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ১৯৬৫-৬৬ সালে নাম্বার অব অ্যাক্সিডেন্ট কত ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—Accidents on road in Tripura are being decreased as is evident from, in 1964—86, 1965—76 and 1966—18 upto date.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে যেসব অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেগুলি কি কি কারণে হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—অ্যাক্সিডেন্টের কজ অ্যাক্সিডেন্টই। অতএব কি কি কজে হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট ইজ দি মেন্ কজ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— আমি জানতে চেয়েছি এই অ্যাক্সিডেন্ট কি ডিউ টু নেগলিজেন্স অব ড্রাইভার, অথবা গাড়ীর ব্রেক ফেল্ করার দরুণ অথবা রাশ ড্রাইভিং-এর দরুণ অথবা রাস্তা ওয়াইড না থাকার দরুণ, কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :— অ্যাক্সিডেন্টের আরও কারণ থাকতে পারে। মেন কারণ হল যে ওভার স্টেয়ারিং অন দি মাইণ্ড। এটা হল মেন কজ। অতএব this arises for different causes. So this is psychological. So it will not be possible on my part to give this psychological explanation.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন পানিসাগরে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটাও কি ওভার স্টেয়ারিং অব দি মাইণ্ড কিনা ?

S. L. Singh :— It is not know to me. So I demand notice.

শ্রীআতিকুল ইসলাম ঃ— কনডেমড গাড়ীগুলিকে বেশী লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে বলেই কি অ্যাক্সিডেণ্ট বেশী হচ্ছে ?

Shri S. L. Singh :— It is not known to the Government.

শ্রী পি, আর দাশগুপ্ত ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে, প্রাইভেট গাড়ী কয়টা ইনভল্ভ এবং পাবলিক গাড়ী কয়টা ইনভল্ভ ?

শ্রী এস এল সিংহ ঃ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীমনছুর আলি ঃ— পানিসাগর বি, ডি, ও'র গাড়ী যে অ্যাক্সিডেণ্ট করেছে, সেই বি, ডি, ও, সাহেবের গাড়ীর ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ— ড্রাইভারের নিশ্চয়ই লাইসেন্স আছে।

শ্রী পি আর দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সব গাড়ী চালায়, সেইসব গাড়ীতে ড্রাইভারের প্রভিশান থাকা সত্বেও, সেই চালান সম্বন্ধে নিষেধ করবার কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে কিনা, এইসব অ্যাক্সিডেণ্ট এ্যাভয়েড করার জন্য ?

শ্রী এস এল সিংহ ঃ— নিষেধ আছে, সরকারী গাড়ী ড্রাইভার ছাড়া কেউ চালাতে পারবে না।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এই যে পানিসাগরে অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছিল, তখন বি, ডি ও, তার লাইসেন্স না থাকা সত্বেও গাড়ীটা চালিয়েছিলেন কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ :— ইট ইজ নট্ নোন্ টু আস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এখনও তিনি সেই গাড়ী চালাচ্ছেন কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ— ইট ইজ নট্ নোন্ টু আস।

শ্রীকমলজিৎ সিংহ— এইসব অ্যাক্সিডেণ্টের দরুণ কতজন লোক মারা গেছে ?

এস এল সিংহ— আই ডিম্যাণ্ড নোটীস।

শ্রী পি আর দাশগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এ্যাক্সিডেন্টের মূলতঃ কারণ এই যে সহরের মধ্যে ট্রাফিক বেশী এবং রাস্তার ওয়াইডেনিং কম, সেটাই মূলতঃ কারণ ?

শ্রী এস এল সিংহ— এখানে কতকগুলি জিনিষ আমি বলতে চাই— Driving tests are being taken strictly before issue of licence, thorough examinations of vehicle as to there fitness are carried out before allowing running on the public thoroughfares. Pemits of all transport vehicles of 1930 and earlier model have been cancelled. Fresh permits are being issued for operation in respect of vehicles which are latest model. Number of traffic signal posts on the roads has been placed from time to time. Whenever it is permitted by the P.W.D. to run the vehicles, then it runson that road.

Mr. Speaker— Shri Hemanta Deb.

Shri Hemanta Deb— 802.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 802.

QUESTION	REPLY
(ক) পশ্চিম বড় জলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য সরকার কত পরিমাণ জায়গা নিয়াছেন ?	প্রায় ৪৫০·৬৬ একর
(খ) ইহার জন্য জোত জমি হইতে কত সংখ্যক ব্যক্তি উচ্ছেদ হইবে ?	দশটি পরিবার
(গ) যাহারা উচ্ছেদ হইবে তাহাদের জন্য কি ব্যবস্থা হইবে ?	তাঁহারা নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাইবেন

Shri Hemanta Deb :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই জায়গার মধ্যে কোন জোত ভূমি নেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীবি, দাস—উত্তরে বলা হয়েছে যে ১০টি পরিবারের জোত জমি নেওয়া হয়েছে।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—এইসবগুলি কি ট্রাইবেল না অন্য সম্প্রদায়'এর লোকও আছে ?

শ্রীবি, দাস :—ট্রাইবেলও আছে, অন্যরাও আছে।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী বলতে পারেন কি, কত পরিবার ট্রাইবেল এবং কত পরিমাণ তাদের জমি ?

শ্রীবি, দাস ঃ—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, তাদের কি হারে দেওয়া হবে ?

শ্রীবি, দাস ঃ—নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হবে।

শ্রীকমলজিত সিংহ :—এই এরিয়ার মধ্যে কত জমি টীলা এবং কত জমি নাল ?

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার মধ্যে নাল, ছড়া এবং লুঙ্গা আছে। কতটা আছে, তার ডিটেইল আমার কাছে নাই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :— 838

Shri S. L. Singha :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 838

QUESTION	REPLY
(1) Is it a fact that one Shri Sudhir Choudhury. S/O Late Kamini Kr. Choudhury of Village Doulbari	

QUESTION	ANSWER
P. S. Sabroom along with a goat was kidnapped by some Pakistani robbers from Doulbari border on 25.2.66 ;	YES
(2) if so, what steps have been taken by the Government in this matter ?	The incident has been reported to the Government of India.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাকিস্তানের হাই কমিশনারের কাছে সেটা জানান হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমরা ডিরেক্ট করেসপণ্ডেন্স করিনা, We always inform the Government of India and it is Government of India's duty to inform them.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কবে, কোন তারিখে ইণ্ডিয়া গভার্ণমেণ্টের কাছে জানান হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সেই লোকটা সম্পর্কে কোন ষ্টেপ নিয়েছেন কিনা এবং কোন খবর করেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker— Shri Sunil Kr. Choudhury ;

Shri Sunil Kr. Choudhury—Question No. 851

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 851.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সাব্রুম বিভাগে সমস্ত সরকারী স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা হইয়াছে কিনা ?	হাঁ।
২) যদি না হইয়া থাকে তাহা হইলে কতটি স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই এবং ইহার কারণ কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মনু বঙ্কুল উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলে জলের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে সাব্রুম বিভাগের যতগুলি সরকারী স্কুল আছে, সবগুলির মধ্যেই পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মনু বঙ্কুল উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলে আছে কিনা, সেখানের ছাত্ররা জল খেতে পারে কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সবগুলি স্কুলে আছে, এই কথাই আমি বলছি।

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, যখন মুখ্যমন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন, তখন পানীয় জলের সুব্যবস্থা করার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন, আজ পর্য্যন্ত সেটা দেওয়া হয় নাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পানীয় জলের ব্যবস্থা আর পানীয় জলের সুব্যবস্থা এক নয়। সুব্যবস্থা মানে আমরা মনে করি সেই ফিল্টার ওয়াটার বাই দি মেশিনারিজ অব ওয়াটার ওয়ার্কস, সেটা আমরা পরে বিবেচনা করব।

শ্রীলুড়া আং মগ—রিংওয়েল অবিলম্বে দেবেন, একথা বলে এসেছেন, এটা সত্য কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—রিংওয়েল মানে পানীয় জলের সুব্যবস্থা, সেটা পরে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করতে রাজী আছেন কিনা যে এইসব স্কুলে জলের ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রাইমা ফেসী কেস্ প্রুভড হলে পরে—উই আর অলওয়েজ এ্যাগ্রিএবল টু এনকোয়ার ইট।

শ্রীলুড়া আং মগ—এই স্কুলে পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেই স্কুলে সেটা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পানীয় জলের ব্যবস্থা সেখানে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, এটা কি ছড়ার জল, না কুয়ার জল না রিংওয়েলে না টিউবয়েল, পানীয় জল বলতে তিনি কি মীন করছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—পানীয় জল সেখানে আছে।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সমস্ত স্কুলগুলিতে টিউবওয়েল বা রিংওয়েল আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker—Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—855.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 855.

প্রশ্ন—	উত্তর—
১। কমলপুর মহকুমায় কয়টি সমবায় সমিতিকে গুদামঘর নির্ম্মাণ করার জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে,	কমলপুর মহকুমায় চারিটি সমবায় সমিতিকে গুদামঘর নির্ম্মাণ করার জন্য ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্ন	উত্তর
২। বলিগাও সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি ইহাদের অন্যতম কিনা,	হ্যাঁ।
৩। বালিগাও সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি এই বাবদ কবে কত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে,	৬-৩-৬৩ইং তারিখে গুদামঘর নির্ম্মাণ করার জন্য উক্ত সমিতি ৭৫০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে।
৪। বালিগাও সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি সর্ত্তানুযায়ী গুদামঘর নির্ম্মাণ করিয়াছে কি ?	সমিতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত বণ্ডের সর্ত্তানুযায়ী গুদামঘর নির্ম্মানের কাজ আরম্ভ হয়, কিন্তু কার্য্যকরী কমিটির সভ্যগণের মধ্যে বিরোধের জন্য উহার নির্ম্মাণ কার্য্য স্থগিত রাখা হয় এবং সে জন্য সমিতি উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই। উক্ত বিষয় অবগত হইয়া রেজিষ্ট্রার মহোদয় স্বয়ং ঐ বিষয়ের আপোষ মীমাংসার জন্য হস্তক্ষেপ করেন এবং কার্য্যকরী কমিটির সভ্যগণ এরূপ আশ্বাস দেন যে এক বৎসরের মধ্যেই নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।
৫। এই সমিতি সর্ত্তানুযায়ী গুদামঘর নির্ম্মাণ না করিয়া থাকিলে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে কি ?	উপরে লিখিত প্রশ্নের (৪) নং অংশের জবাবে যাহা বলা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন বোধ হয় না।

Mr. Speaker—Shri Atiqul Islam and Shri Hemanta Deb braketed.

Shri Atiqul Islam— 585.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 585.

QUESTION	ANSWER
1) Total number of students applied for admission in class VI and IX in Govt. and non-Govt. schools ,	The information is under collection.
2) Total numbers of such students admitted ?	

Mr. Speaker—Shri Monoranjan Nath and Shri Atiqul Islam.

Shri Monoranjan Das— 610.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 610.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the pay scales of the untrained graduate, untrained matriculate and Intermediate teachers have been revised ;	Pay scales of untrained graduates & untrained Matriculate teacher not yet revised, but pay scales of Intermediate teachers i. e, under-graduate teachers have been revised.

QUESTION	ANSWER
2. If not, the reasons there of?	In the order of the Government of India, Ministry of Home Affairs sanctioning revised pay scales, the pay scales of untrained graduate and untrained Matriculate teachers were not included.

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আন-ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েটদের পে-স্কেল রিভিশনের জন্য কবে লিখা হয়েছে ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রী আতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আন-ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েটদের পে-স্কেল কয় রকম ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Ahgore Deb Barma—Question No. 694.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker Sir, Question No. 694.

QUESTION	ANSWER
1) Whether any advertisement was made for appointment of six Co-operative Supervisor in the last financial year ;	No ;

QUESTION	ANSWER
2) Whether there was any Tribal among the applicants ;	Yes
3) if so, whether any Tribal Candidate has got the appointment ;	Yes, one candidate got the appointment.
4) if not, the reasons therfore ?	Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে যারা যারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাদের নাম কি ?

শ্রীবি, দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিস।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— কতজন অ্যাপলিকেশন করেছিল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস :- দুইজনের নাম এসেছিল। তার মধ্যে একজন সিলেকটেড হয়েছে।

Mr. Speaker :—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki :—731

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred question No. 731.

QUESTION	REPLY
১। ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগে Non-matric teacher কতজন আছেন।	৫১৪ জন (সরকারী বিদ্যালয়ে ৪৬২ বে-সরকারী বিদ্যালয়ে ৫২)
২। ইহা কি সত্য যে, আজ পর্য্যন্ত উক্ত শিক্ষকগণের Pay Scale revise করা হয় নাই?	হাঁ।
৩। যদি না হইয়া থাকে কি কারণে revise করা হয় নাই এবং সরকার উক্ত শিক্ষকগণের Pay scale revise করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন কি না?	ভারত সরকার ১৯৬১ইং সন হইতে যে সমস্ত scale মঞ্জুর করিয়াছেন তাহা হইতে Non matric teachersদের Pay Scale বাদ পড়িয়াছিল। উক্ত শিক্ষকগণের Pay-Scale revise করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হইয়াছে এবং ত্রিপুরা সরকারের ফাইনান্স ডিপার্টমেণ্ট মারফত Non-matric Teachers এর Pay-scale revision এর ব্যাপার ভারত সরকারের গোচরে নেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ভারত সরকারের এই বিবেচনা করতে আর কতদিন লাগবে ?

শ্রীবি, দাস :—ভারত সরকার বিবেচনা করতে যতদিন সময় নেন, তত দিনই নেবেন।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— 779.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 779.

QUESTION	ANSWER
(a) Number of Co-operative Farming Societies in Tripura with names ;	3 Societies (1 collective Farming and 1 joint Farming Societies), The names of the Societies are as follows : — (i) Janakalyan Samudayik Krishi Unnayan Samabay Samity Ltd. (ii) Thakkarbapanagar Samudayik Krishi Unnayan Samabaya Samity Ltd. (iii) Noabadi Co-operative Joint Farming Society Ltd.
(b) nature of activities ?	The main objectives of the Farming Societies are to cultivate land by improved method for increased production either collectively or jointly.

শ্রী প্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, জনকল্যাণ সমবায় সমিতি কত সালে রেজিষ্ট্রেশান হয়েছিল ? থাক্করবাপানগর সমুদ্দক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

এবং নোয়াবাদি কো-অপারেটিভ জয়েণ্ট ফার্মিং সোসাইটি লিঃ, এই দুইটি কত সালে রেজিষ্ট্রেশান হয়েছিল এবং কত জমি তাদের জন্য এলট করা হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনকল্যাণ সমবায় সমিতি ২৯।৩।৫৮ তারিখে রেজিষ্ট্রে-শান হয়েছিল। থাকুরবাপানগর সমুদয়িক কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি ১১।৬।৬০ সালে এবং নোয়াবাদি কো-অপারেটিভ জয়েণ্ট ফার্মিং সোসাইটি লিঃ ৫।৯।৬২তে রেজিষ্ট্রেশান হয়েছিল। আর জনকল্যাণ সমবায় সমিতিকে জমি দেওয়া হয়েছিল ১৯৩০ একর, থাকুরবাপানগর সমবায় সমিতিকে জমি দেওয়া হয়েছিল ১৬৬ একর, নোয়াবাদি কো-আপারেটিভ সোসাইটিকে দেওয়া হয়েছিল ৩৪ একর।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে তাদের মধ্যে প্রত্যেক সোসাইটিতে কতজন করে মেম্বার আছে এবং জমি তাদের কি ইনডিভিজুয়েলি দেওয়া হয়েছিল না কালেকৃটিভলি দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—এই সমস্ত সোসাইটিকে কোন গ্র্যাণ্ট ইন এইড বা লোন দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং দেওয়া হয়ে থাকলে কত দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস—জনকল্যাণ সমিতি—

১) লোন এ্যাডভান্সড—৩৪৮০ টাকা

২) ১৬৬৯০ টাকা

তার মধ্যে রিপেড করেছে কিছু টাকা।

থাকুরবাপানগর সমবায় সমিতিকে লোন দেওয়া হয়েছিল ৫৬৬০ টাকা রিপেড—৫৬৬০ টাকা অর্থাৎ সবটাই রিপেড করেছে।

জনকল্যাণ সমবায় সমিতিকে এমনিতে লোন দেওয়া হয়েছে ৪০০০ টাকা আর গো-ডাউন কাম ক্যাটল সেড করার জন্য দেওয়া হয়েছে ৩৭৫০ টাকা।

শ্রী বি, দাস—গ্র্যাণ্ট ফর মেম্বার ডিউরিং ১৯৬২—৬৩ইং—৩০, ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই জমি কি পরিমাণ রিক্লেম করেছে এবং তার পার একর ইলড কত এবং সেলস প্রসীড কত ?

শ্রী বি, দাস :—জনকল্যাণ সমবায় সমিতি রিক্লেম করেছে ১৯৪ একর। থাক্ রবাপানগর সমবায় সমিতি রিক্লেম করেছে –১১০, নোয়াবাদি সমবায় সমিতি করেছে ১৬ একর।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় পার একর ইল্ড এবং সেল্স প্রসীড এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে নাই, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—এটা অডিট হয়েছে কিনা, আর যদি অডিট হয়ে থাকে তার প্রফিট এবং লস কত ?

শ্রী বি, দাস :—প্রফিট এবং লসের ডিটেল্স আমার কাছে এই মুহূর্ত্তে নাই, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, জনকল্যাণ সমিতির যে প্রেসিডেণ্ট তিনি কোন ডিফ্লকেশানে পড়েছিলেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের এটা জানা নাই।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—বর্ত্তমানে সেটার অবস্থা কি ?

শ্রী বি, দাস :—জনকল্যাণ কৃষি সমবায় সমিতি ছাড়া, অপর দুইটির অবস্থা ভালই।

শ্রী পি. আর, দাশগুপ্ত :—এইগুলি কি কালেকটিভলি করছে না ইনডিভিজুয়েলি করছে ?

শ্রী বি, দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জনকল্যাণ সমিতি কালেকটিভলি করছেন, জনকল্যাণ কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি: ১৯২ একর জমি কেবল সেখানে রিক্লেম করেছিলেন আর বাকীটা এখনও আন-রিক্লেম্ড অবস্থায় আছে।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইনডিভিজুয়েলি তাদের এলট করা হয়েছে না কালেকটিভলি তারা প্লাউ করছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— জয়েণ্ট ফার্মিং সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত আছেন। প্রত্যেক ল্যাণ্ড হোল্ডার্সরা কালেকটিভলি সেটা প্লাউ করে, এবং তার ডেভলাপমেণ্টও ঠিক সেই অনুসারে হয়। ডেভলাপমেণ্ট পার্পাসে সেই ইনডিভিজুয়েল ল্যাণ্ড হোল্ডার্সরা কালেকটিভলি প্লাউ করে থাকে।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত :—তার যে প্রডিউস সেগুলি কি প্রপোর্শানেটলি ভাগ করা হয় ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ— কালেকটিভলি যেটা করা হয় সেটা প্রপোর্শানেটলি ভাগ করে নেবে

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— ৮০৫

শ্রীবি, দাস ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৮০৫

QUESTION	REPLY
ক) ইহা কি সত্য যে, বোর্ডিং এর কোন ছাত্র স্কুলে দুই একদিন উপস্থিত না থাকিলে ঐ ছাত্রের খোরাকীর টাকার বিল হয় না?	বোর্ডিং'এ অনুপস্থিতিকালের জন্য বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড'এর টাকা কর্ত্তন করা হয়।
খ) বর্ত্তমানে ছাত্রদের কত টাকা হিসাবে দৈনিক খোরাকী ধার্য্য করা হয়?	বোর্ডিং'এ উপস্থিতিকালে মাথাপিছু- সহরে—১·২৫ দৈনিক সাবডিভিস্যানেল সহরের বাহিরে—১·০০ দৈনিক।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বোর্ডিং'এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সপ্তাহে কত দিন বোর্ডিং'এ আসেন?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রত্যেক দিনই সুনির্দিষ্ট ভাবে ছাত্রের রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব তার আছে অতএব প্রতিদিনই তিনি আসেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই রেটটা কোন্ ভিত্তিতে ঠিক করা হয়েছে?

শ্রীহেমন্ত দেব—এই নিয়ম করার উদ্দেশ্য কি ?

শ্রী বি, দাস—এইরকম নিয়মই আছে।

শ্রীহেমন্ত দেব—বৃষ্টি হলে, ২/৩ দিন স্কুলে ছাত্ররা যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে তাদের বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড কাটা হবে কেন ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কুলে দুই একদিন অনুপস্থিত থাকলে পরে এবং বোর্ডিংএ উপস্থিত থাকলে পরে তাদের ষ্টাইপেণ্ড কাটা হয়না।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খবর রাখেন কি স্কুলে না গেলে, বোর্ডিংএ থাকলেও তাদের ষ্টাইপেণ্ড কাটা যায় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—বোর্ডিং'এ উপস্থিত না থাকলে পরে তাদের খাদ্য দেওয়া হয় না।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি, এই ছাত্রদের মাসে খোরাকীর বিল কত টাকার করা হয় ?

শ্রী বি, দাস—দৈনিক হিসাব আমি বলে দিয়েছি যে সহরে ১·২৫ পয়সা এবং সহরের বাইরে ১·০০ টাকা। সেটার মাসিক হিসাব আপনারা বের করে নিতে পারেন।

শ্রীহেমন্ত দেব—ইহা কি সত্য এই নিয়ম করার ফলে কোন কোন মাসে ৪/৫টি করে কমপ্লেন আসে ?

শ্রী এস এল সিংহ—অনুপস্থিত থাকিয়াও যদি খাদ্য চায়, তাহলে সেখানে কমপ্লেন শুনা যাবে।

Shri M. L. Bhowmik The rates were fixed by the Govt. of India.

শ্রী আতিকুল ইসলাম—এই রেটটা বাড়াবার জন্য কোন প্রপোজ্যাল পাঠানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক—প্রপোজ্যাল পাঠানো হয়েছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— প্রপোজ্যালটা কত করে দেওয়া হয়েছে জানতে পারি কি ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— এখন জানানো সম্ভব নয়।

শ্রীলুড়া আং মগ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এক বৎসর ফেল করলে পরে উপজাতি ছেলেদিগকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এই কথা সত্যি কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—এই কোয়েশ্চানটা এখানে আসেনা। It is about rate of boarding stipend. Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam ঃ— 586.

Shri M. L. Bhowmik Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 586.

QUESTION	REPLY
1. What is the criterion to declare a Department as vacation department ;	A vacation Department is a department or part of a department to which regular vacations are allowed during which Govt. servants serving in the department are permitted to be absent from duty.
2. Whether the Education Department is declared as vacation Department ;	No.

QUESTION	ANSWER
3. If not, whether the teachers and other similar employees of the Education Department are entitled to get earned leave ?	Normally No.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি,যে ভ্যাকেশান ডিপার্টমেন্ট ডিক্লেয়ার করতে হলে একটা ডিপার্টমেন্টের কয়দিন ছুটি থাকতে হবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আছে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নির্দ্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—এখন যারা টিচার বা আদার সিমিলার এমপ্লয়িজ আছে তাদিগকে বন্ধের সময় বাড়ীতে আসতে দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি তারা অন ডিউটি থাকেন তাহলে তাদের আর্ন লিভ দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— 753.

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 753.

Question	Reply
১) গত আর্থিক বৎসরের (১৯৬৫—৬৬) মোট কত পরিমাণ সি, আই, সিট্স আমদানী করা হইয়াছে ? এবং ত্রিপুরার কোটা কত ছিল ?	৪০১ মেট্রিক টন আমদানী করা হইয়াছে। ৮২৫ মেট্রিক টন কোটা ছিল।
২) ঐ আমদানীকৃত সি, আই, সিটস্ এই পর্য্যন্ত কত জনকে বিলি করা হইয়াছে ? গ্রামাঞ্চলে কত ও শহরাঞ্চলে কত পরিমাণ মঞ্জুর করা হইয়াছে ? এবং উর্দ্ধে ও নিম্নে কত বাণ্ডেল করিয়া দেওয়া হয় ?	৩৭৪ জন লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে ৯৪০'৫ বাণ্ডেল। শহরাঞ্চলে ১,০৩৬ বাণ্ডেল। প্রতিষ্ঠানকে ৩ হইতে ৩০ বাণ্ডেল এবং একক ব্যক্তিকে ১ হইতে ১০ বাণ্ডেল পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।
৩) ইহা কি সত্য আমদানীকৃত সি, আই সিটস এর দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে ?	কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে
৪) যদি বাড়িয়া থাকে ইহার কারণ কি	উৎপাদক কারখানা হইতে মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার এবং শুল্ক বৃদ্ধি হেতু কিছু দর বাড়িয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার কোটা যা ছিল তার থেকে শুধু ৪০১ মেট্রিক টন পাওয়া গিয়েছে আর বাকীটা পাওয়া যায়নি কেন ?

শ্রী বি, দাস :— যারা প্রডিউসার এটা তাদের উপর নির্ভর করছে। তারা দিতে পারছে না।

শ্রীলুড়া আং মগ :—এই যে টিনগুলি বিলি করা হয়েছে, তার মধ্যে বিলোনীয়ার জোলাই-বাড়ীতে অগ্নিবিধ্বস্ত দোকানদারদের কোন টিন দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীলুড়া আং মগ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জোলাইবাড়ী বাজার গত ১৯৬৫ সালের ১লা মার্চ আগুনে পুড়ে যায় এবং এই সম্পর্কে আমি হাউসে মন্ত্রীমহোদয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তখন মন্ত্রীমহোদয় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে সেখানে টিন দেওয়া হবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেজন্য আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি যে তাদের দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন কি না ?

শ্রী বি, দাস :—প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকলে দেওয়া হবে। তবে দেওয়া হয়েছে কিনা সেটা এই মুহূর্ত্তে বলতে পারছিনা।

শ্রীলুড়া আং মগ—কোন দরখাস্ত এসেছে কিনা মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ?

শ্রী বি, দাস—এই মুহূর্ত্তে তা বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমাদের যে বাকী টিনগুলি, সেগুলি কবে পাওয়া যাবে ?

শ্রী বি, দাস—প্রডিউসাররা যখনি দেবে, তখনি পাব।

শ্রীলুড়া আং মগ—যেগুলি বিলি করা হয়েছে তার মধ্যে জোলাইবাড়ীতে এক বাণ্ডেল টিনও দোকানদারদের দেওয়া হয়নি এটা সত্যি কিনা ?

শ্রী বি, দাস—এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আমি নোটিশ ডিমাণ্ড করেছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ—আমাদের ত্রিপুরার জন্য যে কোটা সেটা কি গভর্ণমেণ্ট করে দেয়, না প্রডিউসাররা করে দেয় ?

শ্রী বি, দাস—এটা গভর্ণমেণ্ট করে দেয়।

Mr. Speaker—Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu Kuki—Question No. 755.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 755.

QUESTION	ANSWER
১) চম্পকনগর লোক শিক্ষালয় ছাত্রাবাসের ছাত্রদের জন্য টিফিন বাবত কোন অর্থ দেওয়া হয় কিনা ;	না।
২) দেওয়া হইলে কত করে দেওয়া হয় ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কি কারণে দেওয়া হয় না ?

শ্রী বি, দাস—ছাত্রাবাসে যে ছাত্ররা আছে তাদের মাথা পিছু দৈনিক ১ টাকা হারে সরকার হতে ভাতা দেওয়া হয়। টিফিন বাবতে কোন রকম অতিরিক্ত ভাতা দেওয়া হয় না।

শ্রীবুলু কুকি—১ টাকা করে ভাতা কি খাওয়া খরচ, না অন্যান্য কিছু ?

শ্রী বি, দাস—ভাতা বাবতে দেওয়া হয়।

শ্রীবুলু কুকী—অন্যান্য জায়গাতে যখন দেওয়া হয় তখন এই জায়গাতে কেন দেওয়া হয় না ?

শ্রী বি, দাস—সব জায়গাতে একই নিয়ম আছে

শ্রীলুড়া আং মগ—এই দুর্ম্মূল্যের দিনে এক টাকায় তাদের পক্ষে খরচ চালান সম্ভব কিনা ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম যে সেই সম্বন্ধে সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীবুলু কুকী—আগরতলায় ১·২৫ আর মফঃস্বলে ১ টাকা করা হয়েছে, কারণটা কি ?

শ্রী বি, দাস—এইটাই নিয়ম আছে।

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—774

Shri B. Das :—Hon'ble Speaker, Sir, Question No. 774

QUESTION	ANSWER
(1) The total quantity of paddy procured upto February, 66 from Tripura ;	Paddy — 2365 M. T. Rice — 144 M.T.
(2) Expected quantity of paddy and wheat to be imported from outside in 1966 and its value ?	No paddy is to be imported from outside. We require 30,000 M.T. of rice and 6,000 M. T. of wheat from Central Govt. stocks.

QUESTION	ANSWER
	VALUE
	Rice (common variety) Rs. 1,80,00,000/-
	Wheat Rs. 30,00,000/-
	Total Rs. 2,10,00,000/-

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন, কি যে কোয়াণ্টিটি প্রকিউর করা হয়েছে সেটা, যে কোয়াণ্টিটি প্রকিউর করা সম্ভবপর তার চেয়ে অনেক কম, এই কম প্রকিউর হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—প্রথমতঃ মূল্য নির্দ্ধারিত হয়েছিল ১৩ টাকা এবং সেটা স্যাংশন হয়ে আসতে দেরী হয়। তারপর আবার মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে লিখা হয় ১৫ টাকা করার জন্য। তারা সেটা ১৩ টাকা বার আনা করে দেয়। অতএব তার জন্য লেভী আর করা হয়নি। অতএব ভলাণ্টারী লেভীর উপর নির্ভর করে সেটা করা হচ্ছে। তারি ফলে সেটা কম হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে বিলোনিয়া জোলাইবাড়ী, কলসী প্রভৃতি অঞ্চলে ১৩ টাকার নীচে প্যাডি বিক্রি হচ্ছিল, সেখানে কেন প্রকিউর করা হয় নি ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :—আগেই বলা হয়েছে যে, যে মূল্য দেওয়া হয়েছে সেটা ভলাণ্টারী উইলের উপর নির্ভর করে করা হয়েছে। অতএব সর্ব্বক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিত এবং তারি জন্য ইউনিফরমিটি অনুসারে সেটা করা হয়েছে।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি,যে গভর্ণমেন্ট লেভেলে এখানে প্যাডি পার্চেজ করা হচ্ছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ভলান্টারিলি যদি কেউ দেয়, সবসময় আমরা কিনতে প্রস্তুত আছি।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, তৎকালে জুলাইবাড়ী এবং বিলোনিয়ার যে সব অঞ্চলে প্যাডির দাম ১০ টাকা ১২ টাকা মণ ছিল, সেইসব মার্কেট থেকে কেন পার্চেজ করা হল না ?

শ্রী এস এল সিংহ—পার্চেজ করা হয়েছে এবং তার জন্যই এই অবস্থা হয়েছে।

শ্রী পি, আর, দাশগুপ্ত—যদি পার্চেজ করা হয়ে থাকে, তাহলে পরিমাণ এত কম হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী এস এল সিংহ—জনসাধারণ যা দিয়েছে, তাই আমরা খরিদ করেছি

শ্রীআতিকুল ইসলাম—গভর্ণমেন্টের কি টার্গেট ছিল, এই বৎসর কত পরিমাণ ধান বা চাউল প্রকিউর করবেন ?

শ্রী এস এল সিংহ—টার্গেট ছিল ১৪ হাজার মেট্রিক টন অব প্যাডি, এক হাজার মেট্রিক টন অব রাইস। But the target has since been revised to procure 86,000 matric ton of paddy and 250 matric ton of rice.

শ্রী লুড়া আং মগ—এই ধান সংগ্রহ করার ব্যাপারে সরকার সিণ্ডিকেট এবং প্রাইভেট যারা ডিলার্স আছে তাদের খরিদ করার জন্য লাইসেন্স দেওয়ার যে নীতি নিয়েছেন, তার জন্য বেশী ধান পাওয়া যায় নাই, এটা সত্য কিনা ?

শ্রী এস এল সিংহ—এটা সত্য নহে। গভর্ণমেন্ট, কৃষকরা যারা ভলান্টারিলি দিয়েছেন,

তাদের কাছ থেকে খরিদ করেছেন এবং সেটাকে আনার জন্য টেণ্ডার দিয়েছিলেন,প্রাইভেট ডিলার্সরা।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯২

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৯২

QUESTION	ANSWER
1) Whether, Shri Bhupendra Maiumder was sent to Belonia and Sabroom to take measurement of shoes for the scouts ;	Yes. Shri Majumder was sent to Belonia only.
2) if so, on what basis he has been selected ?	Shri Majumder was entrusted with the duties of organising Scouting on Tripura. Shri Majumder is a trained Scouter.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, তিনি বর্ত্তমানে কোথায় আছেন, অর্থাৎ স্কুলে আছেন না এডুকেশান ডিরেক্টরেটে আছেন ?

শ্রী বি দাস—তিনি স্কাউটিং অর্গেনাইজ করছেন, কাজেই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যেই আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—উনার অফিস কোথায় বলতে পারেন কি ?

বি, দাস—তিনি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ঘুরে ঘুরে কাজ করছেন।

Mr. Speaker—The Starred Question of all the Members present are over. There are some Starred Questions given notice of by Shri Birchandra Deb Barma. Any member who is interested may ask question.

Shri Atiqul Islam— 723

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 723

QUESTION	REPLY
(1) Whether Ministry of Home Affairs, Government of India in its letter dated the 31st July, 1965 has communicated to the Government of Tripura that the President has been pleased to confer police ranks of S. I. to those Radio operators who were drawing their Pay at Rs. 101/- & above ;	No such letter received from the Government of India.
(2) If so, whether the revised pay scale of S. I. of Police has been given to them ;	Do not arise.
3) If not, the reasons there of.	

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—আমি যদি সেই লেটার হাউসে প্রডিউস করতে পারি তাহলে মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—প্রডিউস করুন, দেখা যাবে ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—করব ?

Mr. Speaker—There is no question of producing any document. The Hon'ble Members may ask the Hon'ble Ministers any question and have the reply.

Now there are two questions given notice of by Shri Sudhanwa Deb Barma. Any Hon'ble Member who is interested may ask the questions.

Shri Hemanta Deb :— 808

Shri M. L. Bhowmik :—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 808

QUESTION	ANSWER
a) Whether vacancies of some Class II Gazetted posts under the Education Directorate, Govt. of Tripura, viz. 13 (thirteen) Lecturers for M.B.B. College, Agartala, have been filled up ;	Out of the 14 posts of lecturers vacant at present in the M.B.B. College, 8 posts have been temporarily filled up subject to final selection for the posts through the U.P.S.C., and 6 posts remain still vecant.

QUESTION	ANSWER
b) how many candidates of the Union Territory of Tripura have been appointed ;	5
c) has any scheduled caste or scheduled tribe candidate been appointed in any post and if appointed the number of them respectively ?	No.

Mr. Speaker—There is another question by Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Hemanta Deb— 809

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 809

QUESTION	ANSWER
Whether the Primary School of Sutermora P. O. Lalsingmora, Sadar will be upgraded to Senior Basic School this year ?	Yes.

Mr. Speaker— There are three Starred Questions given notice of by

Shri Nripendra Chakraborty. Any Member, who is interested, may ask the Questions.

Shri Hemanta Deb— 434

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 434

QUESTION	ANSWER
1. Total number of families displaced in the border areas of Tripura due to Pak firing during 1964-65 ;	77 families were displaced in the border area of Tripura due to Pak firing during 1964-65.
2. number of representation received from these families seeking relief and other forms of financial assistance ;	Three joint representations were received from 59 affected persons for affording help.
3. whether any financial assistance has been given to them ;	No direct financial assistance was given to the affected families.
4. if so, the nature of that assistance.	Does not arise.

Mr. Speaker—The question hour is over. I would now pass into the next item. Calling Attention. There is one Calling Attention given notice of by Shri Atiqul Islam, M. L. A. on the 25th March, 1966 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day, the 4th April, 1966. I would now

call on the Hon'ble S. L. Singh, Minister in-charge of Food Department to make a statement on 'acute shortage of salt and resultant increase in price and steps taken by Government to meet the situation'.

(Replies to the Starred & Unstarred Questions are shown in Appendix 'A'&'B')

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, prior to implementation of a scheme for maintenance of a buffer stock on earmarked essential commodities such as salt, pulses, M. Oil, etc. all the above essential commodities had to be imported to Tripura through traders account and Civil Supplies Organisation was helping the local traders in the matter of securing sufficient number of wagons from the Railways.

There are only two surface routes through which salt is imported to Tripura, namely, Indo-Pak Route and All India Route. As the freight in the Indo-Pak Route was much less than that by All India Route, the entire requirement of salt was generally imported by Indo-Pak Route.

Consequent upon the Pak aggression in September, 1965 the salt booked on trade account was held up in Pakistan and the traders refrained from booking salt by All India Route also due to panic caused by the Indo-Pak conflict. At that time temporary shortage of salt occured in the Territory. To meet the situation the Government of India sanctioned a scheme for maintenance of buffer stock equivalent to two months requirement of salt, pulse, M. Oil on Government account and their distribution at reasonable prices. In accordance with that scheme salt was imported by the Department immediately and the position greatly improved. There is no shortage of salt now.

Apart from import on Government account, the traders are also freely importing salt now from Calcutta and Karimganj. The monthly requirment of salt for Tripura is 650 MT. The stock of salt in Tripura as on 19.3.1966 is 944 MT. of which 550 MT on Government account. This stock covers for 44 days requirement and takes into account the stock with wholesalers only.

Apart from the stock in hand for 44 days a few consignment of salt covering the requirement for another 33 days is in transit by rail for Tripura. Further

consignments are also on the process of booking. In such a situation there is no reason to presume that there is acute shortage of salt in Tripura at present.

Due to suspension of booking by Indo-Pak Route consequent upon the Pak aggression, salt had to be lifted by All India route, the transport charges including railway freight of which is much higher than the transport charges payble by Indo-Pak Route. As the landed cost of salt was higher, subsidy to the extent of Rs. 32/- per M. T. was allowed to keep the price at par with the price prevalent prior to Pak aggression.

The Government has also fixed the selling price of salt for different places in Tripura and no trader is allowed to sell salt in exceses of the selling price fixed by the Government. The prices have been circulated through local papers and notice boards. In view of the improvement in Indo-Pak relationship and the eagerness of traders to import salt and other food stuff in sufficient quantity on trade account the Government has decided discontinuing import of those commodities any further on Government account.

Mr. Speaker—Now I pass on to the next item. Government Business, Financial. Voting on Demands for Grants for 1966-67.

To-day on the List of Business 5 Demands viz. Demand Nos. 33 Forest, 29 Femine Relief, 22 Labour & Employment, 24 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) and 40 Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) are to be disposed of.

Members have received the list of Business along with the appendix showing Demands to be moved by the Chief Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move his Demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut

Motions. Thereafter, when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 24 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) and 40 Capital Outlay in Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial) together and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 33 Forest.

Shri S. L. Singh—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 44,76,000/-, [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st Day of March, 1967 in respect of Demand No. 33 Forest.

আমি এই বন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে হাউসের সামনে দেখাব যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বনানী এবং তার প্ল্যানটেশান এবং তার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ওয়ার্কস যা চলছে তা অতি সুন্দরভাবে ত্রিপুরাকে বনানী সম্ভারে পরিপূর্ণ করার এক নূতন প্রচেষ্টা স্বরূপ। অতএব এই প্রচেষ্টার ফলে আমরা গড়ে তুলতে যাচ্ছি এমন এক বনানী যেখানে আমাদের বনজাত সম্ভারই নয়, আমাদের নিজেদের প্রয়োজনই কেবল নয়, যাতে আমরা বিশেষভাবে এক্সপোর্ট করতে পারি ফরেণে, তারও ব্যবস্থা এই বনানীর মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার একটা নূতন প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে। সেজন্য আমরা যে অর্থ এখানে বরাদ্দ করেছি, ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকে উন্নত করে সুন্দর করার জন্য যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, আমি আশা করি সমস্ত মাননীয় সদস্যরাই এই ডিমাণ্ডটিকে একযোগে ভোট দিয়ে সার্থক করে তুলবেন।

Mr. Speaker—Against this demand there are 3 cut motions. All the three cut motions are by Shri Aghore Deb Barma. I would call on Shri Aghore Deb Barma to discuss on his cut motions that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on 'Mismanagement of Forest Department' and that the demand be

reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance 'to establish a separate organisation for rubber plantation'. His third cut motion was for discussion on re-demarcation of the area of Reserve Forest. But this House had a full-fledged discussion on this on a resolution moved by the Hon'ble Member, Shri Monchur Ali. So he may discuss upon the other two only.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩ ফরেষ্ট তার মধ্যে আমার তিনটি কাটমোশান আছে। আজকে এই কাটমোশান মুভ করতে যেয়ে, আমি অবশ্য একথা বাজেট ডিসকাশানের সময় বলেছি, বনবিভাগ আজকে অন্ততঃ আমি এই বিভাগকে জনউৎপীড়ন বিভাগ বলি, কারণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিভাগের মধ্যে কি রকম মিসমেনেজমেণ্ট চলছে তার সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা দিয়ে আমি এখানে প্রমাণ করতে চেষ্টা করব। কথা হচ্ছে মহাভারতের কথা অমৃত সমান, জনউৎপীড়ন বিভাগের কথা শুনে পুণ্যবান। আপনারা শুমুন।

জনউৎপীড়ন বিভাগের মধ্যে যে ভাবে কাজকর্ম্ম চলছে তার কয়েকটি ঘটনার কথা এখানে আমি উল্লেখ করব। রমেন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য নামে একজন গার্ড, তাকে ফরেষ্টার করা হয়েছে বাগমা এলাকাতে। প্রথমে সে ছিল গার্ড, তারপর তাকে ফরেষ্টার করা হয়। তারপর যখন নাকি বাগমা এলাকাতে প্রায় ৪০।৫০টি গাছ চুরি করে সে বিক্রী করে এবং ধরা পড়ে, তাকে তখন সাসপেণ্ড করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আবার তাকে গার্ড করা হয়। কিন্তু এক বছরের মধ্যে তাকে আবার ফরেষ্টার পদে উন্নীত করা হয়। এখন কথা হচ্ছে, যেহেতু তিনি অর্থাৎ রমেন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য সি, এফ, ও'র একজন আত্মীয়, কাজেই উনার বেলায় যদি তিনি অপরাধও করে থাকেন, রাতারাতি গার্ড থেকে তাকে ফরেষ্টার করা যায়। ঠিক তদ্রূপ আবার ফরেষ্টারও করা যায়, এই হল ব্যবস্থা। কিন্তু এ্যাট দি সেম টাইম আমরা যদি দেখি ঠিক এই রকম ঘটনায় অন্যদের বেলায়—যেমন নিরঞ্জন পাল, মধুসূদন মালাকার, তারা কিন্তু এই সমস্ত দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। তাদের বেলায় সোজাসুজি রুল ফাইভ এ্যাপ্লাই করা হল। কোন মায়ামমতা নাই, একদম তাদের চাকুরী শেষ করে দেওয়া হল। তারা চুরি করেছে কি না করেছে সেটা বলার বিষয় বস্তু নয়, কিন্তু তাদের বেলায় সোজাসুজি রুল ফাইভ প্রয়োগ করা হল। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে এই যে চাকমা ঘাটের ফরেষ্টার, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য (ভট্টাচার্য্য যখন বুঝতেই পারছেন কি ঘটনা) মার্কিং ব্যতীত ১১টি গাছ চুরি করে তা বিক্রী করল, তার হ্যামার সীজ করা হল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার, সে যেহেতু ভট্টাচার্য্য, তার বিরুদ্ধে অফিশ্যাল প্রসিডিংস পর্য্যন্ত করা হল না। এই হচ্ছে অবস্থা। গাছ চুরি করল, চুরি ধরা পড়ল, হ্যামার সীজ করা হল, কিন্তু ডিপার্টমেণ্টাল প্রসিডিংস পর্য্যন্ত ড্র করা হল না তার বিরুদ্ধে। আরেকটা কথা হল এই যে সে যদি নিরক্ষরও হয়

লেখাপড়া যদি কমও জানে, যদি ভট্টাচার্য বা চক্রবর্তী হয়, সি, এফ, ও'র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন হয়, তাহলে রাতারাতি সে গার্ড থেকে ফরেষ্টার হতে পারে। অন্যদিকে মেট্রিকুলেট গার্ড যদিও থাকে, সে যদি ব্রাহ্মণ না হয়, তবে তার প্রমোশান পাওয়ার কোন আশা-ভরসা সেখানে নাই। কেউ কেউ আছে, বহুদিন পর্যন্ত গার্ড-এর কাজ করেছেন, অনেক অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে, কিন্তু যেহেতু তারা ব্রাহ্মণ নয়, কাজেই প্রমোশান পাবে না। আর যদি সি, এফ ও'র আত্মীয়-স্বজন হয়, ভট্টাচার্য বা চক্রবর্তী, তাহলে নিরক্ষর হলেও গার্ড থেকে সে ফরেষ্টার রাতারাতি হতে পারে। নন-মেট্রিক সন্তোষ ব্যানার্জী, প্রবোধ চক্রবর্তী, উমেশ চক্রবর্তী, তারা গার্ড ছিল, যেহেতু ব্রাহ্মণ, তারা রাতারাতি ফরেষ্টার হয়। আর অন্যদিকে মেট্রিকুলেট গার্ড সুবোধ পাল, মতিলাল, এইভাবে অনেক আছে, আমি মাত্র দুইটি নাম এখানে উল্লেখ করলাম, তারা মেট্রিকুলেট গার্ড কিন্তু জীবনে প্রমোশান হচ্ছে না, এই হচ্ছে অবস্থা। আরেকটা কথা হচ্ছে সি, এফ, ও'র একজন শশী মোহন দেব নামে আর্দালী আছে, সেই শশীমোহন দেবের নামে গাছের পারমিট নেওয়া হয় এবং সেই গাছ দিয়ে রেগুলারলি বিজনেস চলে। শশীমোহন দেবের নামে গাছের পারমিট নেওয়া হয়, তারপর বাগমা বাজারে হরিভূষণ পালকে দিয়ে এই সমস্ত কাজগুলি করান হয়। তার বাগমা বাজারে একটা কাটা কাপড়ের দোকান আছে, সে একজন কাপড় ব্যবসায়ী। অনেক সময় ১১টি, ১২টি গামাইর গাছ নেওয়া হয়, এবং কোন্ কোন্ জায়গা থেকে এই সমস্ত গামাইর গাছ নেওয়া হয়, প্রয়োজন বোধে আমি তার প্রমাণ দিতে পারব। তারপর সেই সমস্ত গাছ দিয়ে ব্যবসা চলে, জোতের নাম করে পারমিশান নেওয়া হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে খাস টিলা থেকে এইগুলি নেওয়া হয়। এইভাবে বহু গাছ চিড়ান হচ্ছে। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, আপনারা কেউ যদি হরিভূষণ পালের দোকানের সামনে যান, দেখবেন সেখানে বহু টিম্বার পরে আছে, টুকরা টুকরা করে রাখা হয়েছে, এইগুলি সমস্ত বেনামী এবং এই-ভাবে সেখানে ব্যবসা চলছে। তারপর আরও আছে—যেমন চম্পকনগর-এর ফরেষ্টার শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্যীর বিরুদ্ধে এই সমস্ত মার্কেটিং-এর ব্যাপারে কতকগুলি গুরুত্বপুর্ণ অভিযোগ করেন। তার কোন বিচারত হলই না, উপরন্তু যে ফরেষ্টার এই সমস্ত অভিযোগ করলেন, তাকে হেস্তনেস্ত করা হল। অর্থাৎ পাঁচটার পারমিশান যেখানে আছে সেখানে নেওয়া হচ্ছে ১০টি গাছ। ৫টি গাছ অতি-রিক্ত নেওয়া হচ্ছে। এই ধরণের কতকগুলি অভিযোগ সে করেছিল। কিন্তু অভিযোগের কোন বিচারত হলইনা বরং যে অভিযোগ করল তাকে হেস্তনেস্ত করা হল। এই হল একটা ঘটনা। আরেকটা ঘটনা হল, প্রিয়কুমার ভট্টাচার্য, তিনি সি, এফ ও'র একজন আত্মীয়। তার বিরুদ্ধে এই রকম ধরণের অভিযোগ করা হল। সেইক্ষেত্রে ফরেষ্টার সম্পর্কে একই ব্যবস্থা, বিচার নাই উপরন্তু তাকে ধমক দেওয়া হল, এক্সপ্লানেশান কল করা হল। এই হল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে মিসমেনেজমেণ্টের ঘটনা।

ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অফিস মিসমেনেজমেণ্ট সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান ছিল—টু ভেষ্টিগেট দি স্পেসিফিক গ্রীভেন্স টু এষ্টাবলিশ এ সেপারেট অর্গানাইজেশান ফর রাবার ইনডাষ্ট্রী।

এই সম্পর্কে আমার একটা প্রশ্ন ছিল, তার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাবার প্ল্যানটেশানের জন্য এই পর্যন্ত আটজনকে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে। তার মধ্যে তিনজন রেঞ্জার অফিসার, চারজন ফরেষ্টার। আমার প্রশ্নে ছিল, যে সমস্ত জায়গায় রাবার প্ল্যানটেশান হচ্ছে, সেই সমস্ত জায়গাগুলির মধ্যে কেন সেই সমস্ত ট্রেণ্ড মানুষকে রাখা হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী তখন বললেন যে ত্রিপুরাতে যেখানে যেখানে রাবার প্ল্যানটেশান হচ্ছে সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে ট্রেণ্ড পার্সন আছে। অর্থাত: জায়গার তুলনায় ট্রেণ্ড পার্সোন্যাল এর সংখ্যা বেশী। না দেওয়ার তো কোন কারণই উঠে না, বরং উনারা বলেন যে সারপ্লাস। কিন্তু আমার স্পেসিফিক প্রশ্ন ছিল যে বাগমার কাছে ওয়ারংবাড়ী বীট অফিসের আণ্ডারে যে রাবার প্লান্টেশন হচ্ছে সেখানে কোন ট্রেণ্ড পার্সোন্যাল নাই। ফরেষ্টারও নাই, রেঞ্জার অফিসার তো নাই-ই। ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছে তাদের যে সমস্ত জায়গাতে রাবার প্লানটেশান হচ্ছে সেখানে দেওয়া হয় না, অন্যত্র তাদিগকে রাখা হয়েছে। এমনও শুনেছি যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে সার্ভে সেটেলমেন্ট নামে একটা ইউনিট আছে। সেখানে নাকি তাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। সেন্ট্রাল রাবার বোর্ড থেকে নাকি অবজেকশন দিয়ে বলা হয়েছিল যে রাবার প্লানটেশানটা তোমরা ফরেষ্ট প্ল্যানটেশান থেকে সেপারেট কর। এই সম্পর্কে সঠিক জানি না। তবে যারা নাকি রাবার প্ল্যানটেশানে ট্রেণ্ড তাদিগকে সেখানে না রাখার কতগুলি কারণ হল যে তারা অলরেডি ট্রেনিং নিয়ে এসেছে এবং তাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। তারা একটা সাজেশান দেন আর সি, এফ, ও, তাদের ঘাড়ে জোর করে আর একটা চাপিয়ে দিতে চান। এই সমস্ত গোলমাল নাকি ভিতরে চলছে। সি, এফ, ওর কথামত না হলে নাকি সেখানে রাখা হয় না। অন্যত্র তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়। রাবার প্ল্যানটেশান একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। কিন্তু এইভাবে যদি খামখেয়ালীর রাজত্ব চালানো হয় তা হলে আমাদের ফরেষ্ট প্ল্যানটেশনেই বলুন, বা রাবার প্ল্যানটেশনই বলুন, তার কোন ভবিষ্যত নাই। যারা ট্রেণ্ড তাদের যুক্তি হল যে পার একরে কমছ কম ৬ শত কে,জি, বা এইরকম পরিমাণের ম্যানিউর দিতে হবে। আর সি, এফ, ওর যুক্তি হল যে ২৫০ কে, জি দিলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ ২৫০ কে, জি দিতেই হবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে আজকে আমরা পয়সা খরচ করে তাদের ট্রেনিং দিয়ে আনব আর তাদের কোন পরামর্শ নেব না বা তাদের সেই কাজে ব্যবহার করব না আর এখানে যারা মান্ধাতার আমলের, অবশ্য আমি জানিনা আমাদের সি, এফ, ওর রাবার প্ল্যানটেশান সম্পর্কে কোন ট্রেনিং আছে কিনা, কিন্তু আমরা নূতন নূতন ভাবে যাদের ট্রেনিং দিয়ে এনেছি তাদের পরামর্শ গ্রহণ করব না এই একটা অবস্থার মধ্যে যদি আজকে আমাদের সমস্ত দায় দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়, তা হলে আমি বলব এই প্ল্যানটেশানগুলির কোন ভবিষ্যত নাই। আর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে

আমি কেন জন-উৎপীড়ন বিভাগ বলি, এই সম্পর্কে কিছুদিন আগে জাগরণ পত্রিকার একটা খবর আমি উল্লেখ করতে চাই। ১০ই মার্চ চীফ ফরেষ্ট অফিসার বলেছেন যে একটা বাঁশের মূল্য নাকি একটা জীবনের মূল্য অপেক্ষা বেশী। এইরকম কথা না কি তিনি বলেছেন। অর্থাৎ যে লোকটার মানুষের প্রতি কোন দরদবোধ নাই তার যে গাছের প্রতি কোন দরদ থাকতে পারে এটা কল্পনা করা যায়না। আজকে আমরা দেখি যে ফরেষ্ট প্ল্যাণ্টেশান বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি রাস্তা থেকে একটু ভিতরের দিকে যাই, যেমন আমার এলাকা চড়িলামের কথাই বলছি, সেখানে আমি অনেক সময় যাই, যখন ভিতরে ঢুকি তখন দেখি যে গাছ আর কিছুই পাওয়া যায় না। প্রায় সারা বছর জংগলই থাকে, পরিষ্কার করে না। কিন্তু বড় রাস্তার সামনে যে অংশটা সেটা খুব সুন্দর করে রাখা হয়, অর্থাৎ লোক দেখানো। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের যে ফরেষ্ট প্ল্যাণ্টেশান, রাবার প্ল্যাণ্টেশান, এটাকি আমরা লোক দেখানোর জন্যই করছি, নাকি আমরা মানুষের মংগলের জন্যই বন করতে চাই? সেটাই হল আমার প্রশ্ন। আজকে বড় রাস্তায় গাছ করে লোক দেখাতে হবে, আর এমনি একটা ভাব দেখাতে হবে যে একটা গাছের মূল্য একটা জীবনের মূল্যের চাইতেও বেশী। সুতরাং আজকে যেভাবে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চালানো হচ্ছে সেটা যদি বন্ধ করা না হয় তা হলে এই অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ বেশীদিন সহ্য করবে না। কারণ তাদের বাঁচতে হবে। রি-ডিমারকেশন সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়ে গিয়েছে। এই সম্পর্কে আমার একটা কাটমোশন আছে। আমি খুব বেশী বলতে চাই না। তবে আমার মূল বক্তব্যের মধ্যে আছে কতগুলি জায়গা যেমন এখানে·

Mr. Speaker—On one demand we cannot devote more than one hour. Three from this side and two from that. If one Hon'ble Member takes half an hour it is not possible to—

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা—আমি স্যার দেবর কমিশনের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করতে চাই।

Mr. Speaker—I would request the Hon'ble Member to conclude having some দরদ for the C. M.

শ্রীঅঘোর দেব বর্ম্মা—আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে আজকে যারা ট্রাইবেল, যারা জুমিয়া, এই জুলুমের ফলে তাদের জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাদের বাঁচার পথ রুদ্ধ হয়ে আসছে।

তাদের সমস্ত জীবিকার পথ যে শুধু বন্ধ হয়েছে তাই নয়, অমরপুর, সাব্রুম এবং সদর বিভাগের মধ্যেও অনেক এলাকাতে আমরা দেখি যে পুরানো বসতবাড়ীগুলিও পর্য্যন্ত রিজার্ভ বাউণ্ডারীর মধ্যে ধরা হয়েছে। কাজেই তাদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত বিচার বিবেচনা করে মানুষের বাঁচার সংগে সংগতি রেখে যদি আমরা বনগুলি সংরক্ষণ না করি, গায়ের জোরে যদি হিটলারী মেজাজে আমরা বন করি তাহলে সেই বন স্থায়ী হতে পারে না। যদিও হাউসের মধ্যে এই প্রস্তাবটা আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছি, তবু এটা যেন যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কার্য্যকরী করা হয় এই আশা আমি করব এবং এই আশা করেই আমার কাটমোশনগুলি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Shri Gopesh Ranjan Deb. I would request him to finish within the 10 minutes.

শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩ সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা যে কাটমোশন রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমরা জানি যে ত্রিপুরার বনসম্পদ এক সময়ে খুব সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু অপরিনামদর্শী ব্যবসায়ী এবং যারা যত্রতত্র জুম করছেন তাদের স্বেচ্ছাচারে বন অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। আবার নূতনভাবে তার জন্য স্কীম করে আজ ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট প্ল্যাণ্টেশান করছেন ত্রিপুরার বনসম্পদকে সমৃদ্ধ করার জন্য।

মাননীয় সদস্য বলেছেন তার বক্তৃতায় যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট'এ সি. এফ. ও. একজন ভট্টাচার্য্য। সুতরাং উনার আত্মীয় যে সমস্ত ভট্টাচার্য্য আছেন, তাদের প্রমোশন হচ্ছে, চাকুরী হচ্ছে। কিন্তু ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে যে ২৫০ জন গার্ড আছে, ৪০ জনের উপর ফরেষ্টার আছে, ১৪ জনের উপর রেঞ্জার আছে বা অন্যান্য যারা আছে তার মধ্যে সকলেই কি ভট্টাচার্য্য না ভট্টাচার্য্য ছাড়া আছেন, বা ভট্টাচার্যের সংখ্যাই বা কত? বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করে একটা বৈরী মনোভাব পোষণ করা কোন সদস্যের পক্ষে উচিত বলে আমি মনে করি না। এখানে আরও বলা হয়েছে যে কোন ভট্টাচার্য গার্ড থাকাকালীন গাছ চুরি হয়েছিল তবু তাকে ফরেষ্টার করা হয়েছে এবং আবার তাকে গার্ড করা হয়েছে এবং এক বৎসরের মধ্যে তাকে আবার সেই ফরেষ্টারের পদে উন্নীত করা হয়েছে। ঠিক একই অপরাধে ভট্টাচার্য যারা আছেন তারা নাকি সেইরকম প্রমোশান পাচ্ছেন না। তার স্পেসিফিক কেসগুলির মধ্যে কি তথ্য ছিল, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অবহিত কিনা এবং তার ভিতর অন্য কোন কারণ ছিল কিনা বা তারতম্য ছিল কিনা বা বিশেষ কোন কারণ ছিল কিনা, তার কোন ইংগিত তার বক্তৃতার মধ্যে তিনি দেন নাই। আমার মনে হয়, সেইগুলি বিশেষ বিবেচনা করেই, তিনি যাকে যে শাস্তি দেওয়া উচিত বা যাকে প্রমোশন দেওয়া উচিত সেইভাবেই

সেটা করেছেন। মাননীয় সদস্যের ভট্টাচার্য্যের উপর ক্ষোভ আছে এবং সেটা তার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

রাবার প্ল্যাণ্টেশানের কথা বলা হয়েছে যে রাবার প্ল্যাণ্টেশানে কেন আমরা ট্রেণ্ড ফরেষ্টার বা রেঞ্জারদের রাখিনা। রাবার প্ল্যাণ্টেশান ত্রিপুরাতে মাত্র ৫০ একর জমিতে হচ্ছে। সেই নির্দ্দিষ্ট সামান্য রাবার প্ল্যাণ্টেশানের জন্য একটি ফরেষ্টার বা রেঞ্জার সেখানে রাখা সমীচীন নয়। কাজেই এমন ভাবে তাদের রাখা হয়েছে, যেখানে তার দ্বারা রাবার প্ল্যাণ্টেশান'এর কাজও চলে আবার অন্য প্ল্যাণ্টেশানের কাজও চলে। আমাদের ত্রিপুরার দুইজন রেঞ্জার এবং ছয়জন ফরেষ্টার কেরলা থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে রাবার প্ল্যাণ্টেশান'এ, এবং সেখানে নূতনভাবে যে প্ল্যান হচ্ছে যে আমরা এখানে একটা কণ্টিনিউয়াস ওয়েতে রাবার প্ল্যাণ্টেশান করব, সেই স্কীম ইনপ্লীমেণ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাবার প্ল্যাণ্টেশানে নিযুক্ত করে তাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কাজ পাওয়া যাবেনা বলেই তাদের বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে এবং রাবার প্ল্যাণ্টেশানে না রেখে রাবার প্ল্যাণ্টেশান প্লাস অন্য কাজে তাদের রাখা হয়েছে।

রিজার্ভ ফরেষ্ট ডিমার্কেশান সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি বলব যে রিজার্ভ ফরেষ্ট ওয়েল ডিমার্কেটেড এবং সেই ডিমার্কেশানের যে আইন, অল ইণ্ডিয়া বেসিসে যে আইন আছে, সেই আইন অনুসারেই করা হয়েছে। প্রথমতঃ ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট একটা নোটিস জারি করেন কোন্ কোন্ এলাকায় তারা রিজার্ভ ফরেষ্ট করবেন, জমির পরিমাণ এবং তার একটা চৌহদ্দি দিয়ে তারা একটা বিজ্ঞাপন জারি করেন। তারপর ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হন। সেই এলাকা তিনি পরীক্ষা করে দেখেন যে সেখানে কোন জোত জমি আছে কিনা, তার কোন টাইটল আছে কিনা, সেখানে সেই ফরেষ্ট হলে পরে ভবিষ্যতে তার দ্বারা কি উন্নতি হতে পারে, তার একটা বিবরণ তিনি প্রকাশ করেন। সেই স্থানে যে ভাষা লিখিত আছে, সেই ভাষায়ই সেটা তিনি প্রকাশ করেন, সেখানকার জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং তখন স্থানীয় জনসাধারণ যদি অবজেক্সান দেন—

Mr. Speaker :—If the Hon'ble Member wants to discuss on the demarcation of the reserve forest, this discussion is not relevant here. We have had a full fledged discussion on it and the House adopted an unanimous resolution about this. So no discussion is allowed.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :— আজকে কাট মোশানের সমস্ত বক্তৃতায় দেখা গেছে

মাননীয় সদস্য সি, এফ, ও'র উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তার বক্তৃতার মধ্যে ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে কোন আলোচনা করেন নাই, কেবল সি, এফ, ও সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কাজেই এই কাটমোশানগুলি ডিপার্টমেণ্টের মিসমেনেজমেণ্টের জন্য সেকথাটিকে না বলেই আমি সেটা সমর্থন করতে পারি না।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীআতিকুল ইসলাম। ইউ আর টু ফিনিশ উইদইন ফাইভ মিনিটস।

শ্রীআতিকুল ইসলাম—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমি এখানে যা বলছি, I am not speaking against Mr. N. C. Bhattacharjee, but I am speaking against the C. F. O. এবং আমি জানি তিনি ত্রিপুরার মানুষ। তবুও আমাকে কিছু বলতে হচ্ছে কারণ আই এ্যাম বাউণ্ড, আমার না বলে উপায় নাই। তিনটি প্ল্যানে অনেক প্ল্যাণ্টেশান হয়েছে এবং প্ল্যাণ্টেশান কিরকম হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু কিছু বলেছেন। এটা সত্য কথা যে রাস্তার দুইধারে প্ল্যাণ্টেশান হয়েছে, ইহা ছাড়া ভিতরে যদি আমরা যাই, সেখানে প্ল্যাণ্টেশান আদৌ আছে কিনা সন্দেহ। কাগজ পত্রে যে ফিগার দেখান হয়, প্রকৃতপক্ষে সেই ফিগার ভিতরে গেলে পরে সেই ফিগার দেখতে পাবেননা। এই সম্পর্কে অঘোরবাবু বলেছেন। With the permission of the Speaker, এখানে পড়ে শুনাচ্ছি যে এ, জি, অন ১৮/৪/৬৫ 'এ— কি মন্তব্য করেছেন to the higher Authority of the C. F. O. সেখানে তিনি বলেছেন যে—"It is apparent from the above fact that the ratio of revenue to expenditure since 1961-62 is approximately 1 : 2 & though the proportion of expenditure has risen enormously under the plan Scheme, for improvement of Forest during the last three years, the rise in the revenue income is still meagre. Thus the situation requires for investigation as to whether the plan-scheme are being so implemented as to give the desired result in near future.

তিনটি প্ল্যানে যে আমাদের ইনকাম বাড়ছে না সেই সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং তিনি মনে করছেন যে আমাদের এই সবটা জিনিষের একটা এনকোয়েরী করা দরকার যে আমাদের প্ল্যান পিরিয়ড যেগুলি হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে হয়েছে কিনা তা দেখবার জন্য। কাজেই এখান থেকে একটা জিনিষ পরিষ্কার যে, আমাদের প্ল্যাণ্টেশান ঠিকমত হচ্ছে কিনা ?

(ইণ্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :—I would request the Hon'ble Minister to let the Hon'ble Member go on undisturbed.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—কাজেই এ,জি, থেকে কেন এইরকম মন্তব্য করা হল যে, ডিজায়ারড্ রেজাল্ট হচ্ছে কিনা সেটা এনকোয়ারী করার জন্য, সেটা আমি ভারতে সবাইকে অনুরোধ করব। আমি জানি যে আমাদের সি, এফ, ও, অত্যন্ত বুরোক্রেট এবং যার ফলে এম্পলয়ীজরা অত্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে, একথা আমার এই সেসানে আসার প্রথম দিন থেকে বলা সুরু করেছি এবং আজও বলছি এবং আমি বিশ্বাস করি, তিনি যদি এই এ্যাটিচুউড না বদলান, তাহলে ডিপার্টমেন্ট'এর ডেভলাপমেন্ট কখনও হবে না। এম্পলয়ীজ আর এম্পলয়ীজ, দে আর নট সার্ভেন্টস্ টু এনি বডি। কাজেই আমরা যদি এইটুকু মনে না করি যে তারা আমাদের কো-এমপ্লয়ীজ, তারা আমাদের সহকর্মী, তাহলে পরে কখনও আমরা কাউকে দিয়ে কাজ করাতে পারবোনা। যদি কেউ সি,এফ, ও'র অফিসের দিকে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন যে পাঁচটার পর ছটা কি সাড়ে ছটা পর্যন্ত এমপ্লয়ীজরা কাজ করছেন। আমি সেদিনও একথা বলেছিলাম যে তাদের ছয়টা পর্যন্ত খাটান হয়, কিন্তু তার জন্য কোন ওভার টাইম এলাউয়েন্স তাদের দেওয়া হয় না। আমি চ্যালেঞ্জ করেছি কিন্তু কেউ সে চ্যালেঞ্জ একেসেপ্ট করেনি। আমি জানি যে একদিন একজন এমপ্লয়ী সেখানে অফিসে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন। এত কাজের প্রেসার যে ভদ্রলোক অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার ডাকা হয়েছিল এবং ডাক্তার বলেছেন যে অফিসে অত্যন্ত খাটুনির জন্য তাকে অজ্ঞান হতে হয়েছে।

আমি জানিনা সি, এফ, ও, কি করে সার্ভিস ষ্টেম্প নিজের পার্পাসে ব্যবহার করেন এবং কি করে মাননীয় মন্ত্রী বললেন যে সেটা করা সম্ভব। সার্ভিস ষ্ট্যাম্প একজন অফিসার তার পার্সন্যাল পার্পাসে ব্যবহার করতে পারেন না। অথচ তিনি ব্যবহার করছেন আর মিনিষ্টার এখানে তার পক্ষ সমর্থন করে বলছেন সার্ভিস ষ্ট্যাম্প ব্যবহার করা চলে। কিন্তু তিনি জানেন না, সার্ভিস স্ট্যাম্প ব্যবহার করার অপরাধে দিল্লীতে বহু এমপ্লয়ীর এমন কি গেজেটেড এমপ্লয়ীরও চাকুরী গেছে। কিন্তু এখানে মিনিষ্টাররা ব্যবহার করা চলে বলে সাফাই গেয়েছেন, কিন্তু আইনের কোন ধারা বলে পারা যায় সেকথা তাঁরা বলেন না, সেটা যদি তারা দেখাতেন, তাহলে আমরা অত্যন্ত সুখী হতাম।

আমি জানি সি, এফ, ও'র অফিসে দুইজন আর্দালী আছে, ক্লাস ফোর এমপ্লয়ী। এই দুইজন আর্দালীর নাম যদি খোঁজা হয় এটেনডেন্স রেজিষ্টারে, সেখানে তাদের নাম পাওয়া যাবেনা। তিনি তাদের দিয়ে বাসায় কাজ করান ডোমেষ্টিক সার্ভেন্ট হিসাবে। তারা অফিসে এসে বেতন নিয়ে যান, অফিসের কাজে তাদের পাওয়া যায়না। কাগজপত্রগুলি যদি এখানে চাওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে সেই দুইজন অর্ডারলীর নাম সেখানে নাই। কাজেই এই যে গভর্ণমেন্ট এম্পলয়ীজকে পার্সন্যাল পার্পাসে ব্যবহার করা হয় ডোমেষ্টিক সার্ভেন্ট হিসাবে, সেটা কি করে যে গভর্ণমেন্ট এমকারেজ করেন, বা এ'লাউ করেন সেটা আমি বুঝি না।

আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই যে আমাদের একটা কথা আছে—Morning shows the day. আমরা একথা হামেশা বলে আসছি। আমাদের এই সি, এফ, ও সাহেব যখন সি, এফ, ও ছিলেন না, যখন ডি, এফ, ও ছিলেন তখন তার সম্পর্কে একটা মন্তব্য তৎকালীন কনসার্ভেটার অব ফরেষ্ট করে গেছেন। আমি শুধু মিঃ স্পীকার, স্যার তার কিছুটা অংশ এখানে পড়তে চাচ্ছি—

Mr. Speaker—Morning has gone long ago, after morning midday also has gone, afternoon has gone and evening also has gone.

Shri Atiqul Islam—কনসারভেটার অব ফরেষ্ট এস, কে, দত্ত সেখানে বলেছেন—on 28/5/57 T. E, "He has grown too big for his boots and is not a straight forward man. He should begin at a lower post not higher than the post of Supervisor. Unless he changes his ways and becomes amenable to descipline himself, he is not likely to be a good administrator and his training at Dehradun may be a waste of money."

কাজেই এই হচ্ছে তার চরিত্র, এবং তখন থেকেই তিনি তার চরিত্র বজায় রেখে আসছেন, এদিকে আমি এই হাউসে মিনিষ্টার কনসার্নের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যদি এইভাবে অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন ষ্টেপ নেওয়া না হয়, তাহলে সেই ডিপার্টমেণ্ট'এর এম্পলয়ীদের পক্ষে শান্তিতে কোনদিন কাজ করা সম্ভবপর হবে না। গভর্ণমেণ্ট এম্পলয়ীজ এসোসিয়েশান এই সম্পর্কে অনেক কমপ্লেন করেছে, কমপ্লেনের কোন অন্ত নাই। আমি জানিনা কেন সি, এম, তাকে প্রটেকশান দিচ্ছেন। সি, এম, প্রটেকশান দিচ্ছেন বলেই তার সাহস বাড়ছে এবং তিনি বলে বেড়াচ্ছেন যে বিধান সভায় যতই বলনা কেন, আমার কলম যেভাবে চলছে ঠিক সেইভাবেই চলবে। সি, এফ, ও একথা বলতে পারছেন এইজন্য যে He knows that C. M. is there, C. M. is giving him protection—এবং তিনি প্রকাশ্যে বলছেন যে তিনি অনেষ্ট। এই সমস্ত অফিসারদের যদি প্রটেকশান দেওয়া হয় এবং তাদের যদি আদর্শ অফিসার বলা হয় তাহলে তাদের ঔদ্ধত্য বাড়বে, বুরো-ক্রেসী বাড়বে, এমপ্লয়ীজরা তার থেকে কোন বেনিফিট পাবেনা।

মল্লুর কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে যে সি, এফ, ও, এর আমরা অপসারণ চাই। সাক্রমের কালীপদ বানার্জী ডেপুটেশান দিয়েছেন সি, এফ, ও, এর এগেন্‌ষ্টে। মল্লুতে কংগ্রেস কমিটি প্রস্তাব নিয়েছে যে সি, এফ, ও, এর আচরণ অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং আমরা তার অপসারণ চাই। সর্ব্বত্রই এটা হচ্ছে কেন? এম্প্লয়ীজ এবং পাবলিক সকলেই তার অপসারণ চায় কেন? এণ্টায়ার ঘটনাটাকে যদি মিনিষ্টারেরা সিরিয়াসলী চিন্তা করে না দেখেন তা হলে এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন কোন সময়েই হবে না।

Mr. Speaker—I would call on Shri Manidra Lal Bhowmik. Only 5 minutes.

Shri M. L. Bhowmik—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৩ এর উপর কাট মোশন এসেছে। আমি সব কয়টি কাট মোশনের বিরোধিতা করছি। মাননীয় সদস্য শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা তাঁর এক নম্বর কাট মোশনে বলেছেন মিস-ম্যানেজমেণ্ট ইন দি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট। সেকথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট হচ্ছে একটা জনউৎপীড়ন বিভাগ। আমি বলছি এটা জনকল্যাণ বিভাগ। কারণ ফরেষ্ট জনসাধারণের কল্যাণের জন্য এবং ফরেষ্ট হচ্ছে জনগণের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য। কাজেই বন মানুষের প্রয়োজন এবং এই জন্য বনের সৃষ্টি হচ্ছে। অবশ্য আমাদের গোড়ার দিকে ত্রিপুরা মূল্যবান বনসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল এবং কি করে কালক্রমে এই বনসম্পদ নষ্ট হয়েছে সেকথা আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীগোপেশরঞ্জন দেব মহাশয় বলেছেন।

Mr. Speaker :— One thing is that though the Hon'ble Member Shri Deb Barma has said that it was 'Jana Utpeeran', I think, he did not mean that. From his speech it was quiet clear that he meant to say that it was C.F.O.'s 'Utpeeran' i.e. his activities.

শ্রীমণীন্দ্রলাল ভৌমিক :— তাহলে জনউৎপীড়ক হচ্ছেন সি, এফ, ও, তিনি বলেছেন। কিন্তু তিনি কাট মোশনে বলেছেন মিস-ম্যানেজমেণ্ট ইন দি ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট। আমি বলছি এই ডিপাটমেণ্ট খুব এফিসিয়েণ্টলী ম্যানেজড হচ্ছে, যার ফলে ত্রিপুরায় বন সম্পদের প্রভূত উন্নিত সাধন হচ্ছে। আমি ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড ফিগার দিয়ে প্রমাণ করব যে—

Mr. Speaker :— Though his subject is mismanagement of the Forest Department but he has not said anything about mismanagement of the department but about certain steps taken by the C.F.O. from the beginning to the end.

শ্রীমণীন্দ্র লাল ভৌমিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে তিনি খুব স্বেচ্ছাচারী যার জন্য বন বিভাগের কর্ম্মচারীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এবং তিনি বলেছেন যে তার বিভাগে যারা ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যারা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্ত্তী, তারা কোন অপরাধ করলে তাদের রেহাই দেন এবং অপর যারা আছে তাদিগকে শাস্তি দেন। আমার মনে হয় এই যে উক্তি সেটা তিনি বিদ্বেষ প্রণোদিত হয়েই বলেছেন। কারণ কোন দায়িত্বশীল সরকারী কর্ম্মচারী তার গোষ্ঠীভুক্ত কর্ম্মচারীকে রেহাই দেবেন, আর যারা তার গোষ্ঠী বহির্ভূত তাদিগকে শাস্তি দেবেন এটা হতেই পারে না। যারা অন্যায় করবেন, যারা কাজে গাফিলতি করবেন, আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হয়ে থাকে।

তিনি বলেছেন যে রমেন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামে একজন গার্ড গাছ চুরির অভিযোগে সাসপেণ্ড হয়েছিল, তারপর পরে তাকে আবার রেস্টোর করে দেওয়া হয়। এখন যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উঠে তবে তার তদন্ত হয় এবং বিচার হয়। বিচারে যদি নির্দ্দোষ বলে সাব্যস্ত হয় তা হলে, কি করে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে সেটা আমি বুঝতে পারছি না। তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হলে, নিশ্চয়ই সে শাস্তি পাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ঘটনাগুলি তারা উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ডিপার্টমেন্ট্রাল এবং সেগুলি ডিপার্টমেন্টে এনকোয়ারী হয়েছে নিশ্চয়ই। তাদের অপরাধ প্রমাণিত হয় নি। কাজেই তাদের শাস্তি দেওয়া হয় নি।

মাননীয় সদস্য ইসলাম সাহেব বলেছেন যে কোন এক কালে আমাদের সি, এফ, ও, যখন ডি, এফ, ও, ছিলেন, তখন কোন এক কন্‌জারভেটর অব ফরেষ্ট তার সম্বন্ধে এই সমস্ত মন্তব্য করেছেন, যে অবজার্ভেশনগুলি রেখেছিলেন সেই অবজার্ভেশনগুলি আজ দেখা যায় সত্যি হয়েছে। এটা আমি স্বীকার করি না। কারণ একজন একটা অবজার্ভেশান এক সময়ে করতে পারেন। সেই অবজার্ভেশন যে সব সময়েই থাকবে, that his observation will continue for all time to come, এটা সত্যি হতে পারে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে এইযে কোন কর্ম্মচারী সম্পর্কে যদি কোন অফিসার কোন অবজার্ভেশন রাখেন সেই অবজার্ভেশন সবসময়েই থাকবে

That cannot stand. এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে আমাদের এ. জি. আসাম নাকি বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ফরেষ্টের কোন উন্নতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তিনি বলেছেন যে ফাষ্ট প্ল্যান, সেকেণ্ড প্ল্যান, থার্ড প্ল্যানে যেসমস্ত প্ল্যাণ্টেশান আমরা করেছি তার ফল এখনও হয়নি। এক্সপেণ্ডিচার বেশী হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলেছি যে প্ল্যান-গুলি একজিকিউট করতে গেলে টাকা খরচ করতেই হবে। কিন্তু প্ল্যাণ্টেশানের ফল রাতারাতি পাব এটা কথনও সম্ভব নয়। কারণ একটা চামলগাছ, একটা শাল গাছ, একটা গামাইর গাছ এইগুলির ৩ থেকে ১০ বৎসরের মধ্যেও আমরা ফল ভোগ করতে পারি না। কারণ এইগুলি মেচিউ রড হতে মিনিমাম অন্ততঃ ২৫ বছর লাগে। কাজেই এখন হচ্ছে ইনভেষ্টমেণ্ট (নয়েজ)। মাননীয় সদস্যরা বলছেন যে আমাদের প্ল্যাণ্টেশান হচ্ছে বাই দি রোড সাইড, দ্যাট ইজ নট দি ফ্যাক্ট। আমি ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড ফিগার দিয়ে বলব। হয়ত কোন কোন অঞ্চলে কোন কারণে এইরকম আছে। তবে এমনও গভীর অরণ্য আছে, ইন অ্যাক্সিসিবল অ্যারিয়া আছে, যেখানে আমাদের প্ল্যাণ্টে-শানের কাজ চলছে। (এ ভয়েস: শুধু টাকা খরচ হচ্ছে) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ল্যাণ্টেশান করতে হলে টাকা খরচ হবেই, এটা অ্যাডমিটেড ফ্যাক্ট। মাননীয় সদস্যরা বোধ হয় বিনা খরচে লাভ করতে চান এবং রাতারাতি তাঁরা গাছের ফল ভোগ করতে চান। সেটা কি করে সম্ভব আমি জানি না। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেছেন সে সমস্ত যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সমস্ত ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন আমি তার সবগুলির বিরোধিতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to wind up the debate. There is no time.

শ্রী এস, এল, সিংহ—জনোৎপীড়ন বিভাগ বলে বলা হয়েছে, তার কারণ হল রামচন্দ্র নারায়ণ গার্ড ছিল, তাকে ফরেষ্টার করা হয়েছে, চম্পাঘাটের ফরেষ্টার কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য, তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস ড্র করা হয়নি, ব্রাহ্মন না হলে সি, এফ, ও প্রমোশান দেন না, চক্রবর্ত্তী বা ভট্টাচার্য, নন-মেট্রিক হলেও প্রমোশান পায়, সি.এফ.ও'র অর্ডারলি শশীমোহন দে, হরিভুষণ পালের নামে জোতের নাম করে গাছ নেয়, চম্পকনগরের ফরেষ্টার আশালতা ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হেস্তনেস্ত হয়েছেন, এই সমস্ত কতগুলি অভিযোগ তারা করেছেন। প্রথম হল, রামচন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য গার্ড থেকে ফরেষ্টার হয়েছে, এটা স্বাভাবিক, সে যদি ভালভাবে কাজ করে, গার্ড থেকে ফরেষ্টার সে হতে পারেনা এই রকম কোন আইন এই পর্য্যন্ত এখানে হয় নাই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে যারা ভালভাবে কাজ করে সেখানে তারা মর্য্যাদা পান, গার্ড হলেও সেখানে তার মর্য্যাদা আছে। অতএব সি. এফ. ও সেই অনুসারে সেই মর্যাদা তাকে দিয়েছেন। তারপর বলা হয়েছে উনারা গাছ চুরি করেছেন। গাছ চুরি করেছেন এই রকম প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিচার হয়েছে কিনা এবং বিচারে সেটা প্রমাণ হয়েছে কিনা সেটা দেখা দরকার। এখানে তারা বলতে পারেন, কিন্তু তার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তি যদি হয়ে থাকে তাহলে তাকে চোর বলা চলে, তা না হলে তাকে চোর বলা আইনতঃ গর্হিত। কোন গার্ডকে প্রমোশান দেওয়া কোন দোষের নয়। হয়ত মাননীয় সদস্য'এর সেই গার্ডের সঙ্গে খুব বচসা হয়েছিল, অতএব তাকে ফরেষ্টার করায় তার গাত্রদাহ হয়েছে, এটা স্বাভাবিক, অতএব সেই দিক থেকে তিনি তা বলে থাকতে পারেন। চাম্পাঘাটের ফরেষ্টারের কথা বলা হয়েছে যে তার বিরুদ্ধে প্রসিডিংস পর্য্যন্ত ড্র করা হয় নাই। এখন উনি বল্লেই সেটা চুরি হবে না, কারণ প্রাইমা ফেসী কেস যদি প্রুভড না হয় তাহলে অফিসারের বিরুদ্ধে প্রসিডিংস করা চলেনা। অতএব তিনি যা করেছেন, ন্যায় সঙ্গত ভাবেই সেটা করেছেন।

ব্রাহ্মণ না হলে সি. এফ. ও'র কাছে কোন প্রমোশানের আশা নাই। তাহলে দেখা যায় এই এখানে যতলোক—ফরেষ্টার, রেঞ্জারস এবং স্পেশ্যালিষ্ট হয়েছেন, সবাই দেখা যায় ভট্টাচার্য্য এবং চক্রবর্ত্তী। এর দ্বারা তারা প্রমাণিত করতে চান যে ত্রিপুরা রাজ্যে ফরেষ্ট বিভাগে যত কর্ম্মচারী আছেন, সমস্ত ব্রাহ্মণ। অতএব তাদের প্রমাণ যে কত ভুল, কত অযৌক্তিক সেটা তাদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অতএব ভট্টাচার্য্য এবং চক্রবর্ত্তী যদি হয়, আর তারা যদি ভাল কাজ করে, আইনের এমন কোন ধারায় সে চক্রবর্ত্তী বা ভট্টাচার্য্য কাজ পাবে না বা প্রমোশান পাবে না। অতএব যদি কেউ ভাল কাজ করেন, কাজ পাবেন এবং তার প্রমোশান হতে বাধ্য। সেই অনুসারে, যোগ্যতা বলে যদি কেউ সেটা পেয়ে যায়, তাহলে দুঃখ করার কোন কারণ নাই। তারপর বলা হয়েছে সি.

এফ. ও দুইজন অর্ডারলিকে বাড়ীতে কাজ করান। এই বাজেট তাদের অনুধাবন করতে বলব। উনার যদি অনুধাবন করেন তাহলে দেখতে পাবেন যে অর্ডারলীর কোন পোষ্ট এখানে নাই। অতএব আমি বলব যে তাদের অহেতুক একজন সৎ কর্ম্মচারীকে গালি-গালাজ দিতে হবে, তার জন্য তারা তা দিচ্ছেন, কিন্তু বাজেটের মধ্যে অর্ডারলি বলে কোন জিনিষ নাই। অতএব আপনারা যে সমস্ত সাক্ষী প্রমাণের উপর সেটা দাঁড় করাতে চাচ্ছিলেন, তার পিছনে যে সমস্ত ফ্যাক্টস এবং যুক্তি দেখাতে চেয়েছিলেন, সেই ফ্যাক্টসগুলি বিকৃত করে ধরে তুলা হয়েছে হাউসের সামনে। তারপর বলা হয়েছে, চম্পকনগরের ফরেষ্টার শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য্যের নামে অভিযোগ করে হেস্তনেস্ত হয়েছে। সেই অভিযোগগুলি আমরা জানতে পারি নাই। এখন কথা হচ্ছে যে একজন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, যতদিন পর্য্যন্ত সেই অভিযোগের ফলে তার শাস্তি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাকে দোষী বলতে পারি না। হয়ত রাগের কারণ হতে পারে, অতএব সেই দিক দিয়ে চিন্তা করতে বলব। রাগের অনেক রকম সাইকলজিকেল ফ্যাক্টস থাকতে পারে, অতএব সেই কারণে যদি কেউ কোন লোককে হেস্তনেস্ত করে থাকে কোন ভাল মানুষকে, তাহলে অন্যায় করে হেস্তনেস্ত করেছেন। অতএব এই জায়গাতে এই সমস্ত ফ্যাক্টস দিয়ে যেটা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, আমি বলব তাদের যে যুক্তি সেটা একটা অযৌক্তিকতার উপর নির্ভর করে করা হয়েছে, যে সমস্ত ডাটা সামনে রেখেছেন, all the data are wrong data so their conclusion যে জন-উৎপীড়ন বিভাগ, এটা হল—wrong conclusion based on wrongs.

তারপর বলা হয়েছে রাবার প্ল্যান্টেশানের কথা, তাদের অবগতির বাসনায় নিবেদন করব যে একজন সিনিয়র রেঞ্জার, একজন রেঞ্জার এবং ফরেষ্টার ছয়জন আমরা ট্রেনিং দিয়ে এনেছি। মোট আটজন। এই আটজনকে যখন প্ল্যান্টেশানের কাজে ট্রেনিং দিয়ে এনেছি, তখন তাদেরকে ১৩০একর জায়গাতে বসিয়ে বসিয়ে রাখব, আর অন্য কাজে দিতে পারব না এইরকম কোন নিয়ম নাই। আমরা লোড অব ওয়ার্কস দেখব, দেখে এই লোকগুলোকে ট্রেনড আপ করে রেখেছি। আমাদের যখন ৪০০০ বা পাঁচ হাজার একরসে প্ল্যান্টেশান হবে তখন তাদের কাজে লাগান হবে। তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে এখানে খাওয়াবার যুক্তি যারা দেন, তারা সরকারী অর্থের অপচয় করার জন্য বাহাদুরি নিতে পারেন কিন্তু সদভাবে ব্যয় করার যে বাহাদুরী সেটা তারা নিতে পারবে না।

মিঃ স্পীকার—Hon'ble Minister should not point out with his finger.

শ্রীএস এল সিংহ—তারপর বলা হয়েছে প্ল্যান্টেশান-এর ভবিষ্যত অন্ধকার। তার কারণ কি, তার যুক্তি হল এই গার্ডকে প্রমোশান দেওয়া হয়, তারপর ত্রিপুরা রাজ্যে যারা ভাল কর্ম্মচারী তাদেরকে প্রমোশান দেওয়া হয়, তারপর হল প্ল্যান্টেশান, রাস্তার দুই ধারে করছেন। অতএব

সেইজন্য ভবিষ্যত অন্ধকার। আমরা তাদেরকে লক্ষ্য করতে বলব যে প্ল্যান্টেশান ফাষ্ট প্ল্যানে ছিল ১,৪৪৬ একর, সেকেণ্ড প্ল্যানে করা হয়েছে ৪,০৫২ একর, থার্ড প্ল্যানে করা হয়েছে ৩৪,৯৮২ একর, প্ল্যান পিরিয়ডের পূর্ব্বে ছিল ২০০ একর। এখন ২০০ একর থেকে ৩৪,৯৮২ একর করা হয়েছে। এটা হল ত্রিপুরাকে ভবিষ্যতে উন্নত থেকে উন্নতম অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা। অতএব তারা চান ২০০ একরের মধ্যে আমাদের বনটা থাকুক, এই চিন্তাধারা নিয়ে তারা এই বক্তব্য পেশ করেছেন। সেইজন্যই আমি তাদের সমস্তগুলি কাটমোশানের বিরোধিতা করছি এবং সুন্দর বনানী রূপায়ণের জন্য যে ব্যবস্থা করা হচ্ছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুসারে, দেশ ও জাতীয় উন্নতির জন্য তা করা হচ্ছে, সেইজন্য আমি হাউসের সামনে এই ডিমাণ্ড রাখছি, আশা করি ইউনেনিমাসলি সেটা সাপোর্ট করবেন।

Mr. Speaker—The discussion is over. I would put the Motion to Vote. First I put the Cut motion to vote.

The question is that the Demand be reduced to Rs. 100 to discuss on Mismanagement of Forest Department. .

As many as are of that opinion will please say Ayes

Voice—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voice—NOES.

Noes have it ; Noes have it. The Motion is lost. I would now put to vote the another Cut Motion by Shri Aghore Deb Barma.

The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance to establish a separate orgainsation for rubber plantation.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—AYES

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voice—NOES

Noes have it ; Noes have it.

Yes, I want that it would be distinctly distinguished.

Then I put to vote the 3rd Cut Motion by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Redemarcation of the area of Reserve Forest.

As many as are of that opinion will please say Ayes

Voice—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voice—NOES

Noes have it , Noes have it.

The motion is lost.

I would now put to vote the main motion.

The question is that a sum not exceeding Rs. 44,76,000 [inclusive of the sums specified in Column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on

Account) Bill 1966], be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 33-Forest.

As many as are of that opinion will please say Ayes.

Voice—AYES.

As many as are of contrary opinion will say Noes.

NO VOICE

Ayes have it ; Ayes have it.

The Motion is carried.

The House stands adjourned till 2 P.M.

(After recess)

Mr. Speaker—The Discussion on Demand for grants is to continue. I would call on Hon'ble Shri Sachindra Lal Singh to move his Demand for grant No. 29

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,33,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 29- Famine Relief. আমাদের এখানে এমন কতগুলো জায়গা আছে যখন flood হয় তখন জনসাধারণের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। এই কারণ

সেখানে জনসাধারণকে Relief দেওয়ার জন্য এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। আশা করি House এই Demand টিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—There is one Cut Motion against this Demand given notice of by Shri Bulu Kuki that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for gratutious relief. Shri Kuki has authorised Shri Hlura Aug Mag to discuss on his behalf so, I would call on Shri Hlura Aug Mag.

Shri Hlura Aug Mag—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Famine Relief খাতে এই যে ১,৩৩,০০০ টাকা রাখা হয়েছে, এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই করা উচিত ছিল। আমি জানি, গত বৎসরও এভাবে বাজেটে টাকা রাখা হয়েছিল, তা সত্বেও বৎসরের শেষে Supplementary grantএর মধ্যে অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা এই Houseএর অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। এই বৎসরে যে টাকা রাখা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আমি বলতে চাই যে তা আমাদের চাহিদার তুলনায় নগণ্য। কারণ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়াদের অবস্থা খুব কাহিল, এবং সমগ্র জুমিয়া অঞ্চলে এখনই crisis আরম্ভ হয়ে গেছে। সাব্রুম থেকে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত সমস্ত জুমিয়া এলাকা গিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে ঐ সমস্ত এলাকায় কিভাবে দুর্ভিক্ষের ছায়া এগিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে তাদের জমি জমা চাষ করে একটা ফসল তুলতে হবে, তাই তাদের বীজধান ও সরকারী ঋণ ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। অতএব এই দিকে চিন্তা করে, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এই বাজেট টা করা উচিৎ ছিল বলে আমি মনে করি। এই সময়ের মধ্যে নানা জায়গাতে আগুনে জনসাধারণের ধনসম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে—যেমন সাব্রুমেও এই রকম দু' তিনটী বাড়ী অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। একটা হল সাব্রুমের কাঁঠালছড়িতে রাজেন্দ্র বসাকের বাড়ী, সেখানে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার টাকা, সাব্রুমের মনু এলাকায় একজন পাহাড়িয়ার বাড়ী পুড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও জানা যায়নি। এ ছাড়াও ইতিমধ্যে আবার চেত্রী বাজারও আগুনে পুড়ে গিয়েছে। সরকার শুধু কয়েক সের চিড়া আর গুড় দিয়েই তাদের দায়িত্ব খালাস করে আসলেন। এই চেত্রী বাজার এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যে ক্ষয় ক্ষতি হয়ে গেল যার জন্য তাদের দুর্দ্দশার কোন অন্ত নেই, এই অবস্থায় তাদের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের টাকা পয়সা দেওয়া দরকার। কিন্তু সেই দিকে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়গণের দৃষ্টি একেবারে নাই বললেই চলে। কেননা কয়েক সের চিড়া গুড় দিয়েই খালাস। তারপর আর কোন সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহাশয়ের বিবৃতিতেই আমরা তার প্রমাণ পাই। আমি জানি, এই সব জায়গায়

আগুনে তাদের সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এমন কি পড়নের কাপড়টি ছাড়া আর কিছুই নেই। সেখানে মাত্র ১ সের চিড়া গুড় দিয়ে কিভাবে তাদেরকে বুঝ দিয়ে আসা সম্ভব, সেটা মুখ্য মন্ত্রীর বিবেকে কি করে বলে আমি বুঝতে পারি না। সুতরাং এই সব পরিবারদিগকে কাপড় চোপড়, রান্নার জিনিষপত্রাদি দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারে আমরা যা দেখি তাহা হতাশাব্যাঞ্জক। সেইদিকে নজর রাখার জন্য আমি অনুরোধ করব। কিছুদিন আগে মার্চ্চ মাসের ১০ তারিখ মঙ্গলবার আমাদের ডেপুটী মিনিষ্টার, আর, পি, চৌধুরীর বাড়ীর নিকটে ১৫ | ১৬টী পরিবারের ঘরদরজা আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। সেখানেও যে তারা সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন তাতে সরকার কয় টাকা ব্যয় করেছেন তা আমি জানিনা। এইদিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জুমিয়া অঞ্চলের তাদের রোজিরোজগার নাই বললেই চলে, সমস্ত দিকে তারা অনুন্নত। যা আছে তাও যদি আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে আর কি থাকে। সেখানে মাত্র ১৫ | ২০ টাকা সাহায্য দিয়ে ঐ সব পরিবারকে পুনর্গঠন করা যায় কি না তা ভেবে দেখবার জন্য আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব। এই ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য দ্রব্য কাপড় চোপড় ও অন্যান্য জিনিষপত্র দিয়ে তাদের রিলিফ দেওয়ার ব্যবস্থা করে আসতে পারলেই আমরা মনে করব যে সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু দুর্মূল্যের দিনে ১০।২০ টাকা সাহায্যে কিছুই আসে যায় না তাদের। তাই আমি অনুরোধ করব যে ঐ সমস্ত গরীব জুমিয়ারা যাতে চলতে পারে তার একটা ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমি মনে করি, এইভাবে প্রতিবছর যে ভাবে **famine relief** খাতে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তার কোন যৌক্তিকতা নেই। কেন না কোথায়ও ৪।৫টা বাড়ীঘর পুড়ে ছাঁই হয়ে গেলে সেখানে ১৫।২০ টাকা সাহায্য দেওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি নেই। বস্তুতঃ আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যে তাদের কি কি সুবিধা-অসুবিধা আছে, তাদের কি পাওয়া উচিত বা উচিত নয় ইত্যাদি। কাজেই এই বাজেটে যে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, তা বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অতি নগণ্য। যেহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে ত্রিপুরায় খাদ্য সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী এবং খাদ্য মজুতও খুব কম। সেই কারণেই আমি বলছি যে গত বছরে ত্রিপুরার জুমিয়ারা বেশীর ভাগ অঞ্চলে জুম চাষ করতে পারেনি এই কারণেই গত বছরেও তাদের নানাহ অসুবিধা face করতে হয়েছে, বোধ হয় এই বছরেও তাদের ভাগ্যে তাই ঘটবে। এইসব দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের ঐ সমস্ত অঞ্চলে test relief ইত্যাদির ব্যবস্থা করা দরকার, বিনা পয়সায় চাউল ইত্যাদির বিলিবণ্টনও করা দরকার। তাই আমাদের বাজেটে এই খাতে টাকার অঙ্ক আরও বাড়ানো দরকার। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on Shri Kamaljit Singh.

Shri Kamaljit Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এই হাউসে demand No. 29 Famine Relief সম্পর্কে যে বাজেট রেখেছেন, আমি তা সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষের সদস্য মাননীয় শ্রীবুলু কুকি মহাশয় যে cut motion রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। এখানে যে বিষয়ে discussion হচ্ছে, সেটা হচ্ছে famine relief এবং তার অর্থ হচ্ছে flood বা cyclone ইত্যাদির দ্বারা যারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাদেরকে সাময়িক ভাবে সাহায্য করাই এই famine relief এর উদ্দেশ্য। মাননীয় সদস্য বলেছেন যাদের ঘরবাড়ী পুড়ে গিয়েছে, তাদেরকে শুধু এক মোটো চিড়াগুড় দেওয়া হচ্ছে, তাদের আরো বেশী করে সাহায্য দেওয়া দরকার। কিন্তু আমার মনে হয় যে সকল লোক এই রকম ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তাদেরকে সাময়িক ভাবে যাতে তারা ভাল ভাবে চলতে পারেন এই উদ্দেশ্য নিয়েই তাদেরকে সাহায্য করা হচ্ছে। তদুপরি relief এর সে কাজটা আমরা সাধারণভাবে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিনা এই জন্য যে আমাদের দেশে famine হউক, মানুষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হউক, আমরা এটা চাই না। কিন্তু প্রকৃতির খেয়াল অনুসারে এটা হয়ে থাকে, এবং তা আমাদের face করতে হয়। তাই এই রকম অনিশ্চিত অবস্থায় আমরা token হিসাবে এই ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা famine relief খাতে রেখেছি। আর যদি প্রয়োজন হয় তবে আমরা পরে এই খাতে আরো টাকা বাড়িয়ে নিতে পারি। তাই আগের থেকেই আমাদের দেশে famine আসবেই, দুর্ভিক্ষ আসবেই আমাদের সেজন্য তৈরী থাকতে হবে, এই রকম মনোবৃত্তি যাতে আমাদের না হয়, মানুষ যেন এই রকম কল্পনা না করেন, তার জন্য মাননীয় সদস্যদিগকে আমি অনুরোধ করব। তাই আজকে যে ডিমাণ্ড এখানে রাখা হয়েছে, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়েই রেখেছেন, তাই আমি এটাকে সমর্থন করছি।

Mr Speaker—I would now call on Dr. B. Das.

Dr. Binode Behari Das—[Deputy Minister]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Demand No. 29—Famine Relief যে demandটি হাউসে এনেছেন তা আমি সমর্থন করছি, আর বিরোধীপক্ষ থেকে যে Cut Motion এসেছে যে inadequancy of provision for gratuitous relief তার আমি বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধীপক্ষের সদস্য এই Cut Motion এর পক্ষে যুক্তি রাখতে এসে যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রথম কথাই হল সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য যে টাকাটা রাখা হয়েছে সেটা বাস্তব নয়। এখন বাস্তব কোনটা সেটি যদি মাননীয় সদস্য হাউসের সামনে তুলে ধরতেন তাহলে আমরা শুনে খুব খুশী হতে পারতাম। এখন এ টাকা কেন রাখা হয় সেই গুড়ার কথাটা ভাবতে হবে। এবং এই যে বাজেটে টাকাটা রাখা হয়েছে, ১,৩৩,০০০টাকা সেটা token Provision. আগে থেকে কেউ বলতে

পারছি না যে natural calamity কি হবে বা না হবে। cyclone বা flood এগুলি আসবে কি আসবে না তা আগে থেকে বলতে পারছি না। কাজেই সেখানে একটা token Provision এ টাকা রাখা হয়েছে। আমরা সবাই আশা করি যে প্রয়োজন না হওয়াই উচিত, তবু যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বৎসরের শেষে supplementary Budget এ টাকাটা আনা হয়। কাজেই সেখানে কোথায় একটা মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল তা আমি বুঝতে পারছি না। এবং বাস্তব ক্ষেত্র কোথায় যে নেই সেটুকুত মাননীয় সদস্য তুলে ধরলেন না। বাস্তবের সঙ্গে কোনরূপ সংযোগ নেই কেবল এ কথা বলেই তিনি খালাস হয়ে গেলেন। কিন্তু কি করলে যে বাস্তব হত তা কিন্তু তিনি তুলে ধরলেন না। গঠনমূলক দিক থেকে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। কাজেই এ ধরণের কথা House এর সামনে বলা খুবই সহজ। জুমিয়াদের অবস্থা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কহিল, Fanine Relief এর জন্য যে টাকা রাখা হয়েছে তা fanine relief এর জন্য এবং সেটা কেন? Immediate crisis যে গুলি হবে সেগুলিকে যাতে আমরা কুলিয়ে নিতে পারি। সে দিকে আমাদের লক্ষ্য আছে এবং সেটা আমরা কিভাবে দিচ্ছি food, clothing, shelter যখন যেখানে যেটা দরকার হয় সেখানে সেটা দিয়ে যাচ্ছি। জুমিয়াদের অবস্থা আজকে কাহিল হয়ে গেছে, তারা চলতে পারছে না। এখনই সেখানে test relief এর দরকার, প্রয়োজন বোধে সেখানে test relief দেওয়া হবে এবং তা দেওয়া হয়ে থাকে এবং বরাবরই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য খাতেও আরও টাকা আছে, সেখানে যাদের যে রকম অসুবিধা হচ্ছে সেইভাবে দেওয়া হচ্ছে। কেবল যে test relief থেকে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন affective agriculturisls যারা তাদের জন্য আলাদা খাতে সেখানে টাকা ধরা আছে, মাননীয় সদস্য যদি বাজেটটা ভাল করে দেখতেন তাহলে বাজেটের ৪০৫ পৃষ্ঠায় demand No. 45 এ উনি দেখতে পেতেন যে সেখানে আমরা ১,৫০,০০০, টাকা ধরেছি affective agriculturists যারা তাদেরে loan দেওয়ার জন্য। কাজেই diffcrent খাতে different demandএ টাকা ধরা আছে। Famine Relief এর জন্য ৩৩০০০৲ টাকা ধরা আছে gratuitous relief দেওয়ার জন্য, আর ১,০০,০০০, টাকা রাখা হয়েছে test relief এর জন্য যাতে immidiate crisis কে আমরা কুলিয়ে নিতে পারি। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাকে যথাসময়ে আরো বাড়ানো যাবে। আগের থেকে যেহেতু আমরা কিছু বলতে পারছি না যে কতটা টাকা আমাদের লাগবে এবং মাননীয় সদস্য যা নাকি তুলে ধরতে পারেন নি, কেবল একটা সমালোচনাই করেছেন, গঠনমূলকদিকে. নয়, উনিও বলতে পারেন নি। কাজেই সে প্রশ্নটা এখানে আসে না। এই যে cut motion তার যে কি যৌক্তিকতা আছে তা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি cut motion এর বিরোধীতা করে মূল Demandএর উপর সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Chief Minister to give his reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এর সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা দেখিয়েছেন যে আগুনে পুড়লে কেবলমাত্র চাউল, চিড়া, গুড় দেওয়া হয়। আগুনে পুড়লে আমরা যা দেই, সেটা হলো চাউল, চিড়া, গুড়। সাধারণতঃ চাউল দিয়ে থাকি। যেখানে কাপড়ের প্রয়োজন সেখানে কাপড় এবং কম্বল দেওয়া হয়ে থাকে। শুধু তাই নয় তাদের ঘর দরজা তৈরীর জন্য Forest থেকে ছন, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি Free দেওয়া হয়ে থাকে। Cyclone, Flood ইত্যাদিতে গৃহাদি বিধ্বস্ত হলে পরে, এবং আগুনে পুড়লে পরে এগুলি আমরা দিয়ে থাকি। আর যে সমস্ত জায়গাতে খাদ্যাভাব দৃষ্ট হয়, মানুষের purchasing power থাকে না সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা test relief work করি। এবং সেই জায়গাতে প্রয়োজন হলে পরে gratuitous relief দেওয়া হয়ে থাকে in case of acute distress of the people. এক টাকা ছয় আনা যে রেট আমরা ধার্য্য করি তাতে দেখা যায় অধিকাংশ লোককে যদি আমরা contract work দেই তাহলে তখন সেখানে লোকেরা যায় এবং কাজ করে। অতএব সেই জায়গাতে লোক আসতেও চায় না। অতএব সেই সমস্ত কারণ দেখে যেখানে পাঁচ টাকা হয়তো asset থাকে সেই জায়গাতে ১ টাকা ছয় আনায় কোন সক্ষম লোক এসে কাজ করতে চায় না। অতএব আজকার দিনে যেখানে আমাদের ১৯ কোটি টাকার বাজেট এবং ৩ কোটি থেকে ৪ কোটি টাকা road work এ ব্যয়িত হয় সেই জায়গাতে টাকার অভাব কোন অর্থের অভাব কোনরূপে দৃষ্ট হয় না। যদি লোকে কাজ করে এবং লোকে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে তাদের মান উন্নয়ন করার জন্য। অতএব যে জায়গাতে ১ টাকা ৬ আনার জন্য লোকে আসে, কাজ না পেলে পরে সেই জায়গাতে কাজ পেলে আসবে কেন? অতএব সেখানে পর্য্যাপ্ত কাজ দেওয়া হয়েছে, অতএব সেই জায়গাতে সেই সমস্ত ভিত্তিকে অবলম্বন করে তারা তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে যাচ্ছে। যেমন Development Scheme এ-তে যে সমস্ত roads তৈরী করা হয় সেই সমস্ত জায়গাতে তাদেরকে contract দেওয়া হয় এবং তারা সেই অনুসারে সেই সমস্ত contractএ আত্মনিয়োগ করে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করে যাচ্ছে। অতএব তারা যে যুক্তি রেখেছেন সেটা শূন্যে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরাতে যত জুমিয়া আছে তারা test relief rate এ এক টাকা ৬ আনাতে কাজ করছে আর অন্যান্য যারা আছে তারাও সেই ১ টাকা ৬ আনার কাজে আসে। কোন সমর্থ লোক আসে না। যারা minor aged, তারা অন্য কোথাও কাজ না পেলে ঐ সমস্ত কাজে আসে। অতএব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে—এই অঙ্ককে রাখা হয়েছে gratuitous Relief এবং test

Relief এর কাজের জন্য। আর যখনই প্রয়োজন হবে, যদি cyclone, flood প্রভৃতির সৃষ্টি হয় তখন সরকার কখনো অর্থ ব্যয় করতে কারর্পণ্য করবেন না। আমাদের এতগুলো Development works আছে, তার সাথে সাথে ঐ ভাবে test relief এর কাজে লোক আসে তাহলে সেই জায়গাতে আমাদের অর্থ দিতে কোন রকমের অসুবিধা হবে না। কারণ 1963-64এ দেখা গেছে যে অর্থের বরাদ্দ যাহাই থাকুক তার মধ্যে আমরা দশ গুণ অর্থ সেখানে ব্যয় করেছি। ১৯৬৪-৬৫ সনেও ঠিক তাই। ১৯৬৫-৬৬ সনেও আমরা ১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ব্যয় করেছি। অতএব সেই জায়গাতে অর্থের দরকার হলে পরে আমরা সেই দিক দিয়ে কোন রকম কার্পণ্য করবনা। অতএব তাদের জীবিকা অর্জনের দিকদিয়ে সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা আমরা করব। অতএব Cut Motionএর বিরোধীতা করে আমি আমার Demand কে House এর সামনে রাখছি। আশাকরি House তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— The discussion is closed. I would now put the motions to vote. First I would put to vote the Cut Motion by Shri Bulu Kuki, that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for gratuitous relief.

As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voice—"AYES."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes."

Voice—"NOES."

"Noes" have it, "Noes" have it. The motion is lost.

I would now put the main motion to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 1,33,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1966], be granted to defary the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 29—Famine Relief. As many as are of that opinion will please say "Ayes."

Voice—"Ayes."

As many as are of contrary opinion will please say "Noes."

No VOICE.

"Ayes" have it, "Ayes" have it. The Motion is carried.

I would pass on to the next item—Demand for grant No. 22

I would call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move his Demand for grant No. 22—Labour & Employment.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,84,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967, in respect of Demand No. 22—Labour & Employment. এই যে Demand টি House এর সামনে রাখা হয়েছে, এখানের সমৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তারই জন্য এতে এই টাকাটা রাখা হয়েছে। আশা করি House সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই Demand টি গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :— Against this Demand there are two Cut Motions tabled by Shri Atiqul Islam, namely that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to introduce bonuses etc. to Tea Gardgen Employees and the second one to discuss on mismanagement in the Labour and Employment office Agartala. I would call on Shri Atiqul Islam to discuss.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে যে সমস্ত চা বাগান আছে তাতে তাদের যারা শ্রমিক তারাও All India Tea garden aggrementএ যে সমস্ত চুক্তি হয় তার সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু ঠিক সেই সুযোগ সুবিধাগুলি তারা পাচ্ছে না। Recently All India Tripartite Conferenceএ Agreement হয়েছিল যে যেসমস্ত চা বাগানগুলির ৩৫০ একর বা তার কম জমি তাদের শ্রমিকদের ২০ টাকা করে বোনাস দেওয়া হবে। আর যে সমস্ত চা বাগানগুলির ৩৫০ একর বা তার বেশী জমি আছে তারা ৪০ টাকা করে শ্রমিকদের বোনাস দেবে। বোনাস একটা legitimate claim of the workers. সেই

agreement এর মধ্যে এই কথাও বলা আছে যে Particular yearএ বা কোন yearএ profit হলো কি হলো না সেটা প্রশ্ন নয়। তাকে দিতেই হবে এই বোনাস। কিন্তু আমাদের চা বাগান-গুলিতে যে সমস্ত শ্রমিক আছে তাদেরে সেই বোনাসের বেনিফিট দেওয়া হয় না, কোন কোন বাগানে হয়ত বোনাস দেওয়া হতে পারে, তাও Fully দেওয়া হয়নি। কিন্তু অধিকাংশ বাগানে (Interuption) তারা যে বোনাস পাওয়ার কথা তা পাচ্ছে না। ফলে তাদের যে একটা legitimate claim তা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে যাচ্ছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের চা বাগানগুলির মধ্যে অনেকগুলি চা বাগান ইতিমধ্যে বন্ধ করে দিয়েছে। কেন বন্ধ করে দিয়েছে, সে কথা স্বতন্ত্র। তবে আমাদের এটা মনে রাখা দরকার যে চা বাগানগুলির মধ্যে বহু শ্রমিক কাজ করেছে এবং সেই চা বাগানের মালিকরা যদি তাদের ইচ্ছামত, খুশীমত বাগান বন্ধ করে দেয়, তাহলে আমরা একটা main Industry হারিয়ে ফেলব। এই সম্পর্কে আমি আগেও একবার বলেছিলাম যে চা বাগানের যে সমস্ত মালিক আছে তাদের ডেকে এনে একটা মিটিং করে কি ভাবে চা বাগানগুলির improve করা যায় বা কয়েকটা চা বাগান নিয়ে একটা group করা যায় কিনা বা অন্য কোন systemএ কয়েকটা চা বাগান নিয়ে একটা Farm করা যায় কিনা, আমাদের Government থেকে এ বিষয়টি আলোচনা করা উচিত। তা না হলে পরে চা বাগানের মালিকরা যে attitude নিয়েছেন, যে কোন ব্যাপারেই হউক তাতে ক্রমশ চা বাগানগুলি থাকবে না। ফলে আমাদের ত্রিপুরায় একটি main Industry নষ্ট হয়ে যাবে এবং বহু শ্রমিক তাদের চাকুরী হারাবে। ফলে unemployment Problemটা আরো বেড়ে যাবে। কাজেই Governmentএর এ বিষয়ে seriously চিন্তা করা দরকার। কেননা, আমরা Industy grow করার কথা বলছি, আর যেখানে একটা existing Industry নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আমরা কোন attention সেখানে দিচ্ছি না।

(Interuption)

Govt. ইচ্ছা করলে Nationalisationএর proposal পাঠাতে পারেন, অন্য কিছু করতে পারেন, Govt. should take up the matter seriously. As regards Labour & Employ-office, আমি সেদিনও বলেছি আমাদের এখানে যে আইনটা আছে সেই আইনটি অতি পুরাতন। অবশ্য তারা বলেছেন যে আমরা এই সম্পর্কে চিন্তা করছি। চিন্তার ফল কবে প্রসব করবে আমি জানিনা এবং আদৌ প্রসব করবে কিনা সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ তারা যা ভাবেন তা বলেন না, যা বলেন তা করেন না। এটা হচ্ছে ওদের নীতি। কাজেই তারা বলছেন যে তারা আইন করবেন, যদি করেন সেটা ভাল কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রশ্ন হচ্ছে যে শ্রমিকরা খুব suffer করছে, যে কোন সময় যে কোন শ্রমিককে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের কোন appointment letter দেওয়া হচ্ছে না, তাদের রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত কাজ করবার কথা, কিন্তু অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাদের দিয়ে কাজ করানো হয়। Complain করলে পরে খুব বেশী কিছু হয় না, অনেক ক্ষেত্রে inquiryও নাকি হয় না। তা ছাড়া আইনে একটা provision আছে যে কোন

দোকানই রাত্র ৯টার বেশী খোলা রাখতে পারবে না। কিন্তু আমি দেখছি, আমি যখন শহর থেকে ফিরি প্রায়শই রাত্র ৯টার পরেও অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দোকান খোলা থাকে। বৃহস্পতিবার বা সপ্তাহে যে কোন একদিন দোকান বন্ধ রাখার কথা. কিন্তু প্রায়ই দোকানেই সপ্তাহে একদিন বন্ধ রাখে না। বিশেষ করে যেগুলো মুদির দোকান তারা সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও হয়ত দোকানটার তিনটি দরজা আছে, তারমধ্যে ২টি বন্ধ রেখে, একটার একটা part খোলা রেখে ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। হয়ত Inspectorরা সেখানে গিয়ে ধরলেন, Case করা হল, তারপর তাদের ৫ টাকা কি ১০ টাকা জরিমানা করা হল, তাতে কি হয়, সারাদিন বিক্রি করে হয়ত ১০০ টাকা profit করল, দশ টাকা জরিমানায় তাদের কিছু যায় আসে না। এতে তাদের কোন লোকসান নাই, তাই তারা সেটা Care করছেন না। সেজন্য বলছিলাম, এটা লক্ষ্য করা দরকার। কাজেই এখানে দুটি জিনিষ হচ্ছে, একটা হচ্ছে তাদের ধরা হয় না, আর একটা হচ্ছে ধরার পরেও তারা পরোয়া করে না। কারণ তারা জানে বড় জোর ৫ টাকা বা ১০ টাকা জরিমানা হবে। আমাদের এখানে ভারতরক্ষা আইন আছে ঐটা কি এখানে লাগানো যায় না? ভারতরক্ষা আইন কি শুধু আমাদের জন্য? এটা কি কেবল opposition এর জন্য? যারা মুনাফা করে, আইন ভঙ্গ করে, তাদের বেলায় কি এটা প্রয়োগ করা যায় না? করা যায়, কিন্তু এটুকু আমরা জানি তারা মুখ্যমন্ত্রীর পোষ্যপুত্র। সেখান থেকে মুনাফা পাচ্ছেন, কাজেই তারা কিছু করেন না। যখনই কোন Black Marketeer সম্বন্ধে আমরা কথা বলছি, যখনই কোন অসৎ লোকের সম্পর্কে Complain করব তখনই মুখ্যমন্ত্রী আগলে পরে তাদের Protection দিচ্ছেন। এই সমস্ত ব্যাপারে যদি সব সময় Protection দেওয়া হয়, তাহলে Corruption বন্ধ করা যাবে না। শুনেছি sufficient number of Inspectors না থাকার ফলে নাকি ঐ Deptt. তার কাজ ঠিকমত দেখাশুনা করতে পারছেন না—আমি জানি না বাজেটে Provision থাকার পরেও কেন Inspector নেওয়া হয় না। কাজেই এই সমস্ত complain গুলি আমাদের দেখা দরকার। আমরা পর পর তিনটি বাজেট সেসন্ শেষ করেছি এবং প্রত্যেক বারই তারা একই জবাব দিয়ে আসছেন। কাজেই আপনারা যা বলছেন তাতে যদি বিন্দুমাত্রও আস্থা থাকে যে আমরা সমাজ তন্ত্রই করব, অনাহারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব না, তাহলে তাদের দেখা উচিৎ Labourerরা যাতে অন্ততঃ labour Act অনুযায়ী তাদের নায্য মজুরী পেতে পারে। তারা যদি ঠিকমত remuneration এর protection না পান তাহলে ঐ আইন থাকার কোন সার্থকতা নেই

Mr. Speaker—I would now call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে Demand for grant No. 22এর সমর্থনে আমি কয়েকটি কথা বলছি এবং যেসব ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে

সেগুলির আমি কি কারণে সমর্থন দিতে পারছি না তাহা বলছি। প্রথমতঃ হচ্ছে আমাদের যে Labour Depptt. আছে তার মধ্যে labourদের amenity-এর জন্য এবং যাতে তারা তাদের দাবীদাওয়া পায় তার জন্য যেসব Act-এর prvision আছে, যেমন factory Act, Industrial dispute Act, Plantation labour Act, minimum wage Act. এই সমস্ত Act. গুলো এখানে প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এবং সেই Act-এর মাধ্যমে সব দাবী এবং সুবিধা যাতে labourerরা পায়, শ্রমিকরা পায় তার জন্য দেখাও হচ্ছে এবং Trade Union Act. যেটা তারও প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। শ্রমিক এবং মালিকের, মধ্যে শ্রমিকের যে right, আপোষ করবার জন্যই Union। সমস্ত Union-ই registerd under Trade Union Act. এখন কতগুলো প্রশ্ন হচ্ছে bonus সম্বন্ধে। এ কথা ঠিক নয়, 1964-65-এর bouns এখনো settle হয়নি। এটা হচ্ছে 1962-63 এবং এটাও সত্যি কথা যে Tea garden Conference হয়েছিল দিল্লীতে। যেসব বাগান ৩৫০ একরের কম এবং তার plantation কম তার জন্য কুড়ি টাকা, এবং তদুর্দ্ধে ৪০ টাকা, সেটা হয়েছিল। এবং সেই অনুসারে ত্রিপুরায়ও সেটাকে implement করার জন্য labour office থেকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। কতগুলো বাগান সেই নিয়ম অনুযায়ী bonus দিয়েছে, কতগুগুলো বাগান তার 50% দিয়েছে, কতগুলো বাগান দেয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে বাস্তবটিকে সামনে না রেখে যেখানে ত্রিপুরায় আমরা জানতে পেরেছি ৫২টি garden-এর মধ্যে 34 gardens are uneconomic এবং তারপর অনেকগুলো বাগান এবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং তাদের থেকে Bi-partite করে, local bi-partite করে, ri-partite করে এবং সেই যে যুক্তি হয়েছিল তাকে কিছুটা revise করে কোন কোন বাগান, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষ অলোপ-আলোচনা এবং financial condition of that garden এগুলো Consideration-এ নিয়া অনেকে এগুলো revise করে কোন কোন বাগান ১০ টাকা accept করেছে, কোন কোন বাগান ২০ টাকা accept করেছে। তাই বোনাসে সম্পর্কে Labour Depart এর যা কর্ত্তব্য সেগুলো তারা করেছে। তবে upto mark এখনো Labour Office অনেক সময় করতে পারেনা। তার অনেকগুলো কারণ আছে। কারণ নানা প্রশ্ন এসে দেখা দেয়। কারণ Factory Act, এর মধ্যে যেসব সুখ সুবিধা চালু করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নির্দ্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও অনেক সময়ও করতে পারেনি। কারণ তাদের financial position permit করেনা। তাই আমি বলব, আমার মনে হয় যেখানে সারা ভারতে ৭টি কি ৮টি প্রদেশে factory Act, plantation Labour Act চালু করেছে। সবখানে করেওনি এখনও। এই অবস্থায় ত্রিপুরার মত একটি ছোট stateএ union Territory এ এটা চালু রেখেছে। সেই দিকদিয়ে আমি মনেকরি এই Cut Motion টা এখানে আনার কোন সার্থকতা নেই। আর minimum wage Act যেটা এখানে 75 (1) revised হয়েছে এবং সেটা যখন ১ টাকা, বা ১ টাকা দুআনা ছিল, আমি plantation of চা বাগান সম্বন্ধে বলছি। যেখানে ১ টাকা দু আনা ছিল তার থেকে ১ টাকা চার আনা, এখন আবার ৭ পয়সা বাড়ানো হয়েছে, অতএব সেইদিক দিয়ে minimum

wages এর effect ত্রিপুরার Labour officer দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এটা সত্যি কথা minimum wage যখন করা হয়েছে, তখন basic pay some wayতে price index in এবং cost of livingটা count করে minimum waygeটা revise করা হয়, যার জন্য Advisory Board এখানে আছে। সেই দিকদিয়ে সেই কাজগুলো চলছে। তবে চলার পথে একটা বিশেষ বাধা আছে ত্রিপুরার। সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার বাগানগুলির আর্থিক অবস্থা এবং ত্রিপুরার একমাত্র industry, tea plantation তার ৩৪টি বাগান আজকে যাওয়ার পথে। সেগুলোকে re-organise করে re-vitalise করার, দায়িত্ব কিভাবে নিতে হবে তা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব এই আইনগুলিকে কার্য্যকরী করতে হলে ত্রিপুরার বাগানের আর্থিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বাগানগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, যদি ২০ কুড়ি টাকা বোনাস দিতে হবে, ৪০ টাকা বোনাস দিতে হবে, দিল্লীতে সম্মেলনে যেটা স্থির হয়েছে recently যদি সেটাকে apply করা যায় তাহলে অনেক বাগান বন্ধ হয়ে যাবে এবং বহু labour unemployed হয়ে থাকবে, এই রকম নজীর আছে। যেমন সিমনছড়াতে ১২২টি labour unemplayed হয়ে পড়েছে। সেইদিকে বাস্তব দৃষ্টি রেখে আমাদের Labour office সেই সম্পর্কে revise করতেছে কিংবা কতগুলো flaxible wayতে এই সম্পর্কে দেখছে ত্রিপুরার বাগানগুলি যাতে আর্থিক উন্নতি করতে পারে। এই জন্য আমার মনে হয় বোনাসের ব্যাপারে যা করণীয় সেটা ত্রিপুরা Labour Deptt. করছে। একটা প্রশ্ন grant No. 22-এর মাধ্যমে এসেছে, তা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রাখব। সেটা হচ্ছে Labour Office সম্বন্ধে। ৫২টি বাগান যে কোন সময় lockout হতে পারে, যে কোন ধরণের disputs arise করলে labour Officer কে সেখানে যেতে হয়। কিন্তু আমি এটা অনুভব করেছি এবং দেখেছি যে গাড়ীর অভাবে labour officer ৭ দিন, ৮ দিন পরে বাগানে যান, কোথায় সিমনা, কোথায় ধর্ম্মনগর কোথার কৈলাসহর সারা ত্রিপুরায় চা বাগানগুলো বিস্তৃত হয়ে আছে। অতএব এত গাড়ী যখন Govt -এর আছে তখন labour officer-এর under-এ একটা গাড়ী রাখা দরকার। এই সম্বন্ধে কেউ যদি বিপক্ষে বলে তবে আমি বলব শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে তার কোন বাস্তব বোধ নেই। শ্রমিক যদি strike করে থাকে, বাগান যদি lock out হয়ে যায় তার যে কি দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয় সেই সময় immediate relief যদি তাকে না দেওয়া যায়— তাহলে শ্রমিকদের পরিবারের দুঃখ কষ্টের আর সীমা থাকে না। গাড়ী সেখানে necessity, এবং সেই necessity-র দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ রাখব সেই ব্যবস্থা করার জন্য। নতুবা খুব তাড়াতাড়ি শ্রমিকদের relief দেওয়া যায় না। অন্য সব ব্যাপারে আমি আমার বক্তব্য রেখেছি। তাই Cut Motion-কে সমর্থন না জানিয়ে Demand for grant No. 22কে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker—There is another Cut Motion by Sri Sudhanwa Deb Barma.

But he is absent from the House. I would now call on the Hon'ble Chief Minister to take part in the debate.

Shri S. L. Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের Demandকে সমালোচনা করতে গিয়ে যে Cut Motion রাখা হয়েছে to introduce bonuses etc. to tea garden employees, এবং mismanagement in the Labour & Employment Office, Agartala সম্বন্ধে যে Cut Motion রাখা হয়েছে সেই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য আতিকুল ইসলাম বলেছেন যে Chief Minister, সেখানে কর্ম্মচারীর কথা আসুক, businessmen এর কথা আসুক সেখানে দু'হাত দিয়ে আগলে ধরে Protection দিয়ে থাকেন। কারণ অন্যায়ের হাত থেকে সব সময় রক্ষা করবই, এবং তারজন্য সব সময় যে কোন ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হতেও রাজী থাকব। এখানে সমালোচনা করতে গিয়ে তারা বলেছেন failure to introduce bonus to the tea garden employees, এটা দেখাতে গিয়ে এবং দোকান সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে দোকান দুই পাট বন্ধ থাকে, এক পাট খোলা থাকে। আমার মনে হয় না যে অভিযোগকারীর নিজের কোন complain এই জায়গায় করেছেন এবং বিচার হয়নি। আমার তো মনে হয় না। এরকম যদি থাকে তাহলে মাননীয় সদস্যের বলা দরকার। কবে, কোথায় তিনি Labour Officeএ Complain করেছেন। এমন ধরণের কোন Complain তিনি করেন নি। বলতে হবে তাই বলেছেন। তারপর বলা হয়েছে বোনাস দেওয়া হয়েছে কিনা। সেটা আমরা দেখব। সেই সম্বন্ধে আমি বলব North East India Tea plantation Bonuses Act, 1965 এর বলে আমাদের have claim for extention of time limit as per provision for the payment of Bonus Act 1965. The matter is under consideration of this Govt. Govt এর চিন্তাতে এটা আছে এবং তারা অনেক জায়গাতে তারা বোনাস দিয়েছেন ; 1962, 63 as per North East India Tea plantation Bonus Act অনুসারে তারা তা দিয়েছেন এবং আর বাকীটা Govtএর considerationএ আছে। কারণ wages Act অনুসারে, bonus Act অনুসারে তারা তা pray করেছেন। অতএব সেই Policy Govtএর considerationএ আছে। সেই জায়গায় বলতে গিয়ে বলেছেন এই চিন্তা করে ফলপ্রসু হবে। সুচিন্তা সব সময় সুফল প্রসব করে, আর কুচিন্তা সব সময় কুফল প্রসব করে। আর একটি চিন্তা আছে বন্ধ্যা চিন্তা, তারা যদি সেই বন্ধ্যা চিন্তা নিয়ে থাকে তাহলে সেই বন্ধ্যা চিন্তায়, কিন্তু Govt. যেটা চিন্তা করে সুচিন্তা করে। অতএব সেই চিন্তা অনুসারে সেই ফল প্রসব করে, সেই ফল মাননীয় সদস্য থেকে আরম্ভ করে আমরা সকলে ভোগ করে থাকি। অতএব মাননীয় সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে উলু বনে মুক্তা ছড়ানো হচ্ছে। তার পক্ষে বিধানসভা উলুবন হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি এটা হল আমাদের বিধানসভা, এর মধ্যে আমরা আমাদের ত্রিপুরার যাবতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি, এই জায়গা থেকে ফলপ্রসু

পাশ আমরা বাজেট করে নিয়ে যাই। তবে সেই বাজেট তাদের কাছে কিছুই না। তাদের কাছে বাজেট হল সেটা অবাস্তব কল্পনা নিয়ে কতগুলো কথা বলা। অতএব আমরা সুচিন্তা করি এবং তা ফলপ্রসু হয়। এই বাজেট ১৯ কোটি টাকা ফল প্রসব করার, সেই ফল এখানে দেব, মাননীয় সদস্যরাও তার ভোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। এবং সেই ফল ওনরা পাবেন। অতএব এটা উলুবন নয়। এটা ফল প্রসবনী একটা বৃহৎ বৃক্ষ আমরা এখানে রোপন করেছি। তার থেকে যে ফল বের হবে তাহা মাননীয় সদস্যরাও ভোগ করবেন। অতএব সেইদিক দিয়ে আমি বলব যে হ্যাঁ, বন্ধ্যা হতে পারে, কিন্তু সেই ১৯ কোটি টাকা বন্ধ্যা প্রসব করে নাই। ১৯ কোটি টাকা ফল প্রসব করবে। অতএব আমি আমার Demand for grant No. 22 House-এর সামনে রাখছি। আশা করি মাননীয় আতিকুল সাহেব তার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করেছেন। শ্রমিকদের উপকারের জন্য এখানে যাহা ব্যবস্থা করা সবকিছু করা হয়েছে। আমাদের এখানে যে পুরানো আইন আছে তার সাথে আমরা অন্য প্রদেশের আইন গ্রহণ করেছি। অতএব আমরা চিন্তা কর্ছি কি করে সময়োপযোগী আইন এখানে প্রবর্ত্তন করা চলে। অতএব আমি মনে করব তিনি যে Cut Motion রেখেছেন সেটি withdraw করে এটার সমর্থন করেন।

Mr. Speaker—The discussion is closed. I would now put the motion to vote. First I would put the Cut Motion to vote- The question is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to introduce bonuses Act. to Tea garden employees.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

VOICE—"AYES"

As many as are contrary opinion will please say "Noes".

'Noes' have it, "Noes" have it. The next cut motion, the question is that the Demand be reduced by Rs 100/. to discuss on mismanagement in Labour & employment office, Agartala.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

VOICE "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

VOICE "NOES"

The motions are lost.

The cut motions are lost. I would now put the main moton to vote. The question is that a sum not exceeding Rs. 7, 84, 000/-, [inclussive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Acount) Bill 1966, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1967 in respect of Demand No 22—Labour & Emmployment.

As many as are of that opinion will please say "Ayes"

VOICE "AYES"

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

No VOICE.

"Ayes" have it, "Ayes" have it. The motion is carried.

I would now pass on to the next item. I would call on the Hon'ble Sachindra Lal Singh to move the Demand for grant No 24 & grant No. 40 together.

Shri Sachindra Lal Singh— (Chief Minister)

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to

move that a sum not exceeding Rs. 7' 56, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 24 Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non-Commercial).

Another Demand for grant No. 40. Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non Commercial).

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Adminnistrator I beg tomove that a sum not exceeding Rs 5, 76, 000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 sn respect of Demand No 40 Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and drainage Works (Non Commercial) আমি এই দুইটি Demand House এর সামনে রাখছি। এর দ্বারা কি করে ত্রিপুরা রাজ্যের Irrigation কে উন্নত করতে পারি এবং Embankment ও Drainageকে কি করে উন্নত করা যায় তার জন্য আমি হাউসের সামনে এই দুইটি Demand রাখছি ; আশা করি হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই Demand দুটি গ্রহণ করবে।

Mr Speaker—Against the Demand No. 24 there are three Cut motions. I would call on Shri Atiqul Islam to discuss on his Cut Motion that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on Mismanagement in the Irrigation Department.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যখন Grow More Food Campaign করছি তার মধ্যে Irrigation হচ্ছে একটা main item. কারণ without Irrigation আমরা food production কখনই বাড়াতে পারবো না। কাজেই সেই departmentটা যদি সঠিকভাবে কাজ করতে না পারে অর্থাৎ তার volume of work বা load of work যদি না

থাকে, যদি বসে বসে শুধু staff পুষি তাহ'লে Irrigation এর কোন development হবে না, বা agriculture ও developed হবে না, অবশ্য কিছু টাকা খরচ হয়ে যাবে। আমাদের প্রায়শঃই শুনান হয়ে থাকে বা যখনই আমরা কোন কিছু আলোচনা করতে আসি তখনই বাজেট খুলে ফিগার দেখান হয় যে, কত টাকা বরাদ্দ করা আছে এবং কত টাকা এপর্য্যন্ত খরচ করা হয়েছে। টাকাটা খরচ হচ্ছে কিনা সেটা প্রশ্ন নয়, কিন্তু যেই purpose এ টাকাটা খরচ হওয়া দরকার সেই purpose এ properly খরচ হচ্ছে কিনা, that is the question, সেটা দেখাই আমাদের মূল বক্তব্য। কারণ টাকাটা যেভাবে খুশী সেভাবই আমরা খরচ করতে পারি। কারণ টাকাটা খরচের জন্যই আছে। আমি আগেও দেখিয়েছি যে last five years এ minor irrigation scheme এ যাকিছু ওনারা করেছেন তাতে 445 acres of land irrigate করা যায়। আমি আগেও দেখিয়েছি যে, 86000, টাকা খরচ করে মাত্র ২৮ একর জমিতে চাষাবাদ হয়েছে, জল সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব figure আজকে starred question করে Assembly তে পেয়েছি, কাজেই এসমস্ত figure সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।

আমি জানি যে আমাদের তিনটা irrigation Subdivision আছে উদয়পুর, কৈলাশহর এবং সদরে। অনেক Irrigation division এ তাদের establishment খরচ যা হয়, তাদের lood of workও তা হয় না। আমি জানি একটা irrigation division এর কথা, সেটা upto 31st March টাকা খরচ করেছে ১০৫০০০০৲ টাকা আর তার establishment খরচ গিয়েছে ১৩৫০০০৲ টাকা। আমি যতটুকু জানি একটা ডিভিশান ওপেন করতে হলে পরে ২০ লক্ষ টাকার volume of work থাকতে হবে। এ না হলে পরে একটা ডিভিশান ওপেন করা চলে না। অথচ আমরা ১ লাখ টাকার volume of work দিয়ে একটা ডিভিশান খুলে দিলাম যার establishment খরচ তার চাইতে অনেক বেশী। যার volnme of work কম কিন্তু establishment cost বেশী এরকম একটা division রাখার সার্থকতা কি? কাজেই আমাদের বুঝতে হবে যে irrigation Division এ যে রকম কাজ আমার দেওয়া দরকার সে রকম কাজ আমরা দিতে পারছিনা। আমাদের হাতে সে রকম volume of work নেই, যার ফলে আমাদের staff maintain করতে হচ্ছে কিন্তু কাজ নেই বলে তারা আমাদের বাজেটের টাকাগুলি খেয়ে শেষ করছে। সরকারের উচিৎ এটা দেখা যে কেন এটা হচ্ছে, অথবা estimates committee র Report এ দেখেছি যে irrigation dept থেকে অনেক কাজ করানো হয়েছে কিন্তু কোন মালিক খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কাজটা complete হওয়ার পর কে যে তার দায়িত্ব নেবে তার কোন মালিক পাওয়া যাচ্ছেনা। এ সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে bureancracy জিনিষটা কি? peoples co-operation না নিয়ে কাজ করলে পরে, Mismanagement যে কোন stage এ গিয়ে পৌঁছে এবং bureancracy যে কি রকম অরাজকতা সৃষ্টি করে এ ঘটনাটা তার example। এভাবে কাজ চালিয়ে গেলে পরে টাকা খরচ হবে

সত্য কিন্তু জনসাধারণের কোন কাজে আসবে না। কাজেই সবচেয়ে বড় কথা হল public co-operation। কয়েকটি ক্ষেত্রে অনেক দেখেছি যে public যেখানে বাধ দিতে বলেছে সেখানে বাঁধ না দিয়ে অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে। কারণ expartরা মনে করেন অন্য জায়গায় বাঁধ দিলেপরে ভাল হবে। Flood হলে পরে কোথায় জলের স্রোত বেশী হয়, কোন কোন স্থান ভেসে যায় সে বিষয়ে জনসাধারণের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। কোথায় বালু বেশী এবং এ বালুর ফলে কি হতে পারে সে সম্বন্ধে জনসাধারণের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। অথচ সে সমস্ত অভিজ্ঞতার কোন মূল্যই দেওয়া হয় না। বাঁধ তৈরী হওয়ার পর দেখা যায় বন্যায় দু'দিক ভেসে যায় আর বাঁধটা শূন্যে ঝুলে থাকে, কোন কাজেই তা লাগে না। এরকম বাঁধ ত্রিপুরায় অনেক পড়ে আছে। এগুলো কোন কাজে লাগছে না এবং কেউ ব্যবহার করতে পারছে না due to difective costructson. একথা estimate committee ও বলেছেন। কাজেই mismanagement সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কাজেই এটার remedial measures কি সে সম্বন্ধে সরকারকে চিন্তা করতে হবে। Remdial mesures টা হবে public এর সাথে co-operation করা এবং স্থানীয় জনসাধারণের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করা। গ্রাম পঞ্চায়েত বা অন্য কোন Committee করে তাদের suggestion নিয়ে যদি এ সমস্ত বাঁধ করা হয় তাহলে বাঁধগুলো public এর উপকারে আসবে এবং তাদের যে experience সেই experinceটা আমরা কাজে লাগাতে পারব এবং তা দিয়ে আমাদের বর্ত্তমান যে ত্রুটিগুলি আছে সেইগুলিকে আমরা বহুলাংশে সংশোধন করতে পারব। কাজেই এদিকটাতে আমাদের সব চাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমাদের Agriculture যদি Naturelএর উপর depended থাকে তাহলে আমাদের Agriculture এর Production কখনো increase করতে পারবে না এবং আমাদের Grow more Food campaign কাগজে পত্রেই campaign করবে, বাস্তবরূপ নিতে পারবে না। কাজেই Agriculture development এর জন্য এবং for the better in terest of the country, irrigation Dept. এর দিকে আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং Agriculture Deptt. এর সঙ্গে irrigation Deptt. এর একটা relation establish করা দরকার। আমরা দেখেছি Agriculture Deptt. এ জিজ্ঞেস করলে বলে irrigation এর কি হচ্ছে না হচ্ছে আমরা জানিনা। ওটা irrigation Deptt. এর ব্যাপার ওটা P. W. D'র সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা এ সম্পর্কে কিছু বলতে পারি না। কাজেই Agriculture Deptt. এর সঙ্গে যদি irrigation Deptt. এর যোগাযোগ বা কোন সম্পর্ক না থাকে. যদি Irrigation Deptt. একটা independent of Agriculture হয় তাহলে একটা anamoly লাগতে পারে। Agriculture Deptt এর সাথে irrigation Deptt এর একটা close rela.ion থাকা দরকার, তা না হলে পরে এই যে গণ্ডগোল লেগেই আছে, সেই গণ্ডগোলটাকে আমরা কখনো সংশোধন করতে পারব না। আমরা staff রাখছি আমাদের টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু যে পরিমাণে আমাদের

benefit পাওয়ার কথা, তা আমরা পাচ্ছি না। কাজেই এদিকে যদি আমরা সংশোধন করতে না পারি তাহলে Irrigation Deptt. দিয়ে ত্রিপুরা Agriculture এর কোন রকম সাহায্য হবে না।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Aghore Deb Barma to discuss his Cut Motion that the demand be reduced by Rs. 100/-, to discuss on in-adequacy of provision for maintenance of Minor Irrigation Scheme.

Sri Aghore Deb Barma—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demaad No. 24 Irrigation Scheme সম্পর্কে আমার একটা Cut Motion আছে। আমার Cut Motionটা হচ্ছে in-adequacy of provision for maintenance of Minor Irrigation Scheme. আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের একটা peculiarity আছে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গা, যেমন পাঞ্জাব, বা দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ত্রিপুরার তুলনা করলে ঠিক হবে না। ত্রিপুরার প্রায় জমিই লোঙ্গা জমি এবং ছড়াগুলিও পাহাড় থেকে নেমে আসে, এবং তাংজন্য সেগুলি অত্যন্ত খাড়া থাকে, কাজেই কৃষকদের ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য Irrigation Schemeএ যে সমস্ত বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেগুলো সম্বন্ধে সরকার যদি মনে করেন যে বাঁধ তো দেওয়া হল তার maintenance করার দায়িত্ব যদি গ্রহণ করা না হয় তা হলে এই টাকাটা খরচ করার কোন অর্থ থাকে না। যেমন কতগুলো জায়গা আমরা দেখেছি যেখানে বাঁধটা complete হয়েছে কিন্তু বাঁধটা complete হওয়ার পরে ক্ষেতের মধ্যে জল উঠল কি উঠলনা এই সম্পর্কে Deptt. থেকে আর কোন খবর নেওয়া হয়না। যদিও অনেকবার এই সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে houseএ আলোচনা করেছি বা বিভিন্ন জায়গা থেকে আপত্তি দেখিয়ে দরখাস্ত করা হয়েছে। যেমন আমি একটা ঘটনার কথা এখানে বলছি বিশ্রামগঞ্জের up এ প্রমোদনগর গ্রামে রাঙ্গাপানি ছড়ার উপর একটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, small irrigation scheme থেকে দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, টাকা পয়সা খরচ হল খাল কাটা হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছড়ার ঐ বাঁধটাকে বাদ দিয়ে আর একদিকে বাঁধ করা হল। বাঁধটা বাঁধই থেকে গেল, সেখান থেকে আর জল তোলার কোন ব্যবস্থা হল না। আজকে আমরা যে purpose এ বাঁধগুলো দিয়ে থাকি তা যদি সেই purpose serve না করে তা হলে টাকা পয়সা খরচ করার কোন সার্থকতা থাকে না। এইভাবে টাকা পয়সা খরচ হয়েছে, বাধও হয়েছে কিন্তু তাতে কৃষকেরা জল পাচ্ছে কিনা তা আছে কি নেই সেই সম্পর্কে Deptt. থেকে কোন খোঁজ খবর নেওয়া হয়না। এই হল অবস্থা। আর একটি কথা হল আমি যতগুলো Small Irrigation Schemeর বাধ দেখেছি তার মধ্যে সরবং ছড়াটা হল one of the best, অর্থাৎ সরবং ছড়ায় যে বাঁধটা আছে সেখানে সাবেক বাঁধটা আটকিয়ে দিলেই বিস্তর এলাকার মধ্যে জল তোলার একটা সুবিধা হয়।

আমি ইতিমধ্যেও সেখানে গিয়েছি এবং দেখেছি প্রচুর বরো ধান সেখানে হচ্ছে। ঐ ছড়াটির দুই পাড় ভাঙতে ভাঙতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, শেষ পর্য্যন্ত বাঁধের কিনারে পর্য্যন্ত এসে পৌঁচেছে। কাজেই এগুলো maintenance খুবই প্রয়োজন। আর একটা আছে গংরাই ছড়া। গংরাই ছড়া বাঁধ যখন আমরা দেখতে গিয়েছিলুম তখন দেখেছি বাঁধটা প্রায় ফাটা ধরেছে, floodএ যে কোন মুহূর্ত্তে ভেঙ্গে যেতে পারে, সেই অবস্থা দেখা দিয়েছে। এই সমস্ত বাঁধগুলো ও maintenance করার প্রয়োজনীয়তা আছে, তা না হলে পরে এই বাঁধ দেওয়ার কোন অর্থ থাকে না। আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমাদের সরকার অনেক সময় অনেক জায়গায় Ring well, Tube well দিয়েছেন কিন্তু সেগুলো আর maintenance করা হয় না। ঠিক ঐভাবে যদি Small Irrigation Schemeএ বাঁধগুলো ও সেই পর্য্যায়ভুক্ত করা হয় তাহলে আমাদের জল দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটা আর হয়ে উঠবেনা। কাজেই আজকে Irrigation Schemeএ maintenance বাবতে যে টাকা পয়সা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এমন ঘটনাও অনেক আছে যেখানে বাঁধ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই flood এসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, কাজেই এগুলোতে যদি আমাদের purpose serve করাতে হয় তাহলে আবার নূতনভাবে সেখানে বাঁধ দেওয়া দরকার অথবা যে অংশটুকু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে সেই অংশটুকু আবার repair করা দরকার। তাতে কৃষকরা জল পাবে। কিন্তু তা যদি আমরা না করি, তাহলে পরে একবার বাঁধ দিলাম, টাকা পয়সা খরচ করলাম, কিন্তু purposeটা serve হল না, তাহলে এই খাতে এই টাকা পয়সা ব্যয় করার কোন অর্থই থাকে না।

আর এটি সম্পর্কে আমার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে ঘটনা হিসাবে আমি বলতে পারি ৩।৪ দিন পূর্ব্বে আমি সেকেরকুট, কাঞ্চনমালা বাজারের দিকে গিয়েছিলাম। পথে রাস্তার মধ্যে ছিনাইছড়ার উপরে একটা বাঁধ আছে। প্রায় এক বৎসর হলো সেটা complete হয়ে গেছে। কিন্তু জল তোলার আদৌ কোন লক্ষণ সেখানে নেই। জল যদি তোলার চেষ্টাও হয় তাহলেও কিছুতেই ঐ বাঁধের জল দিয়ে ঐ এলাকার আশেপাশের মাঠগুলিতে জল উঠতে পারে না। কারণ বাঁধের জলের levelটা যদি ক্ষেতের থেকে উঁচু না হয়, ক্ষেতের থেকে যদি বাঁধের জলের levelটা নীচু থাকে, কোন অবস্থাতেই ক্ষেতের মধ্যে জল যেতে পারে না। তবে সেখানে expertরা বলতে পারেন, খাল কেটে যদি সেখানে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ক্ষেতের মধ্যে জল উঠতে পারে। কিন্তু খাল কেটে যদি সেখান থেকে জল নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে খাল দিয়ে জল হয়তো যাবে কিন্তু ক্ষেতের উপর জল কোন অবস্থাতেই উঠবে না। কারণ যে জায়গায় বাঁধটা করা হয়েছে ঐ জায়গার জলের যে level তা ক্ষেত থেকে অনেক

নীচু। এই হলো অবস্থা। খাল যদি কাটা হয়, খালের ভিতর দিয়ে জল যাবে কিন্তু ক্ষেতের মধ্যে জল যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আমি দেখছি না। আমরা একটা purpose নিয়েই বাজেটের মধ্যে ব্যয় বরাদ্দ রাখি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই purpose গুলি serve হয় না, অথচ টাকা পয়সা খরচ হয়ে যায়। আমাদের expertরা হয়তো মনে করতে পারেন যে তারা পাঞ্জাব বা বিভিন্ন পশ্চিম ভারতের মধ্যে যে সমস্ত Cannel system দেখেছেন, তাতে একটা জায়গার মধ্যে খাল কেটে জল তোলার ব্যবস্থা হয়। যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন সময় যে কোন ক্ষেতের মধ্যে জল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা তা নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের অধিকাংশই লোঙ্গা জায়গা। এক স্থান উঁচু এক স্থান ঢালু। এই সমস্থ অবস্থা সামনে রেখে এমন জায়গার মধ্যে বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে বাঁধ দিলে জলের levelটা অন্ততঃ ক্ষেতের তুলনায় একটু উঁচু হয়। তা না হলে ক্ষেতের মধ্যে কোন অবস্থাতেই জল পাওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেদিক দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা দেখছি, যেমন মালাছড়া, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়ার কাছাকাছি একটা জায়গা আছে, সেখানে একটা বাঁধ আছে কিন্তু তা কৃষির কোন কাজে আসে না। এইভাবে অনেকগুলি বাধ বাজেটের টাকা পয়সা খরচ করে আমরা করেছি, কিন্তু যথাযথভাবে জল তোলার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। Small irrigation scheme এ আমরা যে বাঁধ দেই, যাতে ঐ বাঁধের মারফতে কৃষকরা জল পেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের রাখতে হবে, নতুবা এই টাকাগুলির শুধু অপচয়ই ঘটবে, কৃষকদের কোন উপকার হবে না এবং এই সব বাঁধের দ্বারা খাদ্যোৎপাদনের কোন উপকার হতে পারে না। কাজেই আমি মনে করি টাকা কম হউক বেশী হউক, যে ব্যয় বরাদ্দ আমরা বাজেটে রাখছি এগুলো যাতে যথাযথভাবে বা properly ব্যবহার করা হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত দরকার। এই বলেই আমি আমার cut motion এর সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখলাম।

Mr. Speaker—There is another cut motion tabled by Shri Sunil Kr. Chowdhury. He has authorised Shri Hlura Aung Mog to move his cut motion. The cut motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for protectian of Dulobari village at Sabroom from erosion of river Feni.

I would call on Shri Mog.

Shri Hlura Aung Mog .—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই cut motion রাখা হয়েছে এই কারণে যে আমরা ত্রিপুরার মাটি রক্ষা করার জন্যই পঞ্চমুখ। কিন্তু এক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ত্রিপুরার মাটি কি ভাবে অন্য রাষ্ট্রে গিয়ে উঠছে। এগুলি সম্পর্কে রাষ্ট্রের

কর্ণধাররা কোন চিন্তাই করেন না। সাব্রুমের ডলুবাড়ী গ্রামের জমিগুলি ফেণীনদীতে ভেঙ্গে নিয়েছে, তার পরিমাণ ৩৫ একরেরও বেশী হবে। এগুলির অধিকাংশই ধানি জমি এবং তরিতরকারীর জমি। এই সম্বন্ধে বহুবারই সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এটাকে protect করার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। আমার সন্দেহ হচ্ছে এবার যে বাজেট হচ্ছে তার মধ্যে এটা স্থান পাবে কিনা। এই জন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষের মারফতে মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যেন এই ডলুবাড়ী গ্রামটিকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য এই বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়। একদিকে আমরা বলে থাকি যে ভারতের ১ ইঞ্চি মাটি ও আমরা বিদেশীর হাতে দেবনা। কিন্তু আমাদের এই রকম চেতনাবোধের অভাবের জন্য ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের প্রায় ৩৫ একরের বেশী জমি আজ পাকিস্তানের দখলে চলে যাচ্ছে, অথচ এটার একটা protection দেওয়ার ব্যবস্থা আজ পর্য্যন্ত হচ্ছেনা। এইদিকে নজর করলে বুঝা যায় যে, দেশ রক্ষার নামে আমরা শুধু বড় গলায় চীৎকার করি, কিন্তু এদিকে যে মাটি চলে যাচ্ছে তাতে আমাদের কোন নজর নেই। যেখানে নদীর কোন পাড়ই ভাঙ্গছে না সেখানে অজস্র টাকা ঢালছে। যেহেতু পাকিস্তানীরা তাদের দিকে বাঁধ বাধছে, সুতরাং আমাদের এখানেও বাধতে হবে। যেমন সাব্রুমের বৈষ্ণবপুর। কিন্তু দলুবাড়ী গ্রামটিকে যে নদীতে ভেঙ্গে নিচ্ছে, তাকে protection দেওয়াটা priority পেল না। তার কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না। একথাই শুধু বলতে চাই যে ভারতভূমির এক ইঞ্চি জমিও যাতে বিদেশীর হাতে না যায় এই নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই House এর সকলেই যেন আমরা চিন্তা করি। এই অনুরোধ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker — I would now call on Shri Krishnadas Bhattacharjee.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Irrigation, Navigation এর Demand এর উপর যে cut motion এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি না। Irrigaion সম্বন্ধে এটা সত্য কথা যে আমাদের আশানুরূপ কাজ হয়নি। তবে এই বিষয়ে যে কতগুলি বাধাবিঘ্ন আছে সে সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে। ত্রিপুরার যে ছড়াগুলো, যে নদী নালাগুলো, বর্ষাকালে এগুলির যে গতি সেটা খুব ভাল করে study না করে, এক্ষুনি এই খাতে বহু টাকা রেখে কাজে হাত দেওয়াটা সঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। এই সম্পর্কে আমরা Estimate Committee থেকে একটা Report দিয়েছিলাম তাতে বলা হয়েছিল যে প্রথমে দেখা দরকার Schemeগুলো ঠিকভাবে তৈরী করা হচ্ছে কি না। কতগুলো Minor Irrigation Scheme যেগুলি ঠিকমত study না করার দরুন সেগুলো হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে বা ঠিক কাজে লাগে নি। কাজেই minor irrigation এর কাজ খুব slowly চললেও আমাদের steadily progress করতে

হবে। কেননা যে তথ্যের উপরে ভিত্তি করে আজ একটা বাঁধ দেবো সেই তথ্যটি হয়তো কাল বদলে যেতে পারে, সেই জন্য continous study করার দরকার। study করে যখন ঠিক হবে যে এখানে বাঁধ দেওয়া প্রয়োজন তখনই সেই কাজে হাত দেওয়া উচিৎ। আমাদের এই বাজেটে ১০ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে; আমি মনে করি এই দিক থেকে দেখতে গেলে এই টাকাটা কম নয়। তবে বলা যেতে পারে যে একটা Division এই ২০ লক্ষ টাকা দরকার হতে পারে। কিন্তু এই কাজটা এমন একটা কাজ যেখানে investigation টাই প্রধান। টাকার অঙ্ক থেকেও investigation টা প্রধান। কাজেই টাকার অঙ্কটা খুব বেশী নাও দেখা যেতে পারে কিন্তু সেখানে যে investigation রয়েছে তার উপর এই টাকাটার utilisationটা নির্ভর করে। Invastigation ঠিকমত না হলে হয়ত টাকাটা নষ্ট হয়ে যাবে। বেশী টাকা রেখে কোন লাভ নেই, যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা যথেষ্ট, এবং সেটাই খুব ভাল করে investigation করে প্রকৃত তথ্য বিবেচনা করে এবং যেখানে বাঁধ দেওয়া হবে সেখানে সেই গ্রামের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে যাতে টাকাটা খরচ করা হয়, তাহলেই আমার মনে হয় যথেষ্ট কাজ হবে, এই বলেই আমি এই Cut Motion এর বিরোধীতা করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Promode Ranjan Das Gupta.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ আমি Demand for Grant No. 24 এর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি এবং cut motion এর বিরুদ্ধাচরণ করছি। এটা সত্যি কথা যে আমাদের যদি ফসল বাড়াতে হয় তাহলে Minor Irrigation এর খু-ই দরকার। এবং ত্রিপুরার জমির যে অবস্থা এবং জমির ভৌগোলিক যে অবস্থা তাতে Minor Irrigation এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি দ্বিমত নই; সেজন্য আমরা এখানে একটা Minor Irrigation Department এবং Investigation Deptt. রেখেছি। প্রশ্ন হচ্ছে যে ১০ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা আমরা plan এ রেখেছি এবং তার জন্য আমরা অনেকগুলো scheme গ্রহণ করেছি। সেগুলো বাজেটের শেষের দিকে লক্ষ্য করলেই আপনারা দেখতে পাবেন। তবে এটা সত্যি কথা যে জিনিষটা Estimate Committeeর report এর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আমরা দেখেছি Estimate Committee এবং Ruling Party সেই দিক দিয়ে কোন রকম কার্পণ্য করেনি। যে জিনিষটা সত্য এবং যেখানে যে দোষ ক্রটী আছে সেখানে তারা Estimate Committee র মধ্য দিয়ে সেই বক্তব্যটা পরিষ্কার ভাবে রেখেছেন; সেটা হচ্ছে দু'টো; একটা হল defective plan এবং defective scheme এর জন্য অনেক সময় অনেকগুলো বাধ নষ্ট হয়ে গেছে, আর একটি হচ্ছে non-utilisation, এবং সেইজন্য যথাযথ ব্যবস্থা করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে।

তবে একথা ঠিকই যে আমরা বাধ দিব, অনেক সময় বাধ কিংবা কোনরকম scheme নষ্ট হয়ে যেতে পারে, fail করতে পারে, damage হতে পারে। কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে যে কোন progressive countryর ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায় এই minor irrigation এবং irrigation scheme সম্পর্কে, তা হলে দেখা যাবে অনেক ভুলত্রুটীর মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয়েছিল, অনেক নদীকে যে নদী অশ্রুপূর্ণ, সেই নদীতে বাধ দিতে গিয়ে অনেকবার ভুল করেছে, তারপর ঠিক জায়গায় পৌঁছে সেই জায়গায় বাধ দিতে পেরেছে। ত্রিপুরার মাটির যে অবস্থা এবং ছড়াগুলোর যে অবস্থা এর পর deforestation হচ্ছে deforestation এর জন্য যে স্রোতের জল আসছে, সেগুলো লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যাবে যে অনেক সময় scheme এবং planটা নষ্ট হয়ে যায় unforeseen কারণে। সেইজন্য আমাদের সেইগুলোকে শোধরাতে হবে এবং নূতন ভাবে বাঁধ দিতে হবে। তবে একটা কথা মাননীয় সদস্য অঘোরবাবু বলেছেন একটা ছড়ার বাধ সম্পর্কে। তবে অনেক সময় হয় কি—বাঁধ সম্বন্ধে আমিও জানি যে আমাদের মোহনপুর এলাকায় একটি বাঁধ বালুগাঙের, সেই বালুগাঙের বালুকে আটকাবার জন্য বাঁকের যে out letটা সেটা একটু উপরে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি নিজেও বুঝতে পারিনি যে outletটা কেন উপরে রাখা হয়েছে, নীচুতেই বা কেন দেওয়া হ'ল না। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে উঁচুতে না দিলে জল পাওয়া যায় না। তাতে বুঝা গেল Irrigation Dept. যা করেছে তাতে কতগুলি বাস্তব কারণ আছে। সেটা হচ্ছে outletটা যদি নীচু করে করে দেওয়া হয়, তাহলে উপর দিয়ে বালু এসে জমিটা ঢেকে ফেলতে পারে। তাই outletটা একটু উঁচু করে দেওয়া হয়েছে, ফলে জল উপরে উঠে না এবং তার সাথে বালু গিয়ে পড়ে না। দেখা যায় কৃষকদের জমি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আছে, আর সেজন্য Irrigation Dept. কে কৃষকদের নিকট থেকে ঐসব বিষয়ে উপদেশ নিতে হবে এবং নিয়েই সেখানে বাঁধ ইত্যাদি দিতে হবে। তবে একটা কথা, প্রচেষ্টা চলছে, প্রচেষ্টা যে চলে নাই, এই যে কথা যা Cut Motion-এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হয়েছে, তা ঠিক নয়। তবে কাজের মধ্যে দোষ-ত্রুটি থাকতে পারে সেই সম্বন্ধে আমরা estimate Committee এর reportও পেয়েছি এবং সেটা হচ্ছে maintenenceএর কাজটা Administrative Deptএর A.D.M. করবে না Development Dept. করবে না Irrigation Dept. করবে। সেটা যত শীঘ্র সম্ভব নিষ্পত্তি হয়ে যায়, তাহলে non-utilization এর প্রচেষ্টা যেমন অনেকগুলি বাঁধের জল use হচ্ছে না, শুধু maintenanceটা কে করবে, তা যদি ঠিক হয়ে যায় তবে এই রকম প্রচেষ্টা থাকবে না। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম বলেছেন যে মাত্র ৪৫৩ একর জমিতে জল পাচ্ছেন। তাই এখানে ঐসব hurdle গুলি যদি দূর হয়ে যায়, তাহলে জলের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং অনেক বেশী পরিমাণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যাবে। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বাধ তৈরী করা হয়েছে, সেগুলি যদি ঠিক ঠিক মত হত তাহলে বাধগুলির জল দেওয়ার যে ক্ষমতা তা ৪৫৩ একর জমিতে জল দেওয়ার চেয়ে অনেক বেশী, কাজেই আমি মনে করি যে ঐসব দিকে লক্ষ্য রেখেই বাধের কাজ এগিয়ে নিতে

হবে, এবং ভুল-ত্রুটির মধ্য দিয়েই আমাদিগকে শুধরাতে হবে। বাঁধের কাজকে আমরা বন্ধ করে দিতে পারি না—এবং Irrigationএর ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের ২।১টি ভুল হতে পারে তার জন্য সমালোচনা করতে হবে। আমি মনে করছি তা না করে আমাদের Constructive Suggestion দিয়ে তাকে সমর্থন দেওয়া উচিত। এই বলে আমি আর বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার দুটি Demand House এর সামনে রাখার সাথে সাথে একটিতে তারা Cut Motion দিয়েছেন। এইজন্য যে কথাগুলো ওনারা বলেছেন, তাতে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যদের দৃষ্টি হলো কি করে Houseকে বিভ্রান্তির পথে পরিচালিত করা যায়।

Sri Atiqul Islam—বিভ্রান্তি শব্দটা কি বলা চলে ?

Mr. Speaker—বিভ্রান্তি is not unparliamentary.

Shri S. L. Singh—Irrigation Deptt. সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এখানে নাকি তিনটি irrigation Deptt. আছে। (Interruption) সেই জায়গায় বলা হয়েছে যে লোক নিয়ে বসিয়ে বসিয়ে তাদিগকে খাওয়ানো হচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্যই হলো যে বলতে হবে কতগুলো কথা, বাজেট তো আর দেখেন না, মনে থাকে তাদেরকে একবার বকব, তাই বকে নেই। আমি মাননীয় সদস্যকে বলব যে floodএ ৯ লক্ষ টাকা আছে, তারপরে Minor Irrigationএ ১০ লক্ষ টাকা আছে, Gomati Hydel Schemeএ ২০ লক্ষ টাকা আছে, Maintenanceএ ৫ লক্ষ টাকা আছে, ৫৪ লক্ষ loanএর বাবদ works Divisionএ আছে। অতএব সেই জায়গাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে। এবং water worksএ ১০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্যদের এইসব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত না হয়ে mismanagement বলা, আর বানিয়ে বানিয়ে এই কথাগুলো বলা অভ্যাস হয়ে গেছে। অতএব ৫৪ লক্ষ টাকার কাজ তাদের উপর চাপানো হয়েছে। এবং তা তারা সাফল্যের সহিত করে যাচ্ছে। আর একজন সদস্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে বাঁধের জন্য নেই, reclamationএর জন্য নেই। Demand No. 17

Agriculture এর পাতাটা খুললেই দেখতে পাবেন সেখানে Construction of bundএর জন্য ৫০ হাজার এবং reclamationএর জন্য আছে ৪০ হাজার টাকা আছে। অতএব আমার মনে হয় বাজেট আলোচনার সময় বাজেটের দিকে লক্ষ্য করে মাননীয় সদস্যদের আলোচনা করা উচিত। আর একজন সদস্য বলেছেন যে সব মাটি পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে। এটা সত্য কথা—

নীচু বিনা উচু দিকে জল কভু যায় না।
সেরূপ স্বভাব তার, হৃদয় আছে যার
কথায় জুড়ায় প্রাণ, মনে ময়লা রয়না ॥

আমরা এখনো ঐ process করতে পারিনি, যে উজানে বয়ানো। তবে তার প্রচেষ্টা আমরা করব। Hydel Scheme করে, flood protection করে, erosion বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি কিনা দেখব। Soilকে preserve করতে হলে কেবল মাত্র বাঁধ দিলেই তো হবে না। আমরা সাব্রুম নদীটিতে মাঝখানে বাধ দিয়ে দিলাম, এটা যদি ওনারা কল্পনা করে থাকেন তাহলে সেই অলীক কল্পনা মস্তিস্কেই থাকবে, কাজে লাগবে না। তবে তার জন্য Flood Protection করা হয়, Erosion বন্ধ করা হয় এবং conservation of Soilএরও কাজ করা হয়। These are all the scientific process. তা আমরা করে যাচ্ছি যাতে erosionকে বন্ধ করে আমাদের মাটি আমরা এখানে রাখতে পারি।

Scientific process অনুযায়ী আমরা করে যাচ্ছি যাতে erosion of soil বন্ধ করতে পারি। যদি তিনি মনে করে থাকেন বাঁধ দিয়ে তা তিনি আটকে দেবেন, তা তিনি হয়ত পারেন, কিন্তু আমাদের সেই process এখনও জানা নেই। অতএব সেই দিক দিয়ে তিনি যা বলেছেন, তাতে আমি বলব যে অনেক বেশী কাজ ডিভিসনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গোমতী প্রজেক্টের এই তিন কোটি টাকার যে স্কীম সেটা তারাই করেছেন। তাছাড়া ২০ লক্ষ টাকার যে বরাদ্দ এই বাজেটে রাখা হয়েছে গোমতী বাঁধের maintenance ইত্যাদি বাবদে সেইসব কাজও ঐ ডিভিসনই করছে। আমরা জানি যে আমাদের দেশের জমি যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে Flood Protection Measure গ্রহণ করতে হবে, maintenance করতে হবে এবং সাথে সাথে Irrigation যাতে করা যায় তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

lift irrigation এর মারফতে, Bund Construction এর মারফতে, Embankment এর মারফতে, এবং erosion of soil কে বন্ধ করার মারফতে আমরা সেই সব কার্য্য চালিয়ে যাচ্ছি। অতএব আমি আশা করি যে এই Demand যাহা হাউসের সামনে রেখেছি, তাহা হাউস সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন এবং cut motion যারা এনেছেন তাদেরও আমি অনুরোধ করব যে বাস্তবতার দিকে লক্ষ্য রেখে cut motionগুলি তারা withdraw করবেন।

Mr Speaker—The discussion is closed. I would now put to vote the motions. Firsts I would put to vote the cut motion by Shri Sunil Kumar Chowdhury. The questions is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on absence of provision for protection of Dulobari village at Sabroom from erosion of river Feni.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice 'Ayes.'

As many as are of contrary of opinion will please say 'Noes'

Voice 'Noes'.

Noes have it, 'Noes' have it. I would now put to vote the cut motion by Shri Atiqul Islam. The question is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on mismanagement on the Irrigation Deptt.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voice 'Ayes'.

Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the Cut motion by Shri Aghore Deb Barma. The question is that the demand be reduced by Rs 100/- to discuss on inadequecy of provision for maintenance of Minor Irrigation Scheme.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say Noes.

Voice—'Noes'

Noes have it, Noes have it.

I would now put to vote the main motion that a sum not exceeding Rs. 7, 56, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966, be granted to defray the charge] which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 24—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial.)

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice 'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

(No Voice)

Ayes have it, Ayes have it. The motion is carried.

I would now put to vote the Demand for grant No. 40 The question is that a sum not exceeding Rs. 5, 76, 000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the [Appropriation (Vote on Account) Bill 19€6], be granted to defray the charges which will come in coruse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No 40. Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Non—Commercial).

As many as are of that opinion will please say 'Ayes.'

Voice— 'Ayes.'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

No Voice

Ayes have it, Ayes have it.

The House stands adjourned till 11 A.M. on Tuesday, the 5th April 1966.

PAPERS LAID ON THE TABLE
STARRED QUESTION NO. 454
by **Sri Nripendra Chakraborty**, M.L.A.

QUESTION	REPLY
(1) Whether complaints against Shri Nishi Singh, Ex-A. S. I. of Rajnagar Police outpost, Khowai and Raima Police outpost, Amarpur have been investigated ;	Yes.
(2) if so, the findings of the investigation.	The allegations against the A.S.I. (Shri Nishi Kanta Singh) have not been conclusively substantiated.
(3) if the A. S. I. has been punished, the nature of his punishment ?	Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 458

by **Shri Nripendra Chakraborty,** M.L A.

QUESTION	REPLY
1. Whether there is a proposal to set up Rabindra Centenary Bhavan at Agartala.	Yes.
2. If so, progress made so far in the matter :	Administrative approval amounting to Rs. 8,24,130/- has been accorded for construction of Rabindra Sata Barshiki Bhavan.
3. Whether any site has been selected for the Bhavan ;	Yes.
4. If so, name of that site ?	The plot belonging to Shri Prafulla Kumar Deb Barma near about the children's Park, Agartala.

APPENDIX 'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 685

by **Shri Aghore Deb Barma,** M.L.A.

QUESTION	REPLY
1. From the year 1962 upto 1965 details of materials and instruments purchased under physical Education programme in the Education Directorate.	Purchases during 1962—63 As per annexure—'A' Purchases during—1963—64 As per annexure—'B' Purchases during 1964—65 As per annexure—'C'

2. Where are these materials and in what condition?

These materials are mostly in the store, some have been issued to different institutions and clubs. The materials in the store are being looked after properly. Some have peen used up.

ANNEXURE—A

Details of purchasing materials and instruments under Physical Education during the year 1962—63

Sl. No.	Item of expenditure.	Amount incurred
1.	Cost of utensils for Scout Camps etc.	Rs. 267 · 42
2.	Cost of clothings	,, 2,802 · 40
3.	Cost of misc. articles for Sports & Physical Training Camps	,, 595 · 25
4.	Cost of equipments	,, 201 · 99
5.	Cost of woolen socks	,, 388 · 65
6.	Cost of watering drum	,, 50 · 00
7.	Cost of shoes	,, 1,089 · 40
		Total Rs. 5,395 31

Rupees five thousand three hundred ninety five and paise thirty one only.

In addition to the above the following expenditure was also incurred during the year 1962—63 in connection with holding of Sports and Camps etc. under Physical Education.

Sl No.	Item of expenditure	Amount incurred
1.	Expenditure on account of Swimming Camp held at Udaipur	Rs. 2,400 00
2.	Expenditure on account of foot-ball coaching Camp held at Udaipur	,, 4,600 00
3.	Expenditure on account of organisation of Tours, Excurssion of youths and Swimming	,, 2,C00 00
4.	Expenditure of account of Annual Aquatic Sports held at Udaipur	,, 3,000 00
5.	Expenditure of account of Emergency Physical Training, Road Race and Gymnastic compitition	,, 2,650 00
6.	Expenditure on account of Scout Training Camp	,, 5,150 00
	Total Rs.	19.800 · 00
7.	Freight charges for equipments	Rs. 23 · 92
	Grand Total Rs.	25,219 · 43

Rupees twenty five thousand two hundred nineteen and paise forty three only.

ANNEXURE—(B)

Sl. No.	Name of purchasing materials equipment.		Remarks.
1.	Criket ball	2 Nos.	
2.	Janata Kukar	4 do	
3.	Anamal Mag	24 do	

Sl. No.	Name of purchasing materials equipment		Remarks.
4.	Kary	2 Nos.	
5.	Dag	6 do	
6.	Jag alamonium	5 do	
7.	Petromax	3 do	
8.	Table calander	5 do	
9.	Petab	2 do	
10.	Steel table	5 do	
11.	Dao	13 do	
12.	Armless steel chair	15 do	
13.	Water Bottles	4 dz.	
14.	Gamla	5 Nos.	
15.	Watering drum	5 do	
16.	Door screen	2 pieces	
17.	Diary and desk calender	5 Nos.	
18.	Office seal	14 do	
19.	Radio (Transister)	1 (one)	
20.	Steel table	10 Nos.	
21.	Ready Reconer	1 do	
22.	Steel paper basket	1 do	
23.	Bugle Brass	1 do	
24.	Flute	2 do	
25.	Sports goods		
26.	Camping materials		
27.	Office equipments		
28.	Iron safe	1 do	
29.	Satranji	4 Nos.	
30.	Furniture	10 do	
31.	Gymnastic Agility Mullress	2 do	

Sl. No.	Name of purchasing materials equipment		Remarks.
32.	Climbing ropes	1 do	
33.	Roman ring with rope	1 do	
34.	Skipping ropes	50 do	
35.	Wooden Dumbles	5 pairs	
36.	Cross bars folding	12 Nos.	
37.	Shirt	70 do	
38.	Scarf	70 do	
39.	Half pant	70 do	
40.	Blanket		
41.	Scout articles		
42.	Utensils for youth hostel		
43.	Dress for boys & girls.		
44.	Football	3 Nos.	
45.	Cost of books	73 books	
46.	Criket books	6 Nos.	
47.	Shoes	500 pair	
48.	Khaki socks	500 do	
49.	Shirts	200 do	
50.	Scarfs	500 do	
51.	Elastic belts	300 do	
52.	Pole vault poles	6 Nos.	
53.	Tug of war rope	1 Nos.	
54.	Steel tape	1 do	
55.	Ruening shoes	8 Nos.	
56,	Jumping shoes	5 Nos.	
57.	Flags	80 Nos.	

Sl. No.	Name of purchasing materials equipment		Remarks.
58.	Bedsheet	50 do	
59.	Air pillows	48 Nos.	
60.	Petromax	4 do	
61.	Satranji	50 Nos.	
62.	Cycle	1 Nos.	
63.	Almirah	3 do	
64.	Filter	5 do	
65.	H.M.N Gramophone records	28 do	
66.	Lazim	8 do	
67.	Football -	20 do	
68.	Blader	5 dz.	
69.	Laces	4 do	
70.	Inflator	4 do	
71.	Knee cap	4 do	
72.	Anklet	12 do	
73.	Jercy	2 pairs	
74.	Boot	6 do	
75.	Lacing awl	1 pair	
76.	Goal nets	10 Nos.	
77.	Vallyball	10 do	
78.	Nets (cotton)	4 Nos,	

ANNEXURE—C

1964—65

Sl. No.	Name of purchasing materials/ instruments		REMARKS
1	2	3	4
1.	Cost of cups	80 Nos.	
2.	Cost of Malkhamb	3 Nos.	
3.	Cost of balance beam	1 No.	
4.	Cost of foot ball	10 Nos.	
5.	Wicket keepers gloves	4 pairs	
6.	Goal keeper gloves		
7.	Foot ball bladr.	20 Nos.	
8.	Wicket keeping leg guard	12 pairs	
9.	Batting gloves	9 pairs	
10.	Adjustable screw	1 No.	
11.	Goal posts 2 Nos.	2 Nos.	
12.	Wicket stamp	12 sets	
13.	Scout books	163 Nos.	
14.	Scout badges	800 Nos.	
15.	Boat	1 No.	
16.	Gymnastic apparatus		
17.	Books		
18.	Steel trank		
19.	Furniture		
20.	Equipment		

Sl. No.	Name of purchasing materials/ instruments		REMARKS
1	2	3	4
21.	Scout dress	73 Nos.	
22	Banium	12 -do-	
23.	Safal	30 -do-	
24.	Mosquito net	10 -do-	
25.	Karai (Iron)	8 -do-	
26.	Silmura	24 -do-	
27.	Spade	12 -do-	
28.	Dagchi	4 -do-	
29.	Ghanta	16 -do-	
30.	Satranji		
31.	Beat Board	3 -do-	
32.	Cost of wood racks	32 -do-	
33.	Scout dress		
34.	Voil Shari		
35.	Side badges	18 -do-	
36.	Gramaphone records	1 -do-	
37.	Radio case	2 -do-	
38.	Display Board		
39.	Table oloth		
40.	Click		
41.	Waste paper basket	4 -do-	
42.	Altala	8 -do-	
43.	Godrej (nabatal)	2 -do-	
44.	Water polla ball	6 -do-	
45.	Equipment for sports & games		

APPENDIX 'B'

UNSTARED QUESTION NO. 776

by **Shri Promode Ranjan Das.Gupta,** M. L. A.

QUESTION	ANSWER
1) Whether it is a fact that a percentage of sub-Inspectors of Police are allowed to draw house rent and the rest are not :	No. Only Sub-Inspectors who are not provided with Government accommodation and live in hired accommodation near the place of duties are allowed house rent allowance. The whole matter is however, under consideration of the Government of India and on a communication from them the Government of West Bengal have been requested to let this Government know the position obtaining there. The reply from the Government of West Bengal is awaited.
2) if so, the reason of discriminating treatment ?	Does not arise.

UNSTARRED ASSEMBLY QUESTION NO. 777.

by **Shri Promode Ranjan Das Gupta**, M.L.A.

QUESTION	REPLY
a) The paid-up shares of Ishanpur Service Co-operative Societies and Simnacherra Service Co-operative Societies under Mohanpur block ;	There are no such Co-operative Societies viz. Ishanpur Service Co-operative Society and Simnacherra Service Coop. Society under Mohanpur Block.

QUESTION	ANSWER
b) the total amount of loan to these two societies on different schemes during the years from 1960 – 65 ;	Does not arise.
c) the assets and liabilities of the two co-operative societies for the year 1964—66 ;	Does not arise.
d) the profit or loss incurred by these two societies during 1962—63, 63 – 64 and 64--65 ?	Does not arise.

UNSTARRED QUESTION NO. 778

by **Shri promoderanjan Das Gupta**, M.L.A.

QUESTION	REPLY
a) No. of primary Marketing Co-operative Societies in Sadar Sub-Division with names ;	There are three primary Marketing Co-operative Societies in Sadar Sub-Division. The names of the Societies are as follows— 1) Mohanpur primary Marketing Co-operative Society Ltd. 2) Jirania Primary Marketing Co. operative Society Ltd. 3) Bishalgarh Primary Marketing

QUESTION	REPLY
b) Working Capital of these Societies for 1963-64 & 1964-65 showing each society seperately ;	Working capital of these Societies is as follows :

	1963-64	1964-65
1)	Rs. 55,142·00	53,057·00
2)	Rs. 1,18,490·00	98,795·00
3)	Nil. *	55,591·00

* Bishalgarh Primary Marketing Co-op. Society was registered on 23/6/64 :

QUESTION	REPLY
c) profit or loss incurred by the Societies during the years 1963-64 and 1964-65 showing each society seperately ?	Profit or loss incurred by the societies is as follows :

	In 1963-64.	In 1964-65.
1)	(+) 433·30 p.	(—) 1,003·79p
2)	(—) 2821·60 p.	(—) 2,063·80p.
3)	Nil.	(+) 171·31 p.

Note — (+) = Profit.
(—) = Loss.

UNSTARRED QUESTION NO. 782

by **Shri Promode Ranjan Das Gupta,** M. L. A.

QUESTION	REPLY
Index of the essential commodity prices other than the foodgrains in February, 1964. February, 1965 and February, 1966, showing each commodity seperately,	A statement is laid on the Table of the House.
2. the step taken by the Govt. of Tripura to check the rise in prices of essential commodities other than the foodgrains and to bring down the present prices of consumer goods ?	Buffer stock of essential commodities such as Salt, Mustard Oil and Pulses etc. are being maintained as per Scheme of Govt. of India mainly with a view to ensure regular supply of these commodities in market at reasonable rates. Govt. have also fixed wholesale and retail godown issue prices for such commodities in different Centres and nobody is allowed to sell those commodities at prices higher than prices fixed by the Government. The above steps prevented rise in prices of essential commodities.

STATEMENT LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE IN REPLY TO THE UNSTARRED QUESTION NO. 782.

PART (I) OF THE QUESTION.

Items	February, 1964	February, 1965	February, 1966
Moog	118	179	171
Masur	121	198	171
Mustard Oil	91	149	130
Vanaspati	97	124	133
Goatmeat	105	145	218
Fresh fish	97	119	198
Eggs Duck	100	116	193
Cow milk	88	95	128
Cow ghee	111	127	163
Salt	90	100	95
Turmeric	116	122	112
Chilies Dry	96	85	131
Onion	116	145	102
Sugar Crystals	107	112	112
Gur	164	171	133
Fire wood	107	125	144
Coal coke	144	148	155
Kerosine Oil (lighting)	100	107	100
Match box	114	114	114
Dhuti (Medium)	108	111	113
Sari (Medium)	111	119	121

Items	February, 1964	February, 1965	February,1966
Shoes	113	118	112
Sandles	112	112	105
Medicine	100	100	100
Books (School)	122	122	122
Potatoes	67	67	68
Bringals	115	67	48
Cauliflower	46	66	188
Cabage	75	72	248
Tomatoes	185	185	95
Bean	100	100	73
Sweet pumpkin	100	133	118

Unstarred Question No. 804
by **Shri Hemanta Deb,** M. L. A.

Question	Reply
ক) ইহা কি সত্য যে, ফুড ইন্সপেক্টার মজুত চাউলের সন্ধানে গত জানুয়ারী মাসে সদর বিভাগে জম্পুইজলা বাজারে গিয়াছিলেন ?	না
খ) গিয়া থাকিলে কত পরিমাণ ধানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং কোন কোন ব্যক্তির বাড়ীতে মজুত ধান পাওয়া গিয়াছে ?	প্রশ্ন উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 829

by **Shri Nripendra Chakraborty**, M. L. A.

Question	Reply
1) Total number of houses searched for the un-earthing of hoards of food grains during 1965 ;	132 houses.
2) Total amount of hoards un-earthed ;	65013'550 K. G. (paddy & rice)
3) Number of persons convicted under charges of hoarding during 1964—66 (upto January).	10 persons so far.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LAGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

5th April, 1966.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 5th April, 1966.

PRESENT

Shri Upendra Kr. Roy, Speaker in the Chair, The Chief Minister, The Deputy Speaker, three Deputy Ministers, and twenty Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker— I would take up the first item of the Agenda ; Starred Questions. I would call on Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam— 572.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 572.

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether there is any bed attached to the emergency block. V. M. Hospital ;	No
2. If not, the reasons thereof ?	All emergency cases needing more than first aid treatments are transferred to G. B, Hospital by Ambulance.

শ্রীআতিকুল ইসলাম—হাসপাতালে ইমার্জেন্সী ব্লকে বেড থাকাই কি উচিত নয় ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ইমার্জেন্সী ব্লক রয়ে গেছে, সেই ভি, এম, হস্‌পিটালে, সেখানে যেগুলিকে ফারষ্ট এড্‌ ট্রিটমেন্ট দিতে হয় তাদের আমরা দিয়ে দিচ্ছি ফারষ্ট এড্‌ ট্রিটমেন্ট, আর যাদের ফারষ্ট এড্‌ ট্রিটমেন্টের বেশী দরকার তাদের আমরা এম্বুলেন্স করে জি, বি, হাসপাতালে পাঠিয়ে দিচ্ছি. তার কারণ সেখানে স্পেশাল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি মনে করেন না, যেগুলি ইমার্জেন্সী কেস্‌, সেগুলি যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় মুভমেন্ট করান হয়, তাতে তার প্রাণহানি হতে পারে ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেস্‌গুলি, যেগুলি ফারষ্ট এড্‌ দেওয়া দরকার সে-গুলির জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি, বাকীগুলি আমরা সিফ্‌ট করছি জি, বি, হাসপাতালে। এখন যে প্রশ্নটা তিনি করেছেন যে এই মুভমেন্টের ফলে প্রাণহানি হতে পারে, এই ধরণের প্রশ্নের জবাবে শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে এই ধরণের কেস্‌ যদি আসে তাহলে আমাদের কতকগুলি ওয়েটিং বেড, তাদের অবজার্ভেশান বেড বলা হয়, সেই বেড সব জায়গাতেই থাকে এবং সেখানে তাদের রাখা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম-- আমাদের এখানে কয়টা অবজার্ভেশান বেড আছে ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অবজার্ভেশান বেড সেখানে যখন যতটা দরকার হয়, সেইভাবে সেটা করা হয়। এটা টেম্পোরারী এরেনজমেন্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— ভি, এম, ইমার্জেন্সীতে কোন নার্স ডিউটিতে থাকে কি ?

শ্রী বি, দাস— ভি, এম, ইমার্জেন্সীতে নার্স ডিউটিতে সব সময় থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— ভি, এম, হাসপাতালে রাত্রিতে কোন নার্স ডিউটিতে থাকেনা, এটা কি সত্য নয় ?

শ্রী বি, দাস— ইমার্জেন্সীতে রাত্রিতে আপ্‌ টু ৯ পি, এম, নার্স থাকে, তারপর আর, পি, ডিউটিতে থাকে এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে যে নার্স আছে, তাদের সেখানে ডিউটিতে রাখা হয়।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি ঠিক নয় যে রাত্রিতে কোন লোক ইমার্জেন্সীতে যান, তখন

তাকে যদি ইন্‌জেক্‌শান দেওয়া দরকার হয়, ওয়ার্ড বয়কে দিয়ে ইন্‌জেক্‌শান দেওয়ান হয় ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক নয়। নার্স যারা ওয়ার্ডে আছেন তাদের সংগে সংগে ডাকা হয় এবং আর, পি, সেখানে আছেন, ডাক্তার বাবু আছেন, তারা সেখানে সেগুলি এ্যাটেণ্ড করেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— নার্স যে ইমার্জেন্সীতে রাখা হয়েছে, তারা সেখানে ডিউটিতে কতক্ষণ থাকেন ?

শ্রী বি, দাস— ইমার্জেন্সী নার্সদের রাত্র ৯টা পর্য্যন্ত ডিউটি আছে। তারপর নার্স অন্ ডিউটি, ডিপারেন্ট ওয়ার্ডে যারা থাকে, তাদের ডেকে আনা হয় এবং ইউজুয়েলি তাদের যতক্ষণ ডিউটি আওয়ার আছে, ততক্ষণ থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি সত্য নয়, যে নার্স সেখানে থাকে তাদের ডিউটি আওয়ার হচ্ছে সকাল দশটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্য্যন্ত, তারপর আর কোন নার্স ডিউটিতে থাকেন না ?

শ্রীবি, দাস— ইমার্জেন্সী নার্সের ডিউটি শেষ হয়ে গেলে, তারপর আরেকজন নার্স সেখানে আসে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— তাহলে রাত্র নয়টা পর্যন্ত কোন নার্স সেখানে ডিউটিতে থাকেনা ?

শ্রীবি, দাস— রাত্র নয়টা পর্যন্ত নার্স সেখানে ডিউটিতে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং— মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন, ইমার্জেন্সী ওয়ার্ড সকাল কটা থেকে কটা পর্যন্ত খোলা থাকে ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইমার্জেন্সী ব্লক খোলার নিয়ম হচ্ছে যে আমাদের যখন নাকি আউটডোর ডিসপেন্সারী খোলা থাকে, তখন ইমার্জেন্সী থাকছেনা, তখন আউটডোরে এ্যাটেণ্ড করে। আউটডোর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ইমার্জেন্সী সুরু হয়।

Mr. Speaker— Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta— 662

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir. Starred Question No. 662

QUESTION	REPLY
a). Whether it is a fact that some recommendations have been made by the Tea Finance Committee in regard to the formation of a Zone for the small growers to enable them to pay reduced excise duty on Tea ?	a), No such information is available with this Department.

b). If so, the steps taken by the Govt. of Tripura to draw the attention of the Central Govt. to enable the Tripura small growers to pay the reduced excise duty on the Tea Manufactured by them ;	b). Does not arise.
c). If so, the result of the negotiation ?	c). Does not arise.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বর্ত্তমানে যে চা বাগানগুলি পড়ে আছে, যেখানে ৩৪টি বাগান আনইকনমিক, তার ইমিডিয়েট রিলিফ দরকার, সেই বিষয়ে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট এর এ্যাটেনশান ড্র করবেন কিনা ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা শিলং এ যে সেন্ট্রাল এজেন্সী আছে তাদের কাছে খবরের জন্য লিখেছিলাম, সেইজন্যই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলাম নো সাচ্ ইনফর্মেশান ইজ এভেইলএবল। তারপর আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে লিখেছি সেখান থেকে খবর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছু বলতে পারছিনা।

Mr. Speaker— Shri Agore Deb Barma.

Shri Agore Deb Barma— 741.

Shri B. Das—Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 741.

QUESTIONS	REPLY
১। ত্রিপুরায় উপজাতীয় কৃষক ও জুমিয়াদের সরকারী কৃষিঋণ ও কৃষি দাদন এবং অন্যান্য মহাজনী দাদন মাথাপিছু কত ?	জানা নাই।
২। সরকারের কাছে এই তথ্য না থাকিলে ইহা সংগ্রহ করার কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কিনা ?	না।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ত্রিপুরার উপজাতীদের ঋণ মাথাপিছু বর্তমানে কত, এই সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন তথ্য নেওয়া দরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রী বি দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন তার উত্তরে এইটুকু বলতে হয় যে সরকার থেকে সবকিছু চেষ্টা করা হয় এবং সরকার তা বিবেচনা করছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন অন্যান্য ঋণ বাদে কৃষিঋণ এবং কৃষি দাদন তাদের কত ?

শ্রী বি, দাস—কৃষি দাদন ৫০ টাকা মাথাপিছু এবং সেটা সীডস্ এবং ম্যানুর কিনবার জন্য দেওয়া হয়, আর কৃষিঋণ—সেটা আমাদের আলাদা হেড আছে, সেটা শুধু ট্রাইবেল নয়, নন-ট্রাইবেলরাও পেতে পারেন এবং সেটা ল্যাণ্ড মরগেজ দিয়ে তারা পেয়ে থাকেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— যাদের জমি নাই তাদের কৃষিঋণ পাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যাদের জমি নাই তাদের কৃষিঋণ দিলে তারা সেই কৃষিঋণ নিয়ে বা কি করবেন ?

মিঃ স্পীকার— প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করা চলে না।

শ্রী এস, এল, সিংহ— জমি নেই যাদের তারা ত কৃষক নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন লাষ্ট ফিনানশ্যাল ইয়ারে কত পরিমাণ দাদন জুমিয়াদের দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীলুড়া আং মগ— মাননীয় মন্ত্রী কি বলবেন, মহাজন এর কাছে দাদনের দায়ে, উপজাতীয়দের জমিগুলি মহাজনের হাতে চলে যাচ্ছে, একথা সত্য কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— সরকার এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে কৃষিঋণ এবং কৃষি দাদন, সেটা কি বছর বছর বাড়ছে না কমছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—ইহার পরিমাণ ডিপেণ্ড করে circumstances and environment এর উপর। ড্রট যদি হয়, ফ্লাড যদি হয়, তাদের ভিত্তি করে সেটা বাড়ে বা কমে। যেবার ফ্লাড বেশী হয় এবং সমস্ত জমি নষ্ট হয়ে যায় সেখানে কৃষকেরা আসে এবং এটাই প্রধান কারণ। অতএব এমন কোন নির্দিষ্ট ইয়ার নাই যে এই ইয়ারে বাড়বে এবং এই ইয়ারে কমবে। এটা ডিপেণ্ড করে ওয়েদারের তারতম্য এর উপর।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা উপজাতী জুমিয়া তাদের বছরের পর বছর সরকারী তরফ থেকে যে কৃষি দাদন দেওয়া হয় ৫০ টাকা করে, সেটা কি বাড়ছে না কমছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

শ্রীলুড়া আং মগ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন পাহাড়িয়াদের কত জমি এই রকমভাবে মহাজনের কাছে হাতছাড়া হয়েছে ?

Mr. Speaker— This question does not come here ;

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, অতি শীঘ্র কৃষিঋণ এবং কৃষি দাদন সম্পর্কে কোন সার্ভে করা হবে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— সরকারের তা বিবেচনাধীন।

Mr. Speaker— Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kumar Choudhury— 870.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, starred question No. 870.

QUESTION	ANSWER
1. The reason of not taking up the construction of bridge over the Manu River on the road Sabroom to Udaipur.	1. The design has not yet been finalised.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে লাষ্ট ইয়ারেও এটার জন্য টাকা বাজেটে ধরা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— বাজেটে কত টাকা ছিল সেটা আগে জানা দরকার। ডিজাইন করতে গেলেও টাকা লাগে, ষ্টাফ লাগে। অতএব সেই অনুসারে অর্থ বরাদ্দ করা হয় এবং সেই অনুসারেই সেটা রাখা হয়েছে। অতএব যে সময়ে ডিজাইন শেষ হবে তখনই তাহাকে ফাইনালাইজ করা হবে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এই ব্রিজটা কি থার্ড প্ল্যান পিরিয়ডে কমপ্লিট করার কথা ছিলনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— কোনটাই থার্ড প্ল্যান পিরিয়ডে শেষ করার জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ ছিলনা।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এটার কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ হবে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— যখন ডিজাইন ফাইন্যালাইজ হবে তখন আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমনসুর আলী।

শ্রীমনসুর আলী— প্রশ্ন নং ৮১৮।

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৮১৮।

প্রশ্ন	উত্তর
বিশ্রামগঞ্জ সোনামুড়া রাস্তার পীচ ঢালাই কাজ কবে পর্যন্ত সম্পন্ন হবে ?	ঃ ৭ মাইল রাস্তায় পীচ ঢালাই কাজ শেষ হইয়াছে। আরও ৩ মাইল রাস্তার পীচ ঢালাই এর কাজ শীঘ্রই শেষ হইবে এবং বাকী ৭ মাইলের পীচ ঢালাই এর কাজ আগামী ১৯৬৭ ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্যন্ত শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীমনসুর আলী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, জানাবেন কি এই কাজটা কবে মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে এই কাজটার ওয়ার্ক অর্ডার কবে ইস্যু করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারবেন যে কাজটা কাকে দিয়ে করানো হচ্ছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনসুর আলী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সমস্ত রাস্তাটা কি পাথরের সুড়কী দিয়ে পীচ করা হয়েছে, না কোন কোন জায়গায় ইটের সুড়কী দিয়েও পীচ করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— যে অংশটা পীচ করা হয়েছে সেই অংশটার কাজ কবে পর্যন্ত আরম্ভ হয়েছিল ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— Shri Ershad Ali Choudhury.

Shri Ershad Ali Choudhury— 939

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 939.

QUESTION	ANSWER
1) For how long the X-Ray Machine of Udaipur Sub-Divisional Hospital is lying ineffective ?	: The X-Ray Machine of Udaipur Sub-Divisional Hospital is in order.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এটার কাজ এখন চলছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— আমাদের ফিল্ম না থাকাতে এক্সরে এখন হচ্ছে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে কতদিন যাবত এটার সার্ভিস হচ্ছে না ?

শ্রীবি, দাস— ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫ পর্যন্ত সেখানে এক্সরে হয়েছে। তারপর থেকে এক্স-রে ফিল্ম না থাকার দরুণ আর কাজ হচ্ছে না।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী— এখন কি ভাবে রোগী এক্সরে হচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস— যেগুলি ইমারজেন্সী কেস সেগুলি সেখানে ক্লিনিকেই ডাক্তার বাবু চিকিৎসা করছেন। তারপরেও যদি সেখানে সম্ভব না হয় তাহলে সংগে সংগেই জি, বি, হসপিটালে ট্রান্সফার করে দিচ্ছেন।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এক্স-রে প্লেট পাওয়ার জন্য তাঁরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

শ্রীবি, দাস— এক্সরে প্লেট পাওয়ার জন্য আবার আমরা কোম্পানীকে লিখেছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— কবে লিখেছেন জানতে পারি কি ?

শ্রী বি, দাস— অ্যাবাউট ওয়ান অ্যাণ্ড হাফ মান্থস্ ব্যাক।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এখানে এক্সরে প্লেটের সর্টেজ দেখা দিয়েছে আরও ৫/৬ মাস আগে, তাহলে এতদিন পরে কেন লিখা হল এক্সরে প্লেটের জন্য ?

শ্রী বি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছিলাম যে মুহূর্তে আমাদের ফিল্মগুলি শর্ট পড়ে গেল এবং ইম্পোর্ট রেষ্ট্রিকটশান একটা ছিল, এছাড়া আমাদের কোটা যেটা ছিল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট সেটা দিয়েছিলেন, তারপর যেটা আমাদের পাওয়ার কথা ছিল সেটার জন্য আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়াকে লিখেছি এবং সেখান থেকে আমাদের কাছে ইনষ্ট্রাকশন এসেছে কোম্পানীকে লিখার জন্য। সংগে সংগেই আমরা কোম্পানীকে লিখেছি এবং ওয়ান অ্যাণ্ড হাফ মানন্থস যেটা আমি বলে'ছ সেটা হচ্ছে রিমাইনডার, এই কথাটা বলতে আমি ভূলে গিয়েছিলাম।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি সত্যি নয় যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট যখন নাকি জানিয়েছেন যে কোম্পানীকে লিখবার জন্য তারও প্রায় ৬ মাস পরে অর্ডার প্লেস করা হয়েছে?

শ্রী বি, দাস— এই কথাটা ঠিক নয়। আমরা সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছ থেকে ইনষ্ট্রাকশন পাওয়ার সাথে সাথেই কোম্পানীকে লিখেছি এবং দেড়মাস আগে যেটা লিখেছি সেটা হল রিমাইণ্ডার।

Mr. Speaker— Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam— 573.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir. Starred question No. 573.

QUESTION	ANSWER
1. Is there a family planning clinic at V. M. Hospital :	Yes.
2. If so, how many days in a week it remains open for the public :	Once a week (Thursday).
3. What are the different kinds of contraceptive advise to the patients ;	Condome, Cervical Caps and Jelly & I. U. C. D.
4. Number of loops distributed during the last one year ?	25 Nos.

Mr. Speaker— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma— Question No. 768.

Shri M L. Bhowmik— Hon'ble Speaker, Sir, the reply of the Question No. 768 is under collection and we will furnish it shortly.

Mr. **Speaker**— Shri Sunil Kumar Choudhury.

Shri Sunil Kumar Choudhury— 864

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 864

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether the Govt. will take up the work of the road from Agartala to Takerjala via Jogendranagar this year in order to make the road motorable ?	1. A Jeepable fair weather road upto Amtali from Jogendranagar exists. Takerjala is on the other side of Burima river opposite to Amtali.
2. Whether the road from Agartala to Takerjala will be extended upto Jampaijala this year ?	2. No.
3. If so, how much progress the Government has made in the matter ?	3. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই রাস্তাটা এখন পর্যন্ত পি. ডব্লিউ, ডি গ্রহণ করছেন না কেন ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রাস্তাটা পি, ডব্লিউ, ডি, তো করছে। আমি বলেছি জীপেবল্ ফেয়ার ওয়েদার রোড আপ টু আমতলী যেটা আছে ফ্রম যোগেন্দ্রনগর ইট একজিসষ্ট। মানে যোগেন্দ্রনগর টু আমতলী একটা রাস্তা আছে। সেটা জীপেবল্ ফেয়ার ওয়েদার রোড। এখন আগরতলা টু আনন্দনগর ভায়া যোগেন্দ্রনগর একটা রাস্তা আছে। মধুবন টু আমতলী আর একটা রাস্তা আছে। আমাদের ভবিষ্যতে প্রপোজ্যাল হচ্ছে যে মধুবন টু উদয়পুর ভায়া জম্পুইজলা আমরা চলে যাব। এখন টাকারজলাটা হচ্ছে বুড়িমা রিভারের অপর পারে। কাজেই সেখানে টাকারজলা টু জাম্পুইজলা যে রাস্তাটা সেখানে আর একটা রাস্তা আছে। কাজেই সেদিকে আমাদের যোগাযোগ হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে এখানে বললেন যে টাকারজলা থেকে জাম্পুইজলা হয়ে উদয়পুর পর্যান্ত যে রাস্তার কথা উনি বললেন এই রাস্তাটার সার্ভে ওয়ার্ক আরম্ভ হয়েছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— বর্তমানে যে রাস্তাটা আগরতলা থেকে আমতলী পর্যান্ত জীপেবল্ রোড যেটা আছে, বর্ষাকালে এই রাস্তাটা চালু থাকবে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি ফেয়ার ওয়েদার রোড।

Mr. Speaker— Shri Monchur Ali.

Shri Monchur Ali— 880.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 880.

QUESTION	REPLY
১। সোনামুড়া দক্ষিণাঞ্চলের সহিত সুষ্ঠ যোগাযোগ ব্যবস্থা করার জন্য গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	বর্তমানে নাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ— গোমতী নদীর উপর অলরেডি একটা ব্রীজ কনষ্ট্রাকশান চলছে।

শ্রীমুনছুর আলী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হল সোনামুড়া হইতে দক্ষিণে কাথালিয়া হইয়া নিদয়া যে রাস্তা গিয়াছে, সেখানে গোদারাঘাট 'এর যে রাস্তা, সে রাস্তার উপর ব্রীজ হওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— সেটা আলাদা প্রশ্ন, অতএব সেটার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

শ্রীমুনছুর আলী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানতে চাই, সোনামুড়া নদীর উপর যে ব্রীজটার কথা আমি বলছিলাম, সেটা করার কোন প্রয়োজনীয়তা সরকার মনে করেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ— আমরা খুবই প্রয়োজন মনে করি এবং সেটা হওয়া উচিত মনে করি। এবং যোগাযোগ রক্ষা খুব দরকার, কিন্তু এই মুহূর্তে ত্রিপুরার সমস্ত জায়গার প্রয়োজন অনুসারে করা, অর্থের সংকুলান হবেনা। কারণ অনুদানের উপর নির্ভর করেই আমাদের বাজেট চলেছে।

Mr. Speaker— Shri Atiqul Islam.

Shri Atiqul Islam— 603.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker Sir, Starred Question No. 603.

QUESTION	ANSWER
1. Whether the project report has been prepared by the National Industrial Development Corporation, New Delhi for starting another unit for fruit preservation and canning ;	Yes.
2. If so, when the said unit is expected to be started ?	Work for starting the unit is proposed to be started during 1966—67.

শ্রীআতিকুল ইসলাম— কোথায় স্টার্ট করা হবে সেটার সাইট সিলেকশান করা হয়েছে কি ?

শ্রী বি. দাস— আপাততঃ কুমারঘাট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেটা কি উদয়পুর হওয়ার কথা ছিলনা ?

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উদয়পুর এবং কুমারঘাট

আনারস উৎপাদনের ব্যাপারে দুই জায়গাই প্রায় সমান, সেটা আমরা হিসাব করে দেখেছি এবং উদয়পুরে পাবলিক সেক্টারে একটা ইউনিট শীঘ্রই সেখানে আসছে, সেইজন্য আমরা কুমারঘাট 'এর কথা ভাবছি।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— এটা কি স্টেট সেক্টারে গভর্ণমেন্ট নিজে করছেন ?

শ্রী বি, দাস— পাবলিক সেক্টারে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীঅঘোর দেববর্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— ১৪৭

শ্রী বি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টাড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৭

প্রশ্ন	উত্তর
১) সাব্রুম বিভাগের মনু বাজারের প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল তোলার জন্য যে পাম্পিং মেসিন বসান হইয়াছে তাহা চালু আছে কিনা,	হাঁ, চালু আছে।
২) যদি চালু না হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি,	প্রশ্ন উঠেনা।
৩) প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে জল তোলার ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চালু বলতে তিনি কি বুঝেন ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চালু বলতে এইটুকু বুঝি যে সেটা দিয়ে জল উঠে।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্রী মহোদয় যদি এইরকম ভুল তথ্য পরিবেশন করেন তাহলে আমাদের বলার কিছু থাকেনা। আমি কিছুদিন আগে দেখে এসেছি সেটা নষ্ট হয়ে আছে, আর উনি বল্লেন চালু আছে।

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা একটা মেশিন, কাজেই সেটা সাময়িকভাবে একটু অকেজো হতে পারে, সেটা যদি রিপেয়ার করা হয়, সংগে সংগে চালু হতে পারে। এখন চালু আছে, আমি একথাই বলতে চাইছি, আমি ভুল তথ্য পরিবেশন করি নাই।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কবে সেটা মেরামত করা হয়েছিল ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেরামতের প্রশ্ন এখানে আসেনা, আমি জানি সেটা চালু আছে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেটা কি বরাবরই চালু আছে না মাঝে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, পরে মেরামত করে চালু করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেশিন সাময়িক নষ্ট হতে পারে. সংগে সংগে সেটা রিপেয়ার করার ব্যবস্থা থাকে।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— সেটাই আমি জিজ্ঞাসা করছি যে মেরামত যদি আপনারা করে থাকেন তবে সেই মেরামতটা কবে করা হয়েছে ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি স্বীকার করছিনা এজন্য যে আমি জানি সেটা চালু আছে।

মিঃ স্পীকার— এ্যাট দি প্রেজেন্ট মোমেন্ট ?

শ্রীবি, দাস— এ্যাট দি প্রেজেন্ট মোমেন্ট।

শ্রীআতিকুল ইসলাম— আমি জানি সেই মেশিন এখনও খারাপ।

শ্রীবি, দাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি সেই মেশিন চালু আছে, সেটা দিয়ে জল উঠে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সেই জল ব্যবহার করে থাকি।

Mr. Speaker :—Speaker is too weak to give his ruling on this point.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় রাজী আছেন কি সেখানে মেম্বারস্‌ গিয়ে তদন্ত করতে ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই প্রশ্ন আসেনা, আমি জানি সেখানে মেশিন চালু আছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমুনছর আলী।

শ্রীমুনছর আলী—৮৮২

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ষ্টার্ট কোয়েশচান নাম্বার ৮৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
সোনামুড়া উপবিভাগের ধনপুর এলাকার সরকারী ডিস্পেন্সারীর ঘরবাড়ী করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	হঁা, আছে।

শ্রীমুনছর আলী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিস্পেন্সারীটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে, ভাড়াটে বাড়ীতে আছে কিনা ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঘরটা সেখানে জনসাধারণ দিয়েছিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা চলছে, জনসাধারণ সেই জায়গাটা গভর্ণমেন্টকে দিয়ে দেবে এবং সেখানে সরকারী তরফ থেকে ডিস্পেন্সারী করা হবে, আশা করছি ১৯৬৬-৬৭ এ সেটা আমরা করতে পারব।

শ্রীমুনছর আলী—সেখানে কি এল, এম, এফ ডাক্তার না এম, বি, বি, এস, না কম্পাউণ্ডার, কে সেই ডিস্পেন্সারীটা চালাচ্ছে ?

শ্রীবি, দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্যটি এই মুহূর্তে আমার কাছে নাই, সো আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— Starred questions of all the members present are over. There are 3 starred questions given notice of by Shri Nripendra Chakraborty. I would call on Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma— 430.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 430.

QUESTIONS	ANSWER
1. When was the minimum wages fixed-up for tea plantation of Tripura :	1. In 1952.
2. Whether a revision of the minimum wages has become over due :	2. No.
3. If so, when does the Govt. proposes to take steps for revision of the minimum wages for Tea Garden Labour and employees ?	3. Does not arise.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—তাদের ওয়েজ কত তা বলতে পারেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীবি, দাস—এক্ষনে আছে অ্যাডাল্ট ফিমেল ১'২৬ পয়সা, মেল ১'৪১ পয়সা আর চিলড্রেন ৬৯ পয়সা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—বর্তমান লিভিং কষ্টের অবস্থায় এই ওয়েজে চলে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি ?

শ্রীবি. দাস—বর্তমানে আমরা এই দিল্লি এবং সেন্ট্রাল টিপ্ল্যানটেশান ইণ্ডাস্ট্রি বোর্ডের সঙ্গে কথাবার্তা চলে এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কথাবার্তা হলেই আমরা রেটের পরিবর্তন করতে পারি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— আমার প্রশ্ন ছিল তারা এখন যে ওয়েজ পাচ্ছে তাতে তাদের চলে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ— টি প্লানটেশান ইণ্ডাস্ট্রি বোর্ড এবং গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যেটা ইনক্রীজড্ রেট ছিল সেটাই দিয়েছেন। তারা এই মনে করে দিয়েছেন যে এই কণ্ডিশনে এটাই চালু রাখা দরকার।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা— এটার কোন রিভিশন হবে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— রিভিশন অ্যাণ্ড ইনক্রীজ ডিপেণ্ড করবে সেই বোর্ডের উপর।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আসাম বা দার্জিলিং এলাকার টি প্ল্যানটেশন লেবারদের ওয়েজ কত ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Next question.

Shri Sudhanwa Deb Barma—433

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, Starred Question No. 433.

QUESTION.	REPLY.
1) Total amount of money spent for each Industrial Estate started under different plans ;	1) a) Industrial Estate Arundhutinagar = Rs. 2·79 lakhs. (up to the end of 2nd plan).
	b) Industrial Estate Udaipur = Rs. 3·288 lakhs. (upto 1964-65).
2. Number of worker employed in each of these Estates on 31. 12. 65 ;	2. a) Industrial Estate Arundhutinagar. = 170
	b) Industrial Estate Udaipur. = 59
3) Whether the number is on the decrease ;	3) No.
4) If so, the reasons therefor ?	4) Does not arise.

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—বর্তমানে যে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ওয়ার্কার আছে তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীবি, দাস— আমি প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে অরুন্ধুতিনগরে—১৭০ জন আর উদয়পুরে ৫৯ জন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি কোন ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এষ্টেটে কয়টা ইউনিট আছে ?

শ্রীবি, দাস— অরুন্ধুতিনগরে আছে ১৪টা, আর উদয়পুরে আছে ৩টা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— ইউনিটগুলির নাম বলতে পারেন কি ?

শ্রী বি, দাস— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker— Any other question ?

Shri Sudhanwa Deb Barma— 886.

Shri B. Das— Hon'ble Speaker, Sir, question No. 886.

QUESTION	ANSWER
1) Whether there is any facility for treament of cancer patients at G.B. Hospital at Agartala :	: No except surgical interference there is no special facilities for treamcnt of cancer cases.
2) If so, details of these facilities :	: Does not arise.
3) Whether any fund was collected for this purpose :	: Yes,
4) If so, the total amount collected so far ?	Rs. 53,912/-

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা— যারা চিকিৎসা করতে পারছেন না তাদের কোন সাহায্য দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রী বি, দাস— ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্ল্যান পিরিয়ডে আমরা একটা প্রস্তাব করেছি সেই ফেসিলিটি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা— যারা এই রোগে ভোগে তাদের চিকিৎসার জন্য অন্যত্র পাঠাতে গেলে তাদের কোন ফিনানসিয়াল হেল্প দেওয়া হয় কিনা ?

শ্রী বি, দাস— কতগুলি কেসে দেওয়া হয়।

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— প্রথম গভর্ণমেন্ট ফাণ্ড থেকে এটা দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। তবে আমার যে রিলিফ ফাণ্ড আছে সেই রিলিফ ফাণ্ড থেকে যখনই পেসেন্টরা আসে তখন আমরা যাতায়াতের যে খরচটা এটা দিয়ে থাকি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা-- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই পর্যান্ত কতগুলি কেস ফিনানসিয়াল হেল্প পেয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—All the starred questions are over. There are some unstarred questions. I would request the Hon'ble Minister to lay on the table of the House the replies to the unstarred question.

I would pass on to the next item, Government Business. Voting on demand for grants for 1966-67.

To-day on the List of Business 4 Demands viz. Demand Nos. 14—Education, 25—Electricity Schemes, 26—Capital Outlay on Electricity Schemes and 41—Capital Outlay on Electricity Sohemes are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Cheif Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Chief Minister will move his demands standing in his name one by one when called a particular demand by me and as soon as the Chief Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter, when debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Chief Minister to move the Demand Nos. 25—Electricity schemes, 26—Capital Outlay on Electricity Schemes and 41—Capital Outlay on Electricity Schemes together and I shall have one general debate on these three demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

Now, I would call on Hon'ble Chief Minister to move his Demand No. 14—Education.

Shri S. L. Singh— Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2.93.91,000/-, [inclusive of the sums specified column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 14—Education.

শিক্ষার খাতে এই যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এবং শিক্ষার এই যে দ্রুত উন্নতি সেটা একটা অভূতপূর্ব উন্নতি ত্রিপুরার ক্ষেত্রে। অতএব এই যে বাজেটে অংকটা পেশ করা হয়েছে. আশা করি হাউস উন্নতির দিকে লক্ষ্য করে এই বাজেটকে সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker— Against this Demand, there as many as 13 cut motions. I would call on Shri Atiqul Islam to discuss on his cut motions,

1) That the Demand be reduced by Rs 100/- to discuss on anomolies in the pay scales of the teachers.

2) The Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Education Directorate.

Shri Atiqul Islam— Hon'ble Speaker Sir, আমি Education Directorate এর mismanagement সংক্রান্ত এবং শিক্ষকদের পেস্কেল নিয়ে যে একটা অরাজকতা করা হচ্ছে এবং এ্যাপয়েন্টমেন্ট ব্যাপারে যে একটা খামখেয়ালী মেজাজ দেখান হচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমি কিছু আলোচ-

পাত করতে চেষ্টা করব। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেটা তদন্ত করবেন কি করবেন না আমি জানিনা। কারণ আমার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে যে ওপজিশান থেকে যখনই যে কোন বিষয়ে বলা হউক না কেন, এটাকে নস্যাৎ করা হচ্ছে আমাদের রুলিং পার্টির গণতন্ত্র পদ্ধতি, তারা দ্বারা গণতন্ত্রকে অনায় করছেন। যখন ওপজিশানের কাছ থেকে কোন কন্‌সট্রাকটিভ সাজেশান তারা চান, তারা যদি কন্‌সট্রাকটিভ বা কারেক্ট ক্রিটিসিজমও করে, তখনও তারা তার প্রতি মোটেই সম্মান দেখান না এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন না।

আমি প্রথমে বলতে চাচ্ছি যে বাজেট অধিবেশনের প্রথম সেসানেও আমি বলেছিলাম যে. সমাজ বিজ্ঞান, অর্থাৎ সমাজের কথা নামে যেই বইটি স্কুলে পাঠ্য করা হয়েছে, তাতে কতকগুলি রং ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। সেই বইটাকে আজ পর্যন্ত বাতিল করা হয়নি, আজকেও সেই বইটা স্কুলে পড়ান হচ্ছে। সেটা বাতিল করা হয়নি, যদি সেই পৃষ্ঠাগুলি রিপ্রিন্ট করা হয় তাহলেও চলে। কিন্তু তারা তা করেননি, সার্কুলার দিয়ে সেটা চালু করতে তারা চান, এবং সেটাও আমি জানি যে তারা গত বৎসরের শেষের দিকে সেই সার্কুলার দিয়েছে। এর আগে তারা দেননি। কাজেই সাধারণ একটা ভুলকে সংশোধন করতে যদি না চান, এবং আমার এই ক্রিটিসিজমকে যদি তারা কন্‌সট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম বলে মনে না করেন, তাহলে ক্রিটিসিজম কিভাবে হবে এবং কোন ক্রিটিসিজম কন্‌সট্রাকটিভ হবে. আমি জানিনা। আরও একটা বইয়ের ভুল ত্রুটি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করব এবং আমি অবাক হয়ে যাই যে কিভাবে ভুলসহ এই বইগুলি পাশ হয়ে যায়, কি রহস্য সেখানে আছে। পাবলিশাররা কি তাদের অর্থ দিয়ে কিনেন না সেখান থেকে মন্ত্রীরা টাকা খান? তা নাহলে কি করে এইগুলি পাশ হচ্ছে আমি বুঝিনা, কিন্তু সেই বইগুলি সিলেকৃশান হয়ে যায়, সেখানে সিলেকৃশান বোর্ড আছে, এডুকেশানিষ্ট আছে. চীফ মিনিষ্টার আছেন, ডাইরেক্টার অব এডুকেশান আছেন। কিন্তু তার পরও এই সমস্ত ব্যাভিচার এবং অনিয়ম সেখানে চলেছে। একটা সাধারণ বিজ্ঞান, বুদ্ধির পরীক্ষা নামে একটা বই সেখানে আছে, সেই বইটা তারা পাশ করেছেন এবং পাবলিশ করেছেন।

শ্রী এস, এল, সিংহ— I would draw the attention of the Chair to the word 'ব্যাভিচার' whether it is unparliamentary or not ?

Mr. Speaker— ব্যাভিচার is not allowed.

Shri S. L. Singh— That should be withdrawn.

Mr. Speaker— Hon'ble Member should withdraw the word.

Shri Atiqul Islam— আমি withdraw করছি, কিন্তু বিভ্রান্ত কথাটাও বোধ হয় আন-পার্লামেন্টারী, কালকে যদিও এই কথাটা অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বুদ্ধির পরীক্ষা বইটি থেকে আমি কয়েকটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করতে চাই এবং দেখাতে চাই যে তার মধ্যে অসংখ্য ভুল আছে। পেজ ৬৮—সেখানে আছে এভাবেই আবিষ্কারক কে, সেখানে লিখা হয়েছে রাধানাথ সিকদার। রাধানাথ সিকদার আবিষ্কারক নন, তিনি তার উচ্চতা

মেপেছেন, কাজেই রাধানাথ শিকদারকে যদি আবিষ্কারক বলা হয়, তাহলে সেটা সঠিক বলা হয়না। তারপর পেজ ১১৩, সেখানে বলা হয়েছে যে কচ্ছপের আয়ুষ্কাল নাকি ১০ বছর, এটা কি সত্য? একটা কচ্ছপ ১০০, ১৫০ বা তারও বেশী বাঁচে, অতএব এই কথাটা সত্যিকারের কথা নয় এবং রং ইনফরমেশান এবং তারা এই বইটাকেই পাঠ্য করেছে। ১১৪ পৃষ্ঠায় সেখানে বলা হয়েছে লবঙ্গ একটা গাছের শুকনা ফল, লবঙ্গ গাছের শুকনা ফল নয়, এটা একটা ফুল, লব মানে রেণু আর অংগ মানে অঙ্গ। কাজেই এটাও একটা রং ইনফর্মেশান। কর্পূর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে কর্পূর নাকি এক প্রকার গাছের কাঠকে বিশেষ পদ্ধতিতে শুকিয়ে কর্পূর করা হয়, কাঠকে শুকিয়ে কর্পূর করা হয়না, গাছের রস শোষণ করে নিয়ে তারপর সেখান থেকে কর্পূর করা হয়। এই রকম ভুল আরও বলা যায়, আরও অনেক সেখানে আছে। যেমন হাতী তার আয়ুস্কাল নাকি ৬০ বছর কিন্তু আমরা জানি যে হাতী ১২০ বছর বাঁচে, ক্ষণার বচনে তাই বলে। তারপর কর্ক সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কর্ক এক প্রকার গাছের ফল, ইহা কাটিয়া কর্ক করা হয়, কর্ক গাছের ফল নয়, কর্কটা ওক্ জাতীয় গাছ থেকে তৈরী হয়। ওক গাছের ছাল থেকে কর্ক হয়। এই সমস্ত এরারস আরও আছে কিন্তু এই বইটা আমরা পড়াচ্ছি, আমরা বেসিক এডুকেশান দিচ্ছি, বেসিক কি নমুনায় চলছে সেটা সমাজের কথায় আমরা বলেছি। এখানে আরেকটা হচ্ছে বুদ্ধির পরীক্ষা তার মধ্যে রং ইনফমেশান ভর্তি: সেখানে ডাইরেক্টার অব এডুকেশান আছেন, এডুকেশান মিনিষ্টার আছেন, সিলেক্শান বোর্ড আছে, সব থাকা সত্বেও সেই বইগুলি পাশ হয়ে যায়। আমি যদি সন্দেহ করি যে টাকা দিয়ে এই বইগুলি পাশ করান হয়েছে, তাহলে কি সেটা ভুল করা হবে? সেগুলি পাশ হয়, কিন্তু বলার পরও সেগুলি সংশোধন হয়না, কাজেই কি যে কাণ্ডকীর্তি সেখানে চলছে, একটা বস্তু সেখানে আছে, সেটা বুঝা আমাদের পক্ষে একরকম দুঃসাধ্য। করাপশান শুধু চাউল, তেল, ডালেই নয়, করাপশান শিক্ষায়ও চলেছে। ভেজাল সেখানেও আছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ঘুষ নিয়ে সবকিছু করান হয়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সেদিন এডুকেশন সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম যে প্রাইভেট স্কুলের টিচাররা তাদের মাইনে গত ৩ মাস যাবত পাচ্ছে না। সে এক অবস্থা এখনও চলেছে এবং সেইজন্যই আজকে বেসরকারী স্কুলের টিচাররা বাধ্য হচ্ছেন একটা ডেমনস্ট্রেশন করতে। তাঁরা আগামী ১১ই এপ্রিল একটা মিছিল নিয়ে আসবেন বিধান সভায়। কারণ তাদের দাবী বা অভিযোগগুলির আজ পর্যন্তও কোন প্রতিকার হয়নি। যদি কোন এ্যাসুরেন্স দিয়ে সেটা পূরণ না করেন, তাহলে সেই এ্যাসুরেন্স আমাদের এখানে দেওয়া হয় কেন? আমি সেদিনও বলেছিলাম যে শিক্ষকরা গ্র্যান্ট ইন এড ঠিকমত পাচ্ছে না।

(লাল বাতি)

এডুকেশনের উপরেই আমাদের বেশী কাট মোশান স্যার। অন্যগুলির উপরে তো নাই। কাজেই আমরা এডুকেশনের উপর একটু বেশী সময় চাই।

মিঃ স্পীকার— আচ্ছা

শ্রীআতিকুল ইসলাম—কাজেই আমি যে ঘটনাগুলি আগে তুলেছিলাম, যে সমস্ত এ্যাসুরেন্স তারা দিয়েছিলেন আজ পর্যান্ত তারা সেই সমস্ত এ্যাসুরেন্সগুলি রক্ষা করার কোন প্রয়োজন মনে করেন না। নন্-গভর্ণমেন্ট স্কুলের রেশিও হচ্ছে টিচারস্ এবং ষ্টুডেন্টসদের ২০:১। এবং সেখানে তাদের বলা হয়েছে যে তোমরা মাত্র একজন সাবজেক্ট টিচার পাবে। অ্যাজ এ রিজাল্ট হায়ার ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কম থাকলেও একজন সাবজেক্ট টিচার সবগুলি ক্লাসে পড়াতে পারে না। ফলে তারা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে। কাজেই এই যে একটা রেস্ট্রিক্শান ইমপোজ করা হয়েছে প্রাইভেট স্কুলগুলিতে যে ২০:১ টিচার থাকবে। এটার রিলেক্সেশন করা দরকার। তা না হলে প্রাইভেট স্কুলগুলি টিকে থাকা সম্ভব নয়। প্রাইভেট স্কুলগুলিকে একটা ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে যে অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দেওয়ার আগে তাদের কাছ থেকে এ্যাপ্রোভাল নিতে হবে। আগে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে তারপর অ্যাপ্রোভাল নিতে হত। এখন অ্যাপ্রোভাল নিয়ে তারপর এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। ফলে যখন একটা পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়ে পড়ে তখন সেখানে আর অন্য টিচার নিয়োগ করতে পারে না। ফলে ছাত্ররা সাফার করে। তারা সেখান থেকে নাম পাঠান, সেখান থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আসে। এটা একটা লং প্রসেস হয়ে যায়। ফলে প্রাইভেট স্কুলগুলি টিচার নিয়োগ করতে খুব অসুবিধা ভোগ করছে এবং এডুকেশনও তাতে খুব সাফার করছে। আর প্রাইভেট স্কুলগুলি মাত্র একজন সাবজেক্ট টিচার রাখতে পারবেন বলে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি লেকচারারের স্কেল পাচ্ছেন। কিন্তু অন্য যে আরও এম-এ পাশ টিচার আছেন তাঁরা একই স্কুলে থেকে লেকচারারের স্কেল পাচ্ছেন না। ফলে এডুকেশন সাফার করছে। আমি জানি যে গত বৎসর ৬টা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলকে ১ লক্ষ ৩ হাজার টাকা গ্রান্ট দেবে বলা হয়েছিল এবং এই কথা বলা হয়েছিল যে তোমরা সায়েন্স টীম খোল স্কুলে। এখন নাকি তারা সায়েন্স টীম খুলেছে কিন্তু তাদের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ছাত্ররা সেখানে গিয়ে ভর্ত্তি হবে। কিন্তু সেখানে লেবরেটরী নেই। ফলে একটা অরাজকতা চলছে। কাজেই তারা সায়েন্স ক্লাস খুলেছে, তারা ছাত্রদের ভর্ত্তি করেছে, শিক্ষক নিয়েছে। কিন্তু এখন টাকাটা আর দেওয়া হচ্ছে না। টাকাটা না দেওয়ার ফলে সব কয়টা স্কুলকে একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে তাদের স্কুলগুলি চালাতে হচ্ছে।

আমাদের এডুকেশন ডিরেক্টরেটে এখন ৬ জন ডেপুটি ডিরেক্টর আছেন এবং ৯ জন ইন দি র‍্যাঙ্ক অব ডেপুটি ডিরেক্টর-এর পোস্ট আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন কাজ নেই। তাঁরা অফিসে যান আর আসেন। কেউ কেউ ফাইল ডিল করেন, কেউ কেউ আবার ফাইল ডিল করেন না। শুধু অফিসে যান আর পত্রিকা পড়েন। সাধারণ একটা ট্রান্সফার অর্ডার দিতে হলেও সেই ফাইল ডিরেক্টারের কাছে পাঠাতে হয়। সেখানে আর একটা স্টেজ বাড়লো কিন্তু কাজের স্পীড বাড়লো না। যে কাজটা নাকি আগে তাড়াতাড়ি হতে পারত এখন আর একটা ডেপুটি ডিরেক্টারের পোস্ট ক্রীয়েট করার ফলে কাজ ঢিলে হচ্ছে। যদি এই সমস্ত ডেপুটি ডিরেক্টরদের পাওয়ার না দেওয়া হয়, সবকটা ফাইল যদি ডিরেক্টরকে দেওয়া হয় তাহলে এই পোস্টটা ক্রীয়েট করার কি অর্থ থাকতে পারে? এইগুলি কি পোস্ট বক্স যে ভায়া ডেপুটি ডিরেক্টর যেতে হবে? কাজেই এই পোস্ট বক্সগুলি সৃষ্টি করার কোন সার্থকতা আমি দেখতে পাই না।

তারপরে আমাদের যে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি আছে সেগুলি কেউ ইন্সপেকশান করে না। সেখানে কি হচ্ছে, না হচ্ছে সেটা দেখবার জন্য কোন ইন্সপেকটিং অথরিটি নেই। বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে আছে। তাদের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির শিক্ষা কি রকম হচ্ছে বা হচ্ছে না সেগুলি ডিরেক্টররাই গিয়ে দেখেন। কিন্তু আমাদের এখানে সেটা ডিরেক্টর বা অন্য কেউ দেখেন না। ফলে সেখানে রেগুলার পড়াশুনা হচ্ছে কিনা এইগুলি দেখবার বা শুনবার সেখানে কেউ নেই।

আমাদের এখানে সায়েন্স প্রমোশন অফিসারের পোস্ট ক্রীয়েট করা হয়েছে। আজকাল এডুকেশন-এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সায়েন্স বায়াস এডুকেশন। একজন সায়েন্স প্রমোশন অফিসারও আমরা এ্যাপয়েন্ট করেছি। কিন্তু তার কোন ক্ষমতা নেই। একজন অফিসার, তার কোন ষ্টাফ নেই। তিনি অফিসে আসেন গাড়ী দিয়ে, আবার বাড়ীতে চলে যান। এছাড়া আর তার কিছু করণীয় নেই। তাহলে এই পোস্টা করা হল কেন? এই অফিসারের সঙ্গে কন্সালটেন্ট অফিসার না কি বলে আরও দুইজন নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু ওদের কারো কোন কাজ নেই। আমরা বলে থাকি যে আজকালকার এডুকেশন সায়েন্স বায়াস এডুকেশন অথচ পোস্ট ক্রীয়েট করার পর তাকে কোন কাজ আজ পর্য্যন্ত আমরা দিচ্ছি না। তাহলে এই যে আমরা মাইনে দিচ্ছি মাসের পর মাস এটার কি সার্থকতা থাকতে পারে?

আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে সিনিয়রিটি লিষ্ট বলতে কোন লিষ্ট নেই। ফলে যার যেভাবে খুশী প্রমোশান হচ্ছে। যে বেশী অফিসারের কাছে যেতে পারে এবং যে বেশী তেল মালিশ করতে পারে সেই প্রমোশন পায়, আর যে নাকি অফিসারের কাছে যায় না বা যাওয়ার কোন সুযোগ পায় না এবং তেল মালিশ করে না, সে প্রমোশন পায় না। তাই চলছে এই অফিসে।

আমি এরপর এ্যাজ রিগার্ডস্ পে স্কেল সম্পর্কে কয়েকটি কথা আমি এখানে বলব। আমাদের এখানে আন-ট্রেণ্ড অনার্স' গ্র্যাজুয়েট এবং আন-ট্রেণ্ড পাস গ্র্যাজুয়েট যারা আছেন, তাদের পে স্কেল হচ্ছে দুই রকম। একটা হচ্ছে ৫৫-৩-১৩০, তার ষ্টার্টিং হচ্ছে ১০০/-, আরেকটা পে স্কেল হচ্ছে ১০০-১২৫, ষ্টার্টিং পে ১০০ ফিক্সড। যেখানে ১০০ ফিক্সড করে দেওয়া হল সেখানে পে স্কেলের সার্থকতা কি রইল? তাকে বলে দিলাম যে তোমার পে স্কেল হচ্ছে ১০০-২২৫ আর অ্যাপয়েন্টমেণ্ট দেওয়ার সময় বললাম তোমার পে ফিক্সড ১০০ টাকা, তাহলে এই পে স্কেল দেখাবার সার্থকতা কি? তার ত জীবনে বেতন বাড়ছে না। ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে না, কিছুই হচ্ছে না। সেই ১০০ টাকা সে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পাচ্ছে, ফিক্সড তার পে, তাহলে এই পে স্কেল সো করার সার্থকতা কি, সেটা দেখান হয় কেন? তারপর আমি এল-ই অর্থাৎ লাইসেনশিয়েট ইঞ্জিনীয়ার যারা আছেন তাদের বহুরকমের পে স্কেল। যারা লেকচারারের কাজ করছেন তাদের পে স্কেল ২৭৫-৬৫০/-, যারা ইন্সট্রাক্টারের কাজ করছে তাদের পে স্কেল হচ্ছে ১০০-২২৫, সিমিলার হচ্ছে কোয়ালিফিকেশন, একই সাবজেক্ট তারা পড়াচ্ছে, তারপরও তাদের তিনটি পে স্কেল হচ্ছে কেন? এমন ত নয় যে যিনি নাকি লেকচারার বা ইন্সট্রাক্টার তার কোয়ালিফিকেশনে তফাত আছে, যিনি ইন্সট্রাক্টার তিনি একরকম

সাবজেক্ট পড়ান আর যারা লেকচারার তারা একরকম সাবজেক্ট পড়ান। তারা একই রকম সাবজেক্ট পড়ান, একই স্কুলে একই ক্লাশে তারা মাষ্টারী করছেন, কিন্তু একজন পাচ্ছেন ১০০-২২৫, একজন পাচ্ছেন ২৭৫-৬৫০, আরেকজন পাচ্ছেন ২৫০-৫৫০। এই একটা এনামলি সেখানে করে রাখা হয়েছে, ডাইরেক্টারের খেয়াল খুশি মত যে আমরা তিনটি পে স্কেল করব। কেন করব, কি আরগুমেন্ট, কি তার বেসিস সেটার কোন কিছু তল্লাশী করলে পরে সেখানে কিন্তু পাওয়া যাবে না। কণ্ডেন্সড কোর্স সম্পর্কে আমি বলছি যে যারা গ্র্যাজুয়েট কণ্ডেন্সড কোর্স ট্রেনিং দিয়ে আসেন, ছয় মাসের ট্রেনিং তাদের আমরা দিয়ে আনি, এনে আমরা তাকে এ্যাডভান্স ইনক্রীমেন্ট দিয়ে ২১০ টাকা করে দেই। তাদের পে স্কেল হচ্ছে ১৭৫-৩২৫, ছয় মাস ট্রেনিং দেওয়ার পর তাদের আমরা ২১০ টাকা করে দেই। এখন এইরকম ঘটনা আছে যে যারা নাকি এই ট্রেনিং দিয়ে এসেছেন তাদের সেই পে স্কেল দেওয়া হচ্ছে না, না দিয়ে তাদের ২০ টাকা বা ২৫ টাকা একটা ফিক্সড এ্যালাউয়েন্স দেওয়া হচ্ছে। এখন এটাতে তারা দুইদিকে সাফার করছে। একটা পেনশানের বেনিফিট, যেটা তারা পেত, ইনক্রীমেন্ট দিলে পর সেটা তারা পাচ্ছে না। আরেকটা হচ্ছে, যে কোন সময় একটা অর্ডার দিয়ে সেটা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি, যেটা আমরা ইনক্রীমেন্টের বেলায় করতে পারি না। একই ট্রেনিং নিয়ে, একই ডাইরেক্টারের আণ্ডারে মাষ্টারি করে একজন বেনিফিট পাচ্ছেন, আরেকজন বেনিফিট পাচ্ছেন না। আমরা হায়দ্রাবাদ ইংলিংশ ট্রেনিং কোর্স দিয়ে আনছি। একটা চার মাসের কোর্স, আরেকটা হচ্ছে নয় মাসের কোর্স। তাদের পে স্কেল হচ্ছে ১৭৫-৩২৫, ঐ ট্রেনিং নিয়ে আসলে পরে তাদের পাঁচটা ইনক্রীমেন্ট দিয়ে দেওয়া হয়। ঠিক এইরকম ইনষ্টেন্স আছে সেখানে যে, তারা ট্রেনিং দিয়ে আসার পরও সেই ইনক্রীমেন্ট পাচ্ছে না। কেন তাদের দেওয়া হয়না সেটার কোন কারণ আজকেও খুঁজে পাচ্ছিনা। রিসেন্টলি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে রঞ্জিত দেববর্মা নামে একজনকে। তিনি ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট, সেই হিসেবে তার পে স্কেল হওয়া উচিত ১৭৫-৩২৫/-, কিন্তু তাকে সে পে স্কেল দেওয়া হয়নি। তাকে পাশ গ্র্যাজুয়েটের পে স্কেল দেওয়া হয়েছে যদিও তিনি ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট। এই ধরণের খামখেয়ালী বা এনামলি যে সেখানে চলছে এটা একটা নিদর্শন। আমি আরও দুই একটা ঘটনা বলি আমি জানি যে অনেক সিনিয়ার বেসিক স্কুল-এর যারা হেডমাষ্টার ছিলেন, যারা গ্র্যাজুয়েট, যিনি বেসিক ট্রেনিং-এ আছেন, তাদের ওয়ান ফাইন মর্নিং হেডমাষ্টার করে দেওয়া হল, যদিও তাদের লেংথ অব সার্ভিস অনেক কম। ২০ বছর বা ২৫ বছর সেখানে যারা চাকুরী করে আসছেন, তাদের হেডমাষ্টার না করে, কয়েকজন সিনিয়ার বেসিক স্কুলের হেডমাষ্টারকে, হাইস্কুলের, অর্থাৎ ক্লাশ টেন স্কুলের হেডমাষ্টার করে নিয়ে এলাম। কিন্তু তারা হচ্ছে একটা ডিফারেণ্ট কোর্স ট্রেণ্ড। কারণ বেসিক স্কুল এবং হাইস্কুল হচ্ছে ডিফারেণ্ট টাইপ অব স্কুলস। কাজেই যারা হাইস্কুলে মাষ্টারি করছেন ২০ বছর বা ২৫ বছর যাবত, তাদের প্রমোশান পাওয়ার কথা। কিন্তু তাদের সেখানে দেওয়া হচ্ছে না। সর্টেন ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্‌কে আমরা হঠাৎ হেডমাষ্টার অব হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করে দিলাম। ইন্‌সপেক্টর অব স্কুলস্‌, যারা ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট'এর পে-স্কেল পাওয়ার যোগ্য অর্থাৎ ১৭৫—৩২৫, তাদের আমরা হঠাৎ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের হেডমাষ্টার করে দিলাম।

স্বায়ত ঐ স্কুলের যারা নাকি মাষ্টার ছিলেন ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট, ২০ বছর, ২৫ বছর বা তারও বেশীকাল কাজ করছেন তাদের সেটা পাওয়ার কথা। কিন্তু তাদের কোয়ালিফিকেশান, তাদের সার্ভিস কাউন্ট না করে কয়েকজন ইন্‌স্পেক্টারকে এনে তাঁয়াব সেকেণ্ডারী স্কুলের হেড-মাষ্টার করে দিলাম। ফলে এই যে মাষ্টাররা যারা ২৫ বছর ধরে কাজ করেছেন, যারা আশা করছিলেন যে প্রমোশান পাবেন, তারা পেলেন না. তাদের সেই রাইট থেকে ডিপ্রাইভ করা হল। এটা একটা মস্ত বড় খামখেয়ালী। এই ভাবে একজন হেডমাষ্টার, কোথাও ইন্‌সপেক্টার হতে পারে, কোথাও হয়েছে বলে আমরা জানিনা কারণ সেটা হতে পারেনা, সেখানে তার বার আছে, আজ পর্য্যন্ত কোথাও কেউ হয়নি। কিন্তু ইন্‌সপেক্টার অব স্কুলকে. দি ইগনোরিং কেসেস্ অব এ্যাসিসটেন্ট টিচার্স অব দোজ স্কুলস্, হেড মাষ্টার আমরা করলাম। তার লেন্‌থ অব সার্ভিস খুব বেশী নয়, ৫ বছর, ৬ বছর বা ৭ বছর।

আরেকটা পয়েন্ট এখানে আমি বলছি যে যারা নাকি বি, কম, ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েট, তাদের ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েটের পেস্কেল দেওয়া হচ্ছেনা, তাদের পাশ গ্র্যাজুয়েটদের পে-স্কেল দেওয়া হচ্ছে। তাদের কেন ট্রেণ্ড গ্র্যাজুয়েটের পে-স্কেল দেওয়া হবেনা সেটা আমি বুঝি না. আরেকটা ঘটনা আমি এখানে বলছি যে যারা নাকি ১৯৬৩-৬৪'এ ট্রেনিং'এ গিয়েছিল তারা ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছে। আবার যারা নাকি ১৯৬৫-৬৬ বি, টি, ট্রেনিংএ গিয়েছে তারাও ষ্টাইপেণ্ড পেয়েছেন, কিন্তু যারা নাকি ১৯৬৪-৬৫ ট্রেনিংএ গিয়েছে, মাঝখান থেকে তাদের কেন যে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হলনা, সেটা আমি বুঝি না এই রকম ঘটনা বহু আছে. কোন স্কুলে ক্র্যাফ্‌ট টীচার আছে. ইন্‌ষ্ট্রুমেন্ট নাই, আবার কোন স্কুলে ইন্‌ষ্ট্রুমেন্ট আছে, টীচার নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম ঘটনার অন্ত নাই। যেখানে সাবজেক্ট নাই সেখানে সাবজেক্ট টীচার আছে, আবার যেখানে সাবজেক্ট আছে সেখানে সাবজেক্ট টীচার নাই, এই রকম বহু ঘটনা আমি দেখাতে পারতাম। এই রকম বহু এনামলি সেখানে আছে, যেমন বয় স্কাউট টীচার আছে কিন্তু বয় স্কাউট নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম ঘটনার অন্ত নাই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়. আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury. He has a number of cut motions, He has again been authorised by Shri Sudhanwa Deb Birma to discuss on cut motions table by him. The cut motions are that the demand be reduced by Rs. 100/- (1) to discuss on 'Lack of provision for establishing a University in Tripura', (2) to discuss on 'Absence of provision for stadium at Agartala', (3) to discuss on 'Lack of provision for establishing Law College. Medical School and Medical College'. (4) to discuss on Inadequacy of provision for repair and reconstruction of school buildings', (5) to discuss on 'Inadequacy of provision for scholarship and stipend' and next that the demand be reduced to Re. 1/- to disapprove the

policy' for not introducing compulsory primary education',

I would now call on Shri Sunil Kumar Choudhury.

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে আমার কাট মোশনগুলির সমর্থনে আমি বলছি যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই শুনি যে আমাদের হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির জন্য যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। শিক্ষকের অভাব এবং সেজন্যই বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই আমি বলব সেই দিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরাতে অবিলম্বে একটা ইউনিভারসিটি খোলা দরকার। তার ফলে আমাদের যে ছাত্র সমাজ তাকে শিক্ষিত করবার যে সুযোগ সুবিধা সেটার একটা সুরাহা হবে। এই হচ্ছে একটা দিক। আর একটা দিক হচ্ছে যে আজকে এই আর্থিক সংকটের দিনে এখানে ইউনিভারসিটি না থাকার ফলে কারো পক্ষেই সম্ভব হচ্ছে না যে বি, এ, পাশ করার পরে সে কলকাতায় গিয়ে হায়ার এডুকেশন নিয়ে আসার। কাজেই এখানে যদি ইউনিভারসিটি হত তাহলে যারা নাকি বি, এ, বি, টি, টিচার আছেন তারাও এখানে সেই সুযোগটা অ্যাভেল করতে পারতেন এবং ইউ-নিভারসিটি হলে পরে আমাদের যে স্কুলগুলি সেই স্কুলের শিক্ষার যে ধারা, তা' আমরা আরও শক্তিশালী করতে পারতাম। শুধু শিক্ষা জগতের কথা বলছি না, সমস্ত সাধারণ মানুষও যারা নাকি চাকরীজীবি তারাও বি, এ, পাশ করার পরে তাদের ক্যারিয়ারকে আরও ইমপ্রুভ করবার যে সুযোগ সুবিধা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এখানে ইউনিভারসিটি না থাকার ফলে। কাজেই এখানে ইউনিভারসিটি একান্ত দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি বলছি ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে। খেলাধূলা করতে গেলেই দরকার একটা সুনির্দিষ্ট জায়গার। যার মাধ্যমে ঠিকভাবে খেলাধুলা করা যায়। ত্রিপুরায় আজকে স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে। স্কুলের যে লীগ, সেই লীগটারও এখানে ষ্টেডিয়াম থাকলে সুবিধা হতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত ষ্টেডিয়াম না থাকার ফলে আজকে এই মাঠে, কালকে সেই মাঠে, বিভিন্ন মাঠে ঘুরে ঘুরে খেলা করতে হয়। এই আগরতলা শহরে যখন স্কুল লীগ বা অফিস লীগ হয় সেগুলি স্টেডিয়ামের অভাবে জনসাধারণ উপভোগ করতে পারেনা এবং খেলা পরিচালনার দিক থেকেও অনেকটা ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায়। ষ্টেডিয়াম থাকলে মাঠের নির্দিষ্ট বেড়া ইত্যাদি থাকে। অনেক সময় দেখা যায় মাঠের বাহরে বলটা চলে গেল অথচ এটা ঠিক করা যাচ্ছে না যে আউট হল কি হল না। এই সম্পর্কে নানা রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু ষ্টেডিয়াম থাকলে সেই দিক থেকে অন্ততঃ অনেকটা সুরাহা হত। কাজেই ষ্টেডিয়াম অতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। এখানে এই প্রতিষ্ঠান নেই। সেজন্যই আমি বলছি যে ষ্টেডিয়ামটা করা দরকার।

বিচার বিভাগকে আমরা অনেক উচ্চ আসনে বসিয়েছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন সাব-ডিভিশানে এস, ডি, ও যারা আছেন তাদের কগনিজেন্স পাওয়ার না থাকার ফলে তারা ক্রিমিন্যাল কেসের অনেকগুলি কেসের কোন স্টেটমেন্ট দিতে পারেন না। অথচ বিচার

বিভাগকে যদি আমরা শ্রেষ্ঠ আসন দিই তাহলে এখানে অবিলম্বে ল' কলেজ করে তার মাধ্যমে সুশিক্ষিত করে আমরা যদি বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে বিচারপতি নিয়োগ করতে পারি এ, এস, ডি, ও, বা মুন্সেফ, যাই বলুন না কেন, যদি নিয়োগ করতে পারি তাহলে বিচারের দিকটাও পরিষ্কার হয় আর মানুষের উপর যে অন্যায় অবিচার হয় তারও প্রতিকার হয়। কাজেই এখানে অবিলম্বে ল' কলেজ প্রতিষ্ঠিত করার দরকার। তার ফলে এই ত্রিপুরায় যে অন্যায় অবিচারের যে রাজত্ব চলছে সেই রাজত্বে কিছুটা অন্ততঃ রিলিফ তারা সেই বিচারপতির মাধ্যমে পেতে পারে। আর একটা কথা হচ্ছে এখানে অনেক লোক আছে, ছাত্রই বলুন, শিক্ষকই বলুন, বি. এ, পাশ করার পর ল' কলেজ না থাকার ফলে তারা এখানে ল' পড়তে পারছে না এবং বিরাট একটা অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ল' পাশ করে যদি তাদের ক্যারিয়ারকে বিল্ড আপ করতে পারে তাহলে বিভিন্ন যে অসুবিধাগুলি আজকে দেখা যাচ্ছে যে মুন্সেফ আমরা পাচ্ছি না বা এ, এস, ডি, ও-দের কগনিজেন্স পাওয়ার নেই সেগুলির আমরা সুরাহা করতে পারি না। আমরা শুনতে পাচ্ছি যে শীঘ্রই বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হবে। পৃথক যদি করা হয় তবে নিশ্চয়ই সেসব জায়গায় অনেক লোক নিযুক্ত করতে হবে। কাজেই সেই সবদিকে যদি আমরা বিচার বিভাগকে ঠিক ঠিক শ্রেষ্ঠ আসন দিয়ে থাকি তাহলে অবিলম্বে ল' কলেজ স্থাপন করে জনসাধারণ যাতে সুবিচার পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মেডিক্যাল স্কুল এবং মেডিক্যাল কলেজ—এটা সম্পর্কে আমি বলছি এইজন্য যে কয়েকদিন আগে এই সেসনেও আমরা শুনতে পেয়েছি যে ত্রিপুরার বিভিন্ন ডাক্তারখানাগুলিতে আমরা ডাক্তার দিতে পারছি না। প্রায় ৭০ জন ডাক্তার ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও প্রয়োজন। সরকারের যদি সেদিকে দৃষ্টি থাকত তাহলে আমরা দেখতে পেতাম যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে মেডিক্যাল স্কুল এবং মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করবার একটা চেষ্টা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে যদি আমরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করতে চাই তাহলে এখানে মেডিক্যাল স্কুল এবং কলেজের প্রয়োজন। ৭০টা ডিস্পেনসারীতে আমরা কম্পাউণ্ডার দিয়ে কাজ চালাচ্ছি। কিন্তু কম্পাউণ্ডার সে তো শুধু ঔষধ কম্পাউণ্ড করতেই জানে। সে তো আর প্রেসক্রিপশান করতে জানেনা। কিন্তু সরকার তাকে দিয়েই প্রেসক্রিপশানের কাজটাও চালিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই এখানে আমি দেখছি যে জন-জীবনের যে একটা নিরাপত্তা সেই নিরাপত্তা এই সরকার বিঘ্ন করছেন। এই সরকার জনসাধারণের নিরাপত্তা চান না। এই সরকার চান জনসাধারণ যাতে নাকি বিনা চিকিৎসায়, অব্যবস্থায় মরতে পারে। তার ব্যবস্থাই সরকার এখানে রেখেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এরপর আমি বলছি স্কুলের কনস্ট্রাকশন এবং রিপেয়ার সম্বন্ধে। আমরা যদি ত্রিপুরার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব এমন অনেক স্কুল আছে যেসব স্কুলে হয়ত ছাউনিই নেই। ঘরটা আছে কিন্তু তার ছাউনি নেই।

এখন সেই ছাউনির যে প্রয়োজন অবিলম্বে, বৃষ্টি চলে আসছে. সেই বৃষ্টির হাত থেকে যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে অবিলম্বে সেখানে ছাউনি দেওয়া দরকার। এখন কথা হচ্ছে এইগুলি হচ্ছে না। প্রাইমারী স্টেজে যে সমস্ত স্কুল আছে, তার কোনটার ছাউনি নেই, কোনটার হয়ত দেখা যাবে বেড়া

নেই, স্কুল আছে বেড়া নেই, এইরকম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম যে অসুবিধাগুলি সেগুলি অবিলম্বে দূর করা দরকার। কাজেই এখানে আমি এই কাট মোশানটা রেখেছি এবং তার সমর্থনে বলছি। এখন কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় ত্রিপুরা রাজ্যের ছোট ছোট স্কুল আছে, সেইগুলির অধিকাংশই সেখানকার জনসাধারণ করে দিয়েছেন, সেটা ঠিক। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে সেই যে জনসাধারণ একবার করে দিয়েছেন তারপর এখন যে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা সেই অবস্থায় পুনরায় সেটাকে রিপেয়ার করার মত অবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সেখানকার জনসাধারণের নাই। কাজেই সেটা অবিলম্বে যাতে নাকি সরকার থেকে রিপেয়ার করা হয় সেকথা আমি বলছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে স্কুলঘর ভেঙ্গে পড়ে আছে, অনেক জায়গায় দেখা যায় যে স্কুলগুলির পোষ্টগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, সেই পোষ্টগুলি অবিলম্বে সরকারী তরফ থেকে যাতে বদল করা হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্কলারশিপ এবং ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে আমি দুই-একটা কথা বলব। স্কলারশিপ এবং ষ্টাইপেণ্ড ছাত্রদের দেওয়া হয়, এটা আমি অস্বীকার করব না যে দেওয়া হয়না, কিন্তু কথা হচ্ছে যে, যে পরিমাণ প্রয়োজন—

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—এখানে স্কলারশিপ এবং ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে কাট মোশান দিয়েছেন শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা, তিনি সেই সম্পর্কে বলতে পারেন কিনা ?

মিঃ স্পীকার ঃ—কি হ্যাজ বীন অথারাইজড বাই শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মা।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ—আমি সেইজন্যই বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ষ্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপ দেওয়া হচ্ছে না একথাটা ঠিক নয়, কিন্তু দেওয়া হচ্ছে এমন একটা মুষ্টিমেয় সংখ্যাকে, যে সংখ্যাটা সমষ্টিগত যে ছাত্রসমাজ, সেই ছাত্রসমাজ উপকৃত হচ্ছে না। এখন কথা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়াটা বা বুক গ্রান্ট—বুক গ্রান্ট আমি বাদ দিচ্ছি কারণ সেটা এখানে আসে না, আমি শুধু ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে বলছি, এই ষ্টাইপেণ্ড যারা পাচ্ছে তাদের যদি শ্রেণী বিভাগ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যারা নাকি অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক এবং সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইব তাদের পক্ষে তাদের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সেই অবস্থার উপর ভিত্তি করে তাদের লেখাপড়া করে যে সুনির্দ্দিষ্ট ফল করা সেটা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ঠিক সেইভাবে ফল করতে পারেনা। এখন কথা হচ্ছে যদি একটা সুনির্দ্দিষ্ট মাপকাঠি থাকে যে এত নম্বর না পেলে সেই ষ্টাইপেণ্ড পাবে না, তাহলে আমরা যদি ধরে নেই যে তারা সুস্থ অবস্থায় পড়ছে, তাহলে আমাদের বলবার কিছু নেই সেখানে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইব, তাদের যে অবস্থা সেই অবস্থাটা হচ্ছে তারা সমাজের নীচ স্তরের লোক। এই নীচ স্তরের হওয়ার ফলে তাদের যে এনভাইরনমেন্ট বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেই অবস্থার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা ভাল ফল করতে পারেনা। এখন কথা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, পশ্চাদপদ অর্থনৈতিক অবস্থার ফলে অনেক পরিবার আছে যে তারা রাত্রিতে পড়তে পারেনা। পয়সার অভাবে কেরোসীন তেল কিনতে পারেনা। এখন কথা হচ্ছে সেইসব জায়গার যে দরিদ্র সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব ছাত্ররা, তাদের দিকে যদি লক্ষ্য না রাখেন এই সরকার, তাহলে তাদের কি অবস্থা হবে ?

সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি নেই। কাজেই আমি সেইদিকে সরকারের দৃষ্টি আনছি যে সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিডুল্ড ট্রাইবের ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে ষ্টাইপেণ্ড এবং স্কলারশিপের একটা সুনির্দ্দিষ্ট মান ঠিক না রেখে, তার যে অবস্থাটা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তার যে সাংসারিক অবস্থা সেটাকে ভিত্তি করে যাতে দেওয়া হয়, তারজন্য এখানে এই কাট মোশান আনার লক্ষ্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আরেকটা কাট মোশানের সমর্থনে আমি বলব সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারী ষ্টেজে যে সমস্ত ছাত্র আছে, সমস্ত ছাত্রদের কম্পালসারী এডুকেশান করার জন্য। এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কি দেখতে পাই, আমরা দেখতে পাই কমলপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীম-এর যে সেন্সাস নেওয়া হয়েছিল, তাতে দেখা গিয়েছে যে ক্লাশ ওয়ান থেকে ফাইভ পর্য্যন্ত যে ছাত্ররা পড়ে তাদের ওয়ান থেকে ফাইভ পর্য্যন্ত যেতে যেতেই প্রায় অর্দ্ধেক ছাত্রের পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কেন বন্ধ হয়ে যায়, তার একটা কারণ হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, আরেকটা হচ্ছে যে তাদের যথেষ্ট সুবিধার অভাব। এই দুইটির ফলে তাদের সেই লেখাপড়ার যে সুযোগ-সুবিধা সেটা প্রায় অর্দ্ধেক হয়ে যায়। এখন কথা হচ্ছে যে প্রাইমারী ষ্টেজে ফ্রী এডুকেশান এটা কম্পালসারী করার কথা কিন্তু সরকার নিজেই তার যে সেন্সাস রিপোর্ট বের করেছেন, তার রিপোর্টে বলছে যে শতকরা ৫০ জন ছেলে ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস ফাইভ পর্য্যন্ত যেতে যেতেই তাদের পড়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর আমি বলছি ক্লাস সিক্সে ভর্ত্তি হওয়ার সময় তার যে পার্সেন্টেজ তার থেকে প্রায় শতকরা ২০ সেখান থেকে বাদ যাচ্ছে। ক্লাস সিক্সে ভর্ত্তি হওয়ার সময় অনেক ছেলে ভর্ত্তি হতে পারছে না, ভর্ত্তি না হতে পারার ফলে তাদের সেখানেই লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন সরকারকে বিবেচনা করতে হবে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, সেই অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা সরকারকে নিতে হবে এবং সেখানে বই দিতে হবে, বই না দিলে, বইয়ের অভাবে অনেক ছেলে পড়তে পারে না। কাজেই বই সরকারকে দিতে হবে। ছাত্র যারা নাকি ছোট, ওয়ান থেকে ফাইভ'এ পড়ে তাদের অধিকাংশ সময় না খেয়ে স্কুলে আসতে হয়। কাজেই যদি সুনির্দ্দিষ্টভাবে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে তাদের একটা এ্যাট্রাকশান থাকবে স্কুলের প্রতি এবং সেখানে যে তার খাওয়ার ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার ফলে তার যে একটা ডেফিশিট অব ফুড সেই অভাবটার কিছুটা সুরাহা হবে। কাজেই আমি বলছি সরকার সেইদিকে দৃষ্টি দেবেন। এখন কথা হচ্ছে আমরা যেটা নাকি জানি কমলপুর পাইলট প্রজেক্ট স্কীমে যে সেন্সাস হয়েছিল সেটার রিপোর্ট সরকার জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে অনেক গড়িমসি করেছেন। কেন করেছেন, করেছেন এইজন্য, সেখানে দেখা গেছে যে ক্লাস ওয়ান থেকে ফাইভ পর্য্যন্ত পড়তে প্রায় শতকরা ৫০ জন ছেলে সেখান থেকে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যে এই সরকার কম্পালসারী এডুকেশান করবেন বলে যে এ্যাস্যুরেন্স দিয়েছিলেন সেটা তারা করতে পারছেন না, কাজেই এখানে আমি বলব যে কম্পালসারী এডুকেশানের নামে উনারা যা চালাচ্ছেন সেটা মোটেই কম্পালসারী এডুকেশানের পক্ষে যাচ্ছেন না। সম্পূর্ণ বিপক্ষে যাচ্ছে, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—আই উড কল অন শ্রীহেমন্ত দেব।

শ্রীহেমন্ত দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে কাট মোশান এখানে রেখেছি, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষার ব্যাপারে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা যদি সুষ্ঠুভাবে দিতে হয় তাহলে আমার এই কাট মোশনের প্রয়োজন আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক সরকারী ও বেসরকারী স্কুল গড়ে উঠেছে, প্রাইমারী ষ্টেজে ও হায়ার সেকেণ্ডারী ষ্টেজে, কলেজের কথা আমি বলতে যাচ্ছিনা। আমি এই হাউসে শুধু এখানকার যে প্রাইমারী ষ্টেজ এবং হায়ার সকেণ্ডারী ষ্টেজ আছে, সেই স্কুলের কথা বলছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই হাউসে যারা সদস্য, তাদের মধ্যে অনেকেরই ছেলে মেয়ে আছে, প্রত্যেকের ছেলে মেয়েকেই লেখাপড়া করতে হয়, এখন যারা লেখাপড়া শিক্ষা দেন, তাদের মনের মধ্যে যদি কোন বিক্ষোভ থাকে কিংবা তাদের যে আশা আকাংখা সেটা যদি পরিপূরণ করা না হয়, তাহলে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই এই অবস্থাতে ত্রিপুরা রাজ্যে আমি দেখছি কি ঘটছে। তারা মাষ্টার। তাদের কাজ হল ছেলেমেয়েদের নিয়ে সময়মত লেখাপড়ার চর্চা করা। কিন্তু সেই চর্চা করার সময় যদি তাদের মনের মধ্যে শান্তি না থাকে তবে তারা কোন দিন সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া শিখাতে পারবে না। আজকে আমাদের সরকার মাষ্টার মহাশয়দের উপর যে অন্যায় করছেন সেগুলি বলে শেষ করা যায় না। যেমন সরকারী মাষ্টারদের উপর তেমনি বেসরকারী মাষ্টারদের উপর তারা অন্যায় অবিচার চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি দেখছি জুনিয়ার বেসিক, জুনিয়ার হাই এবং প্রাইমারী ষ্টেজের মাষ্টার মহাশয়দের, কয়েকশ' মাষ্টার মহাশয়দের উপর হেডমাষ্টারের চার্জ দিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ আজ পর্য্যন্ত কোন ইন্ চার্জ হেড মাষ্টারকে হেড মাষ্টারের বেতন দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তাদের খাটাচ্ছেন। কাজেই এই ব্যাপারে মাষ্টার মহাশয়দের মনের মধ্যে কিরকম বিক্ষোভ সেটা আমাদের শিক্ষা অধিকর্ত্তা এবং মন্ত্রী মহোদয়েরা বুঝতে চান না। আর যারা গ্র্যাজুয়েট তারা গ্র্যাজুয়েট হলেও, গ্র্যাজুয়েটের স্কেল পান না। যারা বি, এ, পাশ তাদের মধ্যে অনেকেই ট্রেণ্ড নন্। আমার কথা হল এই যে কেন তাদেরে ট্রেনিং দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়না?

মিঃ স্পীকার—আপনার সাবজেক্ট হল discriminatory treatment between Govt. and Non-Govt. Schools. আপনার পয়েন্টে আপনি আসুন।

শ্রীহেমন্ত দেব—আমি আসছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। এই প্রাইমারী স্কুলগুলিতে কি হচ্ছে। এটা একটা অরাজকতার অবস্থা। আমি বলব আমরা যদি এই অবস্থার প্রতিকার না করি তাহলে তাদের যে বুরোক্রেসি অ্যাটিচিউড সেটা তাদের ক্ষতি করবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেসরকারী স্কুলগুলিকে যেভাবে বেতন দেওয়া হয় সেটা একটা সম্পূর্ণ খামখেয়ালীর উপর। তাদিগকে ঠিক সময়মত বেতন দেওয়া হয় না। সেই সমস্ত বেসরকারী স্কুলের মাষ্টার মহাশয়রা মাষ্টারী করেন স্কুলের উন্নতির জন্য, তারা চান যে স্কুলটা ভাল হোক। কিন্তু তারা দিনের পর দিন বঞ্চিত হচ্ছেন।

সরকার বেসরকারী স্কুলগুলিকে গ্রান্ট দেন। প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ গ্রান্ট দেন। কিন্তু

ফাইন্যান্স যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয় সেটা কি ঠিকভাবে দেওয়া হয়না। কাজেই ঠিক সময় মত গ্র্যান্ট না পাইলে এই স্কুলগুলি চালাতে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যদি মাষ্টার মহাশয়দের বেতন হয় ১০০ টাকা তবে তাদিগকে অগ্রিম সই দিতে হয় যে আমি ১০০ টাকা বুঝিয়া পাইলাম। কিন্তু তাকে দেওয়া হয় মাত্র ৯০ টাকা। সেটাও তারা করেন স্কুলের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই।

মিঃ স্পীকার ঃ—গভর্ণমেন্টের দায়িত্ব কি এটার মধ্যে ?

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—যেহেতু গভর্ণমেন্ট টাকা দিয়ে থাকেন, গ্র্যান্ট দিয়ে থাকেন সেইহেতু গভর্ণমেন্টেরও এটা দেখবার বিষয়। সেই গ্র্যান্টের টাকা কেন তারা সময়মত পাবেনা অথবা কেনই বা তাদের গ্র্যান্টের অভাব হবে ?

মিঃ স্পীকার ঃ—কথা হল যে আপনি গভর্ণমেন্টের একশানের সমালোচনা করবেন। গভর্ণমেন্ট এবং নন্-গভর্ণমেন্ট স্কুলের মধ্যে যে পার্থক্য করছেন গভর্ণমেন্ট, সেটার সমালোচনা করবেন।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—কিন্তু টাকা তো গভর্ণমেন্ট দেন। গভর্ণমেন্ট নাইনটি পারসেন্ট টাকা দেন। সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট দায়ী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাষ্টাররা অগ্রিম সই দেন। কেন অগ্রিম সই দেন ? না, স্কুল যাতে ভালর দিকে যায় সেইজন্য তারা অগ্রিম সই দেন। তারা তাদের পরিবার পরিপালনের জন্য এইসব করছেন এবং স্কুলের সেক্রেটারীদের খামখেয়ালীর জন্য তাদের এইগুলি করতে হচ্ছে। আমি জানি কাতলামারা স্কুলের কয়েকজন মাষ্টার আজ পর্য্যন্ত তাদের বেতন পাননি। সেই কাতলামারা স্কুলের মাষ্টার, দপ্তরী, পিওন তারা বেতন পাচ্ছেনা। পিওনেরা বলে বাবু টাকা দেন। দপ্তরী বলে আমার ছেলের অসুখ, মাষ্টারবাবু বলেন আমার বাড়ীতে খাবার নেই। এই সমস্ত অবস্থা চলছে।

মিঃ স্পীকার ঃ—আতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে ১১ই এপ্রিল সমস্ত বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা বিধানসভা অভিযান করবেন। It has been discussed. If anything new to add you may discuss. Otherwise I cannot allow.

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ—কিন্তু কথা তো না বলে পারিনা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—রিপিটিশান তো এলাও করা যাবে না। আপনার নিজের আরগুমেন্টেই হোক, অন্যের আরগুমেন্টেই হোক, পুনরোক্তি করতে দেওয়া যায় না।

শ্রীহেমন্ত দেব ঃ— আমরা স্বীকার করি ত্রিপুরায় অনেক স্কুল হয়েছে, আরও হোক, আরও হওয়া উচিত। সেটা আমরা কামনা করি। কিন্তু আমরা যে টাকা এখানে বরাদ্দ করছি সেই টাকা যে প্রয়োজনের তুলনায় কম সেটা বলতেই হবে। এখানে ২ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার উপর রাখা হয়েছে। এটাও যদি ঠিকমত খরচ হয় তবুও কিছুটা আশার কথা। কাজেই এই সমস্ত টাকা যাতে মিস্-ইউজ না হয় এবং সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলি যাতে নাকি ঠিক ঠিক মত চলতে পারে, যাতে স্কুলের উন্নতি হয় সেই দিক থেকে ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব যে সে অন্যায় অবিচারের যেন রিপিটেশান না হয়। সেই দিক থেকে দৃষ্টি রেখেই আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করব আমার কাটমোশনগুলি বিবেচনা করতে।

Mr. Speaker—I would call on Shri Bulu Kuki to discuss on his Cut Motion. The Cut motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to dsicuss on inadequacy of provision for scheme for expansion for educational facilities at the Primary stage, middle stage and high stage.

Shri Birchandra Deb Barma—The Member is absent,

Mr. Speaker—I would call on Shri Aghore Deb Barma to discuss his Cut Motion, The Cut Motion is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance to establish a College at Udaipur.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই এডুকেশান বাজেটের মধ্যে আমার একটা স্পেসিফিক গ্রীভেন্স সম্পর্কে বলার জন্য আমি একটা কাট মোশান এখানে রেখেছি, সেটা হচ্ছে আজকে শিক্ষা ব্যাপারে সাব্রুম থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত অনেক হাইস্কুল হয়েছে, অনেক ছাত্র হয়েছে তার তুলনায় প্রত্যেক হাইস্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল থেকে যে সমস্ত ছাত্র পাশ করে বাহির হয় তাদের জন্য আমাদের এই আগরতলা কলেজ, কৈলাশহর বা বিলোনিয়া কলেজ যেটা ইদানিং হয়েছে তা যথেষ্ট নয়, কাজেই আজকে সদর দক্ষিণের মধ্যে উদয়পুরে একটা কলেজ হওয়া দরকার, এটাই হল আমার বক্তৃতার বিষয় বস্তু। আমি জানি আমার এই কাট মোশান এখানে গৃহীত হবেনা। কিন্তু গৃহীত না হলেও এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। কাজেই আমি এই হাউসে অনুরোধ রাখব যাতে তার পরবর্ত্তী সময়ে এটা গ্রহণ করা হয়, সেই দিক দিয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা বাজেট সম্পর্কে আরও কয়েকটি যে কাট মোশান আছে, এখানে মুভ করা হয়েছে, তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে, যেমন নন-গবর্ণমেন্ট স্কুলগুলির মধ্যে, একথা ঠিক আজকে শুধু সরকারীভাবে যে সমস্ত স্কুল আছে বা কলেজ হচ্ছে শুধু তার উপর ভিত্তি করে সমস্ত কিছু শিক্ষার অগ্রগতি হবেনা, বেসরকারী উদ্যোগও থাকা দরকার। এবং সেই দিক দিয়ে বেসরকারী উদ্যোগে যে সমস্ত স্কুল কলেজ আছে আমাদের রাজ্যে তাদেরকে এনকারেজ করা দরকার। কিন্তু এনকারেজ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি জায়গায় দেখতে পাই সরকারী একটা নীতি আছে যে শতকরা ৫০ ভাগ সরকার থেকে গ্র্যান্ট ইন এড্ দেওয়া হবে আর ৫০ ভাগ তাদের বিয়ার করতে হবে, এইরকম একটা সর্ত আছে। কিন্তু আজকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে সেই সর্তগুলি অন্ততঃ রিলাক্সেশান করা দরকার, বিচার বিবেচনা করা দরকার। আর এই সম্পর্কে যে হাউস কনষ্ট্রাকশান ইত্যাদি বাবদ টাকাগুলি সাধারণতঃ দাবী করা হয় সেইগুলি যাতে কমান হয় সেজন্য আমি দাবী এখানে রাখছি। এ্যাকর্ডিং টু রুলস অব গ্র্যান্ট ইন এড্, অর্থাৎ অন্তর্বর্ত্তী সাহায্য যাহা দেওয়া হয় তাহা তিন মাস অন্তর অন্তর দেওয়ার নিয়ম, কিন্তু সেটা সেইভাবে দেওয়া হচ্ছেনা।

আরেকটা কথা হচ্ছে আমরা টি, টি, সি আমল থেকে সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব বোর্ডিং করার জন্য দাবী জানিয়ে আসছি, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত করা হচ্ছেনা, ফলে কি হচ্ছে, আমাদের উপমন্ত্রী তিনি

বলতে পারেন, কারণ তিনি আলালের ঘরের দুলাল, তিনি মনে করেন যে উনার মতই সকলের ব্যবস্থা, কিন্তু বাস্তব ঘটনা তা নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কথাটা এখানে বলছি এই জন্য যে আমরা বহুদিন থেকে এই দাবী করে আসছি যে সিডুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবস ষ্টুডেন্টসদের জন্য একটা বোর্ডিং হওয়া দরকার। কমলপুর মানিকভাণ্ডারের কথা আমি বলব, সেখানে একটা ট্রাইবেল বোর্ডিং করা হয়েছে। সেখানে সিড্যুল কাষ্ট ছাত্ররা থাকেনা। এখানে যখন সেকথা উত্থাপন করা হয়েছে তখন বলা হয়েছে যে সেখানে ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টসরা দরখাস্ত করে নাই কিন্তু ঘটনা তা নয়। আমরা জানি যে অনেক ছাত্র সেখানে দরখাস্ত করেছে কিন্তু সীট পায় নাই। কাজেই এই সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাইনা।

আরেকটা কথা হচ্ছে, যদিও আমি খুব কনক্রীট ঘটনা এখানে উপস্থিত করতে পারবনা, দুঃখের বিষয়, এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যেও করাপশান সাংঘাতিকভাবে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে ছাত্র ভর্ত্তি ব্যাপারে আমি অনেক ঘটনা জানি এবং এখানে উপস্থাপিত করতে পারি কিন্তু ছাত্রের অভিভাবকরা আপত্তি করেছেন যে দেখুন আপনি যদি নাম ধাম উল্লেখ করেন তাহলে স্বভাবতই তাদের ভবিষ্যত খুব খারাপ হবে। এই সমস্ত কারণে আমি নাম দিতে অক্ষম। কিন্তু এই ঘটনা সত্য। কারণ ছাত্র ভর্তির যে ভিড়, যে অবস্থা সেখানে, অনেক স্কুলের মধ্যেই মাষ্টাররা কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা নিয়ে ছাত্র ভর্ত্তি করে, এই সমস্ত ঘটনা আছে। যদিও আমি নাম ধাম দিতে পারছি না, আমার বক্তব্যের বিষয় বস্তু হল এই সমস্ত যে ঘটনা আজকে চলছে, যাতে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টে অন্ততঃ, অন্য সমস্ত ডিপার্টমেন্ট বাদ দিলেও, এই ডিপার্টমেন্টে যাতে এই সমস্ত করা প্রশাসন'এর মধ্যে না যায়, সেই দিকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Mr. Speaker—Shri Hlura Aung Mag. I Would restrict his time on 5 minutes.

শ্রীলুড়া আং মগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কাট মোশনের সমর্থনে আমি বলতে চাই যে আমরা সরকারের অনেক নীতি কথা শুনে থাকি যে এখন দেশের উন্নতি এবং সামাজিক উন্নতির দরকার। এটা সম্পর্কে বলতে গিয়েই আমি বলব যে অনুন্নত সমাজকে উন্নত করার জন্য যে পদ্ধতি আমাদের গ্রহণ করা দরকার আজকে সেই পদ্ধতি গ্রহণ করা হচ্ছেনা বলেই আজকে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং ট্রাইবেলদের ছেলে মেয়েরা উন্নতি করতে পারছেনা। তাদের টারগেট সময় আর মাত্র ৪ বৎসর। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে আজও যে বহু সংখ্যক সিডিউল্ড কাষ্টের মধ্যে মেট্রিক পাশ পাওয়া যায় না। চা বাগানের প্রায় ৬ হাজারের উপর যে সিডিউল্ডকাষ্ট আছে সেখানে একটা ছাত্রও আজ পর্যন্ত মেট্রিক পাশ করতে পারে নি। মেথর, মুচি এই সমস্ত শ্রেণীর তো নাই-ই।

আমরা বাজেটের মধ্যে দেখতে পাই যে আমরা সিডিউল্ডকাষ্টকে টেনে তোলার জন্য কত ঢাক ঢোল পিটিয়ে চেষ্টা করছি। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে সিডিউল্ডকাষ্ট ছেলেদের জন্য একটা বোর্ডিং হাউস এর প্রভিশন পর্য্যন্ত নেই। তাদের যদি আমরা উন্নত করার জন্য এই চিন্তায় ব্যস্ত তবে তাদের জন্য একটা বোর্ডিং হাউস পর্য্যন্ত করতে চাইনা কেন? আজ আমরা বড় বড় কথা বলি, সিডিউল্ড-

কাষ্টদের সম্মেলন করি। এবারও কিছু আগে সিডিউল্ডকাষ্টের সম্মেলন হয়েছে। ডেপুটি মিনিষ্টার গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি যে কোন্ দিকে এই কাজগুলি থেকেই তা অনুমান করা যায়। শুধু কায়েমী স্বার্থের জন্য আজ এই গুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে এইভাবে। এই সমস্ত দোষ অন্য কারো নয়, তাদের দোষেই এই সমস্ত ঘটছে। ৬৬-৬৭ এর বাজেটে একটা বোর্ডিং হাউস স্থান পেলনা। সেজন্য আমি এই কথা বলতে চাই যে যারা নেতৃত্বের আসনে আছেন তারা এই নেগলেক্টেড সমাজের জন্য কিছু করছেন না। তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। আরও কত বৎসর যে এইভাবে থাকতে হবে তা জানি না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সিডিউল্ড ট্রাইবস্ এবং সিডিউল্ডকাষ্ট প্রায় ৮ লক্ষ হবে। তাদের জন্য বোর্ডিং হাউস করতে হবে। কিন্তু এই বাজেটে তা নেই। তাই আমি একথা বলতে চাই যে আমাদের যে প্ল্যান প্রোগ্রাম আজ সারা ভারতের যে প্ল্যান প্রোগ্রাম এক জাতি এক প্রাণ সেটা যদি গড়ে তুলতে হয় তাহলে আমাদের এইভাবে প্রভিশান রাখা উচিত ছিল। তাদের দোষে, তাদের এই সমস্ত অব্যবস্থার ফলে আজ তাদের উপর একটা অবিশ্বাস দেখা দিয়েছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখান রাখব যে সিডিউল্ড কাষ্টের জন্য একটা বোর্ডিংএর প্রভিশন রাখা উচিত। আরও একটা কথা আমি বলতে চাই যে আমরা আশ্রম স্কুল খুলেছি, সেখানে ট্রাইবেল বোর্ডিং রয়েছে। সেই আশ্রম স্কুলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা এখনও কিছুই জানি না। পূর্ব বগাকাতে একটা আশ্রম স্কুল খুলেছি। সেখানে বোর্ডিং হাউস যখন পুড়ে যায়, তারপর আর সেখানে সেই বোর্ডিং হাউসের মেরামত হয়নি। সেখানে মাষ্টার মহাশয় পর্যান্ত নেই। লেকচারার নেই, হেড মাষ্টারের কোয়ার্টার নেই। তারপর হিস্টরী, ইংলিশ, এই সমস্ত সাবজেক্টের কোন টিচার নাই। সায়েন্স টিচারও নাই। এই অবস্থা চলছে সেখানে। এটা যদি চলতে থাকে তাহলে অনুন্নত সমাজকে টেনে তোলার যে প্রোগ্রাম সেটা কতদূর সফল হবে এটা সম্পর্কে দায়িত্বশীল যারা আছেন মন্ত্রীর আসনে, তাদিগকে আমি অনুরোধ করব সেটা চিন্তা করতে। এটা যদি কার্য্যে রূপায়িত করতে চাই তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে বাজেটে অন্ততঃপক্ষে প্রভিশান থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 2 P. M.

Mr. Speaker—The discussion (after recess) is to continue. I would now call on Shri Promode Rn, Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta.—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grant No. 14 এর সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য হাউসের সামনে রাখছি এবং যে ছাটাই প্রস্তাবগুলি আনা হয়েছে তার বিরোধিতা করছি। cut-motion গুলির বিরোধিতা করার প্রধান কারণ হচ্ছে, যে বক্তব্য তাঁরা এখানে রেখেছেন, তাতে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষা বলতে কোন কিছু নেই, ত্রিপুরা অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে, কোন প্রকার আলোর সন্ধান Ruling party আজও দিতে পারেনি। এখানে তারা শুধু destructive দিকটাই তুলে ধরেছেন, কিন্তু শিক্ষা খাতে এই যে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ৯১ হাজার টাকার বাজেট, এটাই প্রমাণ করে শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের উন্নতি হয়েছে কতটুকু

কিন্তু এই দিকটা ওনাদের বক্তৃতায় অপ্রকাশিত। আমি অতি অল্প কথায় মধ্যেই আমার বক্তব্যটি এখানে রাখব। প্রথমতঃ, আগে ত্রিপুরায় যে শিক্ষার হার বা ব্যবস্থা ছিল, সেটা দেখলে আমরা দেখব যে ক্রমশঃ এই খাতে আমাদের বাজেট বরাদ্দ বেড়েই চলছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ২ কোটি ১০ লক্ষ ৯৯ হাজার, ১৯৬৫-৬৬ সালে ২ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫০ হাজার, ১৯৬৬-৬৭ সালে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ ৯১ হাজার। আমাদের একটা target ছিল যে ৬ বছর থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের 88·/. Primary School এ লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হবে, এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত বছরে বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন। আর 35·/. এর target যেটা সম্পূর্ণ fulfill হয়েছে এবং আমরা আশা করছি যে চলতি বছরে ৬ থেকে ১১ বছরের ছেলে মেয়েদের 100·/. এবং ১১ থেকে ১৪ বছরের ছেলে মেয়েদের ৫৫°/₀ কে স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। সেখানে compulsory শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এটা দেখা দরকার যে ত্রিপুরায় এখন পর্য্যন্ত ২ হাজারের উপর Primary/Jr. Basic/Sr. Basic schools এবং ৬৭টি H. S. school করা হয়েছে। কাজেই without persuance of economic condition, বা তাদের মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা না করে যদি compulsory educationটা চালু করে দেওয়া হয়, তাহলে একটা reaction-ও হতে পারে। তাই এখন এটাকে pursuation করে দেখতে হবে যে আমাদের ছেলেদের Guardian-দের অর্থনৈতিক অবস্থা, তাদের মানসিক অবস্থা compulsory education-কে গ্রহনের প্রস্তুতি ইত্যাদির কথা চিন্তা করতে হবে এবং সাথে সাথে এই কথাও চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেশের প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়েকে স্বেচ্ছায় ও সদিচ্ছায় স্কুলে দেওয়ার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। এই প্রচেষ্টাই আমাদের এখন চলছে, আর সেইজন্য সমস্ত primary ও অন্যান্য স্কুলগুলিতে admission পাওয়ার জন্য open রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই education পাওয়ার জন্য ছাত্রদের boarding-এ থাকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাজেটে এই জন্য কি পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেটা যদি মাননীয় সদস্যরা দেখতেন তা'হলে দেখতে পেতেন যে non-plan এ ধরা হয়েছে ৮লক্ষ ৬১ হাজার টাকা তার মধ্যে আছে (1) Construction of Belonia Girls Hish School, (2) Construction of Womens' College at Agartala এভাবে নানাঃ কাজে মোট ২৫টি item এ ৮ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। আর Plan এ রাখা হয়েছে ১৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। তারপর—boarding house সম্পর্কে বলছি—Construction of boarding. house & Staff Quarters for Higher Secondary Schools at Manu Rs. 20,000/—,Construction of Higher Secondary Schools' boarding house & Staff quarter at Hrishyamukh Rs. 20,000/—, Construction of Higher Secondary Schools boarding House & Staff quarter at Barpathari—Rs. 20,000/—Construction of Higher Secondary Schools boarding house Staff quarter at Ishanpur এই রকম আরো অনেকগুলি আছে। তাছাড়া Scheduled casteদের জন্য ২০ হাজার টাকার Provision আছে। তাছাড়া যেসব স্কুলের সংগে attached boarding আছে, সেগুলিতে Scheduled tribes & schedule caste এর ছেলেরা আছে সেখানে তাদেরকে সরকার থেকে শহরে ১০ টাকা এবং মফস্বলে ১ টাকা করে

সাহায্য পাচ্ছে। অতএব provision যে নেই, তা নয়। Provision আছে। একেবারে নেই বা সব অন্ধকার এই কথা বলা উচিত নয়। তবে বলা যেতে পারে যে আরো বেশী করে provision করুন। কতগুলি কাজ হয়ে গেছে, আরো হচ্ছে। তৃতীয়তঃ discriminatory treatment between Govt & non Govt Schools সম্পর্কে আমি বলব যে non Govt স্কুলকে যে Grant দেওয়া হয়, তাতে কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যার দরুণ teachers রা সময়মত তাদের বেতন পায় না। সেখানে অবস্থাটা হচ্ছে কি? November ও December মাসের 1st week-এ সমস্ত কিছু Audit করে Submit করে দেওয়া হয় প্রায় সমস্ত স্কুলেই। কাতলামারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে হেমন্ত বাবু কি বলতে চেয়েছেন আমি বলতে পারিনা। আমার মনে হয়, তিনি কাতলামারা স্কুল সম্পর্কে, শিক্ষা সম্পর্কে একটা Constructive wayতে জিনিষটাকে দেখেন নি। তিনি সেখানে রাজনৈতিক মনোভাব নিয়ে জিনিষটা দেখেছেন। নতুবা তিনি না জেনে শুনে House এর কাছে এই রকম বক্তব্য রাখতেন না। কাতলামারা H. S. School এর ও December মাসেই Audit হয়ে গেছে এবং March মাসের ৩১ তারিখে সেই স্কুলের interim grant এবং School fund এর Final grant দেওয়া হয়েছে এবং ৩১ তারিখ সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত মাষ্টারদের বেতন দেওয়া হয়ে গেছে। সেই স্কুলের Secretary এবং vice president ১৮'শ টাকার উপর ব্যক্তিগত ঋণে November, December এর বেতন দিয়ে দিয়েছেন। অতএব আমরা আবেদন করবো যে প্রত্যেকটি quarterly grant যাতে নিয়মিতভাবে দেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে Non-Govt School গুলির পরিচালনার ব্যাপারে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। অবশ্য যদি Audit না হয়, তাহলে সেটা আলাদা কথা। অনেক সময় এখান থেকে sanction এর জন্য A. G. Shillong Office এ পাঠানো হয়। সেখান থেকে authority আসতে দেরী হয়ে যায়। কাজে কাজেই Non-Govt. school গুলিতে তাদের interim grant বা অন্যান্য grantগুলি অনেক পরে পাওয়া যায়। ফলে Secretary দের নানা রকম অসুবিধা হয়। এই জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর স্কুলের অন্যান্য ব্যাপারে তিনি যেসব কথা বলেছেন যে D. E.র কাছে masterরা গিয়েছিলেন, আমি উনার কাছে আবেদন করবো তিনি যেন আমার সঙ্গে চলেন এবং তিনি যদি তার অভিযোগগুলি প্রমাণ করতে পারেন, এই House এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঐ স্কুলের Secretary হিসাবে বলছি যে আমি তাহলে resign করবো। আর যদি তিনি তা না করতে পারেন তাহলে তাকে House এর কাছে তার ভুল Statement এর জন্য apology চাইতে হবে। (Interruption) তারপর repair & recontsruction এর জন্য টাকা রাখা হয়েছে। তারপর উনি বলেছেন Science এর কথা, কিন্তু আমি জানি এবার অনেকগুলি স্কুলে Science পড়াবার জন্য সাহায্য দেওয়া হয়েছে। যেমন বিশালগড় H. S. Schoolকে ৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এবং অন্যান্য স্কুলে Humanities এবং Commerce পড়াবার জন্য ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। অথচ এই খবরগুলি উনারা রাখেন না। সেই সব স্কুলের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্কুলের বিরুদ্ধে বলার সম্পর্ক আছে। আজ

পর্যায় একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করে, তার যে দুঃখ, তার যে অসুবিধা আছে সেগুলি সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার অভিজ্ঞতা আছে বলেই আমি সে জিনিসটা House এর সামনে রেখে তার বিরুদ্ধাচরণ করছি।

Mr. Speaker :— I would call on Shri Gopesh Rn. Deb.

Shri Gopesh Rn. Deb, M.L.A. :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand for grant No. 14 Education সম্পর্কে বলতে গিয়ে Education এর বিরুদ্ধে ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি এসেছে আমি তা সমর্থন করতে পারিনা। তার কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার ব্যাপারে দ্রুত অগ্রগতির কথা আমার মনে হয় বোর্ড অস্বীকার করতে পারেন না। মাননীয় সদস্য শ্রীআজিজুল ইসলাম সাহেব 'সমাজের কথা,' বইটি সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন। আমরা গত বৎসর ও এই বইয়ের কথা বলেছি। আমরা দেখতে পাই যে এই বইতে যে ভুলত্রুটি আছে তার জন্য Education Director সঙ্গে সঙ্গেই circular দিয়ে ছিলেন যাতে এই ভুলত্রুটি সংশোধন করা হয়। বোধ হয় সেটা ১৯৬৫ সালে যে new Print হয়েছে তাতে সেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। তিনি যে বই দেখলেই খুশী হবেন যে যেখানে লেখা ছিল Territorial Council এর আমলে যারা উপদেষ্টা ছিলেন তারা নির্বাচিত, সেটি সংশোধন করে লেখা হয়েছে যে মাননীয় chief commissioner এর মনোনীত এই কথাটি। কাজেই সেই কথাটি আবার এখানে উঠার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করিনা। আরও একটি বইয়ের কথা উনি বলেছেন। সেটি হলো সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা। সেই বইটি Education Deptt. এর দ্বারা approved নয়। সেটা বাজারে কোন publishers চালু করেছেন তাতে কতগুলি ভৌগলিক ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। কিন্তু Education Deptt. তা approve করেন নি। তিনি আরো বলেছেন জেলে ভেজাল, চাউল ভেজাল, শিক্ষাতেও ভেজাল। কিন্তু সেটা তিনি প্রমাণ করতে পারেন নি। এখন মনে হচ্ছে তিনি নিজেই ভেজাল। (হাস্যকৌতুক) Private school এর মাষ্টারদের appointment সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে Education Deptt. এর approval নিতে হয়। সেখানে বিভিন্ন subject এ experienced teacher কে appointment দিতে হয়। তার কারণ হলো যেখানে Education Deptt. টাকা দিচ্ছে সেখানে তার appointment এর ব্যাপারে এবং Book Selection এর উপর কিছুটা control থাকা উচিৎ।

এতে মাষ্টারদেরও সুবিধা এবং school committee-রও সুবিধা। এর ফলে school committee ইচ্ছা করলেই যখন তখন মাষ্টারদের discharge করতে পারেন না Deptt. এর approval ছাড়া। তাই সব ব্যাপারে Deptt. এর approval প্রয়োজন আছে বলেই আমরা মনে করি। Private school-এ science group খোলার জন্য প্রত্যেক স্কুলকে যে টাকা দেওয়ার কথা আছে সে সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বলেছেন এবং এই সম্পর্কে budget-এও provision আছে। তারপর যে সব স্কুল আগে যে grant পেয়েছেন, সেটা recurring-ই হউক আর capital-ই হউক এবং তার complete utilization certificate দিতে পেরেছেন তারা তাদের পাওনা grant পেয়ে গেছেন। এবং যারা ঐগুলি দিতে পারেন নি তাদের সম্পর্কে দেরী হচ্ছে এবং তারা fulfill করলেই এবং অন্যান্য শর্ত

condition আছে দেওয়া থাকে সেগুলি fulfill করলে তারা সেসব grant পাবেন। Deputy Director আছেন ছয়জন। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে ৬ জন Deputy Director দিয়ে আমরা Education Deptt. এর কাজ deal করছি। আমরা জানি যে ৬ জন Deputy Director-ই এক section-এ কাজ করেন না। বিভিন্ন Deputy Director বিভিন্ন section-এ কাজ করেন। কেউ private school গুলির financial ব্যাপার দেখাশুনা করেন, কেউ Youth Programme, কেউ Social, কেউ Establishment Section এইভাবে বিভিন্ন section-এ কাজ করেন। কাজ easy এবং propmt করার জন্যই এতজন Director-এর প্রয়োজন আছে। কারণ শিক্ষার provision বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে work ও বাড়ছে, কাজেই বিভিন্ন section করে Director রাখা হয়েছে। কাজের দেরী করার জন্যই এতজন Director রাখা হয়েছে বলে যে কথা উঠেছে এখানে তা ঠিক না। কাজ prompt করার জন্যই করা হয়েছে। Education Deptt. এ seniority list নাই, যাকে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয় বলে একটা কথা এখানে উঠেছে। আমরা জানি seniority list আছে এবং প্রমোশনের বেলায় শুধু seniority নয় seniority, efficiency প্রভৃতি দেখা হয় এবং সেই অনুসারেই প্রমোশন দেওয়া হয়। তারপর Engineering Lecturer দের কথা বলা হয়েছে যে এক একজন এক এক রকম pay scale পাচ্ছেন। তাদের মধ্যে Lecturer যারা তারা এক scale পাচ্ছেন। Qualification এক রকম থাকলেও post এর against-এ তার pay-scale. একজন গ্র্যাজুয়েট যদি H. S. School এর Head master হন, তা হলে তিনি Head master-এর scale-ই পাবেন এবং পরে যিনি সেখানে আসবেন তিনি হয়তো Asstt. Teacher এর post পাবেন। Qualification সমান থাকলেই scale সমান হবেনা। Post এর against এ তার pay scale হবে। Senior Basic School এর Headmaster কে Higher Secondary School এর Headmaster করা হয়েছে। তা কয়েকটি ক্ষেত্রে করা হয়েছে। যারা senior এবং যাদের পূর্বে বেতন ২০০ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা scale এ নির্দ্ধারিত ছিল। তাদেরই Higher Secondary School এ Headmaster করা হয়েছে Inspector-কে Higher Secondary School এর Headmaster করা হয়েছে একথাও সত্য। যারা Sr. Inspector ছিলেন তাদেরকে Higher Secondary এর Headmaster করা হয়েছে। কাজেই তাদের promotion হয়েছে আমরা বলতে পারি। Trained graduate দের scale দেওয়া হচ্ছে না এই কথা তিনি বলেছেন কিন্তু তা ঠিক নয়। Trained graduate দের scale দেওয়া হচ্ছে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে High School এ আমরা উপযুক্ত শিক্ষক রাখছি না তার জন্য আমাদের তাড়াতাড়ি University করা দরকার যাতে আমরা উপযুক্ত শিক্ষক পাই। একটা University করতে গেলে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যেখানে University হবে তার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তাছাড়া Central Govt. এর অনুমোদনেরও প্রয়োজন হয়। সেইদিক দিয়ে ত্রিপুরায় University-র প্রয়োজন হবেনা সে কথা বলছি না কিন্তু এর মধ্যেই যে University-র প্রয়োজন আছে তা অস্বীকার করিনা। Primary School এর অনেক ঘর ভেঙে গেছে বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি reconstruction এর জন্য

বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে তা যথেষ্ট। Committee প্রথম যে স্কুল ঘরগুলি করে দেন সেগুলি অন্ততঃ তিন বৎসর চলতে হয়। Committee যদি তিন বৎসর চলার মত ঘর না করেন তবেই ভেঙ্গে পড়ে। তারপর Department সেটাকে take up করে এবং বিভিন্নভাবে grant দিয়ে সেই ঘর করা হয়। কাজেই inadequacy of provision for reconstruction & repair যে কথাটা মাননীয় সদস্য বলেছেন—

Mr. Speaker— Time is up.

Shri Gopesh Rn. Deb— তার এই cut motion. তার বিরোধীতা করে এবং মূল বাজেটের সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker— I would now call Shri M. L, Bhowmik, Dy. Minister.

Shri M. L. Bhowmik— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 14 এর উপর অনেকগুলি ছাঁটাই প্রস্তাব এসেছে। As many as 12 cut motions on the Demand for grants. মাননীয় সদস্য আত্তিকুল ইসলাম সাহেব যে দুইটি ছাঁটাই প্রস্তাব রেখেছেন তার উত্তরেই আমি আমার বক্তব্য রাখব। উনার বক্তব্য শুনে মনে হয়েছিল যে উনি উনার খেয়াল খুশীমত বলে যাচ্ছেন। কোন তথ্যের উপর ভিত্তি না রেখেই তিনি তার বক্তব্য বিধানসভায় রেখে গেছেন। এবং মিছামিছি অনেকগুলি অভিযোগ শিক্ষা দপ্তরের বিরুদ্ধে এনেছেন। তিনি প্রথমেই আমাদিগকে charge করেছেন যে "সমাজের কথা" যে বইটির মধ্যে ভুল তথ্য আছে বলে গত অধিবেশনে যে অভিযোগ করেছেন তার সংশোধন করা হয়নি। কিন্তু মাননীয় সদস্য বোধ হয় খবর রাখেন না যে যখনই তিনি এই ভুল তথ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন তখন সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিক্ষা দপ্তর এই বিষয়ে action নিয়েছিলেন। এই বই এর যে প্রকাশক তার নিকট চিঠি দেওয়া হয়েছিল 2nd July '65

(Interruption)

I am coming to my points অধিবেশন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের শিক্ষা দপ্তর Inspector of schoolsকে নির্দেশ পাঠান। সেটা হচ্ছে ১৯৬৪ সাল। শিক্ষা দপ্তর থেকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। for correction slip সেই publisherকে লিখা হয়েছিল।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I am being disturbed by them.

(Laughter)

No, I am making one statement only, সঙ্গে সঙ্গেই Inspector of schools সমস্ত স্কুলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই ভুলটা correct করার জন্য। Just after the session was over, আর এটা সম্পর্কে লিখা হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার সংশোধিত সংস্করণ ও এখানে এসেছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন এই বইখানা পড়ে দেখেন যে সংশোধিত হয়ে এসেছে কিনা। তারপর তিনি আরেকটি বিষয় উল্লেখ করেছেন যে সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা some আচার্য্য যার প্রণেতা সেই বইটি আমরা

পাঠ্য করেছি। কিন্তু this book of general knowledge has not been approved by the Education Directorate. কাজেই এ সম্বন্ধে বলার কোন প্রয়োজন নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় arrear pay সম্বন্ধে আমরা বলেছি যে audit হওয়ার পরে Private School এর সমস্ত arrear pay দেওয়া হবে। এবং তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর একটি জায়গায় তিনি বলেছেন যে আমরা science team খোলার জন্য সমস্ত স্কুলকে বলেছিলাম কিন্তু টাকা এখনও দেওয়া হয় নি। মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যে আমাদের ভারত সরকার সে টাকা sanction করেছেন। এক লক্ষ তিন হাজার করে প্রত্যেক স্কুলে পাবে এবং প্রত্যেক স্কুলকে science team form করার জন্যই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমরা চল্লিশ হাজার টাকা দেব for constretions এবং পঞ্চাশ হাজার দেব for equipment. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, sanction পাওয়ার আগেই বলা হয়েছে আমরা দেব। কাজেই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা যে সমস্ত স্কুলকে দেওয়ার কথা ছিল তাদেরকে দেওয়া হবে। তারপর তিনি science promotion officer সম্পর্কে বলেছিলেন। একজনকে appointment দেওয়া হয়েছে, that is not a fact. Science promotion officer-কে আমরা এখনও appoint করিনি। মাননীয় সদস্য একটা ভুল তথ্য আমাদের এই হাউসে পরিবেশন করেছেন। তবে Provision for obtaning a science unit under the Education directorate has been made. কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন science promotion officer-কে আমরা appoint করিনি। অবশ্য আমরা সেই appointment এর approval এর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। B. Sc. পাশ করার পর condenced course training নিয়ে যারা আসেন তাদের ২০ টাকা করে allownce দেওয়া হয়। কাজেই তিনি বলেছেন condenced course-এ যারা training নিয়ে আসছেন তাদের কোন প্রকার allownce দেওয়া হয়নি তা ঠিক নয়। তিনি আরও বলেছেন যে আমরা senior basic school এর Head master-কে Higher Secondary School এর Head master করে দিয়েছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা যাহাদিগকে promotion দিয়েছি these are simply for promotion not of appointment because they are all gdrauates, তাদের post gradate training নেওয়া আছে, তারা Basic trained এবং তাদের sufficiet experience, teaching experience ও তাদের যথেষ্ট আছে। কাজেই তাদের qualification experience ও seniority ইত্যাদি বিষয়ে বিবেচনা করেই senior basic school এর সম্পর্কে Head master-দের promotion দেওয়া হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Subject Teacher বলা হয়েছে যে Subject আছে, কিন্তু Teacher নেই। Subject হয়তো কোন স্কুলে না ও থাকতে পারে। যখন subject এর ব্যবস্থা হবে তখনই আমরা Teacher দেই। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে subject introduce হওয়ার আগেও আমরা appointment দিয়ে থাকি। তার কারণ হচ্ছে যে এটার জন্য একটা preparation দরকার। কাজেই subject যখন introduce হয় তার আগেই অনেক সময় আমরা subject teachers appointment দিয়ে থাকি কাজের সুবিধার জন্য। তারপর craft সম্পর্কে সেই একই কথা। Craft না যাওয়ার আগেই অনেক সময় আমরা appointment

দিয়ে থাকি, তার কারণ এটার একটা preparation করতে হয়। কাজেই craftও যাবে Teacher ও যাবে দু'টা সকসঙ্গে সম্ভব হয় না। কাজেই craft introduce হয়, metarials দেওয়া হয়, তারপর আমরা Teacher পাঠিয়ে থাকি। তারপর মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যারা B. T. পড়তে গিয়েছেন তাদের stipend দেওয়া হয়নি। কিন্তু current year এ B.T.র যে stipend তার sanction এসেছে অতি শীঘ্রই আমরা তাদের stipend দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য last year এর stipend এর sanction এখনও আসেনি, আশা মাত্রই যারা B. T. পড়তে গিয়েছিলেন তারা তা পেয়ে যাবেন। রঞ্জিত দেববর্মা সম্পর্কে বলেছেন তিনি একজন graduate তাকে pay scale এখনও দেওয়া হয়নি। বাস্তবিক তিনি যদি এখনও না পেয়ে থাকেন সেটা আমরা দেখব। তিনি যদি trained graduate হয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি pay scale এর benefit পাবেন, না পাওয়ার কোন কারণ নেই।

মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী মহাশয় তার Cut Motion এ বলেছেন absence of provition for stadium at Agartala. আমাদের আগরতলাতে এখনও কোন stadium নেই তা ঠিক। তবে সরকারের একটা stadium করার পরিকল্পনা আছে। তা আমরা আগেও বলেছি। কিন্তু stadium এর উপযুক্ত জায়গা এখনও নির্বাচিত হয়নি। এবং অন্যান্য রাজ্যে যে সমস্ত stadium আছে তাদের plan এবং estimate আমরা পেয়েছি। আমরা সেই অনুসারে suitable হলে পরে site selection হলে পরেই এখানে stadium স্থাপন করব। আমরা জানি stadium না থাকলে পরে খেলাধূলা পরিচালনা করতে অসুবিধা হয়। আশা করি তা 4th plan এর মধ্যে হয়ে যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি আর একটি ছাঁটাই প্রস্তাবে বলেছেন, for establishment of Law College, Medical School & Medical College at Agartala. তিনি Executive কে Juduciary থেকে আলাদা করার জন্যই, বিচারের কাজের সুবিধার জন্য এখানে একটি Law College স্থাপনের কথা তিনি বলেছেন। Law College যে কোন অবস্থায়, যে কোন জায়গায় করা সম্ভব নয় যে, মাননীয় সদস্যের জানা উচিৎ যে Law College ইচ্ছা করলেই করা যায়। তবে এখানে Judiciary কে Executive থেকে আলাদা করার জন্যই আমাদের তা প্রয়োজন যাতে করে lawer বেশী করে দেয় হয়, কিন্তু আমাদের বর্তমানে যা চাহিদা সেই অনুসারে কি একটা Law College প্রতিষ্ঠা করা justify করে কিনা, এটা মাননীয় সদস্যকে বিবেচনা করে দেখতে বলছি। Law College এ যারা পড়তে চান, তাদের জন্য আমাদের এখানে stipend এর ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন university তে আমাদের ত্রিপুরার অনেক ছাত্র আছেন যারা law পড়ছেন।

Mr. Speaker—I would call on Shri Birchandra Deb Barma.

Shri Birchandra Deb Barma— মাননীয় Speaker, Sir, আমি একটা বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এই Demand সম্পর্কে বলছি। আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে উপযুক্ত শিক্ষক পাইনা—particularly আমি Polytechnic Institute সম্পর্কে বলব। সেখানে K. K. Velayudhan নামে একজন ভদ্রলোক আছেন—He is a man of

Kerala. তিনি Head of the Deptt., Civil Engineering Section, Narsingarh Polytechnic Institute. তিনি November, 1965-এ apply করলেন যে আমি December-এ একবার বাড়ী যাব—২ মাসের জন্য ছুটি চাইলেন। On 31.11.65 অর্থাৎ যেদিন ছুটিতে যাবেন সেদিন তাকে বলা হয় যে তোমার ছুটি মঞ্জুর করা যাবে না। সেই ভদ্রলোক বললেন, আমি already ticket book করে ফেলেছি, Railway Reseevation করে ফেলেছি; এই অবস্থায় যদি আমাকে journey cancell করতে হয় তবে আমার financial loss হবে। তাছাড়া আমার বিশেষ প্রয়োজন—আমার না গেলেই নয়। তিনি personally request করলেন Director of Education-কে এবং চলে গেলেন আর বলে গেলেন আমি যতশীঘ্র সম্ভব চলে আসব। তিনি ২ মাসের ছুটি চেয়েছিলেন কিন্তু ১ মাসের পর ফিরে আসলেন on 1.1.66 এবং Joining Report দিলেন। আমার মনে আছে তিনি U.P.S.C Selected Candidate and he is a qualified candidate এবং Civil Engineering-এর জন্য এই সমস্ত লোক পাওয়া খুব কঠিন। 1.1.66 তিনি Joining Report দিলেন, his Joining Report was not accepted. He has been disallowed to take class. ভদ্রলোক D. E. এবং C. C-র নিকট লিখলেন কিন্তু জবাব নেই। তারপর জানুয়ারী মাস অপেক্ষা করলেন, ফেব্রুয়ারী মাস অপেক্ষা করলেন, মার্চ মাস অপেক্ষা করলেন। তারপর he submitted resignation. Resignation দেওয়ার পর on 25th March, D. E. তাঁকে জানালেন যে তোমার Joining Report has been accepted from 31.1.66, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখ তিনি এখানে এসেছিলেন এবং ৩১ তারিখ তার Joining Report accept করা হল এবং ঐ তারিখেই ভিন্ন একটি পত্র দিয়ে জানানো হল যে তার Resignation accept করা হল: Resignation accept করে বলা হল, you are to vacate your quarter. সে ভদ্রলোক quarter vacate করলেন। তাকে বেতন পর্য্যন্ত দেওয়া হলনা from December 1965 to March, '66 তাকে pay দেওয়া হয় নাই। তিনি বহুদূর থেকে এসেছেন, he is penyless তিনি একজন Head of the Deptt., তিনি মোটা রকমের বেতন পেতেন। আর আমরা এখানে চীৎকার করব যে staff পাইনা; শিক্ষিত লোক পাইনা। একটি Polytechnic Institute-এর Head of ihe Deptt.-এর জন্য, Divil Engineering-এর জন্য U. P. S. C-র থেকে, সমস্ত লোকের থেকে একজন লোককে বাছাই করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতি যদি আমরা এরকম ব্যবহার করি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কেউ যদি বলে তোমরা বাইর থেকে লোক পাবে তবে কেউ যদি আসতে রাজী না হয় তাহলে বলব তাতে কোন দোষ নেই। সে ভদ্রলোক কেরালা থেকে এখানে এসেছে will we give him good treatment. তাঁর সঙ্গে কি ব্যবহার করা হল? তিনি একমাস আগে apply করলেন বাড়ী যাবেন। একমাসের মধ্যে কোন কথাবার্তা নেই; তিনি যেদিন বাড়ী যাবেন সেদিন বলা হল leave দেওয়া হবেনা। তখন তিনি বললেন যে আমি plane-এর টিকেট করে ফেলেছি, Railway reservation করে ফেলেছি, আমার যদি সব cancell করতে হয় তবে আমি financially loser হব। অতএব as early as possible তোমরা আমার leave sanction কর। তিনি ১ মাস ছুটি ভোগ করে ফিরে আসার পর এই

ব্যাপার। তাকে allow করা হলনা to take class. তারজন্য কারা responsible? কারা suffer করে? ঐ যারা bureaucrat তারা তার জন্য suffer করবেনা. Director of Education তার জন্য suffer করবেনা, Ministry তার জন্য suffer করবেনা। শুধু studentরা suffer করবে। এই সমস্ত লোক যাদের মাথায় করে নিয়ে আসা হয় Civil Engineering Institute-এর Head of the Deptt. করে তাদের প্রতি আমরা এই রকম ব্যবহার করি। Whole জানুয়ারী সে বসে রইল, February সে বসে রইল, March মাসে সে resignation submit করল। আমার এখানে কোন দরকার নেই, কাজকর্ম করব না, শুধু বসে বসে থাকব? তারপর বলা হল যে your joining report is accepted with retrospective effect from 31.1.66, and at the same time his resignation has been accepted. তাহলে আমি বলব এক্ষেত্রে যদি কোন উপযুক্ত লোক ত্রিপুরার এসব ব্যবহারে ত্রিপুরায় না আসে তাহলে তাদের উপর দোষ দেবার কিছুই নেই। আমরা তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করতে পারব না, আমরা ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করতে পারব না এবং এর ফলে যারা এখানকার ছাত্র তারা suffer করবে, তাদের এভাবে class দেবেনা এবং না দেবার ফলে তাদের লেখাপড়ার সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটবে। কাজেই আমি House-এর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। আমি মনে করি ব্যাপারটা serious। একটা Polytechnic Institute চালাবার মত এমন একজন সুযোগ্য লোক আমরা সহজে পাবনা। এমনি-ই আমাদের Engineer-এর অভাব, কাজেই একটা school চালাবার মত, একটা Polytechnic Institute চালাবার মত একটা qualified লোক আমরা সহজে পাবনা। তাদের কাছে সোনা-রূপার কোন দাম নেই। হীরা, মোতি, জহরত তাদের কাছে সবই সমান। Because they have no work in their brain, সকলেই brainless people, they have no idea as regards to the capacity of that gentleman. —আমাদের দেশের ছেলেদের উপকার করবার জন্য যারা বাইরে থেকে এসেছেন তাদের প্রতি এরকম ব্যবহার করলে আমাদের অবস্থা এই হবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আর দু'চারটা কথা বলব construction of boarding house সম্পর্কে। আমাদের প্রমোদবাবু দেখিয়েছেন যে construction of boarding house চোখে পড়েনা। কিন্তু তিনি যদি মনোযোগ দিয়ে দেখেন যে সেখানে construction of boarding house for Scheduled Caste and Scheduled Tribes-এর কোন grant আছে কিনা, যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে সেটা নেই। এই সমস্ত welfare of backword class এর জন্য যে টাকাটা it will be diverted for construction of another boarding house. অন্যান্য সনেও হয়েছে, এবারও হবে। যে সমস্ত general boarding house আছে সেই সমস্ত খাতে এই welfare of backward class এর টাকাটা diverted হয় এবং diverted হওয়ার পরে বলা হয় ঐখানে Sch. caste/Sch. tribe এর জন্য accommodation রেখেছি, কিন্তু actually তারা accomodation পায় না। আমি জানি বহু ঘটনা আছে accommodation না পাওয়ার ফলে তাদের লেখা পড়া ব্যহত হয়েছে। কাজেই এদিকে তারা একটু দৃষ্টি দেবেন sch.

Caste এর উন্নতি যারা করেন, Sch. Caste এর যারা বড় বড় কথা বলেন, বড় বড় meeting করেন কিন্তু Sch. Caste এর লেখাপড়ার কোন সুযোগ, তাদের বাঁচবার কোন সুযোগ তারা করে দিতে পারেন না ; তারা কেবল বাজেট দেখেই খালাস। কিন্তু বাজেটের টাকা কোথায় যায় তা আমি জানি, তার হিসাব আমি দিতে পারব কোন boarding এর জন্য. প্রাচ্যভারতীর boarding House এর জন্য welfare of Sch. Caste এর জন্য কতটাকা খরচ হয়েছে তা আমি জানি। কাজেই আমার কথা হচ্ছে যেভাবে টাকা খরচ করার কথা সেইভাবে টাকা খরচ হচ্ছেনা। আর একটা কথা আমি বলব মাননীয় স্পীকার স্যার, মেট্রিক পরীক্ষার্থী যে সমস্ত ছেলে আছে তারা boarding houseএ আছে। Due to some disturbance তাদের পরীক্ষাটা পিছিয়ে গিয়েছে। পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় এই সমস্ত ছেলেদের boarding house থেকে বলা হয়েছে যে 31st March এর পর তোমাদের boarding house এ জাগা নেই, তোমাদের boarding house stipend upto 31st March Sanction হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা পিছিয়ে গিয়েছে, এই সমস্ত ছেলেদের কি হবে ? তারা boarding house এ থাকতে পারবেন, Stipend ও তাদের নেই, তারা কি করে পরীক্ষা দেবে ? এই যে স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে গেল, তারা যাতে পরীক্ষা পর্যন্ত স্কুলের boarding house এ থেকে পরীক্ষা দিতে পারে এই ব্যবস্থা সরকার পক্ষ থেকে করা আমি উচিত বলে মনে করি। কাজেই এই বলেই আজকে Demand এর বিরোধীতা করে যে Cut Motion এসেছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker— I would now call on Shri Prafulla Kumar Das.

Shri Prafulla Kumar Das— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে Education এর উপর যে Demand অর্থমন্ত্রী উত্থাপন করেছেন তার সমর্থনে এবং বিরোধীতা পক্ষ থেকে আনীত cut motion এর বিপক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি, এই cut motion এর পক্ষে বলতে গিয়ে—বিরোধী পক্ষের বক্তারা যে সমস্ত উক্তি করেছেন এতে আমরা যতটুকু দেখি Educationকে উপলক্ষ করে ওনারা বলেছেন। ওদের আসল লক্ষ্য হল কতগুলো অশোভন এবং অযৌক্তিক কথা এনে সরকার পক্ষ সম্পর্কে মানুষের মনে একটা ভ্রান্তি সৃষ্টি করা, এটাই হল তাদের লক্ষ্য। এগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তাদের যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন এবং আশাকরি Education এর উপর ওনাদের বক্তব্য বা যার পেছনে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির যে অপ-প্রয়াস ছিল সেই সম্পর্কে বিভ্রান্তি করার যে চেষ্টা সেটা ব্যর্থ হয়েছে। প্রথমে Schedule Caste/ Tribes এর boarding house সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ওনারা যেভাবে বক্তব্য রেখেছেন আমি সেটার নিন্দা করছি। তার কারণ হচ্ছে Sch, caste এবং Sch. tribes এর welfare সম্বন্ধে আলোচনা হবে তা ভাল কথা। কিন্তু তার একটা ভাল motive থাকা দরকার। এখানে Sch, casteদের facility যা আছে সেটা স্বীকার করে আরও যদি বেশী থাকা দরকার হয় সেটা ওনারা যুক্তি সঙ্গতভাবে আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু বলছেন এখানে বাজেটে Sch. cast. বা Sch. tribes students এর boarding এর কোন টাকার provision নেই—এই কথাটা যদি ওনাদের

সভ্যিকারের গঠনমূলক আলোচনার উদ্দেশ্য থাকত তাহলে বইতে অন্তত দেখতেন যে actualy Sch. caste এবং Sch. tribes এর boarding house এর provision এর কোন টাকা আছে কিনা। আমরা দেখেছি বাজেটে ৩৫২ পৃষ্ঠাতে expenditure on welfare of backward classes, এর break upটা এখানে দেওয়া নেই। তার মানে এখানে ৩০ লক্ষ টাকা ধরা আছে, এই টাকা কিসে খরচ হবে ? boarding এ যে খরচ হবেনা এই কথা এখানে লেখা নেই। সুতরাং এটা boarding এ খরচ হবে। break upটা দেখলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। সবটা কথা লিখলে সেটা একটা বিরাট volume হবে। সুতরাং এটা কি purpose এ খরচ হবে এটা respective dept. এ খবর নিয়ে বলা উচিত ছিল। আমি জানি সেখানে boarding facility এর টাকা ধরা আছে, boarding stipend এর টাকা ধরা আছে for schedule caste এবং Sch tribes students. এ ছাড়া আর একটি কথা হচ্ছে এই যে বর্তমানে আমাদের দেশের সংহতি বা ঐক্যকে বৃদ্ধি করার জন্য govt চেষ্টা করছেন এবং তার সাথে সাথে জনসাধারণও চেষ্টা করছেন। সেই দিক দিয়ে দেখতে গেলে separate boarding houseটা খুব encouraging নয় আসল কথা হচ্ছে educational facility যাতে তারা বেশী পায়—সেই দিকে লক্ষ্য রাখা। আমরা জানি আগে private school, Higher Secondary School এবং senior Basic যে সমস্ত school আছে, সেখানে boarding house stipend দেওয়া হতনা। কিন্তু এখন ত্রিপুরাতে সরকারী ও বেসরকারী প্রায় ৫৪টি School এ attached যে সমস্ত boarding house আছে সেখানে general students. Sch. caste, Sch. tribes সব ধরণের facilities তারা পাচ্ছে। সুতরাং, year to year যদি compare করে দেখি আগের তুলনায় আস্তে আস্তে Sch. caste, Sch. tribes Students এবং general Students রা facility পাচ্ছে, accommodation পাচ্ছে, boarding house stipendও পাচ্ছে। সুতরাং সবদিক দিয়েই উন্নতি হচ্ছে, separate boarding house নয় বাই, এজন্য তাদের অগ্রগতি হচ্ছে না এটা বলা ঠিক নয়। তাছাড়া অন্য সাব-ডিভিসনে কতকগুলি বোর্ডিং হাউস হচ্ছে—জেনারেল বোর্ডিং হাউস এ Scheduled Caste বা Scheduled Tribeরা থাকতে পারবে না এমন কোন কথা নেই বা লিখাও নেই। সেখানে ১৮টি স্কুলে ৫০ জন ছাত্র থাকার মত boarding house facility রাখা হয়েছে। খোয়াই, সাব্রুম, বিলোনিয়া, বড়পাথারী, কল্যাণপুর, ধর্মনগর এইসব Higher Secondary স্কুলে boarding house-এর ব্যবস্থা আছে এবং Scheduled Caste, Scheduled Tribe ছাত্ররা সেখানে থাকতে পারে। সুতরাং facility নিশ্চয়ভাবে বেড়ে যাচ্ছে, কমছে না। তাছাড়া কোন Scheduled Caste নেতার নাম করে তারা আক্রমণ করেছেন। যৌথভাবে যেখানে Administration চলছে সেখানে Scheduled Caste-এর কোন মন্ত্রী থাকা বা না থাকার প্রশ্ন উত্থাপন করার পেছনে Scheduled Caste-এর জন্য দরদ থাকার চেয়ে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের অপচেষ্টাই বেশী। সুতরাং সেই দিক দিয়ে বিরোধীপক্ষের মায়াকান্নার নিন্দে করে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would call on the Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা খাতের ব্যয়-বরাদ্দের উপর ছাঁটাই প্রস্তাব রাখতে গিয়ে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, সেই বক্তব্য শুনে মনে হয় যে আগে এমন একটা যুগে তারা ছিলেন যখন স্কুল, শিক্ষক ইত্যাদির কোন অভাবই ছিল না, আর বর্তমানে কংগ্রেস শাসনে আসার পর সেইসব প্রাচুর্য্য থেকে তারা বিচ্যুত হয়েছেন—এই হল তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। অতএব তাদের এই যে গৌরবময় অতীত তার একটি অধ্যায় আমি খুলতে চাই। Bengal Administration Reform 1876-77এ ত্রিপুরা সম্বন্ধে বলেছিলেন যে—The prospects of education in Hill Tippera are not bright, only 186 people now attend 6 schools, 173 attended 4 schools in the previous year. এই হল সুখের স্বপ্নের দেশ। তারপর মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের সময় 1876—1896এ আমরা দেখেছি ১টি স্কুল তিনি start করেছিলেন এবং ১৯০৯ সালে a new High School & one Tole was Free School. এই গেল মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের সময়। তারপর ১৯০৭-০৮, ১৯১৬-১৭, ১৯২৬-২৭, ১৯৩৬-৩৭, ১৯৪৩—৪৬এ number of Primaary School—১৩৭ কমে হল ১২৩। ১৯০৭-০৮ ছিল ১৩৭ এবং ১৯৪৩—৪৬এ কমে হল ১২৩টি স্কুল। Percentage of Education 18%, তারপর কমে হল 16%, তারপর কমে হল 10·3%, তারপর 7·9%. তারপর 7·9%. এই হল তাদের সুখের স্বপ্ন ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত। কারণ তারা অনবরত বলছেন কিনা মহারাজাকে ফিরিয়ে আনব তাদের সুখের রাজত্ব গড়ার জন্য। সেইজন্যই বর্তমান যে শিক্ষা পদ্ধতি চলছে, সেই শিক্ষা পদ্ধতিকে এবং শিক্ষাকে deprive করার জন্য এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তারা তাই করছেন। তাই তারা আজ ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার এই যে বাজেট তাকে বিকৃতভাবে অঙ্কিত করছেন। তবে আমি তাদের একটু দৃষ্টি দিতে বলব যে আমাদের স্কুলের যে percentage এবং ছাত্রের যে percentage তা দেখতে ১৯৫০-৫১এ Primary School ৪০৪, ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০০০, ১৯৬০-৬১ সালে ১০৭৪, ১৯৬৫ সালে ১৩৬৮ এই হল primary stage. Middle stage হল ১৫৪, Higher stage 92. Teachers Training College 3, Engineering College 1, এবং M. A. class আমরা খুলতে যাচ্ছি। তাছাড়া Polytechnic Institute আছে, Social Welfare Education-এর ব্যবস্থা আছে, Infirmary, মহিলা আশ্রম, ছেলেদের আশ্রম ও বালোয়ারী স্কুল, Girls Home ইত্যাদি নিয়ে আমাদের শিক্ষার গতিকে কি করে দ্রুততম করতে পারি, কি করে ৬ থেকে ১১ এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসরের বালক বালিকাদের cent percent অন্ততঃ 4th planএ শিক্ষিত করে তুলতে পারি, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এই জন্যই এই ২ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার এই বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এটাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তারা বলেছেন এই যে কতকগুলি Boarding, School করা হয়েছে সেটাকে divert করে অন্য জায়গায় নেওয়ার জন্য করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই যতগুলি Boarding আছে সবগুলাই attached boarding. তার মধ্যে Tribal ও Schedule Casteকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অতএব আমরা সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে করতে যাচ্ছি এবং সেই ভাবে স্কুলের প্রতিষ্ঠা এবং

ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। কাজেই এই ব্যবস্থা তাদের পক্ষে অত্যন্ত আয়াত্মক হয়ে যাচ্ছে, কারণ তারা জানেন আজকে যে শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে ভারতবর্ষ চলেছে তারই একটি ধারাকে আমরা এখানে রূপায়িত করতে যাচ্ছি এবং আমরা জানি যে adult education এর জন্য আমাদের প্রচেষ্টা আছে এবং Social Education এর throughএ তা করছি অতএব তাদের যে বক্তব্য রেখেছিল সে বক্তব্যগুলো যে কি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রেখেছিলেন সেটাই আমি House এর সামনে বলেছি এবং সেটার প্রকাশ আমি করতে যাচ্ছি।

তারপর বলা হয়েছে যে ফেলা উদয় নামে একজন কর্মচারী নিযুক্ত করা হল এবং পরে তাকে join করতে দেওয়া হলনা। তবে একটা জিনিষ তাদের মনে রাখা দরকার যে ছুটিটা কর্মচারীর right নয়। সেটা হল আমাদের যে বিভাগ আছে সে বিভাগের নিয়ম অনুসারে ছুটি নেওয়া। কাজেই খাম খেয়াল ও খুশীমত তাদের একটা দরখাস্ত দিয়ে চলে যাওয়ার কোন অধিকার নেই। অতএব সেই জন্যই তাকে রাখা হয়নি। এবং তাকে release করে দেওয়া হয়েছে। কারণ সে release হতে চেয়েছে। ঐ লোকটির অতীত ইতিহাস দেখলে দেখা যায় যে সে আরো অন্যান্য schoolএ ও collegeএ ও ঢুকেছিলেন এবং এই ভাবে ছুটি না নিয়ে কাজ থেকে released হয়ে গিয়েছেন। অতএব একটি লোককে যদি u.p.s.c. থেকেও পাঠানো হয় তবুও আমরা তার character Roll দেখি। যদি মনে করি যে তার character roll not good তবে আমরা তাকে রাখিনা। তারপর বলা হয়েছে যে স্কুলের পরীক্ষা অনেক পিছিয়ে যাওয়ার ফলে যারা Boardingএ থাকে তাদের একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। সেই সমস্যাটা হল Hostelএ থেকে লেখাপড়া যদি না করে তবে পরীক্ষা দিবে কি করে। মাননীয় সদস্যকে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা যদি পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের সেই boardingএ রাখি। তাহলে যে ছাত্ররা যে সমস্ত পরীক্ষা দিয়ে আসল আর তারা কি করে সেখানে থাকবেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্যকে চিন্তা করতে বলব কারণ মাননীয় সদস্যের সেই চিন্তাটি নেই। যারা School Final পরীক্ষা না দিয়ে class Xএ পরীক্ষা দিয়ে XI class এ আসল তারা থাকুক বা না থাকুক, তাদের ব্যবস্থা হক্ আর না হক্, তারা থাকুক এখানে। অতএব মাননীয় সদস্যের যুক্তি হল এই যে class X থেকে যারা আসলেন, তাদিগকে তোমরা জায়গা দিওনা। তোমরা তাহাদিগকে জায়গা দেওয়ার জন্য এটা রেখে দাও এবং তাদের যদি পরীক্ষা নাও হয় তাহলেও তাদেরে রেখে দিতে হবে। তার তো কোন যুক্তি নেই, কারণ সেই জায়গাতে যারা Finalএ appear করে তারা বাড়ী থেকে গিয়েও সেখানে পরীক্ষা দিতে পারে। কাজেই আমি বলব তারা যেন সেই দিক দিয়েও চিন্তা করেন। সরকার এই চিন্তা করেই কাজ করছেন যদি বাস্তবিক পক্ষে কোন সুব্যবস্থা করা যায় তাহলে সেটা করতে হবে। এবং আরেকটি চিন্তা করতে মাননীয় সদস্যকে বলব যে তাদের grant upto March, অতএব তাকে যদি রাখতেও হয় তাহলেও India govt. এর permission ছাড়া তাদেরে stipend দেওয়া যাবেনা। অতএব সেইদিক দিয়েও মাননীয় সদস্যকে তার মগজের মধ্যে সেটাকে ঢুকাবার জন্য আমি কথাগুলো বলছি। অতএব তিনি

যদি মগজ মাথাই করে বলতেন তাহলে অত্যন্ত আনন্দিত হতাম এবং তার পরামর্শগুলোকে আমরা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতাম। কাজেই আমি বলব একটু রন্ধ্র খুলে যাতে সেই রন্ধ্র দিয়ে মার্জ্জনার একটি দাগ সেখানে যায় এবং গিয়ে যাতে যোগকে clear করে।

তারপর মাননীয় সদস্যরা আরেকটি কথা বলেছেন যে ষ্টেডিয়ামের খুব অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু College এ একটি ষ্টেডিয়াম already আছে এবং College এর মধ্যে আর একটি জায়গা তৈরী করছি, সেটাকে বড় করছি এবং ষ্টেডিয়ামের জন্য আরও চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ভাল ভাবে একটি ষ্টেডিয়াম করা চলে।

তারপর বলা হয়েছে laws introducing compulsory Primary Education সেখানে আমরা বলছি যে ৬ থেকে ১১ এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে এবং 4th plan এ cent percent ছেলেমেয়েরা যাতে পড়াশুনা করতে পারে তার ব্যবস্থা করছি। মাননীয় সদস্যদের মনে রাখা উচিৎ যখনই Free Primary Education Copulsory করা হবে, তখন আইনের যে সংজ্ঞাটি আছে তা যদি গ্রহণ না করতে পারেন তবে এমন অনেক জায়গা আছে সেই জায়গার লোকেরা আইনের সম্মুখীন হবেন penal Code এর সম্মুখীন হবেন। যেখানে জনসাধারণ ইচ্ছামত শিক্ষাকে গ্রহণ করছেন, সেখানে তাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সেটা মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই তারা এই Cut Motion এনেছেন।

Law College, Medical College ও Medical School করা হচ্ছে না কেন তারা বলছেন। এখানে Polytechnic, Engineering College স্থাপন করা হয়েছে ; কাজেই এখানে Law College, Medical College স্থাপন করা হবেনা এমন কথা আমি বলছি না।

আমরা আগেই বলেছি যে আমরা Engineering করেছি, Polytechnic করেছি। অতএব আমরা করবনা এমন কথা বলছিনা। কোনটা আগে করা হবে তা সরকার জানেন। Engineering কলেজ আমাদের সবচেয়ে বেশী দরকার, Polytechnic আমাদের খুবই দরকার। অতএব সেই কাজকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি। Law কলেজকে আমরা সেই জন্য প্রাধান্য দেইনি, Medical college এর জন্য আমরা চেষ্টা করেছি এবং করছি। যাতে সেটা হয় সেইজন্য আমরা ভারত সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি। অতএব আমরা বলব সেই দিকদিয়ে আমরা পিছিয়ে নেই। অতএব Law college, Medical school এবং Medical college এর কথা সেটা বলা হয়েছে। মাননীয় সদস্যকে আমি সেই দিকদিয়ে চিন্তা করতে বলব। অতএব একটা cut motion রাখা হয়েছে—আমরা ত বলেছি দেব। Medical college, Law college এর কথা আমরা বলেছি—অতএব আমাদিগকে ভোট দাও। কেননা আমাদের ভোটতরণী পার হতে হবে, সেখানে অনেক বাধা বিঘ্ন আছে। কাজেই সেই তরণী যদি পার হতে হয়, তা'হলে ঐ সমস্ত medical college, school এবং law college ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সেই উত্তাল তরঙ্গ পার হতে চেষ্টা করব। তারপরে বলা হয়েছে যে আমাদের university করতে হবে। কাজেই সেটা করতে

গেলে আমাদের যে অনুষ্ঠান আছে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। university করতে science, commerce ও arts প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ professor ইত্যাদির দরকার আছে। তাই কেবল university খুললে হবে না সেখানে সকল subject গুলিতে post graduate class খুলতে হবে, বিশেষ করে science class এর কথা প্রথমে ভাবতে হবে। তবে একথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আমরা এমন একটি university এর under এ আছি যাহা সমস্ত ভারতবর্ষে এমন কি সারা এশিয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছে। আমরা যখন আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে সেই stage এ আসব, তখন university গড়ার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। তাই আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করব, grant No. 14 কে সমর্থন করার জন্য এবং cut motion গুলি withdraw করার জন্য।

Mr. Speaker—The discussion is over, I am to put the motion to vote. First I put the cut motion to vote one by one. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on anumolies in the pay scales of the teachers.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes".

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on mismanagement in the Education Directorate.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes".

Noes have it, Noes have it.

Next the question that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on lack of provision for establishing Law College Medical School & Medical College, a University in Tripura.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes",

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes".

Noes have it, Noes have it.

The motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for Stadium at Agartala

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes",

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes",

Voice—"Noes",

"Noes" have it, "Noes" have it. The Motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on lack of provision for establishing Law College, Medical School & Medical College.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say "Noes".

Voice—"Noes".

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on discriminatory treatment between Govt. & Non-Govt. Schools.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes".

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for scheme for expansion for educational facilities at the primary stage, middle stage and high stage,

I am sorry that Shri Bulu Kuki, M. L. A. is absent from the House and therefore, I am not to put the cut motion in his name to vote.

Next I put to vote the cut motion given by Shri Sudhanwa Deb Barma, M.L.A. The question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for repair & reconstruction of school buildings.

As many as are of that opinion will please say, 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes'.

Voice—'Noes'.

"Noes" have it, "Noes" have it.

The motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on inadequacy of provision for Scholarships & Stipends.

As many as are of that opinion will please say, 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes',

Voice—'Noes',

"Noes" have it, "Noes" have it. The Motion is lost,

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievances to establish a college at Udaipur.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say—'Noes',

Voice—'Noes'.

"Noes" have it. "Noes" have it. The Motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on absence of provision for establishing a boarding house for Sch. Caste.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes'.

Voice—'Noes',

"Noes" have it, "Noes" have it,

So the motion is lost.

Next the question is that the demand be reduced by Re. 1/- to disapprove the policy for not introducing the compulsory primary education.

As many as are of that opinion will please say, 'Ayes'.

Voice—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say, 'Noes'.

Voice—'Noes'.

"Noes" have it, "Noes" have it.

All the cut motions are lost.

I would now put to vote the main motion. The question is that a sum not exceeding Rs. 2,93,91,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 14—Education.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Voice :— 'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

No Voice.

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

The Motion is carried.

Now I would call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to move his demand for grant Nos. 25, 26 & 41 together.

Shri Sachindra Lal Singh, Chief Minister—Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 24,17,000/, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 25—Electricity schemes.

Hon'ble Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 17,400/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 26—Capital Outlay on Electricity Schemes.

Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendations of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 78'70,000/-, [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vot one Account) Bill 1966], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Electricity Schemes. এই তিনটি Demand আমি House এর সামনে রাখছি। আশা করি House সর্বসম্মতিক্রমে এই Demand গুলিকে সমর্থন করবে।

Mr. Speaker— This is Demand No. 25. There are two cut motions to be moved One by Shri Sunil Kr. Chowdhury, another by Shri Sudhanwa Deb Barma, that also to be table by Shri Sunil Kr, Chowdhury. So, I would call on Shri Sunil Kr. Chowdhury to discuss on the cut motions that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to supply electricity at cheaper rate and to discuss on failure to supply electricity to certain parts of Agartala and adjourning areas and extend supply of electricy to other parts of the territory.

Shri Sunil Kr. Chowdhury : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Electricity সম্বন্ধে আমি কয়েকটি কথা বলছি cut motion এর সমর্থনে। ত্রিপুরা রাজ্যে ৬ লক্ষ লোকের থেকে পাকিস্তান হওয়ার পর ধাপে ধাপে উদ্বাস্তু ভারতবর্ষে আগমনের ফলে আজকে প্রায় ১৪ লক্ষের উপর লোকসংখ্যা ত্রিপুরা রাজ্যে বেড়ে গেছে। অথচ যে ত্রিপুরা এক সময়ে কৃষিভিত্তিক ছিল তার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। সেই কৃষিভিত্তিক মেরুদণ্ড আজ ভেঙ্গে পড়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের রোজগারের পথ প্রায় সমস্ত বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে যে ত্রিপুরা রাজ্যকে যদি সুন্দর করে গড়ে তুলতে হয় এবং তার যে জনসমষ্টি তাকে কাজে লাগাতে হলে Electricity Power পাওয়া দরকার। Power ছাড়া শিল্প হতে পারে না। কাজেই শিল্প না হলে পর ত্রিপুরা রাজ্যকে বাঁচাবার আর কোন পথ নেই। কারণ যে লোকসংখ্যা আজ ত্রিপুরায় দাঁড়িয়েছে তারা শুধু জমির উপর ভিত্তি করে বাঁচতে পারে না এবং ত্রিপুরাকে সুন্দর করতে পারে না। কাজেই ত্রিপুরাকে সুন্দর এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে power এর দরকার। কাজেই সেই power কে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে হবে industryর মাধ্যমে এবং অন্যান্য কাজের ব্যাপারে। তবে এখন কথা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে যে Electricity supply হচ্ছে সেটা হলো প্রায় highest rate. অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে highest rateএ electricity supply এই supply এর ফলে ত্রিপুরা রাজ্যে Industry, private sectorই বলুন এবং public sectorই বলুন সেটা খুব বেশী লাভজনক হবেনা। এখানে Electricityর per unit, পঞ্চাশ পয়সা মূল্য, তা যদি সরকার না কমাতে পারেন তা'হলে এখানে Industry gron করা সম্ভব হবেনা। কারণ Industryতে যে সমস্ত জিনিষ

উৎপন্ন হবে সে সব জিনিস এই power খরচ করেই হবে। এখন কথা হচ্ছে যে per unitএ যদি পঞ্চাশ পয়সা করে খরচ হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে যে সম্পদ Industryর মাধ্যমে বেরুবে সেটা কিছুতেই বাজারে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে competitionএ টিকতে পারবে না। কারণ অন্যান্য রাজ্যে per unit এ যে খরচ তার চেয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের per unit খরচ অনেক বেশী। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের যে Industry, তাকে যদি develop করতে হয় এবং Industryকে যদি আরো সম্প্রসারণ করতে হয় এবং গঠন করতে হয় তাহলে একমাত্র দরকার হচ্ছে Electricityর per unit valutaion কমানো। কিন্তু এইখানে সরকার তা কমাতে পারেন নি। কাজেই এখানে আমার সে cut motion যে motionএ আমি বলছি যে Govt. এটা করতে কৃতকার্য্য হননি। তারা চান না ত্রিপুরা রাজ্য সুন্দর ও সুস্থ করে তুলতে। তারপরে কথা হচ্ছে Electricity আগরতলায় যেটা আছে সেটা সম্পর্কে আমি বলছি যে আগরতলার সমস্ত জায়গায় এখন পর্য্যন্ত Electricity power দেওয়া সম্ভব হয়নি। যেমন নাকি শিবনগর, অভয়নগরের খানিকটা অংশ, প্রতাপগড়। সে সমস্ত জায়গায় এখনো Electricity না যাওয়ার ফলে সেখানকার দৈনন্দিন জীবনযাপনে যেমন নাকি রাত্রে রাস্তা ঘাটে আলোর দরকার চলাফেরার জন্য, সে সব না থাকার ফলে, খুব অসুবিধা হচ্ছে। আগরতলা শহরের অনেক জায়গায় অনেক বাড়ীতে Electric connection চেয়েছেন কিন্তু conncetion দেওয়া যাচ্ছে না। এসব না দেওয়ার কারণটা কি আমরা বুঝতে পারিনা। Power ছাড়া যেমন শিল্প হতে পারেনা, আজকের জগতে power ছাড়া শহরের বাড়ীতে বাস করাও একেবারে অসম্ভব। শহরে বাস করতে হলে power এর একান্ত প্রয়োজন। কারণ power এর যা খরচ সেই খরচাটা অনেকাংশে economic. এ হলো আগরতলার কথা। এখন যদি আগরতলা শহরের বাইরে বিভিন্ন Sub-Divisionএ ও সরকার এখনও Electricity power দিতে পারেন নি। অথচ গত বৎসর বাজেট Session এ আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে Sabroomএ Electricity দেওয়া কবে হবে। তখন ওনারা বলেছিলেন যে আগামী বৎসর দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাব্রুমে electricity দেওয়ার কোন পরিকল্পনা এই বাজেটে নেই। এখন কথা হচ্ছে যে গত বৎসর উনারা বলেছিলেন যে বগাফা থেকে electricity সাব্রুমে supply হবে। বগাফা, বিলোনীয়া, শান্তির বাজার, কর্ত্তার বাজার হয়ে, মনুগাজার হয়ে সাব্রুম যাবে। এখন কথা হচ্ছে বগাফা থেকে কতদূর গিয়ে পৌঁছেছে, শান্তির বাজার গিয়েও পৌঁছায়নি। Line গেছে, কিন্তু power যায়নি। এই হচ্ছে অবস্থা। এরকম বিভিন্ন যায়গা—খোয়াইয়ের কথা ধরুন। খোয়াইতে power আছে একমাত্র শহরের নির্দিষ্ট একটি গণ্ডির মধ্যে। তার বাইরে আলো নেই। উদয়পুরের কথা ধরুন। উদয়পুরের শহরে ছাড়া বাইরে আলো নেই। বিলোনীয়ার কথাও তাই। শুধু বাজারেই আছে। তার বাইরে কোথাও নেই। এই যদি দৃষ্টিভঙ্গি হয় তাহলে এটা সুষ্ঠু দৃষ্টিভঙ্গি বলে আমি মনে করি না। কারণ হচ্ছে, আজকে প্রগতির যুগে power ছাড়া প্রগতির কথা চিন্তা

করা যায় না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে electricity, সেই electricity না থাকার ফলে ত্রিপুরার যে আশা আকাঙ্খা, বা উন্নতির কোন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কেননা এই হাউসে কয়েকদিন আগে বলা হয়েছিল যে এখানে Jute Mill এর তাঁত বসানো হচ্ছে। এইসব Industryর যে plan নেওয়া আছে, তাতে যদি lowest rateএ ঠিক ঠিকমত power supply দেওয়া না যায়, তাহলে Industry করাই হবে, সেটা profitable হবে না। কাজেই profitable করতে হলে কি করতে হবে ? যাতে নাকি অল্প পয়সার powerকে ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার ব্যবস্থা করতে না পারলে, শুধু Industryর নামে টাকা খরচ করা যেতে পারে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবেও, কিন্তু ত্রিপুরার যে উন্নতি তা হবে না। হয়ত তাতে কয়েকজনের পকেট ভারি হতে পারে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Shri Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে House-এর সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demand Nos. 25, 26 & 41 রেখেছেন তার সমর্থনে এবং মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয় যে cut motion রেখেছেন তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে failure to supply electricity at cheaper rate. আমি বুঝতে পারিনা যে cheaper rate করতে হলে কি করা দরকার এবং কেন higher rate হয়। কেন higher rate হয় এটাও ওনার অজানা নয়। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে যখন electricity আরম্ভ হয় তখন ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা আরম্ভ হয়। এই ডিজেল ইঞ্জিনের দ্বারা electricity উৎপাদন হয় বলেই তার rate কমানো সম্ভবপর নয়। সেজন্য সারা ভারতবর্ষে পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে যাতে Hydel Power use করা যায় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। তারজন্যই আমরা ডম্বুর Project করার জন্য চেষ্টা করছি। তদুপরি ডম্বুর Project-এর কাজ বিলম্বিত হবে বলেই আমরা আসাম থেকে electricity আনার জন্য চেষ্টা করছি। তাছাড়া উনি শুনে অবশ্যই খুশী হবেন যে ভারত সরকার ডম্বুর Project অনুমোদন করেছেন। ডম্বুর Project-এর কাজ সম্পূর্ণ হলে আমাদের rateটি cheaper হবে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় ত্রিপুরার শিল্পজাত দ্রব্যও বাজারে compete করতে পারবে। আর একটি কথা উনি বলেছেন যে আমাদের Sub-Division-এ কোন electricity supply-এর ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমি মনে করি যে পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের সরকার উন্নয়নমূলক কাজগুলিকে এগিয়ে নিচ্ছেন। আমাদের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে Target ছিল তাতে ধর্মনগর, কৈলাসহর, খোয়াই এবং উদয়পুরে আমরা electricity supply-এর ব্যবস্থা করেছি Sub-Division ছাড়াও যে সমস্ত important place যেমন তেলিয়ামুড়া, আম্বাসা, বগাফা এবং মেলাঘরে আমরা electric supply-র ব্যবস্থা করেছি। আমাদের চতুর্থ পরিকল্পনায় কমলপুর, সোনামুড়া, বিলোনিয়া এবং সাবরুমে আমরা electricity supply-এর ব্যবস্থা করতে পারব বলে আশা করছি। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে চাইলে

মাত্রই electricity পাওয়া যায়না। এগুলোর জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। পরিকল্পনা ব্যতীত এগুলি করা যায়না, তাই আমরা ধাপে ধাপে পরিকল্পনানুসারে electricity-র কাজে এগিয়ে যাচ্ছি। এই বৎসরই আমরা আগরতলায় একটি ৫০০ কিলোওয়াটের জেনারেটার বসিয়েছি যার দ্বারা আমাদের সাড়ে তিনশত লোকের domestic affairs এবং ১৪টি Industrial areaতে electricity connection দেওয়া সম্ভব হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এই বৎসরের মধ্যেই আরো একটি ৫০০ কিলোওয়াটের জেনারেটার বসাতে পারব যার দ্বারা আমরা আরো কিছু সংখ্যক লোকের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পারব। শিবনগর এবং অভয়নগরের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন; এইসব surrounding এলাকায় পরিকল্পনানুসারে কাজ এগিয়ে চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে এই বৎসরের মধ্যেই ঐসব এলাকায় electricity connection দেওয়া যাবে। কারণ আপনারা অবশ্যই দেখেছেন, বাজেটের মধ্যে clearance scheme অনুসারে ঐসব অঞ্চলে electricity দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। আমরা electricity rateকে cheaper করার জন্য ডম্বুর Project-এর কাজে হাত দিয়েছি। সেটা কেন তাড়াতাড়ি হচ্ছেনা, তাছাড়া বিভিন্ন Sub-Division-এ কেন electrification-এর ব্যবস্থা হলনা, এভাবে যেনতেন একটা কিছু দেখিয়ে cut motion রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই। অতএব মাননীয় সদস্য ওনার cut motion এর পক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছেন তার কোন ভিত্তি নেই বলেই আমি মনে করি। তাই আমি cut motion এর বিরোধীতা করছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demand রেখেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Chief Minister Shri S. L. Singh.

Shri Sachindralal Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ২টি cut motion আমার demand এর উপর রাখা হয়েছে। এই ২টি cut motion কে প্রতিপাদ্য করার জন্য অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যে power নেই। Power আছে, powerএর ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেটা plan & programme অনুসারেই করা হচ্ছে। এখানে বুঝা যায় যে power আছে। কারণ ১৮ দিনের discussion এর যে power তাদের অভিব্যক্তিতে cut motion রাখতে গিয়ে তারা উজার করে দিয়েছেন, সেটা হ'ল আমাদের ডিজেল্ supply। মাননীয় সদস্যদের জানা থাকা দরকার যে ত্রিপুরাতে শুধু industryই নয়, agriculture কে যদি scientific basis এর উপর দাঁড় করাতে হয়, তা'হলে পরে আমাদের এই ডিজেল power দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। ডিজেল power দিয়ে বর্তমানে যে rate আছে তা-ও কমানো সম্ভব নয়। সেখানে ৫০ পয়সার কথা বলা হয়েছে—Industrial & Home Comsumption এর জন্য যেটা, সেটা হচ্ছে ৩১ পয়সা। মাননীয় সদস্য সাব্রুমে থাকেন, সেখানে home consumption এর জন্য ডিজেল্ engine যায়নি, এটা দুঃখের কথা।

তাছাড়া মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই অবগত নন যে সময়মত দিলে পরে প্রতি unit এ ৬ পয়সা rebate দেওয়া হয়। আমরা জানি যে ত্রিপুরাকে শিল্পে সমৃদ্ধশালী করতে হলে power এর দরকার এবং সেই powerটা হচ্ছে Hydel power, আর অল্প খরচে ডিজেল্ machine এ power উৎপাদিত

হয় না। এটা যে মাননীয় সদস্যদের জানা নয়, কেননা তারা জানেন ডিজেল ইঞ্জিন যখন রয়েছে, তখন ১ পয়সা করে দিলেই সব চুকে যায়, তাতে ভালই হবে। কথার সাথে সাথেই Umium bulk supply scheme এসে যাবে না, অতএব মাননীয় সদস্যরা কেনিয়ুট হতে পারেন, অবশ্য তার মনোবৃত্তি নিয়েই আমরা চিন্তা করছি, সেজন্য umium scheme থেকে bulk supply আনা হচ্ছে। এবং Dumboor Hydel Projectএর বিধি ব্যবস্থাও আমরা করছি ; তাই সেভাবে scheme & plan approved and the financial help has also been approved by the Central govt. অতএব Dumboor scheme বলার সাথে সাথেই তা হয়ে যাবে আর সেই electrtcity তাদের ঘরে পৌঁছে যাবে—ঐ রকম কল্পনা কেনিয়ুটের মন নিয়েই তাঁরা করতে পারেন, আমরা গত ১৮ বছরের মধ্যে যা করেছি, মাননীয় সদস্যরা ১৩৬০ বছর সেই মহারাজার অধীনে ছিলেন, আর ঐ জায়গার কথা যদি ধরেন তাহলে আমি তাদেরকে অনুরোধ করব যে তারা যেন ঐ জায়গায়ই ফিরে যান। কিন্তু সেখানে আর ফিরে যাওয়া চলবে না।

বর্তমান ভারতবর্ষে সাধারণ লোকের কাছে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির উন্নত সোপান এসেছে, তাই দিয়ে ডিজেল Engine কে রাখা হয়েছে Interim method হিসাবে। অতএব সেখানে যা করা হয়েছে তার জন্য আপনাদের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে আপনারা যদি এটাকে ভবনদী পার হওয়ার জন্য বলে থাকেন—দেখ ভাই আমরা তো cut motion রেখে যাদের কাছে বলেছি, হাউসের কাছে বলেছি যে টাকা পয়সা যা কিছু আছে সব বিনা পয়সায় দিয়ে দিতেও বলেছিলাম—কাজেই এই cut motion ভবনদী পার হওয়ার জন্যই রাখা হয়েছে তা বুঝতে মানুষের আর দেরী হবেনা। কারণ তারা জানে যে আমরা একটা Interim method হিসাবে তা গ্রহণ করেছি এখন Industrial ও home consumption এর জন্য যে ৩১ পয়সা rent আছে, তার উপর সেটা যদি সময় মত দিয়ে ফেলা যায় তবে ৬ পয়সা করে per unit rebate দেওয়া হয়। কাজেই এই দিকে চিন্তা করতে হবে যে আমরা যখন bulk supply পাব এবং Dumboor project complete হবে তখনই আমরা মনে করতে পারব যে ত্রিপুরাকে কৃষি এবং Industry-তে উন্নত করতে পারব। তাই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। অতএব আলাউদ্দীনের প্রদীপ বা মেচের কাঠি নয় যে ঘষা দিলাম, জ্বলে উঠলো। কাজেই তাদের মধ্যে যদি কেউ—সেই আলাউদ্দিনের দেশে বাস করে থাকেন তবেই তাদের পক্ষে সেই রকম কল্পনা করা অসম্ভব কিছু নয়। তবে আমরা জানি যে আমাদের পরিকল্পনাগুলি বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং সেভাবে ঐটাকে এগিয়ে নিতে হবে এবং তা করা হচ্ছেও। কাজেই এই যে cut motion দুইটি রাখা হয়েছে, সেটা শুধু "ভবনদী সম্মুখে বিরাট পারাপার'' উত্তরণ হওয়ার জন্যই। আজকে power এর দরকার আছে ঠিকই, এবং সোচ্চারে চীৎকার করার দরকার আছে। তবে তাদের যে ভাঙ্গা বোট আছে সেগুলিতে power সংযোগ করে ভবনদী পার করাবার চেষ্টা করব বৈ কি ! তাই বাজেটের আমরা তিনটি demand হাউসের সামনে রেখেছি আশা করছি হাউস সেগুলি সর্বসম্মতি ক্রমে গ্রহণ করবে ।

Mr. Speaker—The discussion on demand for Grant No. 25 is over. I would now put the motion to vote. First I would put to vote the cut motion one by one. The cut motion moved by Shri Sunil Kumar Choudhury that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to supply electricity at cheaper rate.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes",

Mr. Speaker—As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes".

Mr. Speaker—"Noes" have it, "Noes" have it.

So, the cut motion is lost.

Another cut motion is that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on failure to supply electricity to certain parts of Agartala and adjoining areas and extend supplying electricity to other parts of the territory.

As many as are of that opinion will please say "Ayes".

Voice—"Ayes".

Mr. Speaker—As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

Voice—"Noes"

Mr. Speaker—Noes have it, Noes have it.

So, the motion is lost.

I would now put the main motion to vote moved by Hon'ble Sachindra Lal Singh that a sum not exceeding Rs. 24,17,000/- (inclusive of the sums specified in col. 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1966) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 25—Electricity Schemes.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

Mr. Speaker—As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

(No Voice)

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

So, the motion is carried.

The discussion on Demand for Grant No. 26 is over. I would now put to vote the motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 1,74,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriate (Vote on Account) Bill 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 26—Capital Outlay on Electricity Schemes.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes",

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

(No-Voice)

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

So. the motion is carried.

The discussion on Demand for Grant No. 41 is over. I would now put to vote the motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 78,70,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriate (Vote on Account) Bill, 1966] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1967 in respect of Demand No. 41—Capital Outlay on Electricity Schemes.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

(No-Voice)

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

So, the motion is carried.

PRIVATE MEMBERS' BUSINESS RESOLUTION

Mr. Speaker—Next item in the List of Business is private members' resolution. I would call on Shri Monchar Ali to move his resolution that Assembly is of opinion that—

ক) জমি খাসদখল লওয়ার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট একুজিশান অফিসারের দ্বারা নির্দ্ধারিত মোট দেয় ক্ষতিপূরণের তিন চতুর্থাংশ টাকা জমির মালিককে প্রদান করিতে হইবে ;

খ) অবশিষ্ট এক চতুর্থাংশ টাকা যথাসম্ভব বিলি করার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং

গ) প্রয়োজনবোধে মহকুমাশাসকের হাতে উক্ত টাকা বিলি করিবার পূর্ণদায়িত্ব ন্যস্ত করিতে হইবে।

Shri Monchor Ali— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যাতে জনসাধারণের উপকার হয় তারজন্য এই প্রস্তাবটি এখানে এনেছি। বহু জায়গা সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য ও উদ্বাস্তুদের দেওয়ার জন্য নেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে যে আজ ১০/১২ বছর হয়ে গেছে যাদের জমি নেওয়া হয়েছে তারাও আজ পর্যান্ত টাকা পায়নি, এই জন্যই এই প্রস্তাবটি আমি এখানে রেখেছি। Land Acqusition এর officerরা তাদের গাফিলতির জন্যই এটা হচ্ছেনা বলেই আমি মনে করি। কাজেই এই প্রস্তাবটি আজ House এর গ্রহণ করা উচিত। যারা আজ দশ বৎসর যাবৎ টাকা পায়নি সেই সমস্ত সাধারণ মানুষের আজকে যে কি অবস্থা সেটা যদি আজকে House চিন্তা করে দেখে তাহলেই বুঝবে যে আমার প্রস্তাব আনার সার্থকতা আছে। ১৯৫৬ ইংরেজীতে সোনামুড়া দুর্গাপুর embankment এর জন্য যে জমি নেওয়া হয়েছে, সেই জমির টাকা আজ পর্যান্ত সেই জমির মালিককে দেওয়া হয়নি। আমি তাদের নাম বলতে পারি, এবং রবীন্দ্র নগর কলোনীতে ১৯৫৫ ইং যে জমি উদ্বাস্তুদের দেওয়া হয়েছে, সেই জমির টাকা আজ পর্যান্ত দেওয়া হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয় ইহা অতি দুঃখের বিষয় যে আজ House-এ আমার এ কথা বলতে হচ্ছে যে টাকা না দেওয়ার ফলে স্থানীয় জনসাধারণও উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা বিদ্বেষ-ভাব থেকে যাচ্ছে। তার কারণ জমির মালিক টাকা না পেয়ে জমি ছাড়তে চায়না। অথচ সরকার উদ্বাস্তুদের সেই জমির দখল দিচ্ছে। সেইজন্য তাদের মধ্যে নানান রকমের বিদ্বেষ ও ঝগড়া হয়। এই সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত বৎসর রবীন্দ্র নগর কলোনীতে জনসাধারণ ও উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা মারামারি হয় এবং তাতে একজন খুন হয়। এখন কথা হচ্ছে যে মারা গেছে সে তো গেছেই, কিন্তু জীবিত আছে সেও প্রায় মরার মতই আছে। অন্ততঃ ৩/৪ মাস সেই লোকটি হাজতে ছিল, তাছাড়া টাকা পয়সা তো খরচ হচ্ছেই মামলা মোকদ্দমার দরুণ। তারা সাধারণ মানুষ কাজেই মামলা মোকদ্দমায় এতটাকা খরচ করাও কঠিন ব্যাপার। তাই আমি মনে করি যে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে একমাত্র সরকারের গাফিলতির দরুণও টাকা না পাওয়ার দরুণ। আমি দেখাতে পারি যে মাছমাতে ১৪ বৎসর আগে Forest office এতে যে জায়গা নেওয়া হয়েছিল সেই টাকাটা এখন পর্যান্ত দেওয়া হয়নি। আরও আমি বলতে পারি যে ধর্ম্মনগরের চূড়াইবাড়ী কৃষি Farm এর জন্য যে সমস্ত জায়গা নেওয়া হয়ে ছিল সেই সমস্ত জায়গার টাকা দেওয়া হয়নি। সেই জায়গাও নেওয়া হয়েছিল দশ বৎসর পূর্বে। এইভাবে সরকার জনসাধারণ থেকে জমি নিয়ে যাচ্ছে অথচ টাকা দেওয়া হচ্ছেনা। যদি তাগিদ দেওয়া হয় তবে সরকার, থেকে বলা হয় যে তোমরা সুধই পাচ্ছ। তোমাদের সুধ দিন দিন বাড়ছে। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে বলব যে সরকার যে হারে সুধ দেয় সেই সুধ দিয়ে তাদের খাওয়া পড়া চলেনা। সাধারণ মানুষ তারা, তারা কৃষক কৃষিকাজ করে

জীবিকা নির্বাহ করে, জমিই তাদের মূলধন। কাজেই জমি তাদের প্রয়োজন। জমি না পেলে সুদের টাকায় তাদের কিছুই হয়না। তারা সরকারের নিকট সোয়া চার টাকা সুদ পায় কিন্তু তারা যখন কর্জ আনতে যায় তখন তাদের সুদ দিতে হয় শতকরা তিন টাকা দুই আনা প্রতি মাসে। অর্থাৎ ৩৬ টাকা বৎসরে। এই হল জনসাধারণের অবস্থা। এই হিসাবে আমি মনে করি আমার এই প্রস্তাব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রস্তাব। অন্যদিকে চিন্তা করলে সরকার যে সমস্ত কাজ করছেন আজকে ইচ্ছা করে সেই সমস্ত কাজেও অনেক বাধা পড়ে। সরকারেরও অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। যখন টাকা পায় তখন সঙ্গে সঙ্গেই যার জায়গা সে টাকাটা ফেরৎ দিতে প্রস্তুত থাকে। আর যদি টাকা না পায় তবে অনেক বাধা সৃষ্টি করে। সরকারের যদি কোথায়ও অফিস করতে হয়, স্কুল করতে হয়, রাস্তা করতে হয়, তা'হলে কোন বাধা আসে না। সরকারের কাজও তরান্বিত হয় এবং তার যে কাজ করা প্রয়োজন তা সাফল্যের সহিত করতে পারে। আর যদি টাকা না দেওয়া হয় তবে অনেক বাধার সৃষ্টি হয়। বৎসরের পর বৎসর চলে যায়। আমরা বলি কি যে জায়গা পাওয়া যাচ্ছেনা, land acquisition হচ্ছে না। তারজন্যই আমরা কাজ করতে পারছি না। সরকার যে এই সমস্ত যুক্তি দেন এইগুলি ঠিক নয়। এই যুক্তিগুলি অনর্থক দেওয়া হয়। টাকা যদি সময়মত দেওয়া হয় তবে এইসমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়না, আমাদের কাজও তরান্বিত হয়। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব যে আমি যে প্রস্তাব এনেছি তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। আমি আরও বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সোনামুড়া শ্রীমন্তপুর গ্রামে প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে একটি জায়গা নেওয়া হয়েছে, তার টাকা আজ পর্যান্ত জনসাধারণ পায় নাই। এই ত্রিপুরায় সর্বত্র জনসাধারণ জমির টাকা পাচ্ছে না। এইজন্য এই প্রস্তাবটা আমি হাউসে রাখছি এবং আমি আশা করি এই হাউসে যারা আছেন, যাদের জনসংযোগ আছে তারা নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন যে এই প্রস্তাবটা জনসাধারণের উপকারে আসবে কিনা এবং সরকার উপকৃত হবেন কি না। আমি আশা করি সমস্ত দিক চিন্তা করে হাউস আমার প্রস্তাব সমর্থন করবেন। এই বলিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—I would now call on Hon'ble Sachindra Lal Singh, Chief Minister to give reply.

Shri Sachindralal Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মেম্বার সাহেব যে প্রস্তাবটি এখানে রেখেছেন এই প্রস্তাবটি আমাদের যে আইন অর্থাৎ Land Acquisition Act তাতে Collector-এর হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আছে award দেওয়ার এবং এতে সমস্ত টাকাই দেওয়ার কথা। যদি কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কারণে সমস্ত টাকা দিতে না পারে তাহলে সেখানে ৬% করে সুদ দেওয়ার বিধান আছে। অতএব এখানে half the rate বা তিন-চতুর্থাংশ টাকা জমির মালিককে প্রদান করিতে হইবে। যেখানে পুরা টাকা দেওয়ার কথা সেখানে এই power-টাকে খর্ব্ব করা হচ্ছে। তারপর দ্বিতীয় নম্বর এক-চতুর্থাংশ টাকা যথাসত্বর বিলি করার ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে সবটা টাকা দেওয়ার কথা এবং যেটা দিতে না পারবে তারজন্য সুদ দিতে হবে বিধান আছে।

তারপর বিধান আছে এই যে এখন প্রত্যেকটা Sub-Divisional Officer-কে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে টাকা বিলি করার। অতএব কেবলমাত্র সদরে Collector সাহেব নিজে দেন। আর যদি প্রাপকের টাকা নিয়েও আপত্তি থাকে তবে সে Court-এ নালিশ করতে পারে। কাজেই যে powerটা আছে, এই resolution-এর ফলে সেই powerটা খর্ব্ব হচ্ছে। অতএব আমি আবেদন করব মাননীয় মুনছর আলী সাহেবকে এইদিকে চিন্তা করার জন্য। তবে তিনি কয়েকটা কথা বলেছেন যে land acquire করে যে টাকা দেওয়ার কথা সেই টাকা সম্যক দিচ্ছে না। যেমন একটা colony-র কথা উল্লেখ করে বলেছেন। তারপর বলেছেন Forest থেকে যে জায়গা নেওয়া হয়েছে, Farm-এর জন্য যে জায়গা নেওয়া হয়েছে, এইরূপ চারটি ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন, সেই জায়গায় টাকা তারা পাচ্ছেন না। সেখানে সুদ দেওয়া হচ্ছে। অতএব সুদে কৃষকদের অভাব পূরণ হয়না এটা সত্যি। তবে আমি এইদিক দিয়ে দেখব যে কেন এই চারটি জায়গায় ন্যায্য প্রাপ্য কৃষক রীতিমত পাচ্ছে না। অতএব সেইদিক দিয়ে যদি এই resolutionটি এনে থাকেন, তবে এর সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই আমি বলব। এটি অন্য দিকের এবং আমি সেইদিকটা দেখব। অতএব আমি আবেদন করব যে উনি আবার বিবেচনা করবেন এই resolution সম্পর্কে।

শ্রীমুনছর আলী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাব রেখেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর assurance মতে আমি এই প্রস্তাব উঠিয়ে নিতে চাই। এই আমার বক্তব্য।

Mr. Sperker—The resolution before the House is deem to be withdrawn with the leave of House. The question is that the House is agreed to withdraw. the resolution.

(Voice—'Yes')

Alright. So the resolution is withdrawn with the leave of the House. There is another resolution of Shri Atiqul Islam, M.L.A. I would call on Shri Islam to move his Resolution that "Intrview of the fact that the number of present population in Tripura has increased since the last census of 1961, this House requests the Central Govt. to take such action as deem necessary to increase the number of seats to 40 in the STATE LFGISLATURE. There is an amendment to this Resolution also given by Shri Umesh Lal Singh which has been admitted. That amendment has been circulated. That after the words "State Legislature", occuring the last line of the resolution add the following lines :—

"Particularly because Himachal Pradesh having a population of 11 lakhs in 1951 had 40 members in the Assembly ; and the Central Government be further moved t o increase the number of Parliamentary seats (general) by one in

view of the present increase in the non-tribal population of Tripura."

The Resolution thus amended with read as follows :-

"In view of the fact that the number of present population in Tripura has increased since the last census of 1961, this House requests the Central Government to take such action as deem neccessary to increase the number of seats to 40 in the STATE LEGISLATURE, particularly because Himachal Pradesh having a papulation of 11 lakhs in 1951 had 40 members in the Assembly ; and the Central Government be further moved to increase the number of Parliamentary seats (generel) by one in view of the present increase in the non-tribal population of Tripura."

I wauld now call on Shri Atiqul Islam to move his Resolution.

Shri Atiqul Islam—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে প্রস্তাব সেটা অত্যন্ত সহজ। কাজেই এটা নিয়ে তর্ক বিতর্কের কিছুই নেই। আমাদের এই Assemblyতে বর্তমানে ৩০টি seat আছে, তাতে আমরা মনে করছি আমাদের যে Legitimate claim তার থেকে আমরা deprived হচ্ছি। আমাদের প্রতিবেশী যে রাজ্য হিমাচল প্রদেশ, তার যে population, আমাদের population এর মতই সমান। বরং তাদের থেকে আমাদের population খানিকটা বেশী। আমাদের এখানে ১৫ লক্ষ লোক। হিমাচল বিধান সভার আসন সংখ্যা ৪০। সেই ক্ষেত্রে ৪০টি seat আমরা claim করতে পারি। এই নিয়ে কোন তরফ থেকে আপত্তির প্রশ্ন তো উঠতেই পারেনা এবং তা যুক্তিসঙ্গতও হবে না। কাজেই আমার এই প্রস্তাবটা আমি আশা করি সব দিক থেকেই সমর্থন আসবে। তাছাড়া ত্রিপুরা একটা backward area. এখানকার মানুষ culturally, economically and educationally backward, কাজেই বিভিন্ন section of peopleকে represent করানোর জন্য আমাদের number of seat আরও বাড়ানো দরকার। আমরা চাই আমাদের Assemblyতে from all section of people' representative আসুক। তা না হলে পরে এই ত্রিপুরার problemটা fully discuss করা সম্ভব হবে না। এবং তা যদি আমরা করতে চাই তাহলে আমাদের number of seat ও বাড়ানো দরকার। আর তা নাহলে আমরা সব section of people কে এখানে আনতে পারবনা কাজেই সেই দিক থেকে আমাদের Asemblyর seat সংখ্যা বাড়ানো দরকার। আর seat যদি বাড়ানো না যায় তাহলে আমাদের থেকে কংগ্রেসের অসুবিধাটা বেশী হবে। এখন থেকেই seat নিয়ে তাদের মধ্যে যে রকম কাড়াকাড়ি আরম্ভ হয়েছে তার খানিকটা আভাস পেয়েছি। কাজেই সেই দিক থেকেও আমাদের seat বাড়ানো দরকার। কাজেই আমার মনে হয় সব দিক বিবেচনা করে আমার এই প্রস্তাবটা House গ্রহণ করবেন। আর amendment যেটা আনতে চাইছেন সেটা যদি তিনি move করেন, তাহলে সেটি সম্পর্কে আমার যে মতামত সেটা আমি পরে ব্যক্ত করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Umesh Lal Singh, to move his Amendment. Before going on his discussion I would ask the mover of the Original Resolution whether he would agree to effect the amendment.

Shri Umeshlal Singh—Hon'ble Speaker, Sir, I beg to move an amendment motion of the Resolution moved by the Hon'ble Member Shri Atiqul Islam. After the words "State Legislature" occuring in the last line of the Resolution add the following lines :—

"Particularly because Himachal Pradesh having a population of 11 lakhs in 1951 had 40 members in the Assembly ; and the Central Government be further moved to increase the number of Parliamentary Seats (general) by one in view of the present increase in the non-tribal population of Tripura."

The Resolution thus amended will read as follows :—

"In view of the fact that the number of present population in Tripura has increased since the last census of 1961, this House requests the Central Government to take such action as deem necessary to increase the number of seats to 40 in the STATE LEGISLATURE, particularly because Himachal Pradesh having a population of 11 lakhs in 1951 had 40 members in the Assembly ; and the Central Government be further moved to increase the number of Parliamentary Seats (general) by one in view of the present increase in the non-tribal population of Tripura."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে সংশোধনী প্রস্তাব এখানে রেখেছি, আশা করি হাউস তা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে বলতে চাই যে গত December মাসে যখন Delimitation Commission এখানে এসেছিলেন, তখন আমি associate member হিসেবে সেখানেও এই প্রস্তাবটা রেখেছিলাম, এখানেও ৪০টি আসন grant দেওয়ার জন্য এবং Lok Sabhaতেও তিনটি আসন grant করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সেজন্য Delimitation Commission থেকে আমাকে জানানো হয়েছিল যে এটা তাদের আওতার বাহিরে, তারা সেটাকে Home Ministryতে refer করবেন। তারপর অবশ্য তারা জানিয়েছেন যে এই সম্পর্কে Home Ministryতে refer করা হয়েছে। তাছাড়াও আমি এই সম্পর্কে Ministry of Lawকেও জানিয়েছি এবং আশা করছি যে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত সেখানে নেওয়া হবে। তবে আমি নিজেও এই রকম একটা resolution-এর অপেক্ষায় ছিলাম। যাহা হউক মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব যখন এই সম্পর্কে একটা resolution এনেছেন আর তার সংশোধনী প্রস্তাব হিসেবে আমি আমার বাকী বক্তব্যটুকু এখানে রেখেছি। আশা করি হাউস তা গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker—Now I would ask the mover of the original resolution whether he would agree to effect this amendment motion.

Shri Atiqul Islam— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাবটি এখানে রাখা হয়েছে তা গ্রহণ করা চলে। চলে এইজন্য, যদি উদাহরণ হিসাবেও নেই তাহলে আমরা দেখব যে Nagaland এরজন্য' সেখানের অংশ্চ এখনও কোন M. P. নেই, Election Commission একজন M. P, করার সুপারিশ করেছেন। এবং আগামী Election এ সেখান থেকে Parliament এ member যাবেন। Nagaland এর Population ৪ লক্ষ কাজেই ৪ লক্ষ Population যদি ১ জন M. P পেতে পারেন, সেই হিসাবে তো আমাদের আরো বেশী পাওয়া উচিত। Parliamentএ আমাদের এখন দুটি সিট আছে, সেখানে আমরা আর ১টা পেতে পারি তাও তো তুলনামূলকভাবে আমরা কমই চেয়েছি। তাছাড়া একথা আমরা আগে বলেছি যে ত্রিপুরা একটা backward area, মানেই এই দিকদিয়ে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। আর তা যদি না করি তাহলে backward section কে advance করাতে পারবনা। আমরা যদি সবগুলি রাজ্যকে একই level-এ ছেড়ে দিই কোন competition-এ, তাহলে যারা backward তারা advanced section এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনা। তারজন্যই বিভিন্ন backward sectionকে reservation বা protection দেওয়া হয় এই purpose এ যে ultimately এই reservation বা protectionটা থাকবেনা। এই রকম protection না দিলে পরে তাদের Development এর পক্ষে ক্ষতিজনক হবে। এটাকে লক্ষ্য রেখেই যদি আমরা এটা স্বীকার করে নেই যে ত্রিপুরা economically, politically' socially backward তাহলে এখানেও একটা weightage দেওয়া প্রয়োজন এবং এই weijhtage দিতে হবে এই জন্য যে যাতে আমাদের all sections of peopleকে এই House-এ বা Paliament-এ represent করাতে পারি। তাহলে পরেই representativeকে firm all sections of pepole আমরা এই Assemblyতে represent করাতে পারি এবং all problems will be discussed there and then we may come to a correct conclusion. অতএব এইদিকদিয়ে যদি বিবেচনা করা হয়, তবে amendment এনে একদিকে ভালই হয়েছে এবং সেই amendmentটা আমি গ্রহণ করছি।

Mr. Speaker— The mover of the original resolution has accepted the amendment motion, So the discussion may go on the amend resolution I would now call on Shri Birchandra Deb Barma,

Shri Bir Chandra Deb Barma— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে, আমি তা সমর্থন করছি। প্রথম যে নির্বাচন ছিল সেই Electral College এ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা। একমাত্র রাজ্যসভায় একজন প্রতিনিধি পাঠানো ছাড়া, ২য় ইলেকশনে আমরা টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল দেখেছি, ৩য় ইলেকশনের মাঝামাঝি—অর্থাৎ ১৯৬৩ থেকে এখানে বিধানসভা হয়েছে। টেরিটোরিয়েল কাউন্সিলকে বিধানসভা বলে গ্রহণ করা হয়েছে এবং যে

Number of seats সেখানে ছিল সেই Number of seatsই বিধানসভায় রাখা হয়েছে—এটা interim arrangement হিসাবে করা হয়েছিল, কারন নুতনভাবে আবার election করাটা ব্যয় স্বাপেক্ষ' তাই টেরিটোরিয়েল কাউন্সিলকেই বিধানসভায় রূপান্তরিত করা হয়। কাজেই এখন যখন আর একটা general election আসছে এবং জনসংখ্যাও অনেক বেড়ে গেছে, সেখানে ১৯৬১তে সেন্সাসে ১১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ১৯৬১ সালের সেন্সাস basis করে সেখানে ৩০জন প্রতিনিধি ছিল সেখানে ১০জন বৃদ্ধি করে তা ৪০জন করা যেতে পারে এবং the demand is legitimate এবং এই দিক থেকে দেখলে আমরা মনে করি যে House of the peopleএ যে দুইটি আসন আছে সেখানেও ১টি seat বাড়তে পারে। এই যে demand সেটা খুবই যুক্তিপূর্ণ কাজেই এটা আমি সমর্থন করছি এবং আশা করছি যে Central Govt. আমাদের এই ন্যায্য দাবী বিবেচনা করবেন এবং Govt. of Union Territories Actকে সংশোধন করবেন। এই বলেই আমি এই amended Resolution এর সমর্থনে বক্তৃতা শেষ করলাম।

Mr. Speaker—Now, I call on Shri Manoranjan Nath.

Shri Manoranjna Nath—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ লাল সিংহ এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রাখছেন আমি তাহা সমর্থন করছি।

(Interruption from opposition)

Shri Sachindra Lal Singh (Chief Minister)—He is not moving, he is only trying to expalin the version of the Hon'ble Member Shri Atiqul Islam.

Shri Birchandra Deb Barma—I want a Ruling from the Chair whether the original resolution can be discussed here. We want ruling from the Chair not from the C. M.

Mr. Speaker—Hon'ble Member Shri Monoranjan Nath may go on with the amended resolution.

Shri Monoranjan Nath—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথম থেকেই বলছি যে আমি amended resolution support করছি। সুতরাং বিরোধীদলের resolution আমি support করছি এই কথা আসেনা। আমি কিজন্য amended resolution support করছি তাই আমি এখানে বলছি। এই resolution-এ তিনি যা বলেছিলেন এতে লোকসভার কথা এখানে amended resolution-এ রয়ে গেছে। সুতরাং সেই কারণেই আমি amended resolution-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করছি এখানে যদি আমরা House of People-এর কথা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে Article 81-এ আছে যে প্রতি ৫ লক্ষ লোকে একজন representative পাঠাতে পারে। একজন M P. নির্বাচিত হতে পারেন। কিন্তু বিরোধীদলের মাননীয় সদস্য বলেছেন যে

প্রতি ৪ লক্ষ লোকে একজন representative পাঠাতে পারে। এই আইন তিনি যে কোথায় পেলেন তা আমি বুঝতে পারছি না।

(Interruption)

আইন শিখুন, আইন শিখে নিন।

তারপর আমি বলব যে House of People-এ এবং ও অন্যান্য State Legislative Assemblyতে দেখা যাচ্ছে যে ৭৫ হাজার populationএ একটি constituency হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের Union Territoryতে কত সংখ্যক লোকে একজন representative পাঠাবে এমন কিছু নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Union Territory Act-এ population-এর উপর এমন কিছু জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু House of People-এ এবং Legislative Assemblyতে population-এর উপর এবং last census-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আমরা দেখতে পাই যে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য মণিপুরে ৬ লক্ষ লোকে পাচ্ছে ৩০টা seat এবং আমাদের হিমাচলে বর্ত্তমানে ১৩ লক্ষ লোকে পাচ্ছে ৩০টা seat. আমাদের last census-এ যে population তাতে আমরা ১১ লক্ষের উপরে আছি। তাতে আমরা ৩০টা seat পাচ্ছি। এই জায়গাতে আমরা বলব যে এটা legitimate claim, সুতরাং এই amended resolution আমি support করছি।

Mr. Speaker—The mover of the original resolution may excercise the right of reply.

Shri S. L. Singh (Chief Minister)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি amendment-এর ব্যাপারে ২টি যুক্তি দেব। একটা হচ্ছে পপুলেশান ভিত্তি। হিমাচলের যখন লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৯ হাজার তখন তাদের সিট সংখ্যা ছিল ৪০টি। অতএব সেইদিক দিয়ে আমাদের লোকসংখ্যা বর্ত্তমানে প্রায় ১৫ লক্ষের মত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমার দাবী যুক্তিসঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয়তঃ আমি মনে করি যে আমাদের দাবী সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই আমরা করেছি: 8Bতে আছে যে Parliament-এ Union Territories-এর Representative কুড়ির বেশী হবেনা। বর্ত্তমানে আছে ১৬টি। আমাদের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব গৃহীত হলে হবে মোট ১৭টি। অতএব আমরা ঠিক Coustitution-এর মতই চাইছি। অতএব আমি আশা করি এই amended resolution, আমাদের যে দাবী Law Ministryতে আছে তাকে আরো শক্তিশালী করবে।

Mr. Speaker—The discussion is over. First I would put the amendment to vote. The question before the House is the amendment moved by Shri Umesh Lal Singh that after the word State Legislature occuring in the last line of the resolution add the following lines :—

"Particularly because Himachal Pradesh having a population of 11 lakhs in 1961 have 40 members in the Assembly and the Central Govt, be further moved to increase the number of Parliamentary seat (general) by one in view of the present increase in the non-tribal population of Tripura."

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

(No Voice)

"Ayes" have it, "Ayes" have it,

So, the amendment is carried,

I would now put the amended resolution to vote.

The question before the House is that in view of the fact that the number of present population in Tripura has increased since the last census of 1961, this House requests the Central Government to take such action as deem necessary to increase the number of seats to 40 in the State Legislature particularly because Himachal Pradesh having a population of 11 lakhs in 1961 have 40 members in the Assembly and the Central Government be further moved to increase the seat (general) by one in view of the present increase in the non-tribal population of Tripura.

As many as are of that opinion will please say, "Ayes".

Voice—"Ayes".

As many as are of contrary opinion will please say, "Noes".

(No Voice)

"Ayes" have it, "Ayes" have it.

So, the amended resolution is carried.

As the business of the day is over the House stands adjourned till 11 A.M. on Wednesday, the 6th April, 1966.

Unstarred Question No. 868 by Shri Ramcharan Deb Barma, M.L.A.

১। সমগ্র ত্রিপুরায় ১৯৬৫-৬৬ সনে মোট কতজনকে কলেরা ভেকসিন ও বসন্তের টীকা দেওয়া হইয়াছে ? মহকুমা ভিত্তিক তথ্য ঃ

Name of Sub-Division		Number of vaccination performed during 1965-66.	Number of inoculation performed against Cholera (1965-66).
1.	Sadar ...	48,442	63.635
2.	Khowai ...	10,308	20,520
3.	Kamalpur ...	10,667	11,564
4,	Kailasahar ...	21,397	20,930
5.	Dharmanagar ...	25.070	20,970
6.	Sonamura ...	14,090	11,890
7.	Udaipur ...	18.003	16,002
8.	Amarpur ...	5,807	11,243
9.	Belonia ...	20,582	30,069
10.	Sabroom ...	14,394	20,182
	Total :	1,88,760	2,27,005

২। প্রতিটি মহকুমায় কতজন করিয়া ভেকসিনেটর আছে ?

Name of Sub-Division		Number of Vaccinators	Number of Health Assistants.
1.	Sadar —	9	14
2.	Khowai —	2	3
3.	Kamalpur —	2	2
4.	Kailasahar —	4	2
5.	Dharmanagar —	7	3
6,	Sonamura —	1	3
7.	Udaipur —	7	1
8.	Amarpur —	2	3
9.	Belonia —	7	3
10,	Sabroom —	4	3
	Total :	45	37

Unstarred Question No. 922 by Shri Nripendra Chakraborty, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
1. Whether there is popular demand for starting primary health centre or dispensary at Nalna in the Sub-division of Subroom ;	No demand has been received for starting a Pri- Health Centre or dispensary at Nalna in the Sub-division of Sabroom.
2. whether it is a fact that there is no medical unit within several square miles of that place which has a population of 14,000.	Not known.
3. if so, whether Government proposes to start a dispensary there ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 933 by Shri Nishi Kanta Sarkar, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
১। উদয়পুরের টি, বি, চেষ্ট ক্লিনিক এর মঞ্জুরী ছিল কি না।	Yes.
২। থাকিলে না হওয়ার কারণ কি	Due to the Re-orientation of the plan. The work could not be taken up earlier.

QUESTION	ANSWER
৩। এজন্য সরকারের কোন টাকা ব্যয় হইয়াছে কিনা এবং হইলে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	Does not arise.

Unstarred Question No. 934, by Nishi Kanta Sarkar, M.L.A.

QUESTION	ANSWER
১। উদয়পুরে ওয়াটার সাপ্লাই এর কোন স্কীম ছিল কিনা ;	হাঁ্যা, ছিল.
২। থাকিলে কাজ না হওয়ার কারণ কি ;	পরিকল্পনা পুনর্বিন্যাসের জন্য
৩। এজন্য কোন সার্ভে হইয়াছিল কিনা ;	না।
৪। হইয়া থাকিলে সরকারের ইহাতে কত টাকা খরচ হইয়াছে ;	প্রশ্ন উঠেনা।
৫। এ সম্পর্কে ভবিষ্যতে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?	হাঁ্যা, আছে

Printed by the Superintendent, Government Printing,
Tripura Government Press, Agartala, Tripura.